ANNUAL REPORT
2014

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

Annual Report 2014

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
65-66 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh
PABX: 9552562, 9554383 (Hunting), Fax: 880-2-9560830, 9550103
Email: info@dhakachamber.com, secretary@dhakachamber.com
Website:www.dhakachamber.com

SAI GLOBAL Certified System

ISO 9001
The first ISO certified Chamber in Bangladesh

Mohammad Shahjahan Khan
President

DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

সূচিপত্র

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ	০৫
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালনা পর্ষদ ২০১৪	০৬
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সাবেক সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতিবৃন্দ	১২
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন-২০১৪	১৬
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী	৪৬
ঢাকা চেম্বারের স্মরণীয় ও বরণীয়দের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৫৫
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী ২০১৩-১৪	৬১
ডিসিসিআই'র বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহুর্ত	৮৩
বিভিন্ন কমিটি/সংস্থাসমূহে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি	১২৫
ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার	১৪০
ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)	১৬০
ডিসিসিআই বিবিএ কলেজ	১৬৪
সংবাদপত্রে ডিসিসিআই	১৬৬
দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের কাছে পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাব সমূহ	১৬৯
ডিসিসিআই আয়োজিত সেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপসমূহের সুপারিশমালা	২০৯
অডিটকৃত হিসাব বিবরণী ২০১৩-১৪	২২৫

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
Dhaka Chamber of Commerce & Industry
The Best of Bangladesh is Business®

ডিসিসিআই/প্রশা/এজিএম/২০১৪/২৩৬৮

২৪ নভেম্বর, ২০১৪

ডাক প্রত্যায়িত

নোটিশ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি - এর ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৩০, ৩১ এবং ৩৯ ধারা মোতাবেক এবং কোম্পানী আইন ও টিও রুলস এর আলোকে চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণের সদয় অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া যাচেছ যে, নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচি সম্পন্ন করার নিমিত্তে অত্র চেম্বারের ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১০ ডিসেম্বর, ২০১৪ (২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২১ বাংলা) বুধবার, বিকাল ০৩-০০ ঘটিকায় ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম, "ঢাকা চেম্বার ভবন" (৬ষ্ঠ তলা), ৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচি ঃ

১। গত ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;

২। ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

৩। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;

৪। ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালের পরিচালক এবং ২০১৫ সালের জন্য সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

৫। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণকে এ বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচেছ।

এ এইচ এম রেজাউল কবির
সচিব

ISO 9001
The first ISO certified Chamber in Bangladesh

DHAKA CHAMBER BUILDING
65-66, MOTIJHEEL C/A, GPO BOX : 2641, DHAKA-1000, BANGLADESH
PABX : +88-02-9552562, 9554383 (Hunting), Fax : 88-02-9560830, 9550103
E-mail : info@dhakachamber.com, secretary@dhakachamber.com, Web : www.dhakachamber.com

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০১৪

মোহাম্মদ শাহজাহান খান
সভাপতি

ওসামা তাসীর
ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি

খন্দকার শহীদুল ইসলাম
সহ-সভাপতি

আবুল হোসেন
পরিচালক

হায়দার আহমদ খান, এফসিএ
পরিচালক

মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ)
পরিচালক

হুমায়ুন রশিদ
পরিচালক

মোঃ সবুর খান
পরিচালক

নেসার মাকসুদ খান
পরিচালক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০১৪

রিজওয়ান-উর রহমান
পরিচালক

মোক্তার হোসেন চৌধুরী
পরিচালক

এস রুমি সাইফুল্লাহ
পরিচালক

সামির সাত্তার
পরিচালক

হোসেন এ সিকদার
পরিচালক

আলহাজ্ব আব্দুস সালাম
পরিচালক

মোঃ শোয়েব চৌধুরী
পরিচালক

এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান
পরিচালক

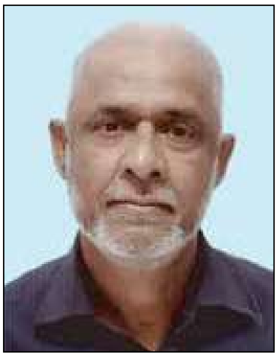

কে জি করিম
পরিচালক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’র পরিচালনা পর্ষদ ২০১৪

সামনের সারিতে (বাঁ থেকে) ঃ সর্বজনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, হোসেন এ সিকদার, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান খান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ওসামা তাসীর, কে জি করিম, রিজওয়ান উর রহমান

পিছনের সারিতে (বাঁ থেকে) ঃ সর্বজনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, সামির সাত্তার, এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, এস রুমি সাইফুল্লাহ, মোক্তার হোসেন চৌধুরী

ছবিতে অনুপস্থিত ঃ সর্বজনাব আবুল হোসেন, হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ), হুমায়ুর রশিদ, মোঃ সবুর খান, নেসার মাকসুদ খান

ঢাকা চেম্বারের ২০১৪ সালে নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপীল বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

নির্বাচন বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

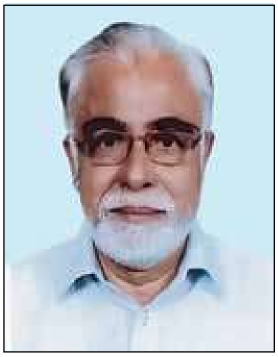

সালাহ্‌উদ্দিন আবদুল্লাহ্
চেয়ারম্যান

এম বশির উল্ল্যাহ ভূঁইয়্যা
সদস্য

হাজী মোঃ আলতাফ হোসেন
সদস্য

নির্বাচন আপীল বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

ড. তুহিন মালিক
চেয়ারম্যান

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
সদস্য

মাহাবুব আনাম
সদস্য

খসড়া বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

১। ***জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান*** - আহবায়ক
সভাপতি, ডিসিসিআই

২। ***জনাব ওসামা তাসীর*** - সদস্য
ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

৩। ***খন্দকার শহীদুল ইসলাম*** - সদস্য
সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

৪। ***জনাব হুমায়ুন রশিদ*** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

৫। ***জনাব রিজওয়ান-উর রহমান*** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

৬। ***জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী*** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

৭। ***জনাব এস রবমি সাইফুল্লাহ*** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

৮। ***আলহাজ্ব আব্দুস সালাম*** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

৯। ***জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান*** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

১৮ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভা-এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু মুহূর্ত

১৮ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভা-এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সাবেক সভাপতি

নাম	*সাল*
জনাব সাখাওয়াৎ হোসেন (মরহুম)	১৯৫৯-৬০
জনাব আবু নাসির আহমেদ (মরহুম)	১৯৬০-৬১
জনাব ওয়াই এ বাওয়ানী (মরহুম)	১৯৬১-৬২
জনাব নূরুল হুদা (মরহুম)	১৯৬২
জনাব মোহাম্মদ আইয়ুর (মরহুম)	১৯৬২-৬৩
জনাব সাখাওয়াৎ হোসেন (মরহুম)	১৯৬৩-৬৪
জনাব আহাম্মদ হোসেন (মরহুম)	১৯৬৭
জনাব কিউ জে আহম্মদ (প্রশাসক) (মরহুম)	১৯৬৭-৬৮
জনাব এ কাশেম (মরহুম)	১৯৬৮
জনাব আখলাক আহাম্মদ (মরহুম)	১৯৬৮-৬৯
জনাব মতিউর রহমান (মরহুম)	১৯৬৯-৭২
জনাব কে এ সাত্তার (মরহুম)	১৯৭২-৭৬
মির্জা গোলাম হাফিজ (মরহুম)	১৯৭৬
চৌধুরী তানভীর আহম্মদ সিদ্দিকী	১৯৭৬-৭৯
জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ (মরহুম)	১৯৭৯-৮২
জনাব এম এ সাত্তার	১৯৮২-৮৪
জনাব এম ইউনুস, এফসিএ (মরহুম)	১৯৮৪-৮৫
জনাব মাহবুবুর রহমান	১৯৮৫-৮৬
জনাব আবু সায়ীদ মাহমুদ (মরহুম)	১৯৮৬-১৯৯০
জনাব মাহবুবুর রহমান	১৯৯১-৯২
জনাব এম ইউনুস, এফসিএ (মরহুম)	১৯৯২-৯৩
জনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ	১৯৯৩-৯৪
জনাব এ রব চৌধুরী	১৯৯৪-১৯৯৫
জনাব আর মাকসুদ খান	১৯৯৫
জনাব আলী হোসেন	১৯৯৬
জনাব এ এস এম কাসেম	১৯৯৭
জনাব আর মাকসুদ খান	১৯৯৮
জনাব এম এইচ রহমান	১৯৯৯
জনাব আফতাব উল ইসলাম	২০০০
জনাব বেনজির আহমেদ	২০০১
জনাব মতিউর রহমান	২০০২-২০০৩
জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	২০০৪
জনাব সাইফুল ইসলাম	২০০৫
জনাব এম এ মোমেন	২০০৬
জনাব হোসেন খালেদ	২০০৭-০৮
জনাব জাফর ওসমান	২০০৯
জনাব আবুল কাসেম খান	২০১০
জনাব আসিফ ইব্রাহীম	২০১১-১২
জনাব মোঃ সবুর খান	২০১৩

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সাবেক উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি

নাম	*সাল*
জনাব এইচ এম সেকিল	১৯৬৭-৬৮
জনাব এ সাত্তার কারাওয়াদিয়া	১৯৭০-৭২
জনাব খোরশেদ আলাম	১৯৭৩
জনাব এ এম এম শামছুল আলম	১৯৭৫
জনাব এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৬
জনাব এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৭-৭৮
জনাব এম এ খালেক (মরহুম)	১৯৭৮-৭৯
জনাব এম রেজা (মরহুম)	১৯৭৯-৮২
জনাব শামছুজ্জোহা খান (মরহুম)	১৯৮২-১৯৮৪
আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	১৯৮৪-৮৫
জনাব মোঃ আলী হোসেন	১৯৮৫-৮৬
জনাব এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৬-৮৮
জনাব এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৯-৯০
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯১-৯২
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯২-৯৩
সয়দ জামিলুদ্দিন হায়দার	১৯৯৩-৯৪
জনাব সাজ্জাতুজ জুম্মা	১৯৯৪-৯৫
জনাব হোসেন আকতার	১৯৯৫
জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	১৯৯৬
জনাব আশরাফ ইবনে নূর	১৯৯৭
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯৮
জনাব সাজ্জাতুল জুম্মা	১৯৯৯
জনাব এ এম মুবাশ-শার	২০০০
জনাব মাহবুব-উজ-জামান	২০০১
জনাব সাব্বির আহমেদ খান	২০০২
জনাব জাফর ওসমান	২০০৩
জনাব এ এম মুবাশ-শার	২০০৪
জনাব মঞ্জুর উর-রহমান (রাসকিন) (মরহুম)	২০০৫
জনাব হোসেন খালেদ	২০০৬
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০০৭
জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্	২০০৮
জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী	২০০৯
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০১০
জনাব টি আই এম নূরুল কবীর	২০১১
জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	২০১২
জনাব নেসার মাকসুদ খান	২০১৩

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সাবেক সহ-সভাপতি

নাম	*সাল*
জনাব ইসহাক আহমেদ	১৯৬৭-৬৮
জনাব মুখলেছুর রহমান (মরহুম)	১৯৭০-৭২
জনাব মুখলেছুর রহমান (মরহুম)	১৯৭৩
জনাব এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৫
জনাব এ বি সিদ্দিকী	১৯৭৬
জনাব মোশাররফ হোসেন (মরহুম)	১৯৭৭-৭৮
জনাব এম এ রাজ্জাক মিয়া (মরহুম)	১৯৭৮-৭৯
জনাব মজিবুর রহমান	১৯৭৯-৮২
জনাব এ এ মনিরুজ্জামান	১৯৮২-৮৪
জনাব রমিজ উদ্দিন ফকির	১৯৮৪-৮৫
জনাব সায়েদুর রহমান (মরহুম)	১৯৮৫-৮৬
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৮৬-৮৮
জনাব এম এ খালেক (মরহুম)	১৯৮৯-১৯৯০
জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া	১৯৯১-৯২
জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া	১৯৯২-৯৩
জনাব খোরশেদ আলী মোল্লা	১৯৯৩-৯৪
জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	১৯৯৪-৯৫
সৈয়দ তৌফিক আলী	১৯৯৫
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	১৯৯৬
জনাব মঞ্জুর হোসেন	১৯৯৭
জনাব জাফর ওসমান	১৯৯৮
জনাব নাসির হোসেন	১৯৯৯
জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	২০০০
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	২০০১
জনাব হোসেন খালেদ	২০০২-২০০৩
জনাব এম আবু হোরায়রা	২০০৪
জনাব হোসেন এ সিকদার	২০০৬
আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	২০০৭
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০০৮
জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	২০০৯-১০১০
জনাব নাসির হোসেন	২০১১
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	২০১৩

ঢাকা চেম্বার ভবন

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালকম-লীর প্রতিবেদন-২০১৪

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ
সম্মানিত প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ
২০১৪ সালের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ
ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ

আসসালামু আলাইকুম ও শুভ অপরাহ্ন

২০১৪ সালের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলকে আমাদের প্রিয় সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত জানাচ্ছি। গত এক বছরে চেম্বারের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা এবং তার উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি সেবার মান উন্নয়নের জন্য চেম্বারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা রচনা ও কর্মকৌশল নির্ধারন এবং একই সাথে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার বিষয়ে চেম্বার কিভাবে আরও বেশি অবদান রাখতে পারে সে ব্যাপারে আলোচনার জন্য আজ এখানে আমরা সমবেত হয়েছি।

আজকের এ শুভ মুহুর্তে আমি আপনাদের সবাইকে, বিশেষ করে সর্বাত্মক সমর্থন ও অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের এ সহযোগিতা ছাড়া ডিসিসিআই'র পক্ষ দেশের একটি প্রথম সারির চেম্বারে পরিনত হওয়া সম্ভব ছিল না। আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা, প্রাজ্ঞ দিক্ নির্দেশনা ও দৃঢ়তায় একটি গতিশীল এবং সুদূর প্রসারী বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে ডিসিসিআই'র সুখ্যাতি দেশে ও বিদেশে গর্বের সাথে উচ্চারিত হচ্ছে।

আজকের বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে এ কর্মচঞ্চল ও বিশিষ্ট চেম্বারের সভাপতি হিসেবে আমার মেয়াদকাল শেষ হবে। সুতরাং, আজ আমি আপনাদের সামনে বিগত এক বছরে চেম্বারের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরবো, যা আমার পর্ষদের সহকর্মীবৃন্দ, সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং চেম্বার সচিবালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি।

সম্মানিত সহকর্মী ও সদস্যবৃন্দ

ভারসাম্যপূর্ণ মুদ্রানীতি এবং রাজস্বনীতি গ্রহণের ফলে গত বছরের চতুথার্ধ থেকে বিশ্ব অর্থনীতি, বিশেষ করে উন্নত দেশ সমূহের অর্থনীতিতে অগ্রগতির ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। এর ফলে বেকারত্বের হার হ্রাসের পাশাপাশি সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ভোক্তা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থাও পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। সার্বিক ভাবে, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশ সমূহের অর্থনীতি সুসংহত হয়েছে, যা সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) প্রকাশিত প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবদ্ধির হারের পূর্বাভাস করা হয়েছে যথাক্রমে ৩.৬% ও ৩.৯%। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর জন্য এ হার হবে যথাক্রমে ২.২% ও ২.৩% এবং এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে এ হার হবে যথাক্রমে ৬.৭% ও ৬.৮%।

দক্ষিণ এশিয়ার মুদ্রা সমস্যার পাশাপাশি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনীতি গতিশীল ভাবে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে, যেখানে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬%। ২০১৪ সালে মাথাপিছু জিডিপি আয় ছির ১১৯০ মার্কিন ডলার, যেটি ২০১০ সালে ছিল ৮৪৩ মার্কিন ডলার। ২০১৪ সালে সার্বিক স্থানীয় বিনিয়োগের পরিমান ছিল ২৬.৮%, যেটি ২০০১ সালে ছিল ২৩.১%। জাতীয় দারিদ্র সূচক ১৯৯১-৯২ অর্থবছরের ৫৬.৬% থেকে নেমে ২০১০ সালে দাড়িয়েছে ৩১.৫%, যেটি বর্তমানে ২৫% কম বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০১৪ সালে প্রকাশিত বৈশ্বিক সক্ষমতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১১০, ২০১৩ সালে এ সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১১৮। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এক বছর ৮ স্তরের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়। ২০১৩ সালে বৈদেশিক বিনিয়োগ বেড়েছে ১৭৩০.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪৪.৪৮% বেশি। আর্থিক পরিসংখ্যানে এটি প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতির অবস্থা বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। তাছাড়া সারা বছরব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্বেও অভ্যন্তরীন বিনিয়োগেও ইতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

Annual Report of the Board of Directors of Dhaka Chamber of Commerce & Industry for the Year 2014

Bismillahir Rahmanir Rahim

Distinguished Members of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI);
Respected Former Presidents and Business Leaders;
My dear Colleagues in the Board of Directors-2014, DCCI;
Distinguished Ladies and Gentlemen.

Assalamu Alaikum and a very good afternoon

On behalf of the members of the Board of Directors of DCCI and on my own behalf, I would like to take the privilege to welcome you all to the 53rd Annual General Meeting (AGM) of our Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI). Today we have all gathered here to review our performances and achievements during the last one year and project our future plan of activities and strategies for delivering better services to the esteemed members of the Chamber as well as business community contributing towards overall economic development of the country.

On this auspicious occasion, I would like to extend my sincere thanks to you all for your active cooperation. Without your unflinching support and prudent guidance it would not have been possible for DCCI to be the premier business Chamber of the country. Your spirit of work and perseverance have teamed up together to help the chamber to reach to an ultimate position of eminence at home and abroad. Your sincerity, diligence and determination have enabled DCCI to shape itself as a dynamic, prime and future looking trade organization in the country.

With this AGM, my tenure as the President of this vibrant and prestigious Chamber will come to an end today. So it is my immense pleasure to present before you a summary of activities we have completed during last one year with active guidance and assistance of my respected colleagues in the Board, distinguished Members and support of the Secretariat of DCCI.

My Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Following the adoption of accommodative monetary policy and fiscal consolidation, global economy, especially, advanced economies have been showing signs of progress since the fourth quarter of the last year. As a result, not only unemployment has gone down in these countries but consumer and investor confidence has been restored as well due to higher aggregate demand. Over all, economies of USA, Japan and Euro area have been experiencing a solid recovery. This is reflected in the latest IMF forecast of the world economic growth of 3.6 percent and 3.9 per cent respectively in 2014 and 2015. In 2014 and 2015, this growth would be 2.2 percent and 2.3 percent in the advanced economies and 6.7 percent and 6.8 percent in the developing Asian economies.

The economy of Bangladesh has travelled a long way on a tremendously dynamic growth trail amid all external turbulences like the East Asian currency crisis and the subsequent global financial crisis with its sustained decade long spell of six-plus percent annual average real GDP growth, firm macro financial environment with single digit falling CPI inflation, fiscal deficits in lower single digit GDP percentages, and underpinned strong external sector gains with positive BOP current account balance-more than ten-fold increase in foreign exchange reserves, and stable domestic currency often under appreciation pressure. Per capita GDP has increased from USD 843 in 2010 to USD 1190 in 2014. Gross domestic investment reached to 26.8% of GDP in FY 2014 from 23.1% in FY 2001. National poverty rate declined substantially from 56.6% in 1991-92 to 31.5% in 2010, which may have gone down to less than 25% by now. Global Competitiveness Index (GCI) ranked Bangladesh in the position of 110 in FY 14 compared to the position of 118 in FY 13 showing a gain of 8 ranks in just a year alone. Inflows of FDI increased to 1730.63 million USD in FY13, a rise of 44.84 percent from the preceding fiscal year. In sum, it is arguable that macroeconomic fundamentals of Bangladesh economy are highly in favor of foreign investment. The domestic investment has also been showing upturn lately following acute political instability during most part of last year.

এইচএসবিসি কর্তৃক গত ৬ মাস মেয়াদে ২৩ টি দেশের মধ্যে পরিচালিত বাণিজ্যের আস্থার সূচক শীর্ষক জরিপে বাংলাদেশ ৩৮ পয়েন্ট অর্জন করে, যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এ অর্জন সম্ভব হয়েছে আমাদের তৈরি পোষাকের প্রতি পশ্চিমা ক্রোতাদের ক্রমাগত চাহিদা বৃদ্ধি এবং দেশের তৈরি পোষাক খাতের নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও অন্যান্য অবস্থার উন্নয়নের ফলে। যেখানে আমরা সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভারত, তুরস্ক, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশসমূহকে পিছনে ফেলতে সক্ষম হয়েছি। এ জরিপে অংশগ্রহণকারী ৪০ শতাংশের বেশি লোক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশ ইউরোপের সবচেয়ে বড় সহযোগী দেশ যেখানে আগামী ৬ মাসে বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো সুযোগ রয়েছে। সার্বিক ভাবে ৭০ জন উত্তরদাতা মনে করে, আগামী ৬ বছরে বাংলাদেশের ট্রেড ভ্যালু উন্নয়ন ঘটবে। ৮০ শতাংশেরও বেশি অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় আস্থা প্রকাশ করে বলেন, এটি ব্যবসা সম্প্রসারনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

বৈশ্বিক অর্থনীতির মন্দাভাবের মধ্যেও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্বেও বাংলাদেশ ৬.০১% প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে শিল্পখাতে ১০% প্রবৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। চাহিদার প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রেমিট্যান্সের ঊর্ধ্বগতির ফলে ব্যক্তিখাতের চাহিদার পরিমাণ বেড়েছে, তবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। তুলনামূলক বিশ্লেষনে দেখা যায়, সরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অপরদিকে, রপ্তানির হার বৃদ্ধি পেলেও আমদানির হার ততটা আশাব্যঞ্জক নয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতি গত ১২ বছর যাবত বৈশ্বিক অর্থনীতির মন্দাভাব সত্বেও গড়ে ৬% হারে বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে সিঙ্গেল ডিজিট বজায়ে ছিল। বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন সহায়ক নীতিমালার কারণে অর্থনীতিতে স্থিতিশীল ধারা বজায়ে ছিল, যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের আর্থিক খাতে সামাজিক দায়বদ্ধতা মূলক নীতিমালা গ্রহণ করেছিল। কৃষি, এসএমই এবং পরিবেশ বান্ধব প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ ধরনের সহায়তা বজায় থাকার ফলে স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধির পাশপাশি দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোর চাহিদা কমে যাওয়ার কারণে অর্থনীতির বিরুপ প্রভাব আমাদের অর্থনীতির ধারাবহিকতাকে ব্যাহত করতে পারেনি।

প্রতিনিয়িত রপ্তানী বৃদ্ধি এবং প্রবাসী শ্রমিকদের রেমিট্যান্স পাঠানোর উচ্চ হার এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈশ্বিক মন্দা সত্বেও একটি সুদৃঢ় অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে ২০০০ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিভার্জ যেখানে ছিল ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তা দশ গুণ বেড়ে এখন ২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে দাড়িঁয়েছে। সহায়ক মুদ্রানীতির ফলে রাজস্ব আদায়ের হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সরকারি ঋণ হার স্বাস্তিদায়ক ছিল। এসএমই খাতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের পরিমান বৃদ্ধির ফলে ম্যাক্রো অর্থনীতি স্থিতিশীল হয়েছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং জনসাধরনের আয়ের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে যোগান ও চাহিদার দিকসমূহ আরো সুসংহত হয়েছে। এফডিআই এবং এফপিআই আকৃষ্টের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সবচেয়ে আকর্ষনীয় স্থান হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে পেরেছে। বাংলাদেশের শিল্প এলাকা সমূহ বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগকারীগন ১০০ ভাগ মালিকানা সুবিধা ভোগ করে থাকেন। এফপিআই-এর ক্ষেত্রে ইক্যুটি এবং বন্ড মার্কেটে বিনিয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে। বিদেশী এফডিআই এবং এফপিআই এর ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীগন বিনিয়োগ থেকে আয়ের টাকা শতভাগ কর মুক্ত সুবিধা ভোগ করে থাকেন এবং নিজদেশে টাকা ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রেও এ সুবিধা প্রযোজ্য হয়। দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীগনের জন্য ইপিজেডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ট্রাক্স হলিডে, মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক সুবিধা সহ নানা ধরনের প্যাকেজ সুবিধা প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশে পরিচালিত বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে তাদের মূল প্রতিষ্ঠান থেকে মূলধন আনায়ন অথবা স্থানীয় বাজার থেকে আর্থিক ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা অনুমোদন করা হয়েছে। পাশাপাশি অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, গ্যাস হোটেল ও পর্যটন স্বাস্থ্য খাত ও হাসপাতাল নির্মান, স্থল, বিমান ও সমুদ্র বন্দর নির্মান প্রভৃতি খাতে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের এ দেশে বিনিয়োগের প্রচুর সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও সফটওয়্যার ও আইটি খাত বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য সম্ভাবনাময় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত এমডিজি লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সাফল্য দেখিয়েছে। ১৬ কোটি মানুষের দেশের জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশের দ্রুত সময়ে দারিদ্র বিমোচনের সাফল্যে, তুলনামূলক ভাবে স্বস্তা পারিশ্রমিকে তরুণ জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে শ্রম পাওয়ার নিশ্চয়তা, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগের জন্য দাম বৃদ্ধির ফলে দেশীয় ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্যামসাং, ইউনিলিভার, হোন্ডা, টেলিনরের মত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে তাদের কারখানা স্থান করেছে। পাশাপাশি আর্থিক খাতে এইচএসবিসি, সিটি ব্যাংক এনএ মত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যাংক বাংলাদেশে নিজেদের কর্মকান্ড ও শাখা সম্প্রসারিত করছে। বাংলাদেশের বর্তমান বিপুল জনগোষ্ঠীর ভিন্নতা, উদ্যোমী তরুণ জনগোষ্ঠী, সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ে জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনার কৌশল নির্ধানের ফলে অতিদ্রুত সময়ে দারিদ্র হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে এবং সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাচ্ছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ২০৩০ সালের মধ্যে আপার মিডল ইনকাম কান্ট্রি গ্রুপ জিএনআই-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ডেভেলপড এ্যাডভান্ড ইকোনোমি স্ট্যাটাজ অর্জনের সঠিক পথে রয়েছে।

According to trade confidence Index of HSBC shows that Bangladesh gains 38 points over the last 6 months which is the second highest among 23 countries surveyed globally. This is due to growing demand for our apparels from western buyers and their perception of phenomenal improvement in safety and other compliances of our factories. Bangladesh outpaced UAE, Indonesia, China, India, Turkey, Vietnam and many such strong competitors.

The stable, sustained growth trend has been maintained with Bangladesh government's inclusive development strategy, supported by Bangladesh Bank's initiative of mainstreaming socially responsible financing in corporate ethos and objectives of the country's financial sector. Financing support from these initiatives for agriculture, SMEs and environment friendly projects have generated domestic output and domestic demand to compensate for external demand weakness from slowdown in advanced Western economies.

Exports have also continued to grow however, and together with healthy inflows of remittances from workers abroad, have underpinned strong gains in external sector viability reflected in healthy positive current account balance, more than ten-fold increase in foreign exchange reserves to over USD 20 billion from only 1.6 billion in FY2000. Prudent fiscal policy helped accumulating higher revenues with moderate deficits leading to declining public debt ratio. Attention of the inclusive financing initiatives on adequacy of credit flows to SMEs helps enhance macro-financial stability, with incremental output on the supply side and employment and income generation on the demand side. Bangladesh is maintaining a most welcoming regime for FDI and FPI inflows. Up to 100 percent foreign ownership is freely permissible for FDIs in the industrial sector; FPI inflows are freely permitted in the local equity and bond markets. Post-tax profit or dividends earned by non-residents on that FDIs and FPIs are freely repatriable abroad; disinvestment proceeds along with capital gains are like-wise also freely repatriable. Tax holidays, import tariff waivers/concessions on capital goods and serviced industrial zones are available for foreign and local investors. Taka term loan from the domestic market and working capital financing in foreign currency from parent company are also now permissible for foreign owned/controlled companies engaged in manufacturing or services output activities in Bangladesh. Besides manufacturing, major opportunities for foreign investors in Bangladesh exist also in the infrastructure sector, including gas and electricity generation, toll bridges, hotels and other tourism facilities, tertiary health care hospitals, developing land port, seaport, airport facilities and so forth. Software and IT enabled services are yet another new promising area for foreign investors in Bangladesh.

In the financial sector, globally active banks like HSBC and Citi NA are maintaining branch operations in Bangladesh. Given the advantages of her current demographic dividend of a large youthful work force and a broad based social consensus on social responsibility driven inclusive development strategy to harness the ingenuity and creative energy of all population segments in overcoming challenges on path of rapid poverty eradication and eventual prosperity; Bangladesh is now charting the next phase of her progress path aiming at: reaching the upper middle income country group GNI threshold by 2030, and attaining developed advanced economy status by 2050.

The strong performance of Bangladesh economy came from higher public investment and strong exports. For FY 2015, growth is now projected at 6.4%, slightly higher than forecasted earlier, as a revival in worker remittances is expected to bolster private consumption, while private sector investment will pick up on greater political stability. Moreover, the government will continue its efforts to step up project implementation. At the outset of FY 2013-14, GDP growth target was set at 7.2 percent. According to the provisional data of Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Bangladesh economy grew by 6.12 percent in this fiscal year, missing the targeted 7.2 percent GDP growth. Industrial sector grew by 8.21 percent, with strong expansion in construction and small-scale manufacturing. Service sector of the economy recorded growth of 6.3 percent and agriculture sector (included: Agriculture and Forestry, Fishing, Mining & Quarrying) recorded growth of 4.72 percent in FY13-14. Due to the contribution of the private sector and effort of dynamic workforce of the country, the economy of Bangladesh is still stable.

২০১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির সার্বিক অবস্থা ছিল ইতিবাচক। সবকারী পর্যায়ে বিনিয়োগের উচ্চ হার ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে অর্থনীতির শক্তিশালী অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০১৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ৬.৪%, যা কিনা পূর্বের ঘোষিত প্রাক্কলনের চেয়ে বেশি। এছাড়া প্রবাসী রেমিট্যান্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অব্যাহত ইতিবাচক ধারার ফলে ব্যক্তি পর্যায়ে পণ্য ভোগের পরিমান বেড়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের শুরুতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৭.২%। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র তথ্য মতে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার হয়েছে ৬.১২%, যেখানে প্রাক্কলিত জিডিপি হার ৭.২% অর্জন সম্ভব হয়নি। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.২১%, নির্মান খাত, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪.৭২%। বেসরকারীখাতের অবদান এবং দক্ষ জনগোষ্ঠীর ঐক্লান্তিক প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি সুসংহত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর মতে, ২০১৩ সালে পিপিপি ভিত্তিতে বাংলাদেশ ৩৭তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ এবং নমিনাল টার্ম হিসেবে ৩৬তম স্থান অর্জন করেছে, যেখানে পিপিপি ও নমিনাল হিসেবে দেশের জিডিপি ছিল যথাক্রমে ৪১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ১৭৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থনীতির এ সম্ভাবনাময় অগ্রযাত্রা বাংলাদেশকে গোল্ডম্যান স্যাকস এবং গ্লোবাল গ্রোথ জেনারেটর কান্ট্রিজ প্রণীত "নেক্সট-১১" অন্তর্ভূক্ত করেছে।

সম্মানিত উপস্থিতিবৃন্দ,

বাংলাদেশের একটি বড় অর্জন হলো সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী নাড়া দেওয়া অর্থনৈতিক মন্দাকে সঠিক ও দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করা। এ মন্দা ভাব মোকাবেলার ক্ষেত্রে কার্যপরিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। গত ৫ বছরে অর্থনীতির শক্তিশালী যাত্রা (জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.২%), মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, ম্যাক্রো ইকোনোমি স্ট্যাবিলিটি, রপ্তানী বৃদ্ধি, রেকর্ড পরিমান বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, সভরেন ক্রেডিট রেটিং-এর স্থিতিশীলতার ফলে আমাদের অর্থনীতি বৈদেশিক মন্দাভাব মোকাবেলা করতে পেরেছে।

বাংলাদেশ সামনের দিনগুলোতেও সমানভাবে অগ্রগতি লাভ করবে এবং এক্ষেত্রে বিশেষ করে আবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। টেক্সটাইলের পর শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানি হার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ, যেটি ২০৩০ সাল পর্যন্ত চলমান থাকবে, যেটি বাংলাদেশের ২০ শতাংশ আমদানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করবে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত রয়েছেন যে, ঢাকা চেম্বার ইতোপূর্বে ''ভিশন-২০২১'', ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কনফারেন্স (আইবিসি), ''এসএমই ফাইন্যান্সিং ফেয়ার", "বাংলাদেশ ২০৩০ ঃ স্ট্র্যাটেজি ফর গ্রোথ" এবং "পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্র্যান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট সফলভাবে আয়োজন করে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে সরকারি ও বেসরকারি নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ২দিন ব্যাপী "DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo" এর আয়োজন করে। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ফজলে নূর তাপস, এম.পি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং ডিসিসিঅই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে "DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo" কর্মসূচীতে অংশ নেওয়াদের মধ্য থেকে ৯জন উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন ব্যাংকের পক্ষ থেকে ঋণ সুবিধা পাওয়ার অংশ হিসেবে স্মারক চেক হস্তান্তর করা হয়।

এ অনুষ্ঠান আরো ৩টি আলোচনা সেশনের আয়োজন করা হয়, এগুলোর প্রতিপাদ্য ছিলঃ "Business Startup and New Entrepreneurs : Challenges and Solution", "ICT Sector in Bangladesh : Prospect & Challenges for the Young Entrepreneurs" এবং সমাপনী সেশনের প্রতিপাদ্য ছিল "Sharing Ideas with the Entrepreneurs who already got bank Finance and Certificate Giving Ceremony".

সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংকসমূহ, ব্যাংক বহিভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কিছু নতুন উদ্যোক্তা দুদিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে নিজেদের পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করে। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলায় ২৩টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ২৫জন নতুন উদ্যোক্তা নিজেদের সার্ভিস ও পণ্য প্রদর্শন করে। উক্ত মেলায় কিছু নতুন উদ্যোক্তা নিজেদের পণ্যের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক অর্ডার পান। এছাড়াও নতুন উদ্যোক্তাবৃন্দ ব্যাংক থেকে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কি ধরনের নীতিমালা অনুসরণ করা হয় এবং এ গুলোর সার্বিক পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। এ মেলা উদ্যোক্তা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছে।

নীতিনির্ধারক, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন ব্যাংক ও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কুটনৈতিকবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ডীনবৃন্দ, গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, দাতা সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং নতুন উদ্যোক্তাবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

According to the International Monetary Fund, Bangladesh ranked as the 37th largest economy in the world in 2013 in PPP terms and 36th largest in nominal terms with a gross domestic product of US$419 billion in PPP terms and US$173.8 billion in nominal terms. The growth potential of the economy has led to Bangladesh's inclusion in the Next Eleven (N-11) of Goldman Sachs and the Global Growth Generators countries.

Distinguished gatherings,

One of the major achievements of Bangladesh is tackling the impact of recent recession that swept through the whole world. Action agenda of Bangladesh to combat the possible impact of recession were widely acclaimed. Steady economic growth over the last five years (6.2 percent), tolerable inflation, macro-economic stability, robust export growth, favorable current account balance , record buildup of foreign exchange reserve, sustaining sovereign credit rating - all are glaring examples of our success in managing the impacts of recession.

Bangladesh to grow rapidly over the remainder of the current decade, and investment - particularly infrastructure - will continue to grow strongly to support this. Industrial machinery is the second largest import sector behind textiles and this will continue out to 2030 with the sector contributing almost 20% of Bangladesh's import growth. China, India, Korea and Indonesia will be Bangladesh's fastest growing import partners, taking advantage of geographical proximity. Amongst the 25 economies in the Trade Forecast, Bangladesh gets around 20% of its imports from China and by 2020 this share will have risen to closer to 30%. Other Emerging Market economies in Asia will also gain market share in Bangladesh at the expense of developed economies.

Respected Members,

You may remember that in the past, DCCI organized various remarkable events like "Vision-2021", "International Business Conference", "SME Financing Fair", "Bangladesh 2030: Strategy for Growth" and "Positioning Bangladesh: Branding for Business" which have concentrated policy makers for the socio-economic development of the country. Accordingly, a 2-day event on "DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo" was organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) in cooperation with Bangladesh Bank during June 22-23, 2014 at Bangladesh International Conference Centre (BICC). Honorable Member of the Parliament of Bangladesh Barrister Sheikh Fazle Noor Taposh was present as Chief Guest while Alhaj Anwar Hossain, Chairman, DCCI Foundation & Chairman, Anwar Group of Industries was present as Special Guest at the inaugural session. In the inaugural session, nine new entrepreneurs under the initiative of "DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo" were awarded with bank loans by various commercial banks of Bangladesh.

The other three sessions held during the mega event were Business Startup and New Entrepreneurs: Challenges and Solution, ICT Sector in Bangladesh: Prospects & Challenges for the young Entrepreneurs and Concluding Session on Sharing Ideas with the Entrepreneurs who already got Bank Finance and Certificate Giving Ceremony.

Various Banks, Non-Bank Financial Institution (NBFIs), some new entrepreneurs and project partners showcased their services and products in this two-day exhibition. A total of 23 Banks and NBFIs and 25 new entrepreneurs had set up their stall in the exhibition. DCCI also had showcased its various publications and services in the expo. In the expo, some new entrepreneurs got instant order for their products and services. The new entrepreneurs also got various information regarding project financing from the financial institutions which helped to compare the pros and cons of various offers by various financial institutions. The expo also helped to make a bridge between the financial institutions and entrepreneurs under a common umbrella.

High-profile dignitaries including Policy Makers, Business Leaders, Chairmen & Managing Directors of various Commercial Banks and NBFIs, Diplomats, University Faculties, Representatives of Donor

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়বৃন্দ

পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করার পূর্বে গত এক বছরে যাঁদের আমরা হারিয়েছি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বিশিষ্ট ভাষা সৈনিক জনাব আব্দুর মতিন, জাতীয় অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. সালাহউদ্দিন আহমদ, ঢাকা চেম্বারের সাবেক ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মঞ্জুর-উর রহমান (রাসকিন), সাবেক পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খান, জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, জনাব মামুন-উর রহমান, ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি ও পরিচালক জনাব মোঃ সবুর খানের বাবা আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইউনুস খান, ডিসিসিআই পরিচালক এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খানের বড় ভাই এ কে ডি নেওয়াজ মোহাম্মদ খান, ডিসিসিআই সাবেক সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা-এর শ্বশুড় এম এ রব, ডিসিসিআই সদস্য এবং বাংলাদেশ পারফিউম মার্চেন্ট এসোসিয়েশন এর সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ ফারুক, ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব আনোয়ার হোসেন মন্ডল-এর মাতা বেগম শামসুনাহার এবং বাংলাদেশ-থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালক এম এ তাহা, ঢাকা চেম্বারের যুগ্ম-সচিব জনাব গোলাম হোসেনের মাতা-এর আকস্মিক মৃত্যুতে ঢাকা চেম্বার হতে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

আমরা গাজায় ইসারাইলি হামালা, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বুলগেরিয় আকস্মিক বন্যা এবং শ্রীলংকার ভমি ধ্বসে নিহতদের জন্য শোকাহত। এছাড়াও পিনাক-৬ ডুবে যাওয়া এবং নাটোরের বাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহতদের জন্যও আমরা শোকাহত। তাইওয়ানের বিমান দূর্ঘটনায় নিহতের জন্য আমরা সমবেদনা জানিয়েছি। মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপে সাইক্লোন তামারা আঘাতে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি, চীন, ইরান, তুরস্ক, গ্রীস, নিউজিল্যান্ড, থাইল্যান্ড এবং ক্যালিফোনিয়া ভূমিকম্পে নিহতদের জন্যও আমরা শোকাহত।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

২০১৪ সালে ঢাকা চেম্বার তার কার্যক্রম ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের বেসরকারী খাতের উন্নয়ন নিশ্চিতকরনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। এখন আমি, ঢাকা চেম্বারের কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার পূর্বে ২০১৪ সালে ডিসিসিআই কতিপয় অর্জন আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) এবং নলেজ সেন্টার-এর কার্যক্রম

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) ট্রেনিং ক্যালেন্ডার ২০১৪-১৫ প্রস্তুত ও মুদ্রণ করে ঢাকা চেম্বারের সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি অন্যান্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। মডুলার লার্নিং সিস্টেম ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট (এমএলএস-এসসিএম)[পি]-কোর্সের ১৫তম ব্যাচ ২০১৪ সালের জানয়ারী মাসে এবং ১৬তম ব্যাচ ২০১৪ সালের জুলাই মাসে চালু করা হয়েছে, যেখানে যথাক্রমে ৪০ ও ৪৮জন অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া এএমএলস-এসসিএম[পি] এ্যাডভান্স কোর্সে যথাক্রমে ২১ ও ২৩জন অংশগ্রহণ করেছেন। এমএলএস-এসসিএম[পি] ডিপ্লোমা কোর্সে ১৯ ও ১৪ জন অংশ নিয়েছেন। এ ট্রেনিং কোর্সের ক্লাস সমূহ শুক্রবার ও শনিবারে আয়োজন করা হয়, যার ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করতে পারছেন। এএমএলস-এসসিএম[পি] নিয়মিত কোর্সের কার্যক্রম ২০১৪ সালের মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাঝে চালু করা হয়েছে। মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত মডুলার পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩২৩ ও ৪৩৪ জন। ডিবিআই আয়োজিত পরীক্ষাসমূহে আইটি, জেনাভা কর্তৃক প্রণীত নিয়ামবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ২০১৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার উত্তীর্ণ হার ছিল ৮৪%। ২০১৪ সালের জানুযারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১২টি স্বলমেয়াদী ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করা হয়, যেখানে ২১০ জন অংশগ্রহণ করেছে এবং প্রতি কোর্সে গড়ে ১৭.৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই নলেজ সেন্টার ২০১৪ সালের জানুযারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২০টি দিনব্যাপী ট্রেনিং কোর্স ও ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা হয়, যেখানে ৩৩১ জন অংশগ্রহণ করেছে এবং প্রতি কোর্সে গড়ে ১৬.৫৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

ডিবিআই কলেজ-এর কার্যক্রম

বিবিএ কলেজ কর্তৃক ১ম, ২য় ও ৩য় ব্যাচে যথাক্রামে ১৫ জন, ৩৩ জন এবং ৫৪ জন শিক্ষার্থীর ক্লাস চালু রয়েছে। অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকমন্ডলীর দ্বারা এ কলেজের ক্লাসসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদন স্বাপেক্ষে একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রিন্সিপাল এ কলেজের সার্বিক কর্মকান্ড তদারকি করে থাকেন। নিয়মিত ক্লাস পরিচালনা করার পাশাপাশি এখানে গ্রুপ আলোচনা, গ্রুপ প্রেজেনটেশন, কেইস স্টাডি এবং অন্যান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ছাত্র/ছাত্রীদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা

Agencies, Think-tanks along with potential new entrepreneurs were present at the event.

Ladies and Gentlemen,

Before I go into the details, let me pay my homage to the departed souls who have left us during last one year. DCCI expressed deep shock at the sudden demise of Former Chief Justice, Supreme Court and Chief Adviser to the Caretaker Government Mr. Muhammad Habibur Rahman, Language Movement veteran Mr. Abdul Matin, National Professor and noted historian Dr. Salahuddin Ahmed; Former Senior Vice President, DCCI Mr. Manzur-Ur-Rahman (Ruskin); Former Directors, DCCI: Alhaj Nasiruddin Khan, Mr. Md. Fazlur Rahman, Engnr. Syed Mosharrof Hossain, Mr. Mamun-Ur-Rahman; Alhaj Mohammad Yunus Khan, Father of the Former President, DCCI & Director, DCCI Mr. Md. Sabur Khan; Mr. A K D Newaz Mohammad Khan, elder brother of Director, DCCI Mr. A K D Khair Mohammad Khan; Mr. M A Rob, Father in law of Former Vice President, DCCI Mr. Mohammad Golam Mustafa; Alhaj Mohammad Faruq, Member, DCCI and President, Bangladesh Perfumery Merchant Association; Begum Shamsunnahar, Mother of Mr. Md. Anwar Hossain Mondal, Convenor, DCCI and Mr. M A Twaha, Director, Bangladesh-Thai Chamber of Commerce & Industry.

We mourn loss of lives at Gaza in Palestine due to the atrocities by Israel; also lives lost in floods in India, Pakistan, Afghanistan, Bulgaria, landslide in Sri Lanka, . We mourn for those who have lost their lives in different devastating accidents including Pinak-6 launch sinking and Natore bus accident. We express our sorrow for the devastating plane crash in Taiwan. We also mourn for loss of lives due to the devastating cyclone Tamara in Southeastern and Central Europe. We also express our sympathy for earthquakes victims in China, Iran, Turkey, Greece, New Zealand, Thailand and California.

Distinguished Members,

DCCI have been able to add a lot towards ensuring private sector development through its sincere and concerted efforts during the year 2014. Now before going to the details of our activities, I would like to share some of the activities and achievements of the Chamber in 2014.

Activities of DCCI Business Institute (DBI) and Knowledge Centre (KC):

The DBI Training Calendar 2014-15 (April-March) was prepared, published and distributed among the target groups. Regarding Modular Learning System in Supply Chain Management MLS-SCM(P), 15th batch (January, 2014) and 16th batch (July, 2014) of Certificate Course were successfully started with forty (40) and forty eight (48) participants respectively during 2014. In addition, 21 and 23 participants have registered for Advanced Certificate and 19 & 14 participants for Diploma Classes of MLS-SCM(P) respectively in 2014. Classes are held on Fridays and Saturdays so as to enable persons on-the-job to attend the training courses conveniently on weekend to increase their knowledge, efficiency and to advance better job opportunities. Regular Certificate/ Diploma examinations on MLS-SCM(P) courses were also held in March & September, 2014 successfully. Total number of examinees were 323 modules/participants in March and 434 modules/participants in September, 2014 which shows a remarkable increase. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva up to their full satisfaction. The success rates of examinees were eighty four percent (84%) in March, 2014 Exam. As to short training courses from January to September, 2014, twelve (12) training courses were held in which 210 (two hundred and ten) trainees participated with an average of 17.50 participants per course. During January to September, 2014, twenty (20) daylong workshops were held by Knowledge Center and 331 (Three hundred thirty one) trainees participated in the workshops with an average of 16.55 participants per workshop.

Activities of BBA College

BBA classes of three batches, 1st Batch with 15 students, 2nd Batch with 33 students and 3rd Batch with 54 students are going on smoothly. Experienced and knowledgeable teachers have been conducting the classes. A Principal with vast experience was appointed for running the BBA College with the approval of

আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্ঠা চালানো হচ্ছে। এ কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দের বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও ফলাফল ও ছিল আশাব্যাঞ্জক। এ কলেজে আরোও ৪জন নতুন শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম পক্রিয়াধীন রয়েছে এবং বিবিএ কোর্সের ৪র্থ ব্যাচের কার্যক্রম চালুর বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ সক্রিয় ভাবে কাজ করছে।

এ কলেজের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করার লক্ষ্যে গর্ভানিং বডির সাথে নিয়মিত ভাবে যোগাযোগ করা হয়। এ কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর সাথে জড়িত সকল পেট্রন কলেজের সার্বিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ কলেজ কর্তৃক বিবিএ কোর্স পরিচালনার বিষয়ে অত্যন্ত আশাবাদী।

ডিবিআই লাইব্রেরী

ডিসিসিআই'র একটি পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী রয়েছে। এটি ডিসিসিআই এবং ডিবিআই কলেজের গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ বছর ঢাকা চেম্বারের লাইব্রেরী থেকে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দ, গবেষক, শিক্ষার্থীবৃন্দ, ঢাকা চেম্বারে সদস্যবৃন্দ অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ডিসিসিআই লাইব্রেরীতে ৪৫০০ টি রেফারেন্স বই, ডিরেক্টরি এবং বিবিএ কোর্স সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে। এবছর ২৭টি টেক্স বই, ৪০৮টি রেফারেন্স বই, ৭২৯ টেন্ডার ডকুমেন্ট, ১৭টি ট্রেনিং ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও লাইব্রেরীর আকাইভ শাখায় সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ব্যবসায়িক জার্নাল সংরক্ষিত রযেছে। ডিসিসিআই সদস্যবৃন্দ আন্তর্জাতিক দরপত্র সংগ্রহ করে থাকে। প্রতিদিন প্রায় ১০-১৫ জন সদস্য এবং ৩০-৩৫ জন্য শিক্ষার্থী এ লাইব্রেরী ব্যবহার করে থাকেন।

সম্মানিত উপস্থিতি,

আপনারা অবগত আছেন যে, চেম্বারের এ সীমিত সম্পদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত সকল সেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিসিসিআই দাতা সংস্থাগুলোর সহায়তায় সম্মানিত সদস্যবৃন্দের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় প্রতিবছর ডিসিসিআই কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়। এ ধরনের প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে চেম্বার অত্যন্ত ভালো মানের বিশেষায়িত সেবা প্রদান করছে যা ডিসিসিআই এককভাবে প্রদান করতে সক্ষম নয়। নিচে এমন কিছু প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করা হলো ঃ

১. এনটিএফ থ্রি বাংলাদেশ প্রজেক্ট

২০১০ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত চলমান "দি নেদারল্যান্ডস ট্রাষ্ট ফান্ড টু (এনটিএফ টু)" নামক একটি প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে "দি নেদারল্যান্ডস ট্রাষ্ট ফান্ড থ্রি (এনটিএফথ্রি)" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠানিক মার্কেটিং দক্ষতা উন্নয়নে, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সফটওয়ার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) যৌথভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে একযোগে কাজ করবে। এনটিএফ থ্রি প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যে আইটি এবং আইটি এ্যানেবল সার্ভিসেস খাতের ৪০টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করেছে এবং নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলো টেলিযোগাযোগ, ওয়েব এবং ইমেজ প্রসেসিং সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে।

এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য সমূহ হলো ঃ নির্বাচিত কতিপয় খাতের উৎপাদনকারী ও রপ্তানীকারকদের আয় বৃদ্ধি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নতুন নতুন খাত তৈরীর মাধ্যমে আরো বেশি সুবিধা প্রদান, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো সুদৃঢ় করা, বিভিন্ন খাতের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে মালিকানা বৃদ্ধি করা, রপ্তানীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও সাপোর্ট সার্ভিস বাড়ানোর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়ানো ও বাজার সম্প্রসারণের জন্য রপ্তানীকারকদের সাথে একযোগে কাজ করা।

পূর্ববর্তী প্রকল্পের সাফেল্যে এবং উদ্ভাবনের নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন এবং তথ্য-প্রযুক্তি খাতের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত গুলোর উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনা করে এনটিএফ থ্রি বাংলাদেশ প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করেছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ হলো ঃ বাংলাদেশের আইটি এবং আইটি-এ্যানাবল সার্ভিসেস খাতের রপ্তানীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যার মাধ্যমে এ খাত হতে আরো বেশি হারে রাজস্ব আয় করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটির এ লক্ষ্য অর্জনে প্রথম ঃ এ খাতের বাণিজ্য সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে, যার মাধ্যমে আইটি এবং আইটি-এ্যানাবল সার্ভিসেস রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে সহায়তা প্রদান করা যাবে। দ্বিতীয় ঃ আইটি এবং আইটি-এনঅ্যাবল সার্ভিসেস খাতের প্রতিষ্ঠান সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। তৃতীয়ত ঃ সম্ভাবনাময় বাজারে পণ্য রপ্তানী বৃদ্ধিতে কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান করা হবে।

the National University. In addition to class lectures, group discussion, group presentation, case study, assignments, exercise and other interactive methods of learning have been introduced to explore and expose students' potential and creativity. Effort has been taken to expand students' standard of assimilation, analysis and creativity. Results of the public exams have been satisfactory. Arrangement for recruiting four new teachers has been underway as a preparatory step to start the 4th Batch of BBA courses for the forth coming session.

Constitution of Regular Governing Body has been underway. Steps have been underway to attract and retain good students in large group. All of its patrons have been proactive toward the attainment of desired goals but with a cautious disposition, even though National University has shown confidence in the ability of DBI for running the BBA Professional course successfully.

Activities of DBI Library

DCCI has a well equipped library. It acts as a helping tool of research and development activities of DCCI and DBI College. During the year, the Library has provided a variety of services designed to support students, faculty members, business persons, members and staff of DCCI. In total the library has about 4500 books including good collection of reference books, Directories and BBA course related books. 24 Text Books, 408 Reference Books (Directories, Magazines, Journal, etc), 729 Tender Documents, 17 Training Materials were collected in the Library during the year. It has also an archive section with rare collections including government & non-government publications, National & International business and commercial Publications with space for study. DCCI members used it particularly for International Tenders and consulting International Directories. About 10-15 members and 30-35 students used the library everyday during the year.

Distinguished Friends,

Perhaps you are aware that with the limited resources of the Chamber, it is not possible to conduct all necessary specialized services besides rendering its traditional services. In some cases DCCI takes support from the donor organizations to render its services to the members. Every year DCCI takes some important projects with the help from donor organizations. All these projects helped the Chamber to initiate several high-profile technical activities which sometimes become beyond the capacities of DCCI individually. Some of these important projects are very briefly mentioned below:

1. NTF III Bangladesh project:

The NTF III Bangladesh project is part of the Netherlands Trust Fund phase III program and builds on the achievements of the project deployed in Bangladesh under the previous Netherlands Trust Fund phase II (NTFII) program (NTF II Bangladesh project), which took place between October 2010 and June 2013. The NTF III Project will continue to strengthen institutional marketing capacities, including the B2B capacity of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and Bangladesh Association of Software & Information Services (BASIS) and both on and offline and working with foreign trade representatives as relays for promotion. NTF III Project Bangladesh has already recruited 40 companies in selected growth segments of the IT & ITES industry, such as mobile, web and image processing among other areas. The NTFIII Bangladesh project aims to increase the income of Bangladeshi IT & ITES exporters by enhancing the competitiveness of the sector, ultimately contributing to sustainable economic development i.e. create and maintain jobs.

NTF III Bangladesh will take into account the achievements of the previous project and also expand in new areas of intervention, taking into account the current landscape of other development projects benefiting the industry. To achieve this outcome, the project will: Firstly, improve the capacity of beneficiary Trade Support Institutions (TSIs) in providing services to export-oriented SMEs in the IT & ITES industry. Secondly, increase the export competitiveness of IT & ITES SMEs. Thirdly, the project will

২. এশিয়ার এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর আঞ্চলিক বাণিজ্যে দক্ষাতা উন্নয়ন

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং আইটিসি "এশিয়ার এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর আঞ্চলিক বাণিজ্যে দক্ষাতা উন্নয়ন"-এর লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে একযোগে কাজ করার লক্ষ্যে সমঝোতা চুক্তি গত ২০ সেপ্টম্বর, ২০১৪ তারিখে স্বাক্ষর করে। ৩ বছর মেয়াদী এ চুক্তি অনুযী এশিয়ার ৬টি এলডিসিভুক্ত দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানী উন্নয়নে দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করা হবে, যেখানে বাংলাদেশ ও চীন অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ঃ

ক) টেক্সটাইল, ফলমূল, শাক-সবজি ও বাদাম প্রভৃতি খাতের সাপ্লাই চেইন বিষয়ক জরিপ পরিচালনা করা।
খ) বাংলাদেশের এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং চীনে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ ও বিজনেস ম্যাচ-মেকিং সেশনে যোগাদনের সুযোগ তৈরী করা।
গ) এসএমই উদ্যোক্তাদের তৈরীকৃত পণ্য প্রমোশন, সম্ভাবনাময় ক্রেতা-বিক্রেতাদের সাথে বাণিজ্য আলোচনা আয়োজন করা।
ঘ) এসএমই উদ্যোক্তাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপনে সহয়তা করা এবং আইটিসি এ্যাডভাইজরি সহায়তা প্রদান করা।

৩. ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি (ই টু কে) ঃ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় সারা দেশে "২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি (ই টু কে)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ২০১৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে এ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো ঃ

১. ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ও তাদের উন্নয়ন;
২. উদ্যোক্তাদের জন্য এমন একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা যেখানে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে;
৩. "আইডিয়া শপ" প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তথ্য আদান প্রদান করা এবং নতুন উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
৪. দেশে ও বিদেশে ব্যবসায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ব্যক্তিবর্গের অনুপ্রেরণামূলক কাহিনী/ ঘটনা এবং success story নতুন উদ্যোক্তাদের সাথে শেয়ার করার মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা;
৫. দেশের স্বনামধন্য চেম্বার ও ট্রেড বডি, খাত ওয়ারী এসোসিয়েশন, এনজিও এবং পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে উদ্যোক্তা তৈরীতে উৎসাহিত করা;
৬. দেশের শিল্পনীতিমালার পূনঃমূল্যায়ন এবং উদ্যোক্তা সহায়ক শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন;
৭. নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে চাকুরি খোঁজার প্রবনতা হ্রাস করা।

নতুন উদ্যোক্তাদের যে সব সেবা প্রদান করা হবে, সেগুলো হলো ঃ

১. ২০০০ নতুন উদ্যোক্তাদের মটিভেশন, নেতৃত্ব, ব্যবসার সুযোগ ও সম্ভাবনা অনুধাবন, ব্যবসা পরিচালনা, এইচআর নীতিমালা, পণ্যের বাজারজাতকরন এবং ব্রান্ডিং স্ট্রাটেজি নির্ধারন, নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার, ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ ও বিনিয়োগ এবং কর নীতিমালা সম্পর্কে প্রশিক্ষন প্রদান;
২. নতুন নতুন ব্যবসায়িক ধারণাকে আরো বাস্তবমুখী ও ব্যবসা সফল করার লক্ষ্যে গাইডলাইন প্রদান;
৩. প্রকল্পের কপি রাইট, আরজেএসসি রেজিস্ট্রেশন এবং ইন্সুরেন্স সেবা প্রদান;
৪. নিজ নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যার তৈরী এবং প্রযুক্তি বিষয়ক অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান;
৫. এইচআর বিষয়ক সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং নীতিমালা প্রণয়ন;
৬. বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন;
৭. ঢাকা চেম্বারের হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে তাৎক্ষনিক সেবা প্রদান;

৪. এমইটিআই গ্লোবাল ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম

জাপানের ইকোনোমি, ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমইটিআই) মন্ত্রণালয়ের আওতায় দি অভারসীজ হিউম্যান রিসোর্সেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমন্টে এসোসিয়েশন (এইচআইডিএ) এবং দি জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানইজেশন (জেট্রো) যৌথভাবে ২০১৪ অর্থবছরে "দি এমইটিআই গ্লোবাল ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম" চালু করেছে। জাপানের ইকোনোমি, ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমইটিআই) মন্ত্রণালয় ইন্টার্নশিপ চালু বিষয়ক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য ঢাকা চেম্বারকে আমন্ত্রণ জানালে ডিসিসিআই উক্ত কর্মসূচীতে নিজেদের সম্পৃক্ত কারার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এইচআইডিএ ঢাকা চেম্বারের ইতিবাচক মনোভাব স্বাগত জানায় এবং তাদের পক্ষ থেকে ডিসিসিআইতে একজন ইন্টার্ন পাঠানো মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচীর যাত্রা শুরু হয়।

expand business linkages in selected target markets.

2. Enhancing Export Capacities of Asian LDCs for Intra-regional Trade

DCCI signed an MoU with ITC on 20 September, 2014 for the implementation of the activities related to the Project for "Enhancing Export Capacities of Asian least developed countries (LDCs) for Intra-regional Trade" (Project INT/22/09A) (duration of three years) which aims at increasing exports of small and medium sized enterprises (SMEs) from 6 Asian LDCs, including Bangladesh, to China. The project aims to:

- Conduct a supply survey focusing on specific product groups within the sectors like Textile and clothing; and Fruits/vegetables/nuts;
- Mobilize and coach Bangladeshi export-ready SMEs to ensure their participation in training workshops, trade missions and/or business matchmaking events in China;
- Organize preparatory sessions to prepare identified SMEs to promote their products and manage business negotiations with potential buyers and business partners during matchmaking events and trade fairs in China;
- Provide advisory support to SMEs to follow-up on business contacts, with ITC advisory support.

3. Creating 2000 new Entrepreneurs (E2K)

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) in cooperation with Bangladesh Bank has taken up an ambitious and a Mega Project namely "Creation of 2000 New Entrepreneurs (E2K)" across the country. The activity of the project has started since April 2013 and the project is being operated by DCCI under the guidance of Bangladesh Bank.

The aims of the projects are:

- Create and foster 2000 new entrepreneurs.
- Initiate a platform for the new and innovative entrepreneurs for network building
- Disseminate information to establish an Idea- Shop and help enhancing capacities of the new entrepreneurs.
- Share inspired stories and journeys of successful entrepreneurs.
- Encourage age-old reputed chambers, trade bodies, sectoral associations, NGOs and Public and private universities/educational institutions for creation of new entrepreneurs in the country.
- Encourage policy makers to modify education policy and curriculum for pro-entrepreneurship education system in the country.
- Reduce dependency on searching jobs and generating employment through entrepreneurship development.

The Support Services to the 2000 Entrepreneurs:

- Training on: motivation, leadership, understanding business, business operation, HR policy, marketing and branding strategy, use of technology, banking, investment, revenue etc.
- Orientation for the development of new projects and ideas to make them more business oriented and profitable.
- Support services for copy right, RJSC registration and insurance etc.
- Developing business website, software and other technological solution
- HR recruitment and Necessary marketing and branding materials/policies
- Establishment of business incubator
- DCCI Help Desk for instant support from DCCI

4. METI Global Internship Program in FY 2014

The Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA) and the Japan External Trade Organization (JETRO) are jointly conducting 'the METI Global Internship Program for FY 2014',

এ কর্মসূচীর লক্ষ্য হলোঃ মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন, যা কিনা বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার এবং বাণিজ্য উন্নয়নে সহায়তা করবে। এ ইন্টার্নশিপ পোগ্রামের আওতায় তরুণ ও সম্ভাবনাময় জাপানীদেরকে উন্নয়নশীল দেশের সরকার ব্যবস্থাপনায়, মন্ত্রণালয়, শিল্প-কারখানায়, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশে জাপানী প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ প্রদান করা হবে। ঢাকা চেম্বার এ কর্মসূচীকে জাপানী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে নেটওয়ার্ক স্থাপন, জাপানী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রথা ও নিয়ামাবলী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া এবং ইন্টার্নদের প্রতি এ দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর আচার/ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের সুযোগ হিসেবে মনে করে, যার মাধ্যমে দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরোও সুদৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হলো ঃ

ক) দেশের অর্থনীতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ইন্টার্নকে সম্যক ধারণা প্রদান করা;
খ) আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা;
গ) জাপান এবং বাংলাদেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক মানব সম্পদ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা;
ঘ) ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে ব্যবসা- বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের জন্য ইন্টার্ন সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করতে করবে।

২০১৪ সালে ডিসিসিআই এবং অভারসীজ হিউম্যান রিসোর্সেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমন্টে এসোসিয়েশন (এইচআইডিএ)-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার মাধ্যমে এমইটিআই গ্লোবাল ইন্টার্নশিপ পোগ্রাম এর কার্যক্রম আরো জোরদার হবে।

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)-এর কার্যক্রম

২০১১ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর উদ্যোগে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং চট্রগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পার্টনাশিপে বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যেখানে এসএমই ফাউন্ডেশন এমওইউ পার্টনার হিসেবে যোগদান করে। ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ক্রমে গত ০৩ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে বহুল প্রতিক্ষীত বিল্ড ট্রাস্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে বিল্ড ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট আইনের আওতায় নিবন্ধিত একটি প্রতিষ্ঠান যেটি স্বাক্ষরিত ট্রাস্ট চুক্তির আওতায় কর্মকান্ডগু পরিচালনা করবে। এটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-এর ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক যেটি বেসরকারী খাতের উন্নয়নের জন্য পেশাগত ও আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদান করছে।

আমার সম্মানিত উত্তরসূরি

আপনি অবগত আছেন যে, সেমিনার, আলোচনা সভা, কর্মশালা এবং ব্রেইন স্টর্মিং সেশন আয়োজন করা ঢাকা চেম্বারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডিসিসিআই বেসরকারী খাতের বিকাশের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি ও বিদ্যমান পরিস্থিতি উন্নয়নে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করে থাকে। ডিসিসিআই কর্তৃক বছরব্যাপী আয়োজিত এ সব অনুষ্ঠানে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সকল মন্ত্রীবর্গ অংশগ্রহণ করেছেন। ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত এ ধরনের কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরনী নীচে উপস্থাপন করা হলোঃ

১। ঢাকা চেম্বার, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং বিল্ড যৌথভাবে "রপ্তানী উন্নয়নে এ্যাক্রেডিটেশনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে।
২। ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) "এমএলএস-এসসিএম(পি)" শীর্ষক ট্রেনিং কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
৩। ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) "অগ্নি নির্বাপন বিষয়ে সচেতনতা ও প্রাথমিক চিকিৎসা" শীর্ষক ট্রেনিং কোর্সের আয়োজন করে।
৪। ডিসিসিআই এবং জেট্রো যৌথভাবে "দক্ষিণ এশিয়ার ব্যবসায়িক পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের অবস্থান" শীষক সেমিনারের আয়োজন করে।
৫। ডিসিসিআই এবং এ্যামচেম যৌথভাবে টিকফার ১ম বৈঠক উপলক্ষ্যে মধ্যাহ্নভোজ সভার আয়োজন করে।
৬। ডিসিসিআই আয়োজিত "ব্যবসা সম্প্রসারণে গণমাধ্যমের ভূমিকা" বিয়ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।
৭। ডিসিসিআইতে "আমদানি-রপ্তানি উন্নয়ন ঃ দেশীয় প্রেক্ষিত" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।
৮। ডিসিসিআই এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় যৌথভাবে "পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভার আয়োজন করে।
৯। বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০১৪ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে "এ্যাক্রেডিটেশন ঃ শক্তির সংস্থানের নিশ্চয়তা" বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে।

entrusted by the Ministry of Economy, Trade and Industry' of Japan (METI).

The Program aims to develop human resources that can serve as a bridge for strengthening economic cooperation and developing business ties between Japan and host countries. To that end, this internship program dispatches young and promising Japanese people to governments, government agencies, industrial organizations, local companies, and Japanese companies overseas, in developing countries. DCCI view the Program as an opportunity to strengthen bilateral relations through the creation of networks with Japanese companies, the acquisition of knowhow and knowledge on Japanese business customs and attitudes, and the revitalization of the companies/organizations themselves as they guide and interact with interns.

Objectives of the METI Global Internship Program are:

(i) To deepen the Intern's understanding of Country and its economic situation etc.;
(ii) To contribute to the operation and tasks of the Host Organization;
(iii) To create an international human resource network by and between Japan and Country and
(iv) To enable the Intern to become a bridge between Japan and Country in the future and play an important role in the further expansion of trade and investment and deepening economic cooperation.

DCCI, Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA) and the Intern entered into a MoU in 2014 for further strengthening the relationship through METI Global Internship Program.

Activities of Business Initiative Leading Development (BUILD)

Business Initiative Leading Development (BUILD) was established in 2011 by the initiative of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) in partnership with Metropolitan Chamber of Commerce & Industry (MCCI) and Chittagong Chamber of Commerce & Industry (CCCI) to provide services to the private sector. SME Foundation has joined with BUILD as MoU partner. BUILD is now registered under the Trust Act 1882 for the purpose of carrying out its activities under the Trust Deed. It is a milestone for a Public Private Partnership (PPP) for extending professional and global level services to the private sector.

Distinguished Successor,

You are aware that organizing seminars, discussion meetings, workshops, brain-storming sessions etc. are some of the most important activities of the Chamber. Through these activities, DCCI proposes several private-sector development measures to create business and investment friendly environment. Concerned Ministers, Secretaries and Member of Parliament of the Government of Bangladesh attended in various Seminars, Workshops and other Programs organized by DCCI throughout the year. I would like to highlight some of these important activities of DCCI:

During the year 2014 DCCI organized:

1. A seminar on "Role of Accreditation in Export Promotion" at DCCI auditorium jointly with Ministry of Industries, Bangladesh Accreditation Board (BAB), and Business Initiative Leading Development (BUILD).
2. The Inauguration Ceremony of "MLS-SCM(p) Certificate/Advance Certificate/Diploma Courses of DBI at DCCI Auditorium.
3. Workshop on "Awareness of Fire Extinguishing and Primary Treatment" at DBI.
4. A seminar on "Business Climate in Asia & Bangladesh's Position (Japanese Business Point of View)" at DCCI Auditorium jointly with JETRO, Dhaka.
5. The Lunch Meeting on the Occasion of First Meeting of Trade and Investment Cooperation Forum Agreement (TICFA) at DCCI jointly with American Chamber of Commerce, Bangladesh.
6. A seminar on "Role of Media in Business and Economic Development" at DCCI auditorium.
7. A Round Table Discussion (RTD) on "Improving Exports: Importing Country's Perspectives" at DCCI auditorium.
8. A Round table discussion on "Public Private Partnership" at DCCI Auditorium jointly with PPP office under Prime Minister's Office and BUILD.
9. A Seminar on "Accreditation: Delivering Confidence in the Provision of Energy" on the occasion of

১০। ডিসিসিআই এন্ট্রাপ্রেনিউরশীপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো কর্মসূচীর আওতায় নতুন উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শন বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত।

১১। বাংলাদেশ ব্যাংক এর সহায়তায় ডিসিসিআই দুদিন ব্যাপী "ডিসিসিআই এন্ট্রাপ্রেনিউরশীপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো" শীর্ষক মেগা ইভেন্টের আয়োজন করে।

১২। ডিসিসিআইতে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত।

১৩। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) যৌথভাবে "যাকাতের সম্ভাবনাময় সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে

১৪। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) যৌথভাবে আয়োজিত "ফ্যাক্টরিং ঃ এলসি'র বিকল্প পন্থা" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভার আয়োজন করে।

১৫। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ-থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি যৌথভাবে থাইল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সাদিয়া মুনা তাসনিম এর সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

মাননীয় মন্ত্রীবর্গ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

এ বছর আমার নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রীবর্গ এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং দেশে ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে গঠনমূলক সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়। এ ধরনের কিছু অনুষ্ঠানের বিবরণী সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি. এর সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে অর্থনৈতিক বিভিন্ন ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

২। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি. এর সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির কাজে তার সহযোগিতা কামনা করা হয়।

৩। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এম. পি এর সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ে সাক্ষাৎ করে শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়।

৪। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ গোলাম হোসেনের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে জাতীয় বাজেট ২০১৩-১৪ বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়।

৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বেসামরিক বিমান চালাচল ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন, এম.পি. এর সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ।

২০১৪ সালে ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত বৈঠক সমূহের বিবরনী

১। ডিসিসিআই সভাপতির সাথে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র জনাব শওকত হোসেন হিরন সাক্ষাৎ করেন।

২। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ এবং সাবেক সভাপতিবৃন্দের মধ্যকার "দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ পর্যালোচনা" বিষয়ক মতিবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

৩। ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং আহবায়ক ও আহবায়কদের মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

৪। ঢাকা কাস্টম হাউস অটোমেশন প্রকল্প বিষয়ক সভা ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত।

৫। ডিসিসিআইতে এন্ট্রাপ্রেনিউরশীপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত।

৬। ডিসিসিআই এবং আইএফসি-এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

৭। ঢাকা চেম্বার এবং বাংলাদেশ স্ট্রেচ অ্যান্ড ডেলিভারেটভস ম্যানুফেকচার্স অ্যান্ড ট্রেড এসোসিয়েশন এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

৮। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি এবং ডাটাসফট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড-এর প্রতিনিধিদের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

৯। ডিসিসিআই বিইপি-বি প্রকল্পের কনসালটেন্ট জনাব সুখীন্দ্র অরোরা এবং বিইপি-বি প্রকল্পের পলিসি ম্যানেজার জনাব রাশেদ আলী সাক্ষাৎ করেন।

১০। ডিসিসিআই এবং নেদারল্যান্ড ট্রাষ্ট ফান্ড-থ্রি প্রকল্পের কনসালটেন্ট এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

১১। ডিসিসিআইতে জাতীয় বাজেট ২০১৪-১৫ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

১২। ডিসিসিআই সভাপতি এবং এ্যামচেম সভাপতি-এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

১৩। ডিসিসিআই সভাপতি এবং বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড-এর সচিব এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

১৪। ডিসিসিআই এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের এসএমই বিভাগের প্রধানদের মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

১৫। ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন হ্যান্ডিকেপ এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

১৬। ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশ ব্রান্ড ফোরাম এর মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

World Accreditation Day 2014 at DCCI auditorium jointly with Bangladesh Accreditation Board (BAB).

10. A program on the issue of demo product display of DCCI Entrepreneurship & Innovation Expo at DCCI auditorium.
11. A 2-day Mega Event on "DCCI Entrepreneurship & Innovation Expo" in co-operation with Bangladesh Bank.
12. An Ifter and Doa Mahfil in the month of Holy Ramadan at DCCI.
13. A seminar on "Exploring Potential of Zakat & its Institutionalized Management" at DCCI auditorium jointly with Centre for Zakat Management (CZM).
14. A Round Table Discussion (RTD) on "Factoring: A better Alternative to Letter of Credit" at DCCI Auditorium jointly with Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM).
15. A Discussion Meeting with Bangladesh Ambassador Designate to Thailand Ms. Sadia Muna Tasneem at DCCI jointly with Bangladesh-Thai Chamber of Commerce and Industry (BTCCI).

DCCI Board of Directors/President, DCCI Called on

1. Hon'ble Commerce Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh Mr. Tofail Ahmed, MP at Ministry of Commerce, Bangladesh Secretariat, Dhaka.
2. Hon'ble Industries Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh Mr. Amir Hossain Amu, MP at Ministry of Industries, Bangladesh Secretariat, Dhaka.
3. Hon'ble Finance Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh Mr. Abul Maal Abdul Muhit, M.P at Ministry of Finance Bangladesh Secretariat, Dhaka.
4. Hon'ble Civil Aviation & Tourism Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh Mr. Rashed Khan Menon, MP at Bangladesh Secretariat, GoB
5. Mr. Md. Ghulam Hossain, Chairman, National Board of Revenue, Government of Bangladesh and discussed about DCCI Proposal on National Budget 2014-15.

During the year 2014 the following Meetings were held

1. Between President, DCCI and Mr. Showkat Hossain Hiron, MP, and Former Mayor of Barisal City Corporation at DCCI.
2. Between Former Presidents and Board of Directors, DCCI to discuss the present business scenario in the country at DCCI auditorium.
3. Among DCCI Former Presidents and DCCI Board of Directors, Coordinating Directors, Convenors, Co-convenors of the Standing Committees-2014 of DCCI.
4. Between DCCI and Dhaka Custom House Automation Project at DCCI Board Room.
5. Meeting on Entrepreneurship & Innovation Expo at DCCI Board Room.
6. Between DCCI and IFC at DCCI Board Room.
7. Between DCCI and Mr. Syed Khaledur Rahman President of Bangladesh Starch and Derivatives Manufacturers & Traders Association at DCCI.
8. Between President, Vice President of DCCI and DataSoft Management Ltd.
9. Between DCCI and Mr. Sukhwinder Arora, Consultant, BEP-B Project & Mr. Rashed Al Hasan, Policy Manager, BEP-B at DCCI.
10. Between DCCI and Mr. Md. Mahfuzul Quader, National Project Coordinator, The Netherlands Trust Fund III at DCCI.
11. On "National Budget 2014-15" at DCCI.
12. Between President, Former President of DCCI and President of AmCham for discussing on TICFA at DCCI Board Room.
13. Between President, DCCI and Company Secretary of Bangladesh Submarine Cable Company Ltd. at DCCI.
14. Between DCCI and SME Head of different commercial Banks and NBFIs at DCCI auditorium.
15. Between DCCI and Bangladesh Welfare Association Handicap at DCCI.

১৭। ডিসিসিআই এবং ফিচ রেটিং এনালাইসিস এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।
১৮। ডিসিসিআই এবং সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ, ভারতের সিনিয়র ফেলো রাজীব কুমার এর মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

বিদেশী ডেলিগেশনের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠান

এ বছর ভারত, নেপাল, ইরান, জাপান, শ্রীলংকা, নেদারল্যান্ডস, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ফিজি, হংকং, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশ থেকে আগত ব্যবসায়ী ও কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ আলোচনা সভা গুলোতে বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সভার বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। ডিসিসিআই সভাপতির সাথে ক্যানচেম এর চীফ এ্যাডভাইজর সাক্ষাৎ করেন।
২। ডিসিসিআই সভাপতির সাথে নেপালের ট্রেড প্রমোশন সেন্টার এর নির্বাহী পরিচালক ইশ্বর প্রসাদ গিরমী সাক্ষাৎ করেন।
৩। ডিসিসিআই এবং ইরানের খাদ্য প্রক্রিয়াকরন প্রতিনিধিদলের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।
৪। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, সাবেক সভাপতিবৃন্দের সাথে জেট্রোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি কাই কাওয়ানো সাক্ষাৎ করেন।
৫। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদ এবং জনাব সামির সাত্তার বাংলাদেশস্থ শ্রীলংকান হাইকমিশন আয়োজিত বাণিজ্য বিষয়ক জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের ১ম সভায় যোগদান করেন।
৬। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত ড. সায়েদ বিন আল-শেহী এর মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।
৭। ডিসিসিআই এবং এনটিএফ-থ্রি প্রকল্পের স্টিয়ারিং গ্রুপের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।
৮। ডিসিসিআই এবং ডাচ লজেস্টিক কোম্পানীর মধ্যকার বিটুবি ম্যাচ-মেকিং সেশন অনুষ্ঠিত।
৯। ডিসিসিআই এবং জাপান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এর মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।
১০। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাথে ইউকে-বাংলাদেশ ক্যাটালিস্টি অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
১১। ডিসিসিআই এবং তুরস্ক-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।
১২। ডিসিসিআই এবং ইউএস এনার্জি খাতের প্রতিনিধিদের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।
১৩। ডিসিসিআই এবং ফিজির অনারারি কনসুলার জনাব সীমাব রাশিদ এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।
১৪। ডিসিসিআই এবং ভারতের ট্রেড পলিসি ইউনিট-এর প্রধান সিডরিক সেচুউরিচ এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।
১৫। ঢাকা চেম্বার এবং নেদারল্যান্ডের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।
১৬। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সাথে ভারতের বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর এক্সিবিশন ট্রেড ফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান এস ডি গুপ্তা সাক্ষাৎ করেন।
১৭। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতির সাথে জাইকার প্রিন্সিপাল কনসালটেন্ট তাকুজি কামিইয়ামা সাক্ষাৎ করেন।
১৮। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাথে শ্রীলংকার বিদায়ী রাষ্ট্রদূত ডব্লিউ এ সারাথ ওয়ারগোদা সাক্ষাৎ করেন।
১৯। ডিসিসিআই এবং হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল-এর প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত।
২০। ডিসিসিআই এবং ওয়ালস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতির বিদেশ ভ্রমণ

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হিসেবে ডিসিসিআই'র সভাপতি জাপান সফর করেন।
২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হিসেবে ডিসিসিআই'র সভাপতির যুক্তরাষ্ট্র গমন এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৯তম সভায় যোগদান।

ডিসিসিআই সভাপতি হিসেবে বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা ও ওয়ার্কশপে যোগদান

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি হিসেবে আমি এ বছর বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং আলোচনা সভায় যোগদান করি। এ ধরনের কিছু অনুষ্ঠানের বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। আইএফসি আয়োজিত "বাংলাদেশ টেক্সটাইল খাতের টেকসই উন্নয়ন" বিষয়ক সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।
২। "ইন্টারন্যাশনাল কমার্সিয়াল আরবিট্রেশনে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইন" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান।
৩। মায়ানমায়ের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় যোগদান।

16. Between DCCI and Bangladesh Brand Forum at DCCI.
17. Between DCCI and representatives from Fitch Ratings Analysis at DCCI
18. Between DCCI and Mr. Rajiv Kumar, Senior Fellow, Centre for Policy Research, India at DCCI.

Meeting with Foreign Delegations and Dignitaries

Several important business meetings were held with the Foreign Delegations of India, Nepal, Iran, Japan, Sri Lanka, Netherlands, UAE, Turkey, USA, Fiji, Hong Kong, UK etc. in the year 2014 and they have showed their willingness to work and establish networking relationship with DCCI. In these meetings most of the delegates expressed their keen interest to invest in different sectors of the country. Some important meetings of these are mentioned below:

1. Mr. Masud Rahman, Chief Advisor of CanCham met President, DCCI.
2. Mr. Ishwar Prasad Ghimire, Executive Director of the Trade and Export Promotion Centre of Nepal had a meeting with DCCI Board of Directors.
3. Meeting with Iranian Delegates on Bakery Industry at DCCI.
4. Meeting between Board of Directors, immediate Former President, DCCI and Mr. Kei KAWANO, Country representative of Japan International Trade Organization (JETRO) at DCCI.
5. Mr. Humayan Rashid, and Mr. Sameer Sattar, Directors, DCCI attended the meeting of First Joint Working Group on Trade at High Commission of Sri Lanka in Bangladesh.
6. Ambassador of the United Arab Emirates to Bangladesh H. E. Dr. Saeed Bin Al-Shehi called on Board of Directors of DCCI.
7. Meeting between DCCI and Steering Group (SG) of NTF III at DCCI Board room.
8. B2B match making meeting between DCCI and Dutch Logistic Company at DBI Multipurpose Room, DCCI.
9. Japan-Bangladesh Chamber of Commerce and Industry called on DCCI Board of Directors.
10. UK-Bangladesh Catalysts of Commerce & Industry called on DCCI Board of Directors.
11. Meeting between DCCI and Delegates of Turkey Bangladesh Chamber of Commerce & Industry (TBCCI) at DCCI.
12. Meeting between DCCI and delegations of US Energy Sector at DCCI Board Room.
13. Meeting DCCI and Mr. Seemab Rasheed, Honorary Consul of Fiji in Dhaka.
14. Meeting between DCCI and Mr. Cedrik Schurich, Head of India Trade Policy Unit at DCCI.
15. Meeting between DCCI and delegation from Netherlands at DCCI.
16. Meeting between DCCI Board of Directors and Mr. S.D. Gupta, Chairman, Exhibition & Trade Fair Committee of Bengal Chamber of Commerce and Industry at DCCI.
17. Meeting between DCCI Acting President and Mr. Takuji Kameyama, Principal Consultant from JICA team at DCCI.
18. Meeting Between Board of Directors, DCCI and H.E Mr. W.A. Sarath K. Weragoda, High Commissioner of Sri Lanka in Dhaka, Bangladesh.
19. Meeting between DCCI and representative of Hong Kong Trade Development Council at DCCI Board room.
20. Meeting between DCCI and delegation of Wales-Bangladesh Chamber of Commerce (WBCC) at DCCI.

President, DCCI on Entourage of Honorable Prime Minister of Bangladesh

1. President, DCCI participated in Japan visit as entourage of Hon'ble Prime Minister of the Government of Bangladesh.
2. President, DCCI as entourage of Hon'ble Prime Minister of the Government of Bangladesh attended the 69th session of the United Nations General Assembly (UNGA), USA.

President, DCCI Attended

1. The workshop on "An efficient, Clean and sustainable Textile industry for Bangladesh" as Chief Guest organized by IFC.
2. The Dialogue on "Relative Roles of International Law and Domestic Law in International Commercial Arbitration" at Pan Pacific Sonargaon Hotel, Dhaka.

৪। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ব্যবসায়ীদের মতবিনিময় সভায় যোগদান।

৫। গ্লোবাল ইকোনোমিষ্ট ফোরামের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে যোগদান।

৬। মধুমতি ব্যাংকের গুলশান শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান।

৭। বিয়াক আয়োজিত "ব্রাক ঃ উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচন" বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান।

৮। বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি এর সম্মানে এফবিসিসিআই'র সাবেক সভাপতি জনাব আনিসুল হক প্রদত্ত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

৯। ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে ক্রেষ্ট গ্রহণ।

১০। বাংলাদেশ বিমানের নতুন বিমান বোয়িং ৭৭৭-৩০ ইআর এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান।

১১। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এনটিএফ-থ্রি প্রকল্পের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগদান ।

১২। বেসিস আয়োজিত "ওয়ান বাংলাদেশ নেক্সট ফাইভ ইয়ারর্স" শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগদান।

১৩। এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে কাইজানের ভূমিকা শীর্ষক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান।

১৪। বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শনী ও কনফারেন্সে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান।

১৫। বিয়াকের কাউন্সিল সভায় যোগদান।

১৬। বিল্ড এবং বিনিয়োগের বোর্ডের মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগদান।

১৭। ১৪তম বাংলাদেশ বিজনেস এ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে যোগদান।

১৮। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল-এর সভায় যোগদান।

১৯। ৯ম ঢাকা মেট্রো শো-২০১৪-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান।

২০। শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় দক্ষতা কাউন্সিলের ১০ সভায় যোগদান।

২১। বিজেএমইএ আয়োজিত রানা প্লাজা ধ্বসের বর্ষপূতি উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্মরণ সভায় যোগদান।

২২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট এর একাধিক বোর্ড সভায় যোগদান।

২৩। এনবিআর ৩৫তম পরামর্শক কমিটির সভায় যোগদান।

২৪। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)'র ৩য় বর্ষ পূর্তি সভায় যোগদান।

২৫। জাতীয় বাজেট ২০১৪-১৫ বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান।

২৬। বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানীর একাধিক বোর্ড সভায় যোগদান।

২৭। অর্থমন্ত্রণালয় আয়োজিত বাজেট উত্তর আলোচনা সভায় যোগদান।

২৮। ঢাকা ওয়াসার একাধিক বোর্ড সভায় যোগদান।

২৯। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ইফতার মাহফিলে যোগদান।

৩০। ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সভায় যোগদান।

৩১। ইপিবি আয়োজিত "২০১৪-১৫ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন" বিষয়ক সভায় যোগদান।

৩২। টাটা ন্যানো গাড়ীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান।

৩৩। আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত "বৈশ্বিক অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ঃ এশিয়ান প্রেক্ষিত" শীর্ষক সেমিনারের মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান।

৩৪। কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন অর্গানাইজেশনের ৫৪তম বার্ষিক ফোরামে যোগদান।

৩৫। এনবিআর এবং এফবিসিসিআই আয়োজিত "ভ্যাট এবং সম্পুরক কর" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান।

৩৬। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর আইসিসি-বাংলাদেশ'র মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান।

৩৭। ঢাকা চেম্বার এবং আইসিসি-বাংলাদেশ এর মধ্যকার সভায় যোগদান।

৩৮। ইপিবি-এর একাধিক বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

3. A programme on "Independence Day of Myanmar" at Hotel Radisson.
4. A meeting with business leaders organized by Ministry of Commerce at Ruposhi Bangla hotel.
5. The BIANNUAL General Meeting-2014 of Global Economist Forum- Bangladesh at A.S. Mahmud Seminar Hall (The Daily Star Bhaban).
6. The Inauguration ceremony of Modhumoti Bank Ltd Gulshan Branch at Gulshan.
7. The Luncheon meeting on "BRAC: Its Initiative to Create Entrepreneurship & Reduction Poverty' arranged by FICCI at Hotel Westin, Dhaka.
8. The Dinner in Honor of Mr. Tofail Ahmed, Hon'ble Minister, Ministry of Commerce arranged by Mr. Anisul Huq, Former President, FBCCI at Banani, Dhaka.
9. President, DCCI received crest for special contribution of Dhaka International Trade Fair-2014
10. The Inauguration ceremony of new 777-300ER Boeing of Biman Bangladesh by the Hon'ble Prime Minister Sheik Hasina at Hazrat Shahjalal International Airport VVIP Ramp.
11. Mr. Osama Taseer, Acting President, DCCI attended the signing Ceremony of NTF III Bangladesh Project at Media Bazar, Bangabandhu International Conference Centre.
12. The launching ceremony of "One Bangladesh Next Five Years" organized by Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS) at Radission Blu Water Garden Hotel, Dhaka.
13. The Seminar on Productivity Enhancement of SMEs through Implementation of KAIZEN as a Chief Guest at SME Foundation.
14. The Conference on Women Entrepreneur Conference & Product Display as a Special Guest at Winter Garden, Ruposhi Bangla Hotel, Dhaka
15. The BIAC Council Meeting at BIAC Office, Suvastu Tower.
16. The MoU Singing ceremony between Board of Investment (BoI) and BUILD organized by BUID at Board of Investment Board Room.
17. The 14th Bangladesh Business Awards Ceremony at (Ball Room) Pan Pacific Hotel Sonargaon.
18. The 3rd meeting on National Skills Development Council (NSDC) at Prime Minister Office, Bangladesh.
19. The Inauguration Ceremony of "9th Dhaka Motor Show-2014" as a Special Guest at Bangabandhu International Conference Centre.
20. The 10th meeting on National Productivity Council (NPC) at Conference Room of Ministry of Industries.
21. The prayer for the victims of Rana Plaza disaster at BGMEA Bhaban.
22. Several Board of Directors Meeting of BFTI at Ministry of Commerce, GoB.
23. The 35th Consultative Committee meeting of NBR at Ball Room, Pan Pacific Sonargaon Hotel.
24. The 3rd Anniversary of Bangladesh International Arbitration Center (BIAC) at Ball Room, Ruposhi Bangla Hotel.
25. The live discussion meeting on Upcoming Budget "Budget Expectations 2014-15 "at Winter Garden, Ruposhi Bangla Hotel.
26. Several Board Meetings of Bangladesh Sub marine Cable Company Ltd at BSCCL Head office.
27. The "Post Budget Dinner" organized by Ministry of Finance at Celebrity Hall, Bangabandhu International Conference Centre.
28. Several Board meetings of Dhaka WASA at WASA Bhavan Office.
29. Several Iftar mahfil organized by various public and private organizations.
30. The 50th Anniversary of FICCI at Grand Ballroom, Pan Pacific Sonargaon Hotel.
31. The meeting on "Export target assessment for the fiscal year of 2014-15" at Conference Room, Export Promotion Bureau.
32. The Launching Ceremony of TATA Nano Twist at Winter Garden Hall of Ruposhi Bangla Hotel
33. The Luncheon meeting of ICCB-on the occasion of International Conference on Global Economic Recovery: Asian Perspective at Pan Pacific Sonargaon Hotel.
34. The 54th Council Meeting and Annual Forum of Commonwealth Telecommunication Organization (CTO) organized by Grameen Phone at Bashundhara Convention Centre, Bashundhara.
35. The Seminar on "Value added Tax & Supplementary Duty Act-2012" organized by NBR & FBCCI at Institute of Diploma Engineer's Bangladesh (IDEB).
36. Mr. Osama Taseer, Acting President, DCCI attended the Lunch meeting organized by ICC Bangladesh at Café Bazar, Pan Pacific Sonargaon Hotel, Dhaka.
37. The meeting with ICC-Bangladesh at ICC-B Office.

৩৯। আইসিসি-বাংলাদেশ'র ১৯তম বার্ষিক কাউন্সিলে যোগদান।

৪০। মধুমতি ব্যাংকের ১বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান।

৪১। জেবিসিসিআই এবং শো-কো-কাই আয়োজিত জাপান বাংলাদেশ পাবলিক-প্রাইভেট ইকোনোমিক ডায়লগে যোগদান।

৪২। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিমসটেক-এর কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান।

৪৩। ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত সভায় যোগদান।

৪৪। কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি ইয়ান ওয়ংএর সম্মানে আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান।

৪৫। অস্ট্রেলিয়ান এ্যালামনাই এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড ২০১৪ প্রদান বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান।

৪৬। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান।

৪৭। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ১ম টিকফা ফোরাম বিষয়ক সভায় যোগদান।

৪৮। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এবং দৈনিক পত্রিকায় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত সাক্ষাৎকার ও মতামত প্রদান।

ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা ও ওয়ার্কশপে যোগদান

১। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী "লজেস্টিক অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট ইন ফুড ইন্ডাস্ট্রি" বিষয়ক সভায় যোগদান।

২। ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "ঢাকা শহরের অপরাধ দমন" বিষয়ক সভায় যোগদান।

৩। ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৪। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৫। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ব্লু ইকোনোমি শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করেন।

৬। ডিসিসিআই সভাপতি খন্দকার ইসলাম এফবিসিসিআই আয়োজিত পুস্তক মুদ্রণ খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

৭। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত দেশের অর্থনীতির সার্বিক প্রেক্ষিত শীর্ষক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

৮। ডিসিসিআই সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম তৃণমূল পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তাদের পদক প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৯। ডিসিসিআই সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম বাংলাদেশের বাজরে মরিচের সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১০। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পাট ও পাটজাত শিল্পের উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান।

১১। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পাট বহুমুখীকরন কেন্দ্রের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

১২। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত শোকেজ বাংলাদেশ-২০১৪ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৩। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম বাংলাদেশ এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন আয়োজিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কিল কাউন্সিল'র ওয়ার্কিং প্ল্যান বাস্তাবয়ন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৪। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম বাংলাদেশের শিল্পায়নের বৈশ্বিকিকরন বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১৫। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে জ্ঞান চর্চা বৃদ্ধি বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১৬। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী, জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান এমসিসিআই আয়োজিত জাতীয় বাজেট ২০১৪-১৫ বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

38. Several Board Meetings of Export Promotion Bureau at the EPB Board Room.
39. The "19th Annual Council 2013" of ICC Bangladesh at Surma Hall, Pan Pacific Sonargaon Hotel.
40. The 1st Anniversary of Modhumoti Bank Limited at Grand Ballroom The Westin Hotel.
41. The "Lunch Meeting" on the occasion of Joint Japan-Bangladesh Public-Private Economic Dialogue organized by JBCCI & SHOO-KOO-KAI at Meghna Hall, Pan Pacific Sonargaon Hotel.
42. The Inauguration of the BIMSTEC Secretariat organized by Ministry of Foreign Affairs at its new Secretariat premises, Gulshan
43. The meeting with India-Bangladesh Chamber of Commerce and Industry at India House, Gulshan Avenue.
44. The reception in honor of Mr. Lee Yun Young, Ambassador, Korean Embassy at Surma Room, Sonargoan Hotel.
45. The Australian Alumni Excellence Awards-2014 at Westin Hotel, Dhaka (Ball Room)
46. The reception in honor of the U.S. Delegation organized by the Ambassador of the United States of America at Dhaka.
47. A dinner in honor of U.S.A Delegation ahead of 1st TICFA Forum organized by Ministry of Commerce, GoB at Marble Room, Ruposhi Bangla Hotel.
48. President, DCCI also participated in Talk shows and interviews in different Television Channels.

Members of the Board of Directors, DCCI:

1. Mr. Md. Shoaib Choudhury Director of DCCI attended the International Conference on "Logistic and Supply Chain Management in Food Industry" at BUET.
2. Alhaj Abdus Salam, Director of DCCI attended the meeting of the committee on "Protection of terrorism and violence of Dhaka district" at the conference room of District Magistrate, Dhaka.
3. Alhaj Abdus Salam, Director, DCCI attended the program on India-Bangladesh Conclave at Meghna Room of Pan Pacific Sonargaon Hotel, Dhaka.
4. Kh. Shahidul Islam, Vice President, DCCI attended the program on India-Bangladesh Conclave at Pan Pacific Sonargaon Hotel, Dhaka.
5. Kh. Shahidul Islam, Vice President, of DCCI attended the Inauguration Ceremony of International Workshop on Blue Economy at the Grand Ball Room of Pan Pacific Sonargaon Hotel, Dhaka.
6. Kh. Shahidul Islam, Vice President, DCCI attended the Inaugural Session of the Conference on Challenges and Opportunities in the Book Publishing Sector at the Conference room of FBCCI.
7. Mr. Osama Taseer, Senior Vice President, DCCI attended the Roundtable Discussion on State of the Economy at the Board room of Board of Investment organized by Board of investment.
8. Kh. Shahidul Islam, Vice President, DCCI attended the program on Grassroots Women Entrepreneur Award-2013 at IDEB Bhaban.
9. Kh. Shahidul Islam, Vice President, DCCI attended the Roundtable dialogue on "Chilli Market in Bangladesh-Present Challenges and Opportunities" organized by Oxfam at BRAC Inn auditorium, Mohakhali, Dhaka
10. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Director of DCCI attended Round Table Discussion on "Formulation of Policy & Planning for the development of Jute & Jute Industry" as a special guest at the conference Room of National Press Club.
11. Mr. Md. Shoaib Choudhury attended the Steering Committee meeting of Jute Diversification Promotion Centre at the Ministry of Jute and Textile, GoB.
12. Kh. Shahidul Islam, Vice President, DCCI attended an inter-ministerial meeting regarding the Showcase Bangladesh-2014 at Ministry of Industry, GoB.
13. Kh. Shahidul Islam, Vice President, DCCI attended the workshop on the issue of implementation of Industrial Skill Council's working plan as special guest at the Conference room of Bangladesh Employers Federation.
14. Kh. Shahidul Islam, Vice President, DCCI attended the Round Table Discussion on the Imperative for Globalization of Bangladesh Industries at Bangladesh Institute of Management (BIM).
15. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Director, DCCI attended the Institutional Dialogue on Knowledge Capitalization for inclusive business at Center for Development & Competitive Strategies Ltd.
16. Kh. Shahidul Islam, Vice President, of DCCI along with Alhaj Abdus Salam, Director, Mr. Md. Shoaib Choudhury, Director, Mr. Muktar Hossain Chowdhury, Director, and Mr. A.K.D. Khair Mohammad Khan, Director, of DCCI attended the dialogue programme on "Budget-2014-2015: Our Expectation"

১৭। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ইপিবি আয়োজিত কৃষি ভিত্তিক পণ্যের বহুমুখীকরনে সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১৮। ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম এফবিসিসিআই আয়োজিত জাতীয় বাজেট ২০১৪-১৫ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

১৯। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক সর্বজনাব নেসার মাকসুদ খান, হুমায়ুন রশিদ শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রিভিউ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২০। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী "ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২১। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এফবিসিসিআই আয়োজিত ইউকেবিসিসিআই প্রতিনিধিদলের সাথে আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২২। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব সামির সাত্তার শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "পরবর্তী দশকের জন্য স্ট্রাটেজি নির্ধারন" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২৩। ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত প্রজেক্ট কনসেপ্ট পেপার তৈরী বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৪। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ "বাংলাদেশে আইএসও ২৬০০ বাস্তবায়নে সামাজিক ও আন্তর্জাতিক মানদন্ড" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৫। ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "ঢাকা শহরের অপরাধ নিয়ন্ত্রন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৬। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের ৬৫তম সভায় যোগদান করেন।

২৭। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এফবিসিসিআই আয়োজিত কাউন্সিল অফ চেম্বার প্রেসিডেন্টস-এর সভায় যোগদান করেন।

২৮। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ ঢাকা কাস্টম হাউজ-এর এ্যাডভাইজরি বোর্ডের সভায় যোগদান করেন।

২৯। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়োজিত "দি কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৯৬ -এর খসড়া সংশোধন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৩০। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম সিপিডি আয়োজিত বাংলাদেশের তৈরি পোষাক খাতের মান উন্নয়ন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৩১। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব সামির সাত্তার বিআইসিএফ আয়োজিত "আউট অফ কোট ওয়ার্কআউট গাইডলাই" বিয়ষক ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (এম ও ইউ)

ব্যবসায়ী সমাজ তথা দেশের উন্নয়নের স্বার্থে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেম্বার ও প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিবছর সমঝোতা চুক্তি (এম ও ইউ) স্বাক্ষর করে থাকে। গত বছর চেম্বারের দায়িত্বভার গ্রহণের পরপরই বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার সাথে ইতোমধ্যে ডিসিসিআই এর স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্বারকসমূহ পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। এর ফলে ঐ সকল দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর আরো ৭টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নিচে এ সকল চুক্তিসমূহের তালিকা উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফ বুরকিনা ফানোর সাথে ডিসিসিআই'র সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।

২। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেট্রো)- এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।

৩। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং গ্রামীণ ফোন লিমিটেড-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।

৪। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ডোভার চেম্বার অব কমার্স, যুক্তরাজ্য এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।

৫। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।

৬। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং গ্লোবাল ইকোনোমিস্ট ফোরাম এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।

৭। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং আইএমএসএমই, ভারত এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।

jointly organized by MCCI and Maasranga Television at MCCI building.

17. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Director, DCCI attended the seminar on "Export of Agricultural Products from Bangladesh: Prospects and Constrains" at Export Promotion Bureau (EPB).
18. Alhaj Abdus Salam, Director, DCCI attended the meeting on Budget Proposal for the fiscal year of 2014-2015 at the conference room of FBCCI.
19. Kh. Shahidul Islam, Vice President of DCCI, Mr. Nessar Maksud Khan, Director, DCCI and MR. Humayan Rashid, Director DCCI attended the inter ministerial meeting Investment Policy Review (IPR) at the meeting room of Ministry of Industries, GoB.
20. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Director, DCCI attended the 6th lecture in its Country Lecture Series on "India and India-Bangladesh Relations" at Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS).
21. Kh. Shahidul Islam, Vice President of DCCI attended the discussion meeting with the visiting members of the UKBCCI delegation at FBCCI.
22. Mr. Sameer Sattar, Director, DCCI attended the discussion meeting on "Industrialization Strategies for the Next Decades" organized by Ministry of Industries, GoB at Pan Pacific Sonargaon Hotel, Dhaka.
23. Alhaj Abdus Salam, Director, DCCI attended the 2nd meeting on preparing Project Concept Paper (PCP) at Ministry of Industries, GoB.
24. Mr. S. Rumi Saifullah, Director, of DCCI attended the national workshop on "Social Responsibility and International Standard: Implementation ISO 26000 in Bangladesh" at Canadian High Commission Recreation Center, Dhaka.
25. Alhaj Abdus Salam, Director of DCCI attended the meeting of the committee on "Protection of terrorism and violence of Dhaka district" at the conference room of District Magistrate, Dhaka.
26. Mr. Humayan Rashid, Director of DCCI attended the 65th open meeting of Bangladesh Energy Regulatory Commission.
27. Kh. Shahidul Islam, Vice President of DCCI attended the meeting of Council of Chamber Presidents at FBCCI.
28. Mr. Haider Ahmed Khan, FCA, Director of DCCI attended the coordination meeting of Advisory Committee of Dhaka Custom House at Dhaka Custom House, Kurmitola, Dhaka.
29. Mr. Haider Ahmed Khan, FCA, Director DCCI attended the External Stakeholder Meeting on "The Draft of proposed amendments to The Customs Act 1996" organized by National Board of Revenue at Hotel Ruposhi Bangla.
30. Kh. Shahidul Islam, Vice President, DCCI attended the Policy dialogue on "Bangladesh's Garments Sector: Upgradation and Structural Transformation " at the Ball Room, Ruposhi Bangla Hotel organized by Centre for Policy Dialogue (CPD) in association with DFID-ESRC Growth Research Programme (DEGRP).
31. Mr. Sameer Sattar, Director, DCCI attended the Focus Group Discussion (FGD) on Out-of-Court Workout Guidelines at Hotel Ruposhi Bangla organized by Bangladesh Investment Climate Fund (BICF).

Signing of Memorandum of Understanding (MOU)

Every year DCCI signs MoUs with various national and international organizations for building collaboration with a view to take a number of activities for wider benefit of the nation. DCCI signed 7 MOUs in 2014 with different national and international chamber bodies and organizations. This year the following MoUs were signed between Dhaka Chamber of Commerce (DCCI) and:

1. Japan External Trade Organization (JETRO), Dhaka
2. Chamber of Commerce and Industry of Burkina Faso
3. Grameenphone Limited
4. Dover District Chamber of Commerce, UK
5. International Trade Centre (ITC), Geneva, Switzerland
6. Global Economist Forum, Bangladesh
7. IamSME of India

ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের বিদেশ গমন

২০১৪ সালে ডিসিসিআই বেশ কিছু বাণিজ্যিক দলের বিদেশ সফরে নেতৃত্ব দিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যে প্রতিনিধি দলের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১। ডিসিসিআই সভাপতির নেতৃত্বে ২৪ সদস্যবিশিষ্ট ডিসিসিআই-এর একটি প্রতিনিধিদল ৯ম চায়না সাউথ এশিয়া বিজনেসফোরামে যোগদান করে।

২। ডিসিসিআই সভাপতি যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত "ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনভেস্টরস কনফারেন্স"-এ যোগদান।

৩। ডিসিসিআই সভাপতির নেতৃত্বে ২৪ সদস্যবিশিষ্ট ডিসিসিআই-এর একটি প্রতিনিধিদল মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত 2nd Yiwu Friendship Cities International Commodites Expo (KYICE)-এ যোগদান।

৪। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক জনাব নেসার মাকসুদ খান, জনাব হুমায়ুন রশিদ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত আঙ্কটাড-এর ইনভেস্টমেন্ট পলিসি রিভিউ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান।

জাতীয় নীতিমালা ও বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে ডিসিসিআই'র সুপারিশমালা

জাতীয় নীতি ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের নিকট গঠনমূলক মতামত/সুপারিশমালা প্রেরণ ডিসিসিআই এর কার্যক্রমের অন্যতম একটি অংশ। ডিসিসিআই জাতীয় বাজেট ২০১৪-২০১৫ তে অন্তর্ভূক্তির জন্য বেশ কিছু সুপারিশমালা এনবিআর এ প্রেরণ করে। এ ছাড়াও বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ডিসিসিআই সুপারিশমালা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে প্রেরণ করেছে যার তালিকা নিচে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। খসড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন এ্যাক্ট-২০১৩।

২। রপ্তানী নীতি ২০১৫-১৮।

৩। আমদানি নীতি ২০১৫-১৮।

৪। শিল্পনীতি ২০১০ এর সংশোধন।

৫। খসড়া বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিটি পলিসি ২০১৪।

৬। এলডিসি সুবিধাসমূহের প্রদানের কার্যকারিতা।

৭। কর বিষয়ক তথ্যাদি জেট্রো কে প্রদান।

৮। বাংলাদেশের সাথে নাইজেরিয়া এবং মালির এফটিএ/পিটিএ খসড়ায় মতামত প্রদান।

৯। বাংলাদেশের সাথে মেসিডোনিয়ার এফটিএ/পিটিএ খসড়ায় মতামত প্রদান।

১০। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারনে প্রস্তাবনা প্রদান।

১১। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতাসমূহে (প্যারা-ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ) মতামত প্রদান।

১২। খসড়া কাস্টমস এ্যাক্ট ২০১৪ প্রসঙ্গে মতামত প্রদান।

১৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান ও চীন সফরের বিষয়ে মতামত প্রদান।

১৪। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে ফেসিলিটেশন অফ ক্রস-বর্ডার পেপারলেস ট্রেড বিষয়ে মতামত প্রদান।

১৫। বাংলাদেশের ন্যাশনাল সোশাল প্রটেকশন স্ট্যাটেজি এর উপর মতামত প্রদান।

১৬। বাংলাদেশে ন্যাশনাল কার্গো এয়ার সার্ভিস এর উপর মতামত প্রদান।

১৭। বাংলাদেশ এবং চিলির মধ্যকার বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে মতামত প্রদান।

১৮। প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সী ১৯৯৯ (এন ৮১) কনভেনশন এর উপর মতামত প্রদান।

১৯। ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে ইস্তাবুলের ওয়ার্ক প্ল্যান এর উপর মতামত প্রদান।

২০। শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে গবেষণার ভূমিকা বিষয়ে মতামত প্রদান।

২১। বাংলাদেশ থেকে ব্রাজিলে পাট ও পাটজাত পণ্যের আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা এবং সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে মতামত প্রদান।

২২। তুরস্কে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ বিষয়ে মতামত প্রদান।

DCCI Trade Delegation to Abroad:

In the year 2014 several business delegations from DCCI visited foreign Trade bodies. Some of the important delegations are mentioned below:

1. A 24-member DCCI Business Delegation led by President, DCCI attended the 9th China South-Asia Business Forum at Kunming in China. The Forum was attended as Honorable Prime Misiter, H.E. Sheikh Hasina among important South Asian Leaders.
2. President, DCCI attended the "Banking and Investors' Conference" in United Kingdom.
3. A 11-member DCCI Business Delegation led by President, DCCI attended the 2nd Yiwu Friendship Cities International Commodites Expo (KYICE) in Malaysia.
4. Kh. Shahidul Islam, Vice President of DCCI, Mr. Nessar Maksud Khan, Director, DCCI and Mr. Humayan Rashid, Director DCCI attended the program on Investment Policy Review (IPR) at the Head Quarter of United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) at Geneva, Switzerland.

DCCI's Comments/Recommendations on several National Policies/Issues

One of the major functions of DCCI is to send comments/recommendations/suggestions to the government on behalf of its constituencies to incorporate in the national policies and important national issues. DCCI sent proposals to NBR for inclusion in the national Budget 2014-15. The Chamber has also forwarded comments on various national and international issues. These are listed below:

1. Draft Industrial Design Act, 2013
2. Export Policy 2015-18
3. Import Policy Order 2015-18
4. Amendment of Industrial Policy 2010
5. Draft Bangladesh National Quality Policy (BNQP), 2014
6. Operationalization of the LDC Services Waiver (Collective Request)
7. Tax related information to JETRO
8. FTA/PTA Template of Bangladesh with Nigeria and Mali
9. FTA/PTA Template of Bangladesh with Macedonia
10. Proposed Export Target 2014-15
11. Bangladesh-India existing bilateral trade barriers (Para-tariff, non-tariff)
12. Drafts "Customs Act 2014"
13. Business & Trade related Agenda earmarked for the official visit of Hon'ble Prime Minister of Bangladesh to China and Japan
14. Draft Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade for the Asia Pacific Region and Explanatory note.
15. National Social Protection Strategy (NSPS) of Bangladesh
16. Introducing National Cargo Air Service in Bangladesh
17. Trade Agreement between the Government of the Republic of Chile and the Government of Peoples Republic of Bangladesh.
18. Convention on Private Employment Agencies, 1997 (No. 181).
19. Work plan on Istanbul to Graduate Bangladesh into MIC by 2020.
20. Comments on Role of Research & Development in Enhancing Export of Industrial Products.
21. Information Regarding Present situation of Export and import of Jute and Jute Products of Bangladesh to Brazil and its Prospects, barriers and possible solutions.
22. Comments on sending business delegation to Turkey.

২০১৪ সালে প্রকাশনা সমূহ

ডিসিসিআই'র গবেষণা শাখার সহযোগিতায় জনসংযোগ শাখা এ বছর বেশ কিছু প্রকাশনা বের করেছে। এগুলো হলো ঃ Introducing DCCI-2014, Tax Guide 2014-15, DCCI Monthly Review, Souvenir Entrepreneurship and Innovation Expo, Brochures for DCCI Trade Delegation to abroad, Annual Report-2014.

স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম

ডিসিসিআই এর ২৩ টি স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিটিতে একজন করে পরিচালকের নেতৃত্বে সারা বছর কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০১৪ সালে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো প্রায় ৬৫টি বৈঠক করে এবং এ সকল বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটির নতুন আহবায়ক ও সহ-আহবায়কদের অংশগ্রহণে একটি সমন্বয় সভা ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বিশদ কার্যাবলী এ রিপোর্ট এর আলাদা এক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। কমিটিগুলোর সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক এবং সহ-আহবায়কগণকে বছরব্যাপি তাদের অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ডিসিসিআইতে এ বছর নয় (৯)টি বোর্ড সভা ও তিন (৩)টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যাতে ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয় ছাড়াও ডিসিসিআইকে আরো কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গৃহীত নীতি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলো ডিসিসিআই এর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সুশৃংখল কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করেছে।

সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

২০১৪ সালে ডিসিসিআই নানাবিধ সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিল। এ বছর ডিসিসিআই'র সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের উত্তারাঞ্চলের মানুষের শীতের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে এবছর ডিসিসিআই রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, নীলফামারি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, চাপাইনবাবগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, লালমনিরহাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, কুড়িগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর প্রতিনিধিদের কাছে শীত বস্ত্র হস্তান্তর করে। এছাড়া ঢাকা ও এর আশেপাশের মানুষের শীতের কষ্ট লাঘবের জন্য ঢাকা মহানগর সমিতি এবং আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম এর প্রতিনিধিদের নিকটও শীত বস্ত্র হস্তান্তর করা হয়েছে।

তাছাড়া, পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে ডিসিসিআই তে দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ছাড়াও দেশের খ্যাতনামা ও শীর্ষ স্থানীয় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উক্ত দোয়া ও ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই'র সদস্যপদ

ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আমাদানী, রপ্তানি, ম্যানুফেকচারিং, ব্যাংকিং, ইন্সুরেন্স, জাহাজ নির্মাণ, রিয়েল এস্টেট এবং এসএমই খাতের সাথে সম্পৃক্ত। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় নানাবিধ সীমাবদ্ধতা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও ২০১৪ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ৪০০ জন নতুন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, ১৩০ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ পূনরুদ্ধার করেছেন এবং ২৪১১ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেছেন; যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এবছর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ডিসিসিআই এর আর্থিক অবস্থার হিসাব

আমার বক্তৃতা শেষ করার আগে আমি ডিসিসিআই এর আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরতে চাই। এ বার্ষিক রিপোর্টে অর্ন্তভূক্ত অডিটরস রিপোর্ট হতে দেখা যায়, এ বছর চেম্বারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১,৯৬,৬৬,৬৪১ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১০,৬৭,৮৫,৯১৭ টাকা, অর্থাৎ ২০১৪ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১,২৮,৮০,৭২৪ টাকা বা ১২.০৬%। এ আয় মূলতঃ সদস্যদের চাঁদা, ভবন ভাড়া, সুদ এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, ২০১৪ সালে মোট খরচ হয়েছে ৬,২১,১৪,৭৬০ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৬,৫৯,৪৮,১৮১ টাকা, অর্থাৎ তুলনামূলক ভাবে খরচ কমেছে ৩৮,৩৩,৪২১ টাকা বা ৫.৮১%। অপ্রয়োজনীয় খাতে চেম্বারের ব্যয় কমানোর কারণে মোট খরচ কমেছে। ফলতঃ ২০১৪ সালে ব্যয়াতিরিক্ত আয়

Publications in the year 2014

DCCI Research Cell in cooperation with Public Relation Department of DCCI has prepared some Publications for DCCI throughout the year. These are as follows:

Introducing DCCI-2014
Tax Guide 2014-15
DCCI Monthly Review
Souvenir of the DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo
Brochures for DCCI Trade Delegation to abroad
Annual Report-2014

Standing Committee activities and Board Meetings

A total of Twenty Three Standing Committees, each headed by a Director who acted as 'Coordinating Director' of the committee worked throughout the year. In the year 2014 about 65 meetings of these Standing Committees were recorded, where lots of important suggestions and recommendations came out. A meeting with the newly assigned convener and co-conveners of all the Standing Committees of DCCI was also held. The detailed of the activities of the Standing Committees have been included in a separate chapter of this annual report. I would like to take the privilege to thank all Coordinating Directors, Convenors, Co-Convenors of all the Standing Committees for their whole-hearted cooperation and efforts throughout the year.

A total of Nine (09) Board Meetings and Three (03) emergency meetings of the Board of Directors, DCCI were held to discuss managerial & financial issues along with suggesting policy issues to run the Chamber efficiently. It also helped to take administrative decisions to streamline disciplinary activities of the Chamber.

Social Welfare Activities

During the year 2014 DCCI has carried out various social welfare activities. As a part of its CSR activities, DCCI handed over blanket to the representatives of Nilphamari Chamber of Commerce and Industry, Dinajpur Chamber of Commerce and Industry for cold wave stricken distressed people of North Bengal. DCCI has also distributed warm clothes to the Dhaka Mohanogor Samity and Anjuman Mufidul Islam to distribute these to the distressed people living in Dhaka and its surrounding.

DCCI also arranged Doa and Iftar Mahfil at DCCI Auditorium in the month of holy Ramadan. Distinguished Members of the Board of Directors of DCCI, Former Presidents, Former Senior Vice Presidents, Former Vice Presidents and Former Directors of DCCI and Members of DCCI along with leading businessmen of the country were present in the Doa and Iftar Mahfil.

Membership Enrollment

DCCI has been supported by a large number of members engaged in business in the area of export, import, manufacturing, banking, insurance, shipping, services, real estate and SMEs. During the year, 400 new members were enrolled, 130 companies revived their membership and 2411 members have renewed their membership during 2014 which shows a significant increase in membership of the Chamber.

DCCI Accounts

Before concluding my speech, I would like to highlight some salient features of the financial position of the Chamber. It appears from the Auditors' Report of the Chamber as incorporated in this Annual Report that the income of the Chamber of this year (2014) is Taka 11,96,66,641 as against Tk. 10,67,85,917 in

হয়েছে ৫,৭৫,৫১,৮৮১ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৪,০৮,৩৭,৭৩৬ টাকা অর্থাৎ ব্যয়াতিরিক্ত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৬৭,১৪,১৪৫ টাকা বা ৪০.৯৩%।

চেম্বারের মোট তহবিল বা সঞ্চয় পূববর্তী বছরের ৩৭,১১,৪৮,৫৮০ টাকা থেকে ৬,১৭,৭৬,৪০১ টাকা অর্থাৎ ১৬.৬৪% বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে ৪৩,২৯,২৪,৯৮১ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০১৪ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

দেশের একমাত্র আইএসও সনদপ্রাপ্ত চেম্বার হিসেবে দেশে ও বিদেশে ঢাকা চেম্বার তার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সর্বোপরি দেশের ব্যবসায়ী সমাজের জন্য উন্নত সেবার মান অক্ষুন্ন রেখে চলেছে। এখন, দেশে ও বিদেশে ঢাকা চেম্বার বাংলাদেশের সবচেয়ে গতিশীল ও স্বনামধন্য চেম্বার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমি আশা করি চেম্বার ভবিষ্যতেও তার এ সুনাম ধরে রাখতে সক্ষম হবে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

২০১৪ সাল আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এ বছর আমরা সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। তথাপি, ডিসিসিআই'র কর্মকান্ডে বেসরকারি খাতের উন্নয়নের দিকটিকে আমি বেশি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করেছি।

আমি আমার পূর্বসূরীদের নিকট থেকে চেম্বারকে গতিশীল ও কার্যকর রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেয়েছি। আমার মেয়াদকালে অনেক অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিদল প্রেরণের মাধ্যমে আমরা বিশ্ব আঙ্গিনায় ঢাকা চেম্বারের ইমেজকে সুদঢ় করতে পেরেছি।

আজ ডিসিসিআই'র সভাপতি হিসেবে আমার শেষ কার্যদিবস। আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে চাই যে, ডিসিসিআই এর কার্যক্রমের সাথে আমার সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা সব সময় অব্যাহত থাকবে এবং বেসরকারী খাতের উন্নয়নের জন্য আমি সবসময় সচেষ্ট থাকব। আমার মেয়াদে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নে যতটুকু অবদান রাখতে পেরেছি, সে কৃতিত্ব আপনাদের সকলের।

আমি ডিসিসিআই সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিজ নিজ স্থানে দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ডিসিসিআই এর ভাবমূর্তি উজ্জল করছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করছেন। এবছর চেম্বার সচিবালয় থেকে আমি সর্বাত্নক সহযোগিতা পেয়েছি যার স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন।

আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আমি ডিসিসিআই'র নবনির্বাচিত সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদ কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই যারা ২০১৫ সালে চেম্বারের আরো সাফল্যের জন্য আমার চেয়ে বেশি প্রচেষ্টা চালাবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আমার পূর্বসূরীগণকে এবং উত্তরসূরীগণকে ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি চেম্বারের উত্তরোত্তর উন্নয়নের প্রয়োজনে যে কোন ধরনের সহযোগিতা প্রদানে আবারো আমার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

আমি আপনাদের সকলকে ধৈর্য্যের সাথে আমার বক্তৃতা শোনার জন্য আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

মোহাম্মদ শাহজাহান খান
সভাপতি, ডিসিসিআই

ডিসেম্বর ১০, ২০১৪ইং।

the previous year (2013) leading to an increase of Tk. 1,28,80,724 i.e., 12.06 percent. The income has accrued from membership subscription, building rent, interest and other sources. On the other hand, total expenditure during the year 2014 stands at Tk. 6,21,14,760 as against Tk. 6,59,48,181 in the previous year (2013) resulting in a decrease of Tk. 38,33,421 i.e., 5.81 percent. Avoidance of unnecessary expenses has contributed to the overall decrease of expenses. Thus excess of income over expenditure during the year 2014 is Tk. 5,75,51,881 which was Tk. 4,08,37,736 in the previous year leading to an increase of Tk. 1,67,14,145 i.e., 40.93 percent.

The overall savings of the Chamber during the year in the form of cash at Bank, cash in hand and fixed deposits increased to Tk. 43,29,24,981 from Tk. 37,11,48,580 in the previous year reflecting an increase of Tk. 6,17,76,401 or 16.64 percent. It is evident from the above statistics that the financial condition of the Chamber has improved substantially in 2014.

Respected Members,

As a first ISO Certified Chamber of the country, DCCI maintains its high quality of services to its esteemed members as well as business community both at home and abroad. Today, the Chamber has been recognized as one of the most active and reputed trade organizations both in national and international arena. The Chamber would like to maintain the same standard in future also which will not be possible without your whole-hearted support and cooperation.

Distinguished Members,

The year 2014 was eventful for DCCI because in this year DCCI has been able to maintain closer relationship between the government and the private sector as well as international level. We tried our best to accommodate DCCI activities for the wider interest of the private sector development.

I learned from my predecessors to keep up Chamber's activities more vibrant and meaningful. During my tenure a lot of successes have been realized. We had been successfully able to focus DCCI to international business arena through several high-profile delegations visits to different countries.

Today it is my last day as the President of DCCI. I would like to ensure you all that I shall always keep contact with the Chamber and share my experiences for the benefit of DCCI. If I had been able to contribute anything for the development of business and economy during the last one year, the credit must go to you all.

I also acknowledge with thanks the hard work and sincerity of all officials of the Secretariat in performing their duties to uphold the image of the Chamber, maintaining continuity of the activities and managing relationship with other national and international organizations.

Before concluding my speech, I want to congratulate the newly elected President, Senior Vice President, Vice President and Directors of DCCI who, I believe, will work hard in 2015 to uphold and glorifying further the name and fame of the chamber. I would like to offer my heartfelt thanks to all of my predecessors and successors once again with my commitment of rendering any support required for the Chamber activities for accelerating its development.

I thank you all once again for your patience hearing.

Allah Hafez

Mohammad Shahjahan Khan
President, DCCI

Date: December 10, 2014.

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর
৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৩ ইং (৪ পৌষ, ১৪২০ বাংলা) বুধবার অপরাহ্ন ০৩ঃ০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। স্থানঃ ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা চেম্বার ভবন, ৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম	-	প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	জনাব মোঃ সবুর খান	-	মেসার্স ডেফোডিল কম্পিউটারস্ লিঃ
২।	জনাব আবসার করিম চৌধুরী	-	মেসার্স ফজল ওয়্যার এন্ড মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ
৩।	জনাব এস এম হাবিবুর রহমান	-	মেসার্স ডিভাইন করপোরেশন লিমিটেড
৪।	জনাব মাহাবুব আনাম	-	মেসার্স মাহাবুব অ্যান্ড এসোসিয়েটস
৫।	জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম	-	মেসার্স হসপিটাল ফিজিসিয়ান নিউজ নেটওয়ার্ক
৬।	জনাব নাসিরুদ্দিন এ ফেরদৌস	-	মেসার্স ধানমন্ডি ডেল অ্যান্ড কোম্পানী
৭।	জনাব মনির আহমেদ	-	মেসার্স এসএসি এজেন্সি লিমিটেড
৮।	জনাব রোকোনুজ্জামান	-	মেসার্স ঢাকা অনুবাদ
৯।	মিস্ শামসুন নাহার	-	মেসার্স আব্দুর রহমান
১০।	জনাব মোঃ আব্দুল তাহিদ মজুমদার	-	মেসার্স ড্রিম টাচ্ ইন্ডাস্ট্রিজ
১১।	জনাব শেখ এ শহিদ	-	মেসার্স এলইএডিএস করপোরেশন লিমিটেড
১২।	জনাব এম আবু হোরায়রা	-	মেসার্স সালমান রেফ্রিজারেশন
১৩।	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	-	মেসার্স হাজী আব্দুল হালিম এন্ড সন্স
১৪।	আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স এভিন্স গার্মেন্টস লিঃ
১৫।	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	-	মেসার্স আহমেদ খান অ্যান্ড কোং
১৬।	জনাব আমিনুর রহমান	-	মেসার্স লেদার সোর্স
১৭।	জনাব এম আনওয়ারুল হক	-	মেসার্স টিপারা আয়রন এন্ড টিন ফ্যাক্টরী লিঃ
১৮।	জনাব মোঃ মামুনুর রহমান	-	মেসার্স এক্সপোপ্রো
১৯।	জনাব কামাল পাশা	-	মেসার্স প্রাইম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
২০।	জনাব মোঃ ইকরাম ঢালি	-	মেসার্স সীমা প্যাকেজিং অ্যান্ড এক্সেসরিজ
২১।	জনাব মোঃ তারেক হাসান	-	মেসার্স সি সি সি ট্রেডিং করপোঃ
২২।	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	-	মেসার্স দি ইবন সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিঃ
২৩।	জনাব আবু বকর মোঃ সিদ্দিক	-	মেসার্স অল-টেক মেশিনারী
২৪।	জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদ	-	মেসার্স রেমফি অ্যান্ড সন লিমিটেড
২৫।	জনাব দাতা মাগফুর	-	মেসার্স দাতা এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
২৬।	জনাব ওসামা তাসীর	-	মেসার্স ফোর উইংস লিঃ
২৭।	জনাব আবু জাফর	-	মেসার্স এস এস এন্টারপ্রাইজ
২৮।	ক্যাপ্ট মোঃ নুরুল হক (অবঃ)	-	মেসার্স শেল্টার কনস্ট্রাকশনস লিঃ
২৯।	জনাব মোঃ শামীম ভুঁইয়া	-	মেসার্স হার্ট ইন্টারন্যাশনাল
৩০।	সৈয়দ হাবিবুর রহমান	-	মেসার্স ফয়সাল কন্ট্রাক্টিং করপোরেশন
৩১।	জনাব আবুল হোসেন	-	মেসার্স ফজিলা কর্পোরেশন

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম	-	প্রতিষ্ঠানের নাম
৩২।	জনাব আবুল কাসেম	-	মেসার্স ফজিলা ইলেক্ট্রনিক্স ইন্ডাষ্ট্রিজ
৩৩।	জনাব এম শাখাওয়াত হোসেন	-	মেসার্স বিকন এক্সিম বাংলাদেশ লিঃ
৩৪।	জনাব কে এম এন মন্জুরুল হক	-	মেসার্স ওয়াইড লিংক ইন্টারন্যাশনাল
৩৫।	জনাব রিজওয়ান-উর রহমান	-	মেসার্স ইটিবিএল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ লিঃ
৩৬।	জনাব নেসার মাকসুদ খান	-	মেসার্স মাক্স রিনিউয়্যাবল এ্যানার্জী কোং লিঃ
৩৭।	জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী	-	মেসার্স টিসিবিএল গ্রুপ
৩৮।	খন্দকার এ সালাম	-	মেসার্স মেটালইমপেক্স লিমিটেড
৩৯।	জনাব হোসেন খালেদ	-	মেসার্স এ জি অটোমোবাইলস লিমিটেড
৪০।	জনাব জাফর ওসমান	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কানেক্শন (প্রাঃ) লিঃ
৪১।	জনাব মজিব উল্লাহ ভুঁইয়া	-	মেসার্স মডার্ন ডায়াগনষ্টিক সেন্টার
৪২।	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নুরুল হুদা	-	মেসার্স আইকন হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডার্স লিঃ
৪৩।	জনাব মোঃ নূর নবী চৌধুরী	-	মেসার্স নূর পার্টেক্স পয়েন্ট
৪৪।	জনাব মোঃ মঞ্জুর মোরশেদ	-	মেসার্স এস এস বিজনেস করপোরেশন লিঃ
৪৫।	জনাব মোঃ হুমায়ূন কবীর	-	মেসার্স সিটাডেল প্রোপার্টিজ লিঃ
৪৬।	জনাব মোঃ কামালউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স ইম্পেরিয়াল প্লাষ্টিক ইন্ডাষ্ট্রিজ
৪৭।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	-	মেসার্স চাঁদ অ্যান্ড সন্স
৪৮।	জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান	-	মেসার্স এম এস এম এক্সেসরিজ
৪৯।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	-	মেসার্স আনোয়ার ইন্টিগ্রেটেড স্টীল প্লান্ট লিঃ
৫০।	জনাব মামুন আকবর	-	মেসার্স আমা মেডিকেল লিমিটেড
৫১।	আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন	-	মেসার্স মহিউদ্দিন অটো হাউস
৫২।	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স জেনারেল মটরস
৫৩।	জনাব মোঃ শহীদ হোসেন	-	মেসার্স এস বি ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ
৫৪।	জনাব এম এ রাজ্জাক	-	মেসার্স মুন এন্টারপ্রাইজ
৫৫।	জনাব মোঃ সাইফুল হুদা অ্যানাহলী	-	মেসার্স ইস্টার্ন হাউজিং লিঃ
৫৬।	জনাব মকবুল আহমেদ	-	মেসার্স পিএনপি করপোরেশন (প্রাঃ) লিঃ
৫৭।	জনাব মোঃ শামসুদ্দিন ঢালি	-	মেসার্স মারস্ ইন্টারন্যাশনাল
৫৮।	জনাব এম সালিম সোলায়মান	-	মেসার্স মস্কো ইন্টারন্যাশনাল
৫৯।	হাজী আলতাফ হোসেন	-	মেসার্স আনোয়ার ইস্পাত লিমিটেড
৬০।	জনাব বিশ্বজিৎ রয়	-	মেসার্স বিশ্ব ইমপেক্স
৬১।	জনাব মাহবুব আলম	-	মেসার্স এ ওয়ান ট্রেডিং কোং
৬২।	জনাব এম এ মোমেন	-	মেসার্স টোকা ইন্ক (বাংলাদেশ) লিঃ
৬৩।	জনাব মোঃ নিয়ামত উল্লাহ মজুমদার	-	মেসার্স ইনোভা ইন্টারন্যাশনাল
৬৪।	জনাব কৃষ্ণধন সাহা	-	মেসার্স সুজন ট্রেডার্স
৬৫।	সৈয়দ আলমাস কবীর	-	মেসার্স মেট্রোনেট বাংলাদেশ লিমিটেড
৬৬।	মিসেস্ নাসরিন আনোয়ার চৌধুরী	-	মেসার্স মাহমুদা হ্যান্ডিক্রাফ্টস
৬৭।	জনাব আমির হামজা	-	মেসার্স ম্যাক্সওয়েল হোমস অ্যান্ড প্রোপার্টিজ লিঃ
৬৮।	জনাব আব্দুল হান্নান খান	-	মেসার্স ম্যাক্সওয়েল এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
৬৯।	জনাব নাজির হোসেন	-	মেসার্স এন এইচ ইন্টারন্যাশনাল
৭০।	জনাব জাফর ইকবাল লাবলু	-	মেসার্স লা-ভ্যালেন্টিনো
৭১।	কাজী সারওয়ার হাবিব	-	মেসার্স ফুরুশিমা (বিডি) লিঃ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম	-	প্রতিষ্ঠানের নাম
৭২।	জনাব কামরুল ইসলাম	-	মেসার্স মাশনুনস লিমিটেড
৭৩।	জনাব হোসেন আখতার	-	মেসার্স আনোয়ার এক্সপোর্ট এন্ড ইমপোর্ট কোং
৭৪।	সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন	-	মেসার্স এস এম এইচ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানী
৭৫।	জনাব তপন কৃষ্ণ পোদ্দার	-	মেসার্স এলায়েন্স ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
৭৬।	জনাব এম আব্দুল্লাহ সাদী	-	মেসার্স ডেলটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ
৭৭।	জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ	-	মেসার্স কল্ডওয়েল ডেভেলপমেন্ট লিঃ
৭৮।	আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার	-	মেসার্স আরি-আরা গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ
৭৯।	জনাব পারভেজ আহমেদ	-	মেসার্স রেহান করপোরেশন
৮০।	জনাব নৃপেন চন্দ্র সাহা	-	মেসার্স আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিঃ
৮১।	ডাঃ এম খুরশেদ আলম	-	মেসার্স বিআইএসআর কনসালটেন্টস লিঃ
৮২।	জনাব বিনয় চন্দ্র নাথ দাস	-	মেসার্স চাঁদনী টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড
৮৩।	জনাব রাশেদ আলী	-	মেসার্স দয়াল এন্টারপ্রাইজ
৮৪।	জনাব এস এম নাসির উদ্দিন	-	মেসার্স এম এম রহমান অ্যান্ড কোং
৮৫।	জনাব মোঃ মঈনুল হোসেন	-	মেসার্স মাল্টিলিংক রিসোর্সেস
৮৬।	জনাব শ্যামল কুমার দাস	-	মেসার্স এস এস শিপিং এন্ড চার্টারিং লিঃ
৮৭।	জনাব মোঃ জহিরুল হক বালি	-	মেসার্স জিইএল টেক লিঃ
৮৮।	জনাব জাহিদুর রহমান	-	মেসার্স জয়েন্ট টাচ্ প্রিন্টিং প্রেস
৮৯।	আলহাজ্ব মোঃ আহসানুল হক (আহসান)	-	মেসার্স আপন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
৯০।	জনাব নান্না মিয়া	-	মেসার্স নিপা ইন্টারন্যাশনাল
৯১।	জনাব মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন তালুকদার	-	মেসার্স লিংকন ইমপেক্স ওভারসীজ
৯২।	জনাব এ কে মোঃ শামসুদ্দিন	-	মেসার্স ওয়ারেস করপোরেশন লিমিটেড
৯৩।	জনাব এম এস সিদ্দিকী	-	মেসার্স বাংলা কেমিক্যাল
৯৪।	জনাব এম এ হামিদ	-	মেসার্স দিগন্ত এ্যাডভারটাইজিং
৯৫।	জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন	-	মেসার্স টিকেডি এন্টারপ্রাইজ অব বিডি
৯৬।	জনাব আবুবক্কর সিদ্দিক	-	মেসার্স এ বি এস ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল
৯৭।	জনাব আব্দুল হক সেলিম	-	মেসার্স ট্রেডলাইন ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি
৯৮।	জনাব মোহাম্মদ ওসমান গনি	-	মেসার্স হাইপু ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কোম্পানী
৯৯।	মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ)	-	মেসার্স ইয়াদ লিমিটেড
১০০।	জনাব এম এম মোহসীন	-	মেসার্স লিবরা ইনফিউশনস লিঃ
১০১।	খন্দকার শহীদুল ইসলাম	-	মেসার্স মাহবুবা খন্দকার
১০২।	জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী	-	মেসার্স নাসকম (প্রাঃ) লিমিটেড
১০৩।	জনাব মোঃ মোনায়েম খান	-	মেসার্স রাজা এন্ড ব্রাদার্স
১০৪।	হাজী মোঃ মিয়া হোসেন	-	মেসার্স এম এইচ এন্ড কোং
১০৫।	জনাব মোঃ জুয়েল হোসেন	-	মেসার্স ফজাল অটো লিঃ
১০৬।	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী	-	মেসার্স এস. এস. ভিশন লিমিটেড
১০৭।	ড. তুহিন মালিক	-	মেসার্স হোসেন ডাইং অ্যান্ড প্রিন্টিং মিলস লিঃ
১০৮।	জনাব রাশেদ মাকসুদ খান	-	মেসার্স বেঙ্গল ফাইন সিরামিকস লিঃ
১০৯।	জনাব মাহবুবুর রহমান	-	মেসার্স ইটিবিএল হোল্ডিংস লিমিটেড
১১০।	আলহাজ্ব মোঃ আনোয়ার হোসেন	-	মেসার্স আনোয়ার সিল্ক মিলস লিঃ
১১১।	জনাব এ এস এম কাসেম	-	মেসার্স নিউএইজ ফ্যাশন ওয়্যার লিঃ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম	-	প্রতিষ্ঠানের নাম
১১২।	জনাব রমিজউদ্দিন ফকির	-	মেসার্স লাকী ট্রেডিং এজেন্সী
১১৩।	জনাব আফতাব-উল-ইসলাম, এফসিএ	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল অফিস ইকুইপমেন্ট
১১৪।	জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার	-	মেসার্স পারভীন ট্রেডিং কর্পোরেশন
১১৫।	জনাব আবুল কাসেম খান	-	মেসার্স ইনফোকম লিঃ
১১৬।	জনাব আসিফ ইব্রাহীম	-	মেসার্স নিউএইজ এ্যাপারেল্স লিমিটেড
১১৭।	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	-	মেসার্স এস এস শিপিং এন্ড ট্রেডিং লিঃ
১১৮।	জনাব কে জি করিম	-	মেসার্স করিম অ্যান্ড সন্স
১১৯।	জনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ)	-	মেসার্স ইন-উইন এন্টারপ্রাইজ
১২০।	জনাব হোসেন এ সিকদার	-	মেসার্স স্টার স্টীল ষ্টোর
১২১।	জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান	-	মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজেস
১২২।	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম	-	মেসার্স প্যারাডাইজ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশনস লিঃ
১২৩।	জনাব শাহজাহান সরকার	-	মেসার্স ইরেক্টর ইন্টারন্যাশনাল
১২৪।	জনাব শামীম আহসান খান	-	মেসার্স সিকিউরা (বাংলাদেশ) লিমিটেড
১২৫।	জনাব মোহাম্মদ কামরুল হোসেন	-	মেসার্স হি-ভান বাংলাদেশ কোম্পানী লিমিটেড
১২৬।	জনাব মোঃ মাসুম হোসেন	-	মেসার্স হোসেন ডাইং অ্যান্ড প্রিন্টিং মিলস লিঃ
১২৭।	সৈয়দ দিগন্ত মুনির	-	মেসার্স ইউএইচ ট্রেন্ডজ লিঃ
১২৮।	জনাব এ এইচ এম জাকারিয়া	-	মেসার্স আজিজ পাইপস লিঃ
১২৯।	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	-	মেসার্স এ-ওয়ান পলিমার লিমিটেড
১৩০।	জনাব আখতার সালিম	-	মেসার্স ট্রাম্প ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
১৩১।	জনাব মোঃ আল হেলাল	-	মেসার্স আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক লিঃ
১৩২।	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী	-	মেসার্স ইউনি-গ্লোব ট্রাভেলস
১৩৩।	জনাব এম এ মান্নান	-	মেসার্স বেটা বাংলাদেশ লিঃ
১৩৪।	জনাব মোঃ আজিজুর রহমান	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানী
১৩৫।	জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী	-	মেসার্স জুট অ্যান্ড ব্যাগস এক্সপোর্ট কর্পোরেশন
১৩৬।	জনাব মোঃ আবুল কাসেম	-	মেসার্স কাবা ট্রেডিং কোং
১৩৭।	জনাব হোসেন মেহমুদ	-	মেসার্স মেহমুদ ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ
১৩৮।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মন্ডল	-	মেসার্স কোয়ালিটি ইন্টারন্যাশনাল (বিডি)
১৩৯।	জনাব কামরুল হাসান	-	মেসার্স আইএসও টেক এলপি গ্যাস লিমিটেড
১৪০।	জনাব মোঃ সোহেল	-	মেসার্স আইএসও টেক জুট ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
১৪১।	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	-	মেসার্স বেঙ্গল জুট এন্ড বুর্লাপ এজেন্সিস
১৪২।	মিসেস আইরিন আক্তার	-	মেসার্স লাহাজ গুর ভান্ডার
১৪৩।	জনাব খায়ের উদ্দিন	-	মেসার্স আনোয়ার জুট স্পিনিং মিলস লিঃ
১৪৪।	জনাব এম এ সাত্তার	-	মেসার্স সাত্তার মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ
১৪৫।	জনাব মোঃ মাসুম রাব্বানী	-	মেসার্স বাইমেক্স ট্রেড এসোসিয়েটস লিঃ
১৪৬।	জনাব ওমর গনি	-	মেসার্স আনোয়ার সিমেন্ট শীট লিঃ
১৪৭।	খন্দকার রাশেদুল আহসান	-	মেসার্স পিসেস কর্পোরেশন লিঃ
১৪৮।	জনাব মোঃ মোতালেব হোসেন	-	মেসার্স এ্যাথেনা'স ফার্নিচার অ্যান্ড হোম ডেকর
১৪৯।	জনাব মুহাম্মদ মতিউর রহমান	-	মেসার্স ধানসিড়ি বিল্ডার্স লিমিটেড
১৫০।	জনাব মোহাম্মদ দাউদ রায়হান	-	মেসার্স মা নিটিং এন্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
১৫১।	জনাব অতুল প্রসাদ গুপ্ত	-	মেসার্স শাহজালাল লেদার কমপ্লেক্স লিমিটেড

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম	-	প্রতিষ্ঠানের নাম
১৫২।	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল	-	মেসার্স শ্যাডো ইন্টারন্যাশনাল
১৫৩।	দেওয়ান সিদ্দিকুর রহমান	-	মেসার্স রিমিক্স কালেকশন
১৫৪।	জনাব ইমতিয়াজ	-	মেসার্স প্যারাডাইজ ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড
১৫৫।	জনাব দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স প্রিন্স ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড
১৫৬।	জনাব এ কে এম দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স ক্রাউন মেলামাইন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
১৫৭।	জনাব প্রান্তোষ দাস	-	মেসার্স ডিএসএম কমোডিটিজ লিঃ
১৫৮।	জনাব মোঃ মাহাবুব হাসান	-	মেসার্স মাগ ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কোং
১৫৯।	জনাব শাহ আলম	-	মেসার্স এল এ ফ্যাশন (প্রাঃ) লিঃ
১৬০।	জনাব মোঃ লোকমান হোসেন	-	মেসার্স মিরপুর ডায়াগনষ্টিক সেন্টার লিমিটেড
১৬১।	শেখ মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম	-	মেসার্স রুটস সোর্সিং ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
১৬২।	জনাব এস এম জিল্লুর রহমান	-	মেসার্স রহমান ওভারসীজ
১৬৩।	জনাব আলতাফ হোসেন বিশ্বাস	-	মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডলিংক করপোরেশন লিমিটেড
১৬৪।	জনাব মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান উজ্জ্বল	-	মেসার্স ডেল্টা আউটডোরস
১৬৫।	জনাব এম এ রশিদ	-	মেসার্স সিওমরু ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
১৬৬।	জনাব আব্দুল হামিদ	-	মেসার্স সেন্তিরা এন্টারপ্রাইজেস লিঃ
১৬৭।	মির্জা জহির আলী	-	মেসার্স পেগাসাস ইন্টারন্যাশনাল ট্রের্ডি কোং
১৬৮।	জনাব প্রান্তোষ চন্দ্র সরকার	-	মেসার্স বিজয় ট্রেডিং করপোরেশন
১৬৯।	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন	-	মেসার্স নাইস ট্রেড লাইনারস
১৭০।	জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ	-	মেসার্স আমান নিটিংস লিমিটেড
১৭১।	জনাব মোঃ কায়সুল আলম	-	মেসার্স বাংলাদেশ অটো কার্স লিঃ
১৭২।	জনাব মোঃ সিরাজুল	-	মেসার্স গ্লোবাল (বিডি) ন্যাশনওয়াইড লিমিটেড
১৭৩।	জনাব শফিক হোসেন	-	মেসার্স মাসুক হোসেন
১৭৪।	জনাব মোঃ রিজাউল করিম খান	-	মেসার্স কৃষিবিদ ফার্ম লিমিটেড
১৭৫।	জনাব নজরুল ইসলাম রানা	-	মেসার্স রানা ইন্টারন্যাশনাল
১৭৬।	জনাব এস রুমী সাইফুল্লাহ	-	মেসার্স ভিনসেন্ট কমিউনিকেশন লিমিটেড

সভার শুরুতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সচিব জনাব বশির হায়দার বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানান এবং চেম্বারের সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানান। সবার আসন গ্রহণের পর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চেম্বার নামাজ ঘরের ইমাম জনাব হাফেজ মোঃ আব্দুস সাত্তার পবিত্র কালাম-ই-পাক থেকে তেলাওয়াত করেন। অতঃপর ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খান এর সভাপতিত্বে ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এ পর্যায়ে চেম্বারের সচিব মহোদয় বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠ করে শোনান এবং সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভাপতি মহোদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে তিনি গত এক বছরে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশের সাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা, সাবেক মন্ত্রী ও প্রবীন রাজনীতিবিদ জনাব আব্দুল জলিল, ঢাকা চেম্বারের সাবেক পরিচালক জনাব খোরশেদ আহমেদ ও জনাব এন ইসলাম, ঢাকা চেম্বারের সাবেক পরিচালক সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন এর মাতা- মোছাঃ শামসুন্নাহার, বকুল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব এ এস এম মহিউদ্দীন মোনেম এর দাদী মোছাঃ হোসাইনা বানু, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর জনাব লুৎফুর রহমান সরকার, জেবিসিসিআই-এর সাবেক সভাপতি জনাব রাশেদ আহমেদ আলী, ঢাকা চেম্বার সচিবালয়ের উচ্চমান সহকারী জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, ঢাকা চেম্বারের সাবেক ইকোনোমিক কনসালটেন্ট জনাব গোলাম মর্তুজা, সাইপ প্রজেক্ট পরিচালক জনাব আজিজুর রহমান প্রমুখের নাম উল্লেখ করেন। তাছাড়া, সাভারের রানা প্লাজা ধ্বস ও গাজীপুরের আসওয়াদ গার্মেন্টস দূর্ঘটনায় নিহত এবং ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামে টাইফুন 'হাইয়ানের' আঘাতে নিহত; পাকিস্তান, ইরান, চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্প, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের বিভিন্ন এলাকায় সাইক্লোন 'মহাসেন' এর ফলে নিহত; উত্তর

ভারত, জাকার্তা, চীন এবং রাশিয়ায় বন্যা ইত্যাদির কারণে নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়। অতঃপর চেম্বার নামাজঘর এর ইমাম জনাব হাফেজ মোঃ আব্দুস সাত্তার প্রয়াতদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সচিব মহোদয় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

আলোচ্যসূচি-১ ঃ গত ২৯ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;

ঢাকা চেম্বারের সচিব মহোদয় ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণীর উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স হসপিটাল ফিজিশিয়ান নিউজ নেটওয়ার্ক উক্ত কার্যবিবরণী সদয় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করেন এবং তা সমর্থন করেন জনাব রাশেদ আলী, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স দয়াল এন্টারপ্রাইজ। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ঃ ২০১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খান ২০১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপিত পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন পাঠ করে শোনান। তাঁর বক্তব্যের শুরুতে তিনি ঢাকা চেম্বারের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব এবং দেশ-বিদেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় ২০১৩ সালের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ডিসিসিআই এর ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সম্মানিত সদস্যবৃন্দের ঐকান্তিক সহযোগিতা, প্রাজ্ঞ দিক্ নির্দেশনা ও দৃঢ়তায় আজ ডিসিসিআই বাংলাদেশের বেসরকারী খাতের অন্যতম প্রতিনিধিত্বকারী আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকা সত্ত্বেও ২০১৩ সালের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামোটি ইতিবাচক ছিল। অবকাঠামো ও নির্মাণ খাতে ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং উৎপাদন খাতের উন্নয়নের ফলে শিল্পখাতে ৯ শতাংশ এবং সেবা ও কৃষিখাতে যথাক্রমে ৫.৭ শতাংশ ও ২.১৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বেসরকারী খাতের অসামান্য অবদান এবং উদ্যোমী শ্রম শক্তির ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি স্থিতিশীল রয়েছে কিন্তু বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিরতা দীর্ঘমেয়াদী হলে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গোল্ডম্যান স্যাকস বাংলাদেশকে তাদের "নেক্সট ১১" তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং জেপি মরগ্যানের "ফ্রন্টিয়ার ফাইভ" অর্থনীতির অন্যতম একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। এছাড়া সিটি গ্রুপ বাংলাদেশকে গ্লোবাল গ্রোথ জেনারেটর বা থ্রিজি এর ভিত্তিতে অন্যতম ১১টি দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। সিআইএ ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুক ২০১২ অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বের ৪২তম অর্থনীতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ২০১৩ সালে মুডিস তাদের সভারেন ক্রেডিট রেটিং মানদণ্ডে বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থাকে আবারো স্থিতিশীল হিসেবে আখ্যায়িত করেছে বলেও তিনি সভাকে অবহিত করেন।

তিনি ইতোপূর্বে ঢাকা চেম্বার কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন মেগা ইভেন্টের সফল আয়োজনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে সরকারি ও বেসরকারি নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সক্ষমতার কথা ব্যক্ত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর, ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদ ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে "Entrepreneurship and Innovation Expo" এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য "NRB for Positioning Bangladesh" নামে দুটো ইভেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ডিসিসিআই ০৬ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলের গ্র্যান্ড বল রুমে "এন্ট্রাপ্রিনিউরশীপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। নীতিনির্ধারক, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন ব্যাংক ও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিকবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ডীনবৃন্দ, গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, দাতা সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং বেশ কিছু নতুন উদ্যোক্তাসহ প্রায় ১০০০ জন উচ্চ পর্যায়ের অতিথিবৃন্দ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলে তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

জনাব মোঃ সবুর খান ২০১৩ সালে ডিসিসিআই এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড উল্লেখ করেন যেমনঃ এশিয়ার সর্বোচ্চ অনুপ্রেরণাদানকারী "নেশন বিল্ডার এ্যাওয়ার্ড" অর্জন, ডিসিসিআই'র ওয়েবসাইট আধুনিকীকরণ, ডিসিসিআই ফোরাম প্রতিষ্ঠা, অনলাইন মেম্বারশীপ ডিরেক্টরি এবং বিটুবি ম্যাচ-মেকিং সার্ভিসেস প্রবর্তন, ঢাকা চেম্বারকে বাংলাদেশে মানসম্পন্ন চেম্বার হিসেবে রূপান্তর, পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকা হতে ডিসিসিআই'র ৬৫ নং প্লটের অবমুক্তি, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বকেয়া পৌর কর প্রদান,

ঢাকা চেম্বারের ট্রান্সফরমার স্থাপন, ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক স্থাপন, ইউএস প্রডাক্টডস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ইনফো সেন্টার স্থাপন, ইউএস-বাংলাদেশ পার্টনারশিপ ডায়লগ সফলভাবে আয়োজন, আন্তর্জাতিক ডেস্ক স্থাপন, "বাজেটে-প্রত্যাশা" শীর্ষক অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার, জাতীয় বাজেট ২০১৩-১৪ বিষয়ক ঢাকা চেম্বারের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বাংলাভিশনে সরাসরি সম্প্রচার, "এন্ট্রাপ্রিনিউরশীপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো" এর উদ্বোধন, "হ্যান্ডবুক অব এন্ট্রাপ্রিনিউরশীপ ডেভেলপমেন্ট" প্রকাশ, "বাংলাদেশের অর্থনীতিতে হরতাল ও অবরোধের প্রভাব" বিষয়ক স্টাডি পরিচালনা, রেকর্ড সংখ্যক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর ও বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় চেম্বারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্তি, "এন্ট্রাপ্রিনিউরশীপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো" শীর্ষক মেগা ইভেন্ট উপলক্ষ্যে ১০ কোটি মোবাইল ফোন গ্রাহকের নিকট ক্ষুদেবার্তা প্রেরণ, ৩০টি সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সরকারের ছয় জন মাননীয় মন্ত্রী, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ, চল্লিশটিরও বেশি বিদেশী ডেলিগেশনের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চারটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন, জাতীয় নীতিমালা ও বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে ডিসিসিআই'র মতামত প্রেরণ, বছরব্যাপী এগারটি প্রকাশনা ইত্যাদি। তাছাড়া, তিনি ঢাকা চেম্বারের চলমান ও ভবিষ্যৎ প্রকল্প সম্পর্কেও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন এবং নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদকে এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেয়ার আহ্বান জানান।

২০১৩ সালে ঢাকা চেম্বারের ২৪টি স্ট্যান্ডিং কমিটি প্রায় ৭০ টি বৈঠক করে এবং এ সকল বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়। তিনি কমিটিগুলোর সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক এবং সহ-আহবায়কগণকে বছরব্যাপী তাদের অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। ডিসিসিআইতে ২০১৩ সালে এগারটি বোর্ড সভা ও একটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যাতে ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয় ছাড়াও ডিসিসিআইকে আরো কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গৃহীত নীতি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় নানাবিধ সীমাবদ্ধতা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও ২০১৩ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ৪৫১ জন নতুন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, ১৫০ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ পূনঃনবায়ন করেছেন এবং ২৪২১ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেছেন বলে সভাকে তিনি অবহিত করেন। ২০১৩ সালে সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কিডনী ফাউন্ডেশনকে দশ লক্ষ টাকা মূল্যের ডায়ালেসিস মেশিন প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ১০৮ জন রোগীকে ৩ শিফটে ডায়েলিসিস সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের মানুষের শীতের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে এবছর ডিসিসিআই এর পক্ষ থেকে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন চেম্বার, ঢাকা মহানগর সমিতি এবং আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম এর প্রতিনিধিদের নিকট শীত বস্ত্র হস্তান্তর করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাছাড়া, পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে ডিসিসিআই-তে দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আয়োজনের বিষয়টিও সভাকে অবহিত করেন।

সভাপতি মহোদয় তাঁর বক্তৃতায় ডিসিসিআই এর আর্থিক বিষয়ের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরেন। ২০১৩ সালে চেম্বারে ব্যয় এর তুলনায় অধিক আয় হয়েছে মোট ৪,০৮,৩৭,৭৩৬ টাকা যা গত বছরে ছিল ৩,৩৪,৬৬,৬৫৪ টাকা। এ আয় মূলতঃ সদস্যদের চাঁদা, ভবন ভাড়া এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ বছর সিটি কর্পোরেশনের বকেয়া কর বাবদ বড় অংকের টাকা পরিশোধ করা সত্ত্বেও চেম্বারের মোট সঞ্চয় ৬,৩২,০৩,৫২৮ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭,১১,৪৮,৫৮০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, হরতাল, অবরোধ, মহাসমাবেশ ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও এ বছর ডিসিসিআই সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে বিধায় ২০১৩ সাল ঢাকা চেম্বারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। চেম্বারকে গতিশীল ও কার্যকর রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পাওয়ায় তিনি তার পূর্বসূরীদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ডিসিসিআই এর কার্যক্রমের সাথে তার সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা সব সময় অব্যাহত থাকবে বলেও সভাকে অবহিত করেন। তাছাড়া, তিনি ডিসিসিআই সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিজ নিজ অবস্থানে দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ডিসিসিআই এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করায় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করায় তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি চেম্বার সচিবালয় থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা পাওয়ায় তিনি তার স্বীকৃতিও প্রদান করেন। তিনি তার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে ডিসিসিআই'র নবনির্বাচিত সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং তাদের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

সভাপতি মহোদয় কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করার পর চেম্বারের সচিব তা সদয় অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে জনাব এ. কে. মোঃ সামছুদ্দিন, উপদেষ্টা, মেসার্স ওয়ারেস কর্পোরেশন লিমিটেড বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করেন এবং জনাব এম. এ. হামিদ, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স দিগন্ত এ্যাডভার্টাইজিং তা সমর্থন করেন। অতঃপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ২০১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৩ঃ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সচিব মহোদয় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর জনাব নাসিরুদ্দিন এ. ফেরদৌস, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স ধানমন্ডি ডেল এ্যান্ড কোং এর প্রস্তাবে এবং জনাব মোঃ ইকরাম ঢালী, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স সীমা প্যাকেজিং অ্যান্ড এ্যাক্সেসোরিজ ও মিস সামসুন নাহার, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স আব্দুর রহমান এর যৌথ সমর্থনে ২০১২-১৩ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৪ঃ ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালের পরিচালক এবং ২০১৪ সালের জন্য সভাপতি, উর্দ্ধতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

এ পর্যায়ে সচিব মহোদয় বিদায়ী পরিচালকগণের নাম ঘোষণা করেন, তাঁরা হলেন ঃ জেনারেল শ্রেণী থেকে সর্বজনাব এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম, ওসমান গনি, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, কে এম এন মন্জুরুল হক এবং এ্যাসোসিয়েট শ্রেণী থেকে সর্বজনাব আবসার করিম চৌধুরী ও এম আবু হোরায়রা।

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সচিব মহোদয় নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্ এবং নির্বাচন আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. তুহিন মালিক-কে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। আসন গ্রহণের পর সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধে নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ সালের জন্য পরিচালক হিসেবে জেনারেল শ্রেণী থেকে সর্বজনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, মোক্তার হোসেন চৌধুরী, এস রুমি সাইফুল্লাহ ও সামির সাত্তার এবং এসোসিয়েট শ্রেণী থেকে সর্বজনাব কে জি করিম ও এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করেন। এর পর নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় ২০১৪ সালের জন্য সভাপতি পদে জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, উর্দ্ধতন সহ-সভাপতি পদে জনাব ওসামা তাসীর এবং সহ-সভাপতি পদে জনাব খন্দকার শহীদুল ইসলাম নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করেন। উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ করতালির মাধ্যমে নবনির্বাচিত পর্ষদ সদস্যবৃন্দ এবং সভাপতি, উর্দ্ধতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতিকে অভিনন্দন জানান।

নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্ নির্বাচন বিধিমালা ও নির্বাচন তফসিল অনুযায়ী স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় আন্তরিক সহযোগিতার জন্য নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং চেম্বারের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একনিষ্ঠ ও নিরলস দায়িত্ব পালনের জন্য সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিধি মোতাবেক নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ডের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। সভাপতি মহোদয় নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এ পর্যায়ে সচিব মহোদয় নব-নির্বাচিত সভাপতি, উর্দ্ধতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকবৃন্দকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসূচি-৫ঃ ২০১৩ - ২০১৪ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

সচিব মহোদয় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ বিষয়ে মেসার্স এ. কাসেম এন্ড কোং, মেসার্স এম. এম. রহমান অ্যান্ড কোং এবং মেসার্স আকতার আমির অ্যান্ড কোং থেকে তিনটি আবেদন পত্র প্রাপ্তির বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, মেসার্স এ কাসেম এন্ড কোং সাত বছর যাবৎ ঢাকা চেম্বারের নিরীক্ষক হিসেবে সন্তোষজনকভাবে কাজ করছে। বিস্তারিত আলোচনার পরে এ কাসেম অ্যান্ড কোং-কে ৬৫,০০০/- টাকা (ভ্যাট ব্যতীত) পারিশ্রমিক ধার্য্য করে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন ক্যাপ্টেন নুরুল হক (অব.), ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স শেল্টার কনস্ট্রাকশনস লিঃ এবং জনাব মোঃ মোনায়েম খান, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স রাজা অ্যান্ড ব্রাদার্স এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতঃপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এ পর্যায়ে বিদায়ী সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খান এর অনুরোধে নব নির্বাচিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যের শুরুতে তিনি ২০১৪ সালের নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করায় নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ডসহ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সদ্য বিদায়ী সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খানকে তার কার্যক্রমের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তার অসম্পন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশের অন্যতম প্রাচীন ও কার্যকর বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে ডিসিসিআই তার দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে সুনাম ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি হিসেবে প্রাথমিকভাবে অনুসৃত হয়। সে অবস্থান থেকে বাজার-ভিত্তিক

অর্থনীতিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে ঢাকা চেম্বারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তিনি তুলে ধরেন। বিগত দুই দশক ধরে বেসরকারি খাত অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে যার ফলে গড়ে ৬ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের সুচিন্তিত ও গবেষণালব্ধ মতামত/ সুপারিশমালা সরকারের নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে রেফারেন্স হিসেবে গৃহীত হয়ে আসছে। দেশে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, প্রয়োজনীয় সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন, বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবসায় প্রসারের ক্ষেত্রে দেশের বেসরকারি খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ঢাকা চেম্বারের ভূমিকা আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিনি ও নব-নির্বাচিত পর্ষদ সদস্যগণ সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন বলে উল্লেখ করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সম্মানিত সদস্যগণের পরামর্শ, দিক্-নিদেশনা ও সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি পরিবর্তিত বিশ্ব অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে সকলের সহযোগিতায় সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ব্যবসায়ী সমাজের প্রতি সেবার মান উন্নয়নে চেম্বারের কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণে তার সচেষ্ট প্রয়াস থাকবে বলে সকলকে আশ্বস্ত করেন। বেসরকারি খাত হচ্ছে এ দেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি; তাই এ খাতের উন্নয়নের জন্য বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি, বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ ও সহায়ক সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য নীতি-নির্ধারকদের কাছে বাস্তবধর্মী ও কার্যকরী প্রস্তাবনা তুলে ধরার প্রক্রিয়া পূর্বের ন্যায় অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন। বেসরকারি খাতের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও দেশে ব্যবসায় ও বিনিয়োগের জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি তার পর্ষদের সদস্যগণকে সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাবেন বলে সভাকে অবহিত করেন।

তিনি বলেন, মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য পর পর তিন বছর মাথাপিছু আয় হতে হবে ১,১৯০ মার্কিন ডলার। সরকারি তথ্য মতে বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১,০৪০ মার্কিন ডলার। বেসরকারি খাত যদি অব্যাহতভাবে কাজ করতে পারে, তাহলে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে এবং সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অনেকাংশে অর্জিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একই সাথে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে যা অনেক উন্নত দেশেও সম্ভব হয়না। এ পর্যায়ে ঢাকা চেম্বার কর্তৃক আয়োজিত বেশ কিছু মেগা ইভেন্ট যেমনঃ ''ভিশন-২০২১'', ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কনফারেন্স (আইবিসি), ''এসএমই ফাইন্যান্সিং ফেয়ার", "বাংলাদেশ ২০৩০ ঃ স্ট্র্যাটেজি ফর গ্রোথ", "পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্র্যান্ডিং ফর বিজনেস" এবং ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে "Entrepreneurship and Innovation Expo" সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন যে, ২০১৪ সালের পরিচালনা পর্ষদ সর্ব প্রথম দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন। এ সমস্যার সমাধানের পর, অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের জন্য অনুকুল পরিবেশ তৈরি হলে পর্ষদ সভায় আলোচনা করে ব্যবসায়ীদের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে কি ধরনের ইস্যু নিয়ে ইভেন্ট আয়োজন করা যায় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে সভাকে অবহিত করেন।

তিনি তার বক্তব্যে আরো উল্লেখ করেন, যেকোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে তার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতার উপর। চেম্বারের প্রতিটি বিভাগে অভিজ্ঞ ও যোগ্য কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। চেম্বারের গবেষণা সেলকে আরো শক্তিশালী করার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে উল্লেখ করেন। সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি সকলের সমর্থন, পরামর্শ, প্রাজ্ঞ দিক্-নির্দেশনা ও সহযোগিতা পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি সদ্য বিদায়ী সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খানকে সকলের পক্ষ হতে আবারো ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

পরিশেষে সদ্য বিদায়ী সভাপতি মহোদয় চেম্বারের সার্বিক উন্নতি কামনা করে ও ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলকে আপ্যায়নে আমন্ত্রণ জানান এবং ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(বশির হায়দার)	***(মোঃ সবুর খান)***
সচিব	সভাপতি

ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পর্ষদ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫২ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বার্ষিক প্রতিবেদনে ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে যাদের নাম স্মরণীয় এবং বরণীয় তাদের সম্মানার্থে সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করা হলো। এতে যদি কোনো তথ্য বা উপাত্ত বাদ পড়ে থাকে তা আগামী বার্ষিক প্রতিবেদনে সংশোধিত আকারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে।

মরহুম আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন

আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রি'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি চেম্বারের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্পবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ, দেশদরদী, সমাজসেবক ও গরীবের বন্ধু। তিনি বিভিন্ন সময়ে চেম্বারের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পের উন্নয়নে আজীবন কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম উদ্যোক্তা, যিনি চীনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করেন। ১৩ এপ্রিল, ১৯৯১ সালে ৭৮ বৎসর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে----রাজিউন)।

মরহুম আলহাজ্ব নাজির হোসেন

আলহাজ্ব নাজির হোসেন পুরতান ঢাকার লালবাগে ১৯৩০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে ওতোপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। লালবাগ বস্ত্রবিতান, লালবাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৯৭৩ সাল থেকে ঢাকা চেম্বারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯৬ সালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক ছিলেন। জনাব নাজির হোসেন ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজসেবক। তিনি আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ রেডক্রস-এর আজীবন সদস্য, ফিরোজা বারী পঙ্গু শিশু হাসপাতালের চেয়ারম্যানসহ বাংলাদেশ শিশু ওয়েলফেয়ার পরিষদ, সরকারী শিশু সনদ ইত্যাদি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি শুধু সমাজ সেবকই নন, একজন সু-সাহিত্যিক হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বইগুলোর মধ্যে কিংবদন্তির ঢাকা, দেশ দেশান্তর, সমবায় সংগ্রাম সাধনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী

জনাব ফজলুল করিম চৌধুরী ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি পুরাতন ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। বিভিন্ন সময় তিনি ডিসিসিআই'র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে ও শিল্পোন্নয়নের বিশেষ অবদান রেখেছেন। ঢাকা চেম্বারের অগ্রযাত্রায় এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডে মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্ম প্রচেষ্টা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। জনাব ফজলুল করিম চৌধুরী ২১ মে, ১৯৯৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে----রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর।

মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ

জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ ডিসিসিআই, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং ঢাকা ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারী সংগঠনসমূহের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে এক অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে এক বিশাল অবদান রেখে গেছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ছিলেন একাধারে একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক, চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা বিস্তারে অবদানসহ দুস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা

প্রদানের সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নুরউদ্দিন আহমেদ অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। বর্তমান সময়ের বিশ্বায়নের নিত্য নব-প্রযুক্তি উদ্ভাবনের নতুন প্রজন্মের মেধা, ধীশক্তি ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্রোতধারা থেকে প্রতিশ্রুতিশীল এবং সম্ভাবনাময় নতুন নেতৃত্বশ্রেণী তৈরি করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ঢাকা চেম্বারের মাসিক প্রকাশনা ডিসিসিআই রিভিউ-এর এ্যাডভাউজরী বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্মপ্রচেষ্টা সকলেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। নুরউদ্দিন আহমেদ ২৩ মে, ২০০০ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে-----রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

মরহুম আবু নাসের আহম্মদ

জনাব আবু নাসের আহম্মদ ঢাকা চেম্বারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের অন্যতম। তিনি ঢাকা শহরের এক আদি ও প্রসিদ্ধ মুসলিম (সরদার) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও পরবর্তীকালে শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৬০-৬১ কার্যকালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃবৃন্দের অনুরোধে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আশির দশকেও আবারো ঢাকা চেম্বারের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মেসার্স ক্রীন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর লিঃ এর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং চলচ্চিত্র প্রযোজনা পরিবেশনা ও প্রদর্শক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মরহুম আবু নাসের আহম্মদ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি বহুবিধ জনহিতকর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতোপ্রাতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। জনাব আবু নাসের আহম্মদ ১৫ জুন, ১৯৮৬ সালে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে-----রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর।

মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ

জনাব এম ইউনুস, এফসিএ ১৯৩৮ সালের ১৪ মে, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার পাহাড়পুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৪ ও ১৯৯৩ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি এফবিসিসিআই এর পরিচালকের দায়িত্বপালন সহ এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট এবং ইউনুস অ্যান্ড কোম্পানীর ফাউন্ডার পার্টনার। তিনি দি ইন্সটিটিউট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট অব বাংলাদেশ (আই সি এ বি) এবং দি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একাউন্ট্যান্টস (সাফা) এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রাখেন।

মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ ছিলেন একজন চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় তিনি সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের বর্তমান ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এম ইউনুস, এফসিএ ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে-----রাজিউন)। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী

জনাব ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯২৫ সালের ১৬ জুলাই বর্তমান মিয়ানমারের (পূর্বনাম বার্মা) রেঙ্গুনে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯৬১-৬২ সাল মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়া সত্বেও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক ও শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখেছেন। তিনি আল বাওয়ানী ফাউন্ডেশন, ঢাকা রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ফিন্যান্স কর্পোরেশন এবং লালবাগ মাদ্রাসা এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মরহুম ওয়াই এ বাওয়ানী লতিফ বাওয়ানী জুট মিল, আহমেদ

বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলসহ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বায়তুল মোকাররম মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক। আহমেদ বাওয়ানী একাডেমী এবং ঢাকায় বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেন। মরহুমের এই অবদান ঢাকা চেম্বারের সকল সদস্যবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১২ জানুয়ারি, ২০০৯ সালে পাকিস্তানের করাচিতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে-----রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

মরহুম আলহাজ্ব মুখলেছুর রহমান

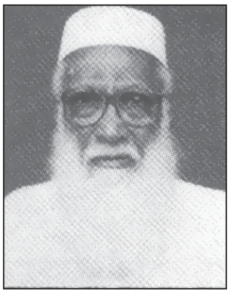

জনাব মুখলেছুর রহমান ১৯২৮ সালে ১৮ এপ্রিল নরসিংদির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী আশরাফ আলী ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক এবং পরবর্তীতে তৎকালীন সরকারের শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে আশীন ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ১৯৫২ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাগেরহাট কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অতঃপর দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম চেম্বারে সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত থেকে চেম্বারের প্রভূত উন্নয়ন সাধনে ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যবসার জগতে প্রবেশ করেন। তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভূমিকা রাখতে শুরু করেন।

জনাব মুখলেছুর রহমান ১৯৭০ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি এবং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা চেম্বারের অন্যতম কনসালটেন্ট বা পরামর্শক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। চেম্বারের দিক-নির্দেশনামূলক কর্মকাণ্ডে ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য তিনি Leader হিসেবে বিবেচিত হতেন। ঢাকা চেম্বারের প্রথম প্রকল্প "সার্ভিস ডেভেলপমেন্ট পোগ্রাম" তিনিই চালু করেন, যা গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। জনাব মুখলেছুর রহমান ছিলেন একজন সৎ, নির্ভিক ও বিশিষ্ট সংগঠক। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সু-সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও জ্ঞানপিপাসু দার্শনিক। তিনি একাধিক সামাজিক ও মানবকল্যাণমূলক সংগঠনের সফল প্রতিষ্ঠাতা। শ্রদ্ধেয় জনাব মুখলেছুর রহমান গত ১৬ এপ্রিল, ২০১০ সালে ৮৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে-----রাজিউন)।

মরহুম আবুল কাশেম, এফসিএ

মরহুম আবুল কাশেম এ দেশের দ্বিতীয় মুসলিম চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি তাঁর ফার্ম এ কাশেম এ্যান্ড কোং প্রতিষ্ঠিত করেন, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন এবং স্বনামধন্য চার্টার্ড একাউন্টেটস্ ফার্ম। তিনি তাঁর দীর্ঘ ও অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ কর্মময় জীবনে দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি ছিলেন।

তিনি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম, সমাজ কল্যাণমূলক এবং মানব সেবার ন্যায় মহৎ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের লায়ন আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সিনেটের ফাইন্যান্স আন্দোলনের কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ভিকারুননেসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডি-এর সদস্য ছিলেন।

মরহুম মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন

জনাব মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ডিসিসিআই প্রতিষ্ঠার পিছনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯২৩ সালের ২১ জুলাই ঢাকার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মধুমিতা ফাইন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক। ১৯৫০ সালে তিনি প্রথম সিরকো সোপ অ্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি তৎকালীন সময়ের প্রথম সাবান ফ্যাক্টরি। এটি ব্রিটিশ কোম্পানী জেমস ফিনলে অ্যান্ড কোম্পানীর ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করে। ১৯৬৬ সালে তিনি কোহিনূর জুট মিলস্ স্থাপন করেন এবং স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক অব পাকিস্তান এবং স্ট্যান্ডার্ড ইন্সুরেন্স লিমিটেড-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ৫৩ বছর কর্মজীবনে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। ১৯৭৬ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মরহুম মোহাম্মদ সাখী মিঞা

জনাব মোহাম্মদ সাখী মিঞা পুরাতন ঢাকার প্রবীন ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক, বিশিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। জনাব মোহাম্মদ সাখী মিঞা ১৯২১ সাল ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশন থেকে কৃতিত্বের এনট্রান্স এবং ঢাকা কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন ও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি পাকিস্তান আমলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকুরীর মাধ্যমে ক্যারিয়ার শুরু করেন। অতঃপর চাকুরী ছেড়ে তিনি লুব্রিকেন্টিং এর ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তিনি লুব্রিকেন্ট ব্যবসায় বাঙালিদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান নিশাত ট্রেডিং এ ব্যবসায় এখনও নিয়োজিত। তিনি ছিলেন বিনয়ী, দানশীল, ধর্মপ্রাণ ও মানবদরদী। তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটির (বর্তমান ঢাকা সিটি কর্পোরেশন) কমিশনার এবং পরবর্তীতে চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ পাবলিকেশনস লিমিটেডের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তিনি ঢাকার ইতিহাসও ইসলামী মূল্যবোধের উপর বেশ কয়েকটি অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক বিষয়ে লেখালেখি করতেন। তিনি তৎকালীন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তনের প্রথম সারির একজন দিক্‌নির্দেশক। তিনি বর্তমান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জড়িত ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিত্ব ৮৭ বছর বয়সে ২০০৮ সালের ১লা জুলাই ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ১৯৭৬-৭৮ মেয়াদকালে প্রথম বারের মত ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৫ এবং ১৯৮৯-৯০ মেয়াদকাল ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ডিসিসআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর চেয়ারম্যান। তিনি আনোয়ার গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছাড়াও নির্বাহী পরিচালক, দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক এবং প্রাক্তন ডিআইটির ট্রাস্টি ছিলেন।

একজন সফল উদ্যোক্তা আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন , তাঁর প্রচণ্ড ধী-শক্তি, মেধা, সুদূর প্রসারী ভবিষ্যত দৃষ্টির ক্ষমতাবলে বাংলাদেশের শিল্পায়নে খাতওয়ারী অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য এবং দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমনঃ গৃহায়ন, শিক্ষা, বয়ন, নির্মাণ এবং প্রযুক্তি (আইটি) খাতে বিনিয়োগ করেছেন এবং আগামী প্রজন্মের জন্য দিক দিশারীর ভূমিকা পালন করেছেন।

তিনি বহু সমাজকল্যাণ কাজের অগ্রদূত এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত যেমন ঃ উদয়ন বিদ্যালয়, জমিলা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়, রহিমবক্স মেমোরিয়াল আই ক্লিনিকস, জমিলা খাতুন রেড ক্রিসেন্ট প্রসুতি এবং শিশু সেবা কেন্দ্র, আনোয়ার হোসেন ফ্রি মেডিকেল সেন্টার, আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন শহিদ নগর ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রভৃতি। তিনি ঢাকা চেম্বারের বহুমুখী কার্যক্রমের অন্যতম উপদেষ্টা এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত। তিনি সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সমভাবে অগ্রগণ্য। সময়ের প্রয়োজনে এবং এলাকার উন্নয়নকল্পে তিনি নব্বই-এর দশকে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে অমূল্য অবদান রাখেন এবং ঢাকাবাসীর প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। এছাড়াও আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন লালবাগ ক্রিকেট ক্লাব, আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর আজীবন সদস্য। বর্তমানে তিনি মধুমতি ব্যাংকের পরিচালক।

জনাব এম এ সাত্তার

জনাব এম এ সাত্তার ১৯৮২-৮৪ সালে ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তিনি এফবিসিসিআই-এর সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ব্যবসায়ী মহলের যে কোনো জটিল মুহূর্তে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর জুড়ি নেই। আর এ কারণেই ব্যবসায়ী মহলে যে কোন কঠিন বাস্তবতায় সঠিক পথ-প্রদর্শক হিসেবে আজও দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও তিনি দক্ষতার পরিচায় দেন। ঐতিহাসিক ঢাকা ক্লাবের সভাপতি হিসেবে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন এবং নব্বই-এর দশকে বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব মাহবুবুর রহমান

জনাব মাহবুবুর রহমান ১০ জুলাই, ১৯৪২ সালে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ চৌদ্দগ্রাম থানার অর্ন্তগত জগন্নাথদিঘী ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে ৬০-এর দশকে একজন সফল ব্যাংকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। অতঃপর ১৯৭৪-৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে শ্রীলংকার কান্ট্রি প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি মেসার্স ইস্টার্ন ট্রেডিং (বাংলাদেশ) লিমিটেডসহ বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি বর্তমানে ইটিবিএল হোল্ডিং এর চেয়ারম্যান, যার অনেকগুলো অঙ্গ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১৯৮০ জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশাল এ ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট অব বাংলাদেশ নির্বাচিত হন। ১৯৮৫-৮৬ সালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি, ১৯৯২-৯৪ সালে এফবিসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৯৪ সাল থেকে বর্তমান সময় অবধি আইসিসি-বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ১৯৯৩-৯৫ ইসলামিক চেম্বার অব কমার্স-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা এর প্রেসিডেন্ট এবং এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

জনাব মাহবুবুর রহমান আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বায়ন সম্পর্কিত বহু প্রতিষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবসায়ীদের বর্তমানে প্রয়োজন, ব্যবসা-বাণিজ্যের বাধা বিপত্তি এবং সর্বোপরি অন্তরায় দূর করার জন্য একনিষ্ঠভাবে সরকারী ও ব্যবসায়ী মহলে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। সময় উপযোগী একটি ট্রেড অর্গানাইজেশন রুলস্ প্রণয়নে তিনি সরকারকে সক্রিয় সাহায্য করে ব্যবসায়ী ও সরকারী মহলে অভিনন্দিত হয়েছেন।

২০১৪ সালে আমরা যাদের হারিয়েছি

মরহুম মনজুর-উর রহমান (রাসকিন)

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সাবেক উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও বিশিষ্ট আয়কর আইনজীবি মনজুর উর রহমান (রাসকিন) ৪ জানুয়ারি, ২০১৪, শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর অ্যাপোলো হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে.... ..রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তিনি ২০০৫ সালে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং ২০০১-২০০৩ মেয়াদে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে আইনজীবি হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করেন। তিনি আয়কর উপদেষ্টা হিসেবে মেসার্স রহিম রহমান অ্যান্ড আগা এর ম্যানেজিং পার্টনার ছিলেন। তিনি এক দশক ধরে ওসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরির পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ থাই ও কানাডা-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মনজুর-উর রহমান (রাসকিন) এর সামাজিক কর্মকাণ্ডে পরিধিও ছিল সুবিস্তৃত। তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার শীর্ষ পদে থেকে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেন। তিনি ঢাকা ক্লাবের আজীবন সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময় অনেক বাণিজ্যিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মরহুম আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন

ঢাকা চেম্বারের সাবেক পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন গত ১০ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখ, শুক্রবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১ মেয়াদে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মহিউদ্দিন অটো হাউস-এর এ্যাডভাইজর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মরহুম প্রকৌশলী সৈয়দ মোশাররফ হোসেন

ঢাকা চেম্বারের সাবেক পরিচালক প্রকৌশলী সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, গত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪, শুক্রবার, ভোর ৩.৩০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ২০০১-২০০৩ এবং ২০০৯-২০১১ মেয়াদে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দি কনক্রিট বিল্ডার্স লিমিটেড-এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মরহুম আলহাজ্ব মোহাম্মদ ওয়াহিউলৰাহ

ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন পরিচালক আলহাজ্ব মোহাম্মদ ওয়াহিউল্লাহ্, গত ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪, শনিবার, ৮০ বছর বয়সে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে বাধ্যর্কজনিত কারণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ১৯৮৬-১৯৮৮ এবং ১৯৯১-৯৩ মেয়াদে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মরহুম মোঃ ফজলুর রহমান

ঢাকা চেম্বারের সাবেক পরিচালক মোঃ ফজলুর রহমান, গত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪, বুধবার, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ১৯৮২ এবং ১৯৮৪-৮৫ মেয়াদে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মরহুম মামুন-উর রহমান

ঢাকা চেম্বারের সাবেক পরিচালক মামুন-উর রহমান গত ১৬ আগস্ট, ২০১৪, শনিবার, ভোর ৬.০০ টায়, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ১৯৯৯, ২০০০ ও ২০০১ মেয়াদে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সুপিরিয়র ফুটওয়ার কোম্পানী লিমিটেড এর নির্বাহী পরিচালক এবং সুপিয়র এন্টারপ্রাইজ-এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর
উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী ২০১৩ -১৪

১৮ ডিসেম্বর ২০১৩ ঃ ডিসিসিআই'র ৫২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

১৯ ডিসেম্বর ২০১৩ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম বিএসটিআই'র সভায় যোগদান করেন।

২১ ডিসেম্বর ২০১৩ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের জরুরী সভা অনুষ্ঠিত।

২২ ডিসেম্বর ২০১৩ ঃ ডিসিসিআই সাবেক সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড কমিটি ২০১৩-এর সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ব্র্যাক ইন সেন্টারে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার ধানের বীজ আমদানি-রপ্তানিকরণে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ ইপিবিতে আয়োজিত কেনিয়ার নাইরবিতে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ সিঙ্গেল কান্ট্রি ফেয়ার বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৪ ডিসেম্বর ২০১৩ ঃ ডিবিআইতে আইএসও ৯০০১ ঃ ২০০৮ এর সচেতনতা তৈরি বিষয়ক ট্রেনিং কোর্স অনুষ্ঠিত।

২৫ ডিসেম্বর ২০১৩ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী বিনিয়োগ বোর্ডের সভায় যোগদান করেন।

২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী বিআইবিএম-এ অনুষ্ঠিত নূরুল ইসলাম স্মারক বক্তৃতা প্রদান বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৯ ডিসেম্বর ২০১৩ ঃ ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভায় যোগদান করেন।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম আইসিডি কমলাপুরে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন।

০৪ জানুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহাজাহান খান মায়ানমার এর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশস্থ মায়ানমার দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ এবং ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ ঢাকা চেম্বারের সাবেক ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মঞ্জুর-উর রহমান (রাসকিন)-এর জানাজায় অংশগ্রহণ করেন।

০৮ জানুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সাবেক পরিচালক এবং আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ইপিবিতে অনুষ্ঠিত ডিআইটিএফ-২০১৪ এর স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব মোঃ শামসুদ্দিন আজাদ ইপিবিতে অনুষ্ঠিত ব্যাংককে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ সিঙ্গেল কান্ট্রি ফেয়ার বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১০ জানুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ এবং ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ ঢাকা চেম্বারের সাবেক ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মঞ্জুর-উর রহমান (রাসকিন)-এর কুলখানিতে অংশগ্রহণ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান ইন্দো-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১১ জানুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্ট্রি বোর্ডের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

১২ জানুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান এবং সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোমেশন প্রকল্প বিষয়ে ডাটা সফট আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, ঢাকা চেম্বারের সাবেক পরিচলক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খানের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন।

১৫ জানুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম-এর প্রতিনিধির নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এবং পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, ঢাকা সমিতির প্রতিনিধির নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এবং পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৭ জানুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান ডিবিআই আয়েজিত "এমএলএস-এসসিএম (পি)" ট্রেনিং কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৮ জানুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সাবেক সভাপতিবৃন্দ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ দেশের বাণিজ্যিক পরিস্থিতির উপর আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২১ জানুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ব্যবসার সার্বিক পরিস্থিতির উপর মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ এন্টেপ্রেনিউরশীপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো বিষয়ক সভা ডিসিসিআই বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত।

২২ জানুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, নীলফামারি চেম্বার অব কমার্স-এর প্রতিনিধির নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এবং পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে কানাডা-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স (ক্যানচ্যাম)'র প্রধান উপদেষ্টা জনাব মাসুদুর রহমান সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান নীলফামারি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধির নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর করেন।

২৩ জানুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান অস্ট্রেলিয়ান এলামনাই এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৪ বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৫ জানুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান গ্লোবাল ইকোনোমিস্ট ফোরাম-বাংলাদেশ এর দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৪ তে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ১ম সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান উক্ত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধির নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর করেন।

২৬ জানুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি এর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের জরুরী সভা অনুষ্ঠিত।

২৮ জানুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলামের সাথে আইএফসি-এর প্রতিনিধি জনাব মাসরুর রিয়াজ এবং জনাব লুৎফুল্লাহ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম আরবিট্রেশন বিষয়ক ডায়লগে যোগদান করেন।

২৯ জানুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান "বাংলাদেশের জন্য দক্ষ, পরিচ্ছন্ন ও টেকসই টেক্সটাইল শিল্প" বিয়ষক ওয়ার্কশপে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান থাই ফুড ফেস্টিবলে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম হার্ড মেন্টাল গ্যালারির প্রতিনিধি জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেনের নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর করেন। ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, জনাব হোসেন এ সিকদার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৩০ জানুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান মধুমতি ব্যাংকের গুলশান ব্রাঞ্চ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান ব্র্যাক আয়োজিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি এর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়োজিত ন্যাশনাল ট্রেড ফেসিলিটেশন কমিটির সভায় যোগদান করেন।

০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি এর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো-বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব মোহাম্মদ বশিরউদ্দিন "এসএমই ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বিল্ডের ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির ৩য় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিবিআইতে "অগ্নিনির্বাপন ও প্রাথমিক চিকিৎসা" বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।

০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে ইরানের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে জেট্রো'র বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি কাই কাওয়ানো সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক জনাব মোঃ সবুর খান, আলহাজ্ব আব্দুস সালাম এবং জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম ঢাকা ম্যাজিস্ট্রেট-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ডিস্ট্রিক এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কমিটির সভায় যোগদান করেন।

০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান রবি আয়োজিত "ইকোনোমিক রিপোর্টারস ফোরাম (ইআরএফ)-এর বার্ষিক পদক বিতরণ ২০১৪" অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে নেপালের ট্রেড অ্যান্ড প্রমোশন সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক জনাব ইশ্বর প্রসাদ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৪ তে ঢাকা চেম্বারের বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য ইপিবি-এর নিকট থেকে ক্রেষ্ট গ্রহণ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "ঢাকা জেলার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ" বিয়ষক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সাবেক পরিচালক জনাব এম আনোয়ারুল হক শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বিএসটিআই এবং ব্যুরো অফ ইন্ডিয়া স্ট্যান্ডার্ড এর মধ্যকার খসড়া সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব মোস্তাফিজুর রহমান শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০১৪ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম ইনএবলিং বিজনেস এনভায়রনমেন্ট ইন বাংলাদেশ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বাংলাদেশ বিমানের নতুন বিমান বোয়িং ৭৭৭-৩০০ইআর এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান ইরানের জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশস্থ ইরান দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ডিবিআই আয়োজিত "ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কমিউনিকেশন ইন ইংলিশ" কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক ও সাবেক পরিচালক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ইপিবিতে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক ও সাবেক পরিচালক জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ বিসিএসআইএর গবেষণা প্রকল্প নির্বাচন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন আইএলও আয়োজিত বাংলাদেশে বাণিজ্য পরিস্থিতি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সম্ভাবনা বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে ডাটা সফটের ব্যবস্থপনা পরিচালক জনাব মাহবুব জামান সাক্ষাৎ করেন এবং ঢাকা কাস্টম হাউট অটোমেশন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব নাফিস ইমতিয়াজ ইসলাম এফবিসিসিআই আয়োজিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইনডো বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) যৌথভাবে "রপ্তানি বৃদ্ধিতে এ্যাক্রেডিটেশনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ ফরহাদ উদ্দিন সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক সর্বজনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মোক্তার হোসেন চৌধুরী এবং সাবেক সভাপতি জনাব বেনজির আহমেদ বেসিস আয়োজিত "ওয়ান বাংলাদেশ নেক্সট ফাইভ ইয়ারস" বিয়ষক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্টি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন ইপিবিতে অনুষ্ঠিত ১২তম সার্ক ট্রেড ফেয়ার বিয়ষক সভায় যোগদান করেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সাবেক সভাপতি, সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক ও সহ-আহবায়কবৃন্দের মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বারস অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদ এবং জনাব সামির সাত্তার শ্রীলংকান হাইকমিশন আয়োজিত ফাস্ট জয়েন্ট ওয়াকিং গ্রুপ অন ট্রেড বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান ডব্লিউ ডব্লিউ টাওয়ারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম সিপিডি এবং ডিএফআইডি যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশের তৈরি পোষাক খাত ঃ উন্নয়ন ও কাঠামো পরিবর্তন" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব সামির সাত্তার বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড আয়োজিত "আউট অফ কোড ওয়ার্কআউট গাইডলাইন" বিষয়ক ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই এস্টেট, কন্স্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান এবং ঢাকা চেম্বারের কর্মকর্তাবৃন্দ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ২য় সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান এবং সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম উক্ত সভায় যোগদান করেন।

ঃ কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ এফডিআই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রাইভেটাইজেশন অফ এসওইএস স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান ডিবিআই আয়োজিত "ফ্রন্ট ডেস্ক বিহেভিয়ার অ্যান্ড রিসিপশন স্কিল" ট্রেনিং কোর্সের সমপানী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বিবিএস আয়োজিত অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৪ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান আইসিসি নলেজ সেন্টারের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম "বিবিএ প্রফেশনাল কোর্স ঃ হোয়াট এ্যান্ড হাউ" বিষয়ক সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত চিলির রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টিয়ান বেরস সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান এ্যামচেম আয়োজিত "ডুইয়ং বিজনেস ইন বাংলাদেশ ঃ সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব সামির সাত্তার ইউরোপীয় ইউনিয়ন আয়োজিত "উন্নয়নশীল দেশগুলোর টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বেসরকারীখাতের ভূমিকা আরোও শক্তিশালীকরন" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক ও সাবেক সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খান বুরকিনা ফাসোতে অনুষ্ঠিত "বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ফোরাম"-এর সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই জুনিয়র অফিসার (ডিবিআই) জনাব আজিজুর রহমান জিপি হাউজে অনুষ্ঠিত "ভ্যালু চেইন এক্সিলেন্স নাইট ২০১৪" বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঃ কান্ট্রি ব্রান্ডিং অ্যান্ড পজিশনিং বাংলাদেশ ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ন্যাশনাল প্রডাক্টেটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স" প্রদক প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার এফবিসিসিআই আয়োজিত "বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ভবিষৎ পরিকল্পনা" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

০১ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ "সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং আন্তর্জাতিক মানদন্ড ঃ বাংলাদেশে আইএসও ২৬০০০ বাস্তবায়ন প্রেক্ষিত" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

০২ মার্চ ২০১৪ ঃ প্রটেকশন অফ কনজুমার রাইটস, এসেনশিয়াল কমুডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান উক্ত সভায় যোগদান করেন।

০৩ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি-এর সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনস, ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যান্ড সার্ভিসেস কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান উক্ত সভায় যোগদান করেন।

০৪ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত "কাইজানের মাধ্যমে এসএমইদের দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদ, ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশ এনার্জী রেগুলেটরি কমিশনের পাবলিক হেয়ারিং-এ যোগদান করেন।

ঃ এগ্রোবেইজ ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

০৫ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত ডঃ সৈয়দ বিন আল শাহী সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ কাস্টমস, ভ্যাট, এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

০৬ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭তম কনভেনশনে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

০৮ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই বার্ষিক বনভোজন ২০১৪ অনুষ্ঠিত।

০৯ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ কাস্টমস, ভ্যাট, ট্রাক্সশন, এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

১০ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম "ঢাকা শহরে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের ৬৫তম উন্মুক্ত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশস্থ অস্ট্রেলিয়া হাইকমিশন আয়োজিত অস্ট্রেলিয়া এ্যাওয়ার্ড প্রদান বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-এর জব ফেয়ার ম্যানেজমেন্ট কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার রিলেসন্স, ফ্যাক্টরি কমপ্লাইয়েন্স অ্যান্ড কর্পোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

১১ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান এনটিএফ-থ্রি প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ন্যাশনাল প্রডাক্টেভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সাবেক পরিচালক জনাব বশির উল্লাহ ভূইয়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়োজিত "ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট (টিএফএ)" বাস্তবায়ন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত বেটার ওয়ার্ক অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড পোগ্রাম এর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

১২ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বাজেট ২০১৪-১৫ বিষয়ক আলেচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর এক্সিবিশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান এস ডি গুপ্তা সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সাবেক সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রা ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ইন্সটিটিউশন্যাল ম্যানেজমেন্ট কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

১৩ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে বিইপি-বি-এর কনসালটেন্ট সুখউন্ডর ওরুরা এবং বিইপি-বি'র পলিসি ম্যানেজার জনাব রাশেদ আলী হাসান সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়োজিত কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৯৬ এর উপর ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১৫ মার্চ ২০১৪ ঃ কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এবং সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম উক্ত সভায় যোগদান করেন।

১৬ মার্চ ২০১৪ ঃ সিভিল এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম সার্ভিসেস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৮ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বিয়াকের কাউন্সিল সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ ঢাকা কাস্টম হাউস এর এ্যাডভাইজরি বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট, ইনডেন্টিং, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৯ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বিল্ড এবং বিনিয়োগ বোর্ড-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ গোলাম হোসেনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং জাতীয় বাজেট ২০১৪-১৫ তে ডিসিসিআই'র সুপারিশমালা হস্তান্তর করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২০ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এফবিসিসিআই আয়োজিত কাউন্সিল অফ চেম্বার প্রেসিডেন্ট এর সভায় যোগদান করেন।

২৩ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই এবং জেট্রো যৌথভাবে আয়েজিত "বিজনেস ক্লাইমেট ইন এশিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ পজিশন" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

২৪ মার্চ ২০১৪ ঃ ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনস, ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যান্ড সার্ভিসেস স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান ইপিবি আয়োজিত "সিরামিক পণ্য রপ্তানির সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৫ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত প্রজেক্ট কনসেপ্ট পেপার প্রস্তুত বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনট্যানেন্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত "রোল অফ মিডিয়া ইন বিজনেস অ্যান্ড ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

২৬ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ও জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী দেশ টিভির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৭ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই এন্ট্রাপ্রেনিউরশীপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো এর স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সাবেক সভাপতিবৃন্দ উক্ত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সাবেক সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এর সভায় যোগদান করেন।

২৮ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান ১৪তম বাংলাদেশ বিজনেস এ্যাওয়ার্ড বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৯ মার্চ, ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

৩০ মার্চ ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এমএস সিদ্দিকী বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বৈঠকে যোগদান করেন।

৩১ মার্চ, ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ২২তম কুনমিং ফেয়ার বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "পুরাতন কাপড় আমদানি" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সাবেক পরিচালক জনাব এম বশির উল্ল্যাহ ভূইয়্যা এফবিসিসিআই আয়োজিত কোরিয়া বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে ওয়ান টু ওয়ান আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সাবেক পরিচালক জনাব দাতা মাগফুর ডিএমপি আয়োজিত "ঢাকা মেট্রো আরটিসি" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম নেদ্যারল্যান্ডের লজেস্টিক প্রতিষ্ঠানের সাথে বিটুবি ম্যাচ-মেকিং আলোচনায় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ইপিবিতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্য রপ্তানী বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই এন্ট্রাপ্রেনিউরশীপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

৩ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ন্যাশনাল কমিউনিকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পোর্ট শিপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ল' অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

৫ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম এফবিসিসিআই আয়োজিত বাজেট ২০১৪-১৫ বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

৬ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক জনাব নেসার মাকসুদ খান ও জনাব হুমায়ুন রশিদ শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রিভিউ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ এসএমই এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেলেভপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

৭ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাসের মধ্যকার অনুষ্ঠান আয়োজন বিষয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত নতুন উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বিআইআইএসএস আয়োজিত "ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত টিক্‌ফা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সভায় যোগদান করেন।

৯ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সাবেক সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী ঢাকা জেলা লবন কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সাবেক পরিচালক ও আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ইপিবি'র সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সদস্য জনাব এস এম মাহ্‌ফুজুল ইসলাম "মেরিটাইম সেফটি" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

১০ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব সামির সাত্তার শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "পরবর্তী দশকের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১২ এপ্রিল ২০১৪ ঃ এফডিআই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রাইভেটাইজেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইভারসিফিকেশন, মাল্টি-লেটারেল অ্যান্ড বাই-লেটারেল ট্রেড এগ্রিমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ হিউম্যান রিসোর্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৫ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে জাপান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এফবিসিসিআই আয়োজিত ইউকে বাংলাদেশ চেম্বারের সাথে মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর) আয়োজিত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সাবেক পরিচালক খন্দকার আতিক-ই-রাব্বানী এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত "এসএমই বান্ধব বাজেট" প্রণয়ন বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১৬ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই এবং ইউকে-বাংলাদেশ ক্যাটালিস্ট চেম্বার অব কমার্সের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার এফবিসিসিআই আয়োজিত "ফিলিপাইনের সাথে ব্যাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৭ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ এফবিসিসিআই আয়োজিত "খসড়া ভ্যাট এ্যাক্ট পলিসি ২০১২" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১৯ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২০ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়েজিত "সেবা খাতের সম্ভাবনাময় বাজার প্রবেশাধিকার" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২১ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "প্রজেক্ট কনসেপ্ট পেপার" প্রস্তুতকরণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী "বাংলাদেশের জাতীয় বীজ নীতিমালা" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন্স, ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যান্ড সার্ভিসেস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ বিবিএ কলেজ, ডিবিআই, এডুকেশন, রিসার্চ, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

২২ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক ক্যাপ্টেন নূরুল হক "ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল"-এর বৈঠকে যোগদান করেন।

২৩ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ গোলাম হোসেনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং জাতীয় বাজেট ২০১৪-১৫ বিষয়ে ডিসিসিআই'র সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন।

ঃ এনভায়রনমেন্ট, গ্লোবার ওয়ামিং, রিনিউএ্যাবল এনার্জী, কার্বন ট্রেডিং অ্যান্ড পলুশন কন্ট্রোল স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব নাফিজ ইমাতিয়াজ ইসলাম "রানা প্লাজা ধ্বসের এক বছর পূর্তি" উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২৪ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক জনাব নেসার মাকসুদ খান ও জনাব হুমায়ুন রশিদ শিল্প মন্ত্রণালয় আয়েজিত ইনভেস্টমেন্ট পলিসি রিভিউ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব নাফিজ ইমতিয়াজ ইসলাম ঢাকা কাস্টমস হাউস আটোমেশন বিষয়ক বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব ডঃ মোঃ মনোয়ার হোসেন বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত অর্থনীতি ২০১৪-প্রেক্ষিত বিষয়ক গোল টেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২৬ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব মোস্তাফিজুর রহমান "বিশ্ব মেধা সম্পদ দিবস" উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

২৭ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (এ্যামচেম) যৌথভাবে আয়োজিত "ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা)" বিষয়ক মধ্যাহ্ন ভোজ সভা ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি এবং মার্কিন প্রতিনিধিদলের প্রধান মাইকেল জে ডিল্যানি অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং এ্যামচেম সভাপতি জনাব আফতাব উল ইসলাম সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান মার্কিন দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

২৮ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বিএসসিসিএল-এর ৯২তম পরিচালনা পর্ষদের সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্মানে প্রদত্ত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদ বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম হান্না প্রদত্ত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার এফবিসিসিআই আয়োজিত বেলারুসের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বিজেএমইএ আয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্মানে প্রদত্ত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্রীলংকার বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্মানে প্রদত্ত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক সর্বজনাব নেসার মাকসুদ খান, হুমায়ুন রশিদ জেনেভায় অনুষ্ঠিত আঙ্কটার্ডের সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব মোঃ রাশেদ আলী "বাংলাদেশের নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য টেকসই উন্নয়ন" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

৩০ এপ্রিল ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়োজিত "ড্রাফট এসওপি'এস" বিষয়ক বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান ইপিবি আয়োজিত ট্রেড সাপোর্টিভ কনসালট্যান্ট কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সদস্য জনাব আশফাক আহমেদ "বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যকার সমুদ্র পথের যোগাযোগ বৃদ্ধি" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত "এসএমই উদ্যোক্তাদের টেকসই উন্নয়ন" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

৩ মে ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান চ্যানেল ২৪-এ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

৪ মে ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

৬ মে ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সাবেক পরিচালক জনাব এম আনোয়ারুল হক বিআইটিসি-এর ৯৭তম গভার্নিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই গবেষণা শাখার প্রধান ডঃ মনোয়ার হোসেন "বিজনেস মডেল ফর এসএমই ব্যাংকিং" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৭ মে ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে ভারতের ট্রেড পলিসি ইউনিটের প্রধান সেডরিক সুরিচ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে নেদারল্যান্ডের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

৮ মে ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান এনবিআর আয়োজিত ৩৭তম জাতীয় পরামর্শক কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বিয়াকের ৩য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি বিষয়ক প্রতিনিধিদলের মধ্যকার আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, পরিচালক সর্বজনাব হুমায়ুন রশিদ, এস রুমি সাইফুল্লাহ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১০ মে ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান "রপ্তানী সমৃদ্ধি ঃ আমদানীকারক দেশের প্রেক্ষিত" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান এমসিসিআই আয়োজিত "বাজেট প্রত্যাশা ২০১৪-১৫" বিষয়ক মাছরাঙ্গা টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১১ মে ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে ইউএসএআইডি-এর প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

১২ মে ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় আয়োজিত স্থানীয় বোরো সংগ্রহ-২০১৪ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "প্রজেক্ট কনসেপ্ট পেপার" প্রস্তুত বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৩ মে ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই গবেষণা শাখার প্রধান ডঃ মনোয়ার হোসেন "ইনোভেশন ইকোসিস্টেম ফর ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট" বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

১৪ মে ২০১৪	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে ফিজির কনসুল্যর এবং হেড অফ মিশন সিমাব রাশেদ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই গবেষণা শাখার প্রধান ডঃ মনোয়ার হোসেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডব্লিউটিও মহাপরিচালকের বাংলাদেশ সফর উপলক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।
১৬ মে ২০১৪	ঃ এমসিসিআই এবং মাছরাঙ্গা চ্যানেল যৌথভাবে আয়োজিত জাতীয় বাজেট ২০১৪-১৫ বিষয়ক সরাসরি সম্প্রচারিত মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক সর্বজনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মোক্তার হোসেন চৌধুরী, এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান যোগদান করেন।
১৭ মে ২০১৪	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান ৭১ টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।
১৮ মে ২০১৪	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে আইএফসি-এর প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহাজাহান খান বিএফটিআই'র ৩৮তম পরিচালনা পর্ষদের সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বিএফটিআই'র ১ম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান জিটিভিতে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।
	ঃ কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
১৯ মে ২০১৪	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে প্রতিবন্ধী সমিতির প্রতিনিধি যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সময় টিভিতে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।
২০ মে ২০১৪	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান একুশে টিভিতে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান দৈনিক সকালের খবরে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।
২১ মে ২০১৪	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান ইন্ডিপেনডেন্টে টিভিতে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে বাংলাদেশ ব্রান্ড ফোরামের প্রতিনিধি জনাব শরিফ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক ও সাবেক পরিচালক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ইপিবিতে অনুষ্ঠিত মরোক্কো এবং আলজেরিয়ায় পণ্য রপ্তানি সম্প্রসারণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২২ মে ২০১৪	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হিসেবে জাপান সফর করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম "বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে গ্লোবালাইজেশনের প্রভাব" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
২৪ মে ২০১৪	ঃ এফডিআই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রাইভেটাইজেশন অফ এসওইএস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড পাবলিক ট্রান্সপোটেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
২৬ মে ২০১৪	ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
২৭ মে ২০১৪	ঃ এগ্রো বেইজ ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এগ্রিকালচার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
২৮ মে ২০১৪	ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, পরিচালক ও সাবেক সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খানের পিতার মৃত্যুতে শোক বার্তা প্রেরণ করেন।
২৯ মে ২০১৪	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খানের ভাইয়ের মৃত্যুতে শোক বার্তা প্রেরণ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (মেম্বারশীপ) জনাব রাসেল আহমেদ ইপিবি আয়োজিত "রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৩১ মে ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান "পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

২ জুন ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান ডিসিসিআই এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৩ জুন ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী জিআইজেড আয়োজিত "ইসি স্মল ট্রেডার ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

৪ জুন ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব মোস্তাফিজুর রহমান শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "টেকনোলোজি অ্যান্ড ইনোভেটি সাপোর্ট সেন্টার" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৫ জুন ২০১৪ ঃ ডিসিসিআইতে জাতীয় বাজেট ২০১৪-১৫ পর্যালোচনা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এবং জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব সামির সাত্তার জেট্রোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি কাই কাওয়ানোর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৬ জুন ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এনটিএফ-থ্রি প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৬-৭ জুন ২০১৪ ঃ চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রোমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি) এর আমন্ত্রণে ৯ম চায়না-সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরামে অংশগ্রহণের জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের নেতৃত্বে ২৩ সদস্যের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ঢাকা ত্যাগ করেন।

৮ জুন ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-র প্রতিনিধিদলের মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর নতুন উদ্যোক্তা তৈরির কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই এবং গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর মধ্যকার টেলিকম পার্টনারশিপ চুক্তি গ্রামীণ ফোন কার্যালয়ে স্বাক্ষরিত হয়। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান এবং গ্রামীণ ফোন লিমিটেড-এর চীফ প্রকিউরমেন্ট অফিসার জনাব আসিফ এম তৌহিদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই পরিচালক ও ডিসিসিআই ইটুকে প্রকল্পের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সবুর খান, পরিচালক সর্বজনাব নেসার মাকুসদ খান, মোহাম্মদ ইফেতেখারউদ্দিন (নওশাদ), মোক্তার হোসেন চৌধুরী, গ্রামীণ ফোনের সিইও জনাব ভিভেক সুদ, চীফ মার্কেটিং অফিসার এ্যালান বঙ্ক, চীফ কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স অফিসার জনাব মাহমুদ হোসেন, ডিরেক্টর-স্টেক হোল্ডার রিলেশন্স (কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন) জনাব ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরী, সিনিয়র স্পেশালিস্ট (কমার্শিয়াল ডিভিশন) জনাব সরকার শোয়েব আহমেদ এবং রিলেশনশিপ ম্যানেজার (কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন) জনাব আলী আহমেদ তাহকিক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বিল্ডের বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটির ৫ম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান ইস্তাম্বুল ওয়ার্ক প্ল্যানিং কোর কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।

৯ জুন ২০১৪ ঃ বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০১৪ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত "এ্যাক্রেডিটেশন ঃ শক্তির সংস্থানের নিশ্চয়তা" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি. সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এবং ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১৪ জুন ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক জনাব কে জি করিম ডিসিসিআই ইটুকে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

১৫ জুন ২০১৪ ঃ বিভিন্ন ব্যাংকের এসএমই বিভাগের প্রধানদের সাথে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

১৭ জুন ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, ডিসিসিআই ইটুকে প্রোগ্রাম উপলক্ষ্যে আয়োজিত পণ্য প্রদর্শণীর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ইটুকে উপলক্ষ্যে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের জরুরী সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ইপিবি আয়েজিত "আলুর উৎপাদন, বহুমুখীকরন এবং বিতরণ" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

১৮ জুন ২০১৪ ঃ ন্যাশনাল কমিউনিকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে ফিচ রেটিং এনালিস্ট-এর প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২২-২৩ জুন ২০১৪ ঃ বাংলাদেশের ব্যাংকের সহায়তা ডিসিসিআই আয়োজিত "ডিসিসিআই এন্ট্রাপ্রেনিউরশীপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো" অনুষ্ঠানটি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত। মাননীয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

২৫ জুন ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী খাদ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "জাতীয় খাদ্য নীতিমালা" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "মিডটার্ম রিভিউ অফ এডিবি স্ট্যাটেজি ২০২০" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৬ জুন ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের সাথে জাইকার প্রধান কনসালটেন্ট তাকুজি কামিইয়ামা সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ রিলেশন্স ঃ এ ফ্রেমওয়ার্ক ফর কোঅপারেশন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৯ জুন ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ন্যাশনাল ট্রেড পোর্টাল বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৩০ জুন ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সাবেক সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী ইপিবিতে অনুষ্ঠিত ১৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার ফিন্যান্স কমিটির সভায় যোগদান করেন।

১ জুলাই ২০১৪ ঃ কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২ জুলাই ২০১৪ ঃ কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা হতে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি স্থানান্তর বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৩ জুলাই ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত শোকেস বাংলাদেশ ২০১৪ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৫ জুলাই ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।

৬ জুলাই ২০১৪ ঃ ডিসিসিআইতে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, সাবেক সভাপতি, সাবেক ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সাবেক সহ-সভাপতিবৃন্দ এবং ঢাকা চেম্বারের সদস্যবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৭ জুলাই ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান ওয়াসার ২১৩তম বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ হাউজিং রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

৮ জুলাই ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম "ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কিল কাউন্সিল বাস্তবায়ন ওয়ার্কিং প্ল্যান" বিষয়ক ওয়ার্কশপে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

১০ জুলাই ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন সুদানের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (মেম্বারশীপ) জনাব রাসেল আহমেদ শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ইস্তাম্বুল ওয়ার্ক প্লার্নিং কোর গ্রুপ"-এর সভায় যোগদান করেন।

১২ জুলাই ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে যোগদান করেন।

ঃ ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট, ইনডেন্টিং, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

১৩ জুলাই ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বাংলাদেশ ক্লাইমেট ফান্ড-এর ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পাট বহুমুখীকরন বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব নাফিস ইমতিয়াজ ইসলাম এনবিআর আয়োজিত "ন্যাশনাল ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন কমিটির" কোর-কমিটির সভায় যোগদান করেন।

১৫ জুলাই ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সাবেক সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক আইন" বাস্তবায়ন কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান এনবিআর আয়োজিত "খসড়া কাস্টমস এ্যাক্ট ২০১৪" বিষয়ক পরামর্শক সভায় যোগদান করেন।

১৭ জুলাই ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান মার্কিন দূতাবাস আয়োজিত ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন।

১৯ জুলাই ২০১৪ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) যৌথভাবে "যাকাতের সম্ভাবনাময় সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বিএসসিসিএল-এর ৯৫তম বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে যোগদান করেন।

২১ জুলাই ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান ইপিবি-এর ১৩১তম বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান ইপিবি আয়োজিত "২০১৪-১৫ অর্থবছরের রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এমটব আয়োজিত ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন।

২২ জুলাই ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ ঢাকা কাস্টম হাউস-এর এ্যাডভাইজরি কমিটির তৃতীয় সভায় যোগদান করেন।

২৩ জুলাই ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ইসিএনসিআইডি"-এর সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "মেধাসত্ব আইন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৫ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান আইসিসি-বাংলাদেশ-এর সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বিএসসিসিএর-এর ৯৬তম বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

৬ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান ওয়াসার ২১৪তম বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (মেম্বারশীপ) জনাব রাসেল আহমেদ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সভায় যোগদান করেন।

৭ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বিয়াম সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত "ফিন্যান্সিং ওপেন এ্যাকাউন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাক্টরি সার্ভিসেস বিষয়ে বাংলাদেশের করণীয়" বিষয়ক গোল-টেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

৯ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৮ম সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম উক্ত সভায় যোগদান করেন ।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ঢাকা চেম্বারের অনুষ্ঠিত ই-কমার্স বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১০ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য রিফাইনান্সিং বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ঢাকা কাস্টম হাউস বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সাবেক পরিচালক ও আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ইপিবিতে অনুষ্ঠিত এথেন্সে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য মেলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১১ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ২০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৫ এর অর্থ কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (মেম্বারশীপ) জনাব রাসেল আহমেদ ইস্তাম্বুল ওয়ার্ক প্লানিং কোর-গ্রুপের ৪র্থ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ঢাকা চেম্বার সচিবালয়ের বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রদানের জন্য মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।

১২ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান আইটিসি-এর বেঞ্চমার্কিং বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম অক্সফার্ম ও ব্র্যাক যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশে মরিচ বাজার ঃ বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাবনা" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব মোনায়েম খান ঢাকা জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব মোনায়েম খান ঢাকা জেলা আয়োজিত প্রটেকশন অফ কনজুরমার রাইটস বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৩ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বাণিজ্য সচিব জনাব হেদায়েত উল্ল্যাহ আল মামুন-এর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান এ্যামচেম-এর মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ডিবিআই আয়োজিত "লজেস্টিক্স, ইনভেনটরি অ্যান্ড স্টোর ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়ারহাউজ বিয়ষক সভায় যোগদান করেন।

১৪ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই ইটুকে প্রকল্পের কনসালটেন্ট কাজী শফিকুল ইসলাম "উদ্যোক্তা উন্নয়নে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ঃ বিডি ভেঞ্চারের ভূমিকা" শীর্ষক ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১৬ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বিয়াকের মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান ফরেন চেম্বার অব কমার্সের ৫০ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৮ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী "পাট ও পাটশিল্পের বহুমুখীকরন" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১৯ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বিনিয়োগ আয়োজিত জাপানের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম কানাডা-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের ৬ষ্ঠ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম নসিব এবং ভারতের এফএসিএসআই-এর প্রতিনিধিদের মধ্যকার মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ-ভূটান বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর বিষয়ক বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সাবেক পরিচালক ও আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ইপিবিতে আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৫ বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

২০ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম টাটা-ন্যানো গাড়ির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ বাংলাদেশে অবস্থিত শ্রীলংকার দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার ডব্লিউ এ সারাথ কে ওয়ারাগোদা ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সাবেক পরিচালক ও আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ইপিবিতে আয়োজিত দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিতব্য এটিএফ ট্রেড শো-২০১৪ বিষয়ক বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সাবেক পরিচালক ও আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ইপিবি আয়োজিত নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার-২০১৪ বিষয়ক বৈঠকে যোগদান করেন।

২১ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান জেবিসিসিআই এবং শো-কো-কাই যৌথভাবে আয়োজিত জাপান-বাংলাদেশ পাবলিক-প্রাইভেট ডায়লগ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত জাপান-বাংলাদেশ পাবলিক-প্রাইভেট ডায়লগ উপলক্ষ্যে আয়োজিত যৌথ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সাবেক পরিচালক ও আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ইপিবি আয়োজিত জার্মানীতে অনুষ্ঠিতব্য ফ্রাঙ্কফুট ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার-২০১৪ বিষয়ক বৈঠকে যোগদান করেন।

২৩ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম বাংলাদেশ-ভারত ব্যবসায়িক বৈঠকে যোগদান করেন।

২৪ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর সাথে হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল-এর প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ, মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম বাংলাদেশ-ভারত ব্যবসায়িক সম্মেলনে যোগদান করেন।

২৫ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থার শক্তিশালীকরন বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বিএফটিআই-এর বিজনেস প্ল্যান বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৬ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত "অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের পদক-২০১৩ প্রদান বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৭ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এফবিসিসিআই আয়োজিত পুস্তক প্রকাশনা শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার, সদস্য শামসুনাহার ধামরাই এবং কেরানীগঞ্জে বিসিকের প্লট বরাদ্দ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন ।

৩০ আগস্ট ২০১৪ ঃ কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রোজউল কবির বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি এবং কানাডিয়ান ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে আয়োজিত ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

৩১ আগস্ট ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এগ্রো প্রডাক্টস বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিলের (এপিবিপিসি) ৩য় বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেন। এপিবিপিসি-এর চেয়ারম্যান এবং বাণিজ্য সচিব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "ব্লু ইকোনোমি" বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সাবেক পরিচালক ও আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ইপিবি আয়োজিত ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল মেগা ট্রেড ফেয়ার ২০১৪ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ফিশারিজ প্রডাক্টস বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিলের ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির প্ল্যানিং কমিশন আয়োজিত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যবর্তী পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বাংলাদেশ-জাপান বিজনেস ফোরামে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির আইএফসি কার্যালয়ে আয়োজিত ডব্লিউটিও টিএফএ বাস্তবায়ন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন, ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যান্ড সার্ভিসেস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ), সাবেক পরিচালক ও আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান, সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে “ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস” গ্রন্থের সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ-ইন্ডিয়া সিনিয়র ফেলো রাজীব কুমার সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভায় যোগদান করেন।

৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর ৪৩৮তম বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার, সাবেক সহ-সভাপতি সর্বজনাব আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রা কানাডা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এর ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সাবেক পরিচালক জনাব এম আনোয়ারুল হক বিএসটিআই-এর সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবিরের সাথে এনটিএফ-থ্রি-এর কনসালটেন্ট (বাংলাদেশ ও কেনিয়া) প্যাট্রেসিয়া সাস সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক খন্দকার এ মুক্তাদির বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ পরামর্শক কমিশনের সভায় যোগদান করেন।

৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত “ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন গ্লোবাল ইকোনোমিক রিকভারি” বিষয়ক মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান গ্রামীণ ফোন আয়োজিত কমনওয়েলথ টেলিকোমিনিউকেশন অর্গানইজেশনের ৫৪ তম বার্ষিক কাউন্সিলে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ অ্যান্ড গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (গবেষণা) জনাব মোঃ আজিজুর রহমান বেসিস আয়োজিত ওয়েব বেইজড বিটুবি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট টুলস বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই নির্বাচন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত।

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে ওয়েলস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স-এর প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান এনবিআর এবং এফবিসিসিআই আয়োজিত "মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে ওয়ালস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এমসিসিআই আয়োজিত "এনটিএম ইন সাউথ এশিয়া" বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে বিএমসটেক-এর সচিবালয় উদ্বোধন বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী বাংলাদেশ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট আয়োজিত "কারিগরি শিক্ষার দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।
	ঃ কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচ আর বিষয়ক কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।
	ঃ ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনট্যানেন্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান উক্ত সভায় যোগদান করেন।
১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়োজিত "জাতীয় আয়কর দিবস-২০১৪" উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সাবেক পরিচালক ও আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৫ এর স্যুভিনির সাব কমিটির সভায় যোগদান করেন।
১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম বেসিস আয়োজিত সফটওয়ার অ্যান্ড আইটি সার্ভিস ক্যাটালগ ২০১৪-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, সাবেক সভাপতিবৃন্দ, সাবেক উর্ধ্বতন সহ-সভাপতিবৃন্দ, সাবেক সহ-সভাপতিবৃন্দ বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টর ফোরাম ২০১৪ বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টর ফোরাম ২০১৪ অনুষ্ঠানের "হাল্কা প্রযুক্তি" বিষয়ক বিজনেস সেশনে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।
২০ সেপ্টেম্বর ২০১৪	ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) যৌথভাবে আয়োজিত "ফ্যাক্টরিং ঃ এলসি'র বিকল্প পন্থা" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন ডিভিশনের সচিব ড. এম আসলাম আলম গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)-এর মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান মধুমতি ব্যাংকের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই পাবলিকেশন্স অ্যান্ড পাবলিক রিলেসন্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ কনজুমার রাইটস, এসেনশিয়াল কমুডিটিজ অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনসহ বিভিন্ন সভায় যোগদান করেন।
২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম প্রটেকশন অফ কনজুমার রাইটস বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪	ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত গ্লোবাল ইকোনোমিক রিকভারি ঃ এশিয়ান প্রেক্ষিত বিষয়ক বিফ্রিং সেশনে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী ডিবিআই আয়োজিত এলসি প্রসিডির শীর্ষক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ পত্র বিতরন করেন।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক ক্যাপ্টেন (অবঃ) মোঃ নূরুল হক পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ১০ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ এগ্রোবেইজ ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এগ্রিকালচার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় আয়োজিত গ্রামীণ স্বাস্থ্য বিষয়ক কনফারেন্সে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদ, ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের ৬৬তম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ইপিবি আয়োজিত হর্টিকালচার বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ইনটেক্সপো-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান ডিবিআই ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির আইএফসি-এর সভায় যোগদান করেন।

১ অক্টোবর ২০১৪ ঃ হিউম্যান রিসোর্স, স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সেল বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২ অক্টোবর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই নির্বাচন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত।

৯ অক্টোবর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম বিএসটিআই-এর সভায় যোগদান করেন।

১২ অক্টোবর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ গোলাম হোসেন কর্তৃক ট্যাক্স গাইড ২০১৪-১৫ এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, আবুল হোসেন, নেসার মাকসুদ খান, জনাব হুমায়ুন রশিদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহেন্দ্র বাহাদুর পান্ডের সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

১৩ অক্টোবর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত "গ্লোবাল ইকোনোমিক রিকভারি ঃ অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত" বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে তুরস্ক-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি ফ্রিকরেট চিচেক এবং সেক্রেটারি জেনারেল মুরাদ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৪ অক্টোবর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে "ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস" গ্রন্থের সম্পাদক জনাব দেলোয়ার হোসেন সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ন্যাশনাল ট্রেড পোর্টাল বাস্তবায়ন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৫ অক্টোবর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে শ্রীলংকার ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার মান্যবর এ জে আবিসেকারা সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৮ম সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উক্ত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সাবেক পরিচালক ও আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ইপিবি আয়োজিত ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যসমূহে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানী বৃদ্ধি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৬ অক্টোবর ২০১৪ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম কানাডিয়ান দূতাবাস আয়োজিত মেয়েদের বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ডাচ-বাংলা চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম খাদ্যদ্রব্যে কেমিক্যাল ব্যবহার প্রতিরোধ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "ঢাকা জেলার সন্ত্রাস দমন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৮ অক্টোবর ২০১৪ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সচিব এএইচএম রেজাউল কবির এমসিসিআই'র ১১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৯ অক্টোবর ২০১৪ : ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইট্যানেন্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

: ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে ওয়েলস চেম্বারের সভাপতি সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, সর্বজনাব কে জি করিম, নেসার মাকসুদ খান, হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৫" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২০ অক্টোবর ২০১৪ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ই-কমার্স বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সাবেক পরিচালক এম আনোয়ারুল হক বিএসটিআই আয়োজিত "৪৫তম মান দিবস" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে বেলজিয়াম দূতাবাসের ফাস্ট সেক্রেটারি (ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট) জনাব ক্রিস্টোপ ভন অভারস্ট্রেটিন সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব সেলিম আকতার খান এবং নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ড. নূরুল আমিনের মধ্যকার মতবিনিময় সভা ঢাকা চেম্বারের অনুষ্ঠিত।

২১ অক্টোবর ২০১৪ : ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

২২ অক্টোবর ২০১৪ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের জরুরী সভা অনুষ্ঠিত।

২৩ অক্টোবর ২০১৪ : প্রটেকশন অফ কনজুমার রাইটস, এসেনশিয়াল কমুডিটিজ অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

: কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।

: ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৫ অক্টোবর ২০১৪ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ আইসিসি-বাংলাদেশ কৃর্তক বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত "বৈশ্বিক অর্থনীতির উত্তরণ : এশিয়ান প্রেক্ষিত" বিষয়ক কনফারেন্সে যোগদান করেন।

২৬ অক্টোবর ২০১৪ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ আইসিসি-বাংলাদেশ কর্তৃক সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত "বৈশ্বিক অর্থনীতির উত্তরণ : এশিয়ান প্রেক্ষিত" বিষয়ক কনফারেন্সে যোগদান করেন।

২৭ অক্টোবর ২০১৪ : ডিসিসিআই এবং শ্রীলকার বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে বিজনেস ম্যাচ-মেকিং সেশন অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, মোঃ শোয়েব চৌধুরী অ্যাকশন এ্যাইড ও ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড যৌথভাবে আয়োজিত "উন্নয়নের বিকল্প" বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৮ অক্টোবর ২০১৪ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ-থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি যৌথভাবে আয়োজিত থাইল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সাদিয়া মুনা তাসনিম এর সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ অক্টোবর ২০১৪ : ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ইন্সপাইরেট প্রকল্পের সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই কনসালটেন্ট কাজী শফিকুর রহমান, যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বিআইবিএম আয়োজিত আইএমএসএমই ইন ইন্ডিয়া বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "বিএফটিআই'র টেকসই প্রকল্প" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১ নভেম্বর ২০১৪ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং গ্লোবাল ইকোনোমিস্ট ফোরাম এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি ডিসিসিআইতে স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান খান এবং গ্লোবাল ইকোনোমিস্ট ফোরাম এর সভাপতি ড. এনায়েত করিম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক সর্বজনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, রিজওয়ান-উর রহমান, মোক্তার হোসেন চৌধুরী, হোসেন এ সিকদার, আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, মোঃ শোয়েব চৌধুরী, এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, সাবেক সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রা, ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এবং গ্লোবাল ইকোনোমিস্ট ফোরাম-এর প্রতিনিধিবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৩ নভেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত কপিরাইট বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

৫ নভেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল গ্রোথ সেন্টার এবং ব্র্যাক আয়োজিত বাংলাদেশে কর বৃদ্ধিতে সামাজিক স্বীকৃতি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ খসড়া অডিট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান অ্যাকশন এইড আয়োজিত ওয়ার্কশপ যোগদান করেন।

৮ নভেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান এমএসই ফাউন্ডেশন আয়োজিত "এসএমই ব্যাংকিং এ্যাওয়ার্ড ২০১৪" প্রদান বিষয়ক জুরি বোর্ডের সভায় যোগদান করেন।

ঃ কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

৯ নভেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক এমএস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (মেম্বারশীপ) জনাব রাসেল আহমেদ ইপিবি আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

১০ নভেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব নাফিজ ইমতিয়াজ ইসলাম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডি-৮ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব নাফিজ ইমতিয়াজ ইসলাম ডিসিসিআই এবং ডাটা সফট-এর মধ্যকার সমন্বয় বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৫ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১২ নভেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এসএমই ফিন্যান্সিং ফেয়ার ২০১৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম এলজিইডি মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব নাফিজ ইমতিয়াজ ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৪ নভেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম দৈনিক প্রথম আলোর ১৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ন্যাশনাল ক্যাট ফেয়ার ২০১৪ বিষয়ক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

১৫ নভেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ১১তম সভা অনুষ্ঠিত।

১৬ নভেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিতরণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৭ নভেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক সর্বজনাব হুমায়ুন রশিদ, কে জি করিম, এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, মোক্তার হোসেন চৌধুরী ও ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রোজউল কবির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম কানাডিয়ান দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

১৮ নভেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম বাংলাদেশের কৃষিখাতের সম্ভাবনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২১ নভেম্বর ২০১৪ ঃ আইএমএসই, ভারতের প্রতিনিধিদলের সম্মানে ঢাকা চেম্বারের নৈশভোজ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ আইএমএসই, ভারত এবং ডিসিসিআই এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান এবং আইএমএসই-এর চেয়ারম্যান রাজিব চাউলা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

২২ নভেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি (বামে) এর নিকট ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনাসমূহ তুলে ধরছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব নেসার মাকসুদ খান (বাম থেকে পঞ্চম) এবং আবুল হোসেন (বাম থেকে ষষ্ঠ) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের (ডান থেকে অষ্টম) নেতৃত্বে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি (বাম থেকে অষ্টম) এর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখের ছবিতে শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ মইনুদ্দিন আব্দুল্লাহ্ (ডান থেকে ষষ্ঠ), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে সপ্তম), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে পঞ্চম) এবং পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের (বাম থেকে দশম) নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, এম.পি (বাম থেকে অষ্টম) এর সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। ২৬ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে ছবিতে বাণিজ্য সচিব জনাব মাহবুব আহমেদ (বাম থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে নবম), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে সপ্তম) এবং পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর মধ্যকার "জাতীয় বাজেট ২০১৪-১৫ এর জন্য প্রস্তাবনা" বিয়ষক সভায় বক্তব্য রাখছেন এনবিআর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ গোলাম হোসেন (ডানে)। ২৩ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (ডান থেকে চতুর্থ), হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডান থেকে পঞ্চম), হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে ষষ্ঠ), এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডান থেকে সপ্তম) ও জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে অষ্টম) কে দেখা যাচ্ছে।

১২ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত "ডিসিসিআই ট্যাক্স গাইড ২০১৪-১৫"-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের ছবিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ গোলাম হোসেন (ডানে), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (মাঝে), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার এবং আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (এ্যামচেম) যৌথভাবে আয়োজিত "ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা)" বিষয়ক মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় বক্তব্য রাখছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি এবং মার্কিন প্রতিনিধিদলের প্রধান মাইকেল জে ডিল্যানি (ডানে)। ২৭ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), এ্যামচেম সভাপতি জনাব আফতাব-উল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়) ও বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ ম্যাজিনা (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই আয়োজিত “ব্যবসা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, এম.পি (বাম থেকে তৃতীয়)। ২৫ মার্চ, ২০১৪ তারিখের ছবিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গণমাধ্যম বিষয়ক উপদেষ্টা এবং দৈনিক অবজার্ভার-এর সম্পাদক জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে চতুর্থ), দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান (ডানে), পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুল আলম (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই'র পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পিপিপি অফিস, ডিসিসিআই এবং বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) যৌথভাবে “বাংলাদেশে পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ (পিপিপি)” বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (ডান থেকে তৃতীয়)। ৩১ মে, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে চতুর্থ), বিল্ডের চেয়ারপার্সন জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়) পিপিপি কার্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আফসর এইচ উদ্দিন (ডানে), ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই আয়োজিত “রপ্তানী সমৃদ্ধি ঃ আমাদানীকারক দেশের প্রেক্ষিত” বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে তৃতীয়)। ১০ মে, ২০১৪ তারিখের ছবিতে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরাকের মান্যবর রাষ্ট্রদূত সাকির কাসিম মাহাদি (ডান থেকে দ্বিতীয়), শ্রীলংকার মান্যবর হাইকমিশনার ডব্লিউ এ সারাথ কে ওয়ারাগোদা (ডানে), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই এবং বিআইবিএম যৌথভাবে আয়োজিত "ফ্যাক্টরিং ঃ এলসি'র বিকল্প পন্থা" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে চতুর্থ)। ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন ডিভিশনের সচিব ড. এম আসলাম আলম (ডান থেকে তৃতীয়), বিআইবিএম-এর মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বামে), জনতা ব্যাংক লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান এস এ চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), বিআইবিএম-এর পরিচালক (গবেষণা, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কনসালটেন্সি) ড. প্রশান্ত কুমার ব্যানার্জী (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি), ডিসিসিআই এবং বিল্ড যৌথভাবে আয়োজিত "রপ্তানি বৃদ্ধিতে এ্যাক্রেডিটেশনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে তৃতীয়)। ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখের ছবিতে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি (ডান থেকে চতুর্থ), শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ ফরহাদ উদ্দিন (বাম থেকে তৃতীয়), বিল্ড-এর চেয়ারম্যান জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডানে) এবং বিএবি মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবু আব্দুল্লাহ (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০১৪ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং ডিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত "এ্যাক্রেডিটেশন ঃ শক্তির সংস্থানের নিশ্চয়তা" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি (মাঝে)। ৯ জুন, ২০১৪ তারিখের ছবিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবু আব্দুল্লাহ (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই এবং জেট্রো, ঢাকা যৌথভাবে আয়োজিত "বিজসেন ক্লাইমেট ইন এশিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ পজিশন" শীর্ষক সেমিনারের বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৩ মার্চ, ২০১৪ তারিখের ছবিতে পরিকল্পনা সচিব ভূইয়া শফিকুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়), জেট্রো'র- বাংলাদেশ আবাসিক প্রতিনিধি জনাব কেই কাওয়ানো (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডানে), জেট্রো (ব্যাংকক)'র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিরোটোসি ইটো (বাম থেকে দ্বিতীয়), জেট্রো (নয়াদিল্লী)'র পরিচালক এবং শিল্প গবেষক ইচিরো এ্যাবে (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে তৃতীয়), থাইল্যান্ডে নবনিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মিসেস সাদিয়া মুনা তাসনিম (ডান থেকে তৃতীয়) এর সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন। ২৮ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বামে), থাই-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি জনাব সাজ্জাতুজ-জুম্মা (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই এবং শ্রীলংকান প্রতিনিধিদলের মধ্যকার বিজনেস ম্যাচ-মেকিং সেশন বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (মাঝে)। ২৭ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ওসামা তাসীর (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), জনাব রিজওয়ান উর রহমান (বামে) বাংলাদেশ নিযুক্ত শ্রীলংকার ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার এ জে আবিসেকারা (ডান থেকে দ্বিতীয়), শ্রীলংকার রপ্তানী উন্নয়ন বোর্ড-এর উপ-পরিচালক চান্দানি রত্নায়ক (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে চতুর্থ) এর সাথে মতবিনিময় করছেন জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানইজেশন (জেট্রো)-এর বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি কাই কাওয়ানো (বাম থেকে তৃতীয়)। ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক ও সাবেক সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খান (ডান থেকে তৃতীয়), আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বামে) এবং আহবায়ক কাজী সারওয়ার হাবিব (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বামে), নেপালের ট্রেড অ্যান্ড এক্সপোর্ট সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক ইশ্বর প্রসাদ গিরমী (ডান থেকে তৃতীয়) কে ক্রেষ্ট প্রদান করছেন। ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়) ও নেপালের প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই এবং সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) যৌথভাবে আয়োজিত "যাকাতের সম্ভাবনাময় সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য দিচ্ছেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়)। ১৯ জুলাই, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব কে জি করিম (বামে), সিজেডএম-এর সিইও ড. মোঃ আইয়ুব মিয়া (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ডিসিসিআই আয়োজিত "ডিসিসিআই এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো" এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস (ডানে)। ২২ জুন, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন ও আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (ডান থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বামে), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই পরিচালক এবং ইটুকে প্রকল্পের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সবুর খান (ডান থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ডিসিসিআই আয়োজিত "ডিসিসিআই এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো" এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন ও আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (ডানে)। ২২ জুন, ২০১৪ তারিখের ছবিতে মাননীয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বামে), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই পরিচালক এবং ইটুকে প্রকল্পের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সবুর খান (ডান থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

আইসিসি-বাংলাদেশ এর সভাপতি এবং ইটুকে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ডিসিসিআই আয়োজিত "ডিসিসিআই এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো" প্রকল্পের আওতায় অংশগ্রহণকারী নতুন উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন। ২৩ জুন, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), বিআইবিএম-এর এসএমই ফ্যাকাল্টি কনসালটেন্ট সুকোমল সিংহ চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), গ্রামীণফোন লিমিটেড-এর পরিচালক রাজীব ভট্টাচার্য (ডান থেকে তৃতীয়), আইএফসি-এর এসএমই ভেঞ্চার কো-অর্ডিনেটর আরসালেন আলফ্রেড (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় আয়োজিত "ডিসিসিআই এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো" অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (মাঝে) "বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাত ঃ নতুন উদ্যোক্তাদের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন। ২৩ জুন, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সাবেক পরিচালক খন্দকার আতিক-ই-রাব্বানী (বামে), বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি জনাব আবু হানিফ মোঃ মাহফুজুল আরিফ (বাম থেকে দ্বিতীয়), গ্রামীণফোন লিমিটেড-এর চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার জনাব মাহমুদ হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়), ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স বিভাগের প্রধান ড. সৈয়দ আকতার হোসেন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডানে) বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ডিসিসিআই আয়োজিত "ডিসিসিআই এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো" উপলক্ষ্যে আয়োজিত "বিজনেস স্টার্টআপ অ্যান্ড নিউ এন্ট্রপ্রেনার্স ঃ চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড সলিউশন" বিষয়ক প্যানেল সেশনে বক্তব্য রাখছেন। ২২ জুন, ২০১৪ তারিখের ছবিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জনাব আবুল কাশেম (বাম থেকে চতুর্থ), ইটুকে প্রকল্পের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সবুর খান (বামে), বিসিক চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর দাস (বাম থেকে পঞ্চম), বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএসপিডি বিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মাসুম পাটওয়ারী (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ডিসিসিআই আয়োজিত “ডিসিসিআই এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো” শীর্ষক অনুষ্ঠানে নতুন উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রতীকি চেক হস্তান্তর করছেন মাননীয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস (ডান থেকে তৃতীয়)। ২২ জুন, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন ও আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (ডান থেকে পঞ্চম), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডানে) এবং ডিসিসিআই পরিচালক এবং ইটুকে প্রকল্পের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সবুর খান (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ডিসিসিআই আয়োজিত “ডিসিসিআই এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো” প্রকল্পের আওতায় অংশগ্রহণকারী নতুন উদ্যোক্তা জনাব সাজ্জাদ বিপ্লব কে সনদ প্রদান করছেন আইসিসি-বাংলাদেশ-এর সভাপতি এবং ইটুকে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে তৃতীয়)। ২৩ জুন, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বামে), ডিসিসিআই পরিচালক এবং ইটুকে প্রকল্পের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সবুর খান (বাম থেকে চতুর্থ) কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ডিসিসিআই আয়োজিত “ডিসিসিআই এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো” উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সেবা ও পণ্য প্রদশনীতে অংশগ্রহণকারীদের স্টল পরিদর্শনের ছবিতে মাননীয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন ও আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সাবেক সভাপতি জনাব বেনজির আহমদ (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে “নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন” বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ১০ আগস্ট ২০১৪ তারিখের ছবিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান (বামে), নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ঢাকা চেম্বারের পরিচালক ও সাবেক সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খান (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই এবং গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর মধ্যকার টেলিকম পার্টনারশিপ বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বসা ডান থেকে তৃতীয়) এবং গ্রামীণ ফোন লিমিটেড-এর চীফ প্রকিউরমেন্ট অফিসার জনাব আসিফ এম তৌহিদ (বসা বাম থেকে দ্বিতীয়)। ৮ জুন, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক ও সাবেক সভাপতি মোঃ সবুর খান (বসা ডান থেকে দ্বিতীয়), জনাব মোহাঃ ইফেতেখারউদ্দিন (নওশাদ) (বসা ডানে), গ্রামীণ ফোনের সিইও জনাব ভিভেক সুদ (পিছনের সারিতে বাম থেকে তৃতীয়), চীফ মার্কেটিং অফিসার এ্যালান বঙ্ক (পিছনের সারিতে বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বারের সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক এবং সহ-আহবায়কবৃন্দের পরিচিতিমূলক সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (বাম থেকে চতুর্থ)। ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি এবং আইসিসি-বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে তৃতীয়), সাবেক সভাপতি সর্বজনাব আর মাকসুদ খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), আফতাব-উল ইসলাম (ডান থেকে চতুর্থ), আসিফ ইব্রাহীম (বামে), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে পঞ্চম), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই নবনির্বাচিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে তৃতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডানে) শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন সাবেক সভাপতি জনাব আফতাব-উল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়)। ১৮ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বামে), ঢাকা চেম্বারের পরিচালকবৃন্দ সর্বজনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), এস রুমি সাইফুল্লাহ (বাম থেকে তৃতীয়), এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে চতুর্থ), সামির সাত্তার (বাম থেকে পঞ্চম) এবং কে জি করিম (বাম থেকে ষষ্ঠ) ১৮ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডানে) "নারী উদ্যোক্তাদের সম্মেলন ও পণ্য প্রর্দশনী ২০১৪" বিষয়ক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন। ১৩ মার্চ, ২০১৪ তারিখের ছবিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ডঃ আতিউর রহমান (বাম থেকে পঞ্চম) সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে তৃতীয়), বিল্ড চেয়ারম্যান এবং ডিসিসিআই সাবেক সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়), ১৯ মার্চ, ২০১৪ তারিখে বিল্ড এবং বিনিয়োগ বোর্ড-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে দ্বিতীয়) এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত "কাইজারের মাধ্যমে এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক কর্মসূচির উদ্বোধনী ও উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। ৪ মার্চ, ২০১৪ তারিখের ছবিতে জাইকার সিনিয়র ভলানটিয়র টাডাটো অনিটসোকা (বামে), এসএমই ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ডঃ সৈয়দ মোঃ ইহসানুল করিম (ডান থেকে তৃতীয়), এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মজিবুর রহমান (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ফোরামের "হাল্কা শিল্প" বিষয়ক বিজনেস সেশনের ছবিতে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি (বাম থেকে তৃতীয়), এফবিসিসিআই সভাপতি কাজী আকরামউদ্দিন আহমদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে তৃতীয়), ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল মতলুব আহমদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), বিল্ড এর সিইও ফেরদৌস আরা বেগম (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

১৬ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে বেসিস আয়োজিত সফটওয়ার অ্যান্ড আইটি সার্ভিস ক্যাটালগ ২০১৪-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ছবিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এম.পি (ডান থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে চতুর্থ) এবং বেসিস সভাপতি জনাব শামীম আহসান (ডান থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান "সকলের জন্য টেকসই জ্বালানী" সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন। ১ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি সিদ্দীকি জোবায়ের (ডান থেকে তৃতীয়), ইন্টারন্যাশনাল ফইন্যান্স কর্পোরেশন-এর প্রতিনিধি চন্দ্রা গোবিন্দ্রা (ডানে) এবং বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি ভিনকট রামানা (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

আইসিসি-বাংলাদেশ-এর আয়োজিত "বৈশ্বিক অর্থনীতি ঃ এশিয়ান প্রেক্ষিত" বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন আইসিসি-বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ)। ১৩ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়), সাবেক সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সচিব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে), আইসিসি-বাংলাদেশ-এর মহাসচিব জনাব আতাউর রহমান (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ গোলাম হোসেন (বামে)-এর নিকট "জাতীয় বাজেট ২০১৪-১৫" এর উপর ঢাকা চেম্বারের সুপারিশমালা হস্তান্তর করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ১৯ মার্চ, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই এবং গ্লোবাল ইকোনোমিস্ট ফোরাম এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে নবম) এবং গ্লোবাল ইকোনোমিস্ট ফোরাম এর সভাপতি ড. এনায়েত করিম (বাম থেকে সপ্তম)। ০১ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে ষষ্ঠ), পরিচালক সর্বজনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে সপ্তম), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ), হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে তৃতীয়), রিজওয়ান-উর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডানে), আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং সাবেক সহ-সভাপতি এম আবু হোরায়রা (বামে থেকে তৃতীয়)।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডানে) ৯ম মটর শো-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। ১৮ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখের ছবিতে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এম.পি. (বাম থেকে তৃতীয়), এ্যামচেম সভাপতি জনাব আফতাব-উল ইসলাম (বামে) এবং নিটোল-নিলয় গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল মতলুব আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

রানা প্লাজা ধ্বসের বর্ষপূতি উপলক্ষ্যে নিহতদের স্মরণে ২৪ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে বিজেএমইএ আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও মোনাজাত অনুষ্ঠানের ছবিতে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি, মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি, এফবিসিসিআই সভাপতি কাজী আকরামউদ্দিন আহমদ, ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, বিজেএমইএ সভাপতি জনাব আতিকুল ইসলাম ও অন্যান্য অতিথিদের কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি (ডানে) এর নিকট থেকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বিশেষ অবদানের জন্য ঢাকা চেম্বারের পক্ষে ক্রেষ্ট গ্রহণ করছেন। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), আহবায়ক ও সাবেক পরিচালক সৈয়দ হাবিবুর রহমান (বামে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডানে), মাননীয় বেসরকারী বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন (বামে) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে ষষ্ঠ) যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারী খাতের প্রতিনিধিদলের সাথে ঢাকা চেম্বারের কর্মকাণ্ড বিষয়ে মতবিনিময় করছেন। ২৪ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) (ডান থেকে দ্বিতীয়), মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ), হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডান থেকে পঞ্চম), আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (ডান থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বসা বাম থেকে দ্বিতীয়), তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক (বসা ডান থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডস-এর রাষ্ট্রদূত গারবেন ডি জঙ্গ (বাম থেকে তৃতীয়), বেসিস সভাপতি জনাব শামীম আহসান (বসা ডান থেকে দ্বিতীয়), নেদারল্যান্ডস ট্রাষ্ট ফান্ড থ্রি (এনটিএফথ্রি)-প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ম্যাথিয়াস নেপ (বসা বামে) এবং সিবিআই-এর স্পেশাল রিপ্রেজেনটেটিভ ইন্টারন্যাশনাল রিলেসন্স প্রফেসর রব ভ্যান ইজবারজেন (বসা ডানে) কে ৬ জুন, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডানে), আইএফসি-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব মাসরুর রিয়াজ (বাম থেকে তৃতীয়) কে ২৮ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

০৫ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে ইরানের বেসরকারী খাতের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র মধ্যকার সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডানে) এবং পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডান থেকে চতুর্থ) কে দেখা যাচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি (ডান থেকে চতুর্থ), এফবিসিসিআই সভাপতি কাজী আকরামউদ্দিন আহমদ (বাম থেকে তৃতীয়), এমসিসিআই সভাপতি মিসেস রোকেয়া আফজাল (ডান থেকে তৃতীয়), আইসিসি-বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে এমসিসিআই আয়োজিত "এনটিএম ইন সাউথ এশিয়া" বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশ অনুষ্ঠানের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

এফবিসিসিআই সভাপতি কাজী আকরামউদ্দিন আহমদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ক্যাটালিস্ট অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রতিনিধিদলের সাথে বাণিজ্য আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন। ১৫ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডানে), যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ক্যাটালিস্ট অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি -এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল আহমেদ ওবিই (ডান থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়) ২০ মার্চ, ২০১৪ তারিখে এফবিসিসিআই আয়োজিত কাউন্সিল অব চেম্বার প্রেসিডেন্টস-এর সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন। এফবিসিসিআই সভাপতি কাজী আকরামউদ্দিন আহমদ (ডান থেকে তৃতীয়), প্রথম সহ-সভাপতি মিসেস মনোয়ারা হাকিম আলী (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব হেলাল উদ্দিন (ডান থেকে পঞ্চম), সাবেক সভাপতি জনাব এ কে আজাদ (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে সপ্তম)-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ডঃ সাইয়িদ বিন হজর আল-শেহী (ডান থেকে অষ্টম) সাক্ষাৎ করেন। ৫ মার্চ, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে সপ্তম), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে ষষ্ঠ), পরিচালক সর্বজনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), নেসার মাকসুদ খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) (ডান থেকে দ্বিতীয়), হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে ষষ্ঠ), এস রুমি সাইফুল্লাহ (বাম থেকে চতুর্থ), হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে তৃতীয়), আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে পঞ্চম), মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ) এবং জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডান থেকে পঞ্চম) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ভারতে নিযুক্ত চিলির মান্যবর রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টিয়ান ব্যারোস (ডান থেকে সপ্তম) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে অষ্টম)। ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে পঞ্চম), পরিচালক সর্বজনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে চতুর্থ), এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে তৃতীয়), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বামে), হোসেন এ সিকদার (ডানে), মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়) এবং জনাব নেসার মাকসুদ খান (ডান থেকে চতুর্থ) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই'র সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে পঞ্চম) কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ক্যাটালিস্ট অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল আহমেদ ওবিই (বাম থেকে ষষ্ঠ)। ১৬ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক সর্বজনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ (বাম থেকে দ্বিতীয়), আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বামে) এবং প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশ নিযুক্ত শ্রীলংকার ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার এইচএমটিডি হোরাথ (বাম থেকে তৃতীয়) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন। ২০ আগস্ট, ২০১৪ তারিখের ছবিতে সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বামে), সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে চতুর্থ) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন বাংলাদেশস্থ তুরস্ক দূতাবাসের বিজনেস কাউন্সিলর টুলে ইয়ানিক (বাম থেকে তৃতীয়)। ১৩ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখের ছবিতে তুরস্ক-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (টিবিসিসিআই)-এর সভাপতি জনাব ফ্রিকরেট চিচেক (বাম থেকে দ্বিতীয়), তুরস্ক-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সেক্রেটারি জেনারেল জনাব মুরাট কারাকা (বামে) এবং অন্যান্যদের কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে তৃতীয়), তুরস্ক-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি ফ্রিকরেক চিচেক (বাম থেকে দ্বিতীয়)-এর নিকট থেকে ক্রেষ্ট গ্রহণ করছেন। ১৩ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়), সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে পঞ্চম), ওয়ালস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি, ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডানে), কে জি করিম (ডান থেকে দ্বিতীয়), আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (ডান থেকে তৃতীয়), এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে পঞ্চম), নেসার মাকসুদ খান (বাম থেকে চতুর্থ), সাবেক সহ-সভাপতি এম আবু হোরায়রা (বামে) এবং সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ১৯ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে দ্বিতীয়) অক্সফার্ম-এর প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময় করছেন। ১৮ মে, ২০১৪ তারিখের ছবিতে অক্সফার্মের এসোশিয়েট কান্ট্রি ডিরেক্টর এরাই সুরমান্স (বাম থেকে দ্বিতীয়), লেখক ও সাংবাদিক জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (বাম থেকে পঞ্চম), ডিসিসিআই ইটুকে প্রকল্পের কনসালটেন্ট কাজী এম শফিকুর রহমান (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে ষষ্ঠ) এর সাথে ডিএফআইডি-এর একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। ১৬ মার্চ, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে নবম), পরিচালক সর্বজনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ (বাম থেকে সপ্তম), কে জি করিম (বাম থেকে ষষ্ঠ), আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে চতুর্থ), মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়), হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত ৯ম চায়না-সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরামে বক্তব্য রাখছেন।

চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রোমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি) এর আমন্ত্রণে ৯ম চায়না-সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরামে অংশগ্রহণের জন্য ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের (প্রথম সারিতে বাম থেকে চতুর্থ) নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের ছবিতে ডিসিসিআই এর পরিচালক সর্বজনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (প্রথম সারিতে বাম থেকে ষষ্ঠ), মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) (প্রথম সারিতে বাম থেকে তৃতীয়), মোঃ শোয়েব চৌধুরী (প্রথম সারিতে ডান থেকে চতুর্থ), এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (প্রথম সারিতে বাম থেকে দ্বিতীয়), সাবেক পরিচালক ও আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান (ডান থেকে পঞ্চম) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে চতুর্থ), প্রধানমন্ত্রীর গণমাধ্যম বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী (বাম থেকে সপ্তম), ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) (বাম থেকে অষ্টম), এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে তৃতীয়), সাবেক পরিচালক ও আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-আহবায়ক জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ তুহিন (বাম থেকে দ্বিতীয়) চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত চায়না সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরামের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (পিছনের সারিতে বাম থেকে নবম), এফবিসিসিআই সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ (পিছনের সারিতে বাম থেকে সপ্তম), ডিসিসিআই এর পরিচালক সর্বজনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) (পিছনের সারিতে ডান থেকে দ্বিতীয়), আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (পিছনের সারিতে ডানে), এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (পিছনের সারিতে ডান থেকে পঞ্চম), সাবেক পরিচালক ও আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান (পিছনের সারিতে বাম থেকে পঞ্চম), সহ-আহবায়ক জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ তুহিন (পিছনের সারিতে বাম থেকে অষ্টম) চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত চায়না সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরামের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রধানমন্ত্রীর গণমাধ্যম বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী (বাম থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই এর পরিচালক জনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) (বামে), সাবেক পরিচালক ও আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান (বাম থেকে তৃতীয়) কে কুনমিং ফেয়ার ২০১৪ তে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের স্টল পরিদর্শন করতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সাথে (মাঝে) ইউএসএআইডি-এর সিনিয়র ইভ্যালুয়েশন স্পেশালিষ্ট ডঃ মাইক ক্যালাভেন (বামে) মতবিনিময় করছেন। ১১ মে, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ইউএসএআইডি'র বাংলাদেশ ডেমোক্রেসি অ্যান্ড গর্ভান্যান্স ইভালুয়েশন প্রজেক্ট কর্মকর্তা জনাব সাইফুল ইসলাম (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে নবম), ডিসিসিআই এর পরিচালক সর্বজনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) (বাম থেকে পঞ্চম), আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে সপ্তম), মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে চতুর্থ), এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডান থেকে অষ্টম), সাবেক পরিচালক ও আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-আহবায়ক জানাব মোঃ হাবিবুল্লাহ তুহিন (ডান থেকে চতুর্থ) কে ৯ম চায়না-সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরামের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে ষষ্ঠ)-এর সাথে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি দেবেন্দ্র বাসু (বাম থেকে ষষ্ঠ)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে। ৮ জুন, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), কে জি করিম (বাম থেকে তৃতীয়) এবং জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে চতুর্থ) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে ষষ্ঠ), বিল্ড চেয়ারপার্সন এবং ডিসিসিআই সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে অষ্টম) এর নিকট থেকে বিল্ড প্রকাশিত গ্রন্থ গ্রহণ করছেন। ১৫ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে পঞ্চম) এবং পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে আয়োজিত বিল্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে তৃতীয়), বিল্ড চেয়ারপার্সন ও ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে তৃতীয়), বিল্ড এবং প্যাক্ট যৌথভাবে আয়োজিত "কনসালটেশন অন প্যাক্ট" বিষয়ক সচেতনতা তৈরী বিষয়ক সভায় বক্তব্য রাখছেন। ২৯ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখের ছবিতে বিল্ড চেয়ারপার্সন ও ডিসিসিআই সাবেক সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়), বিল্ড সিইও ফেরদৌস আরা বেগম (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের (ডান থেকে তৃতীয়) সাথে ডিএফআইডি-এর ট্রেড পলিসি ইউনিটের প্রধান সেডরিক সিচিউরিস (বাম থেকে দ্বিতীয়) সাক্ষাৎ করেন। ০৭ মে, ২০১৪ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), এস রুমি সাইফুল্লাহ (বামে) এবং সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডানে) কে এমসিসিআই আয়োজিত ১১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং এফবিসিসিআই যৌথভাবে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে আয়োজিত "মূল সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক" বিষয়ক মতিবিনিময় সভার ছবিতে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি (বাম থেকে চতুর্থ), মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান (বাম থেকে তৃতীয়), এফবিসিসিআই সভাপতি কাজী আকরামউদ্দিন আহমদ (বাম থেকে পঞ্চম), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), এফবিসিসিআই প্রাক্তন প্রথম সহ-সভাপতি জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের (বাম থেকে দ্বিতীয়) সাথে ডিএফআইডি-এর ইনভেস্টম্যান্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট টিম লিডার এ্যাডরিন স্টোন (ডান থেকে দ্বিতীয়) মতবিনিময় করছেন। ১৮ মে, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বামে), সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে চতুর্থ), বিল্ড সিইও ফেরদৌস আরা বেগম (ডান থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই এবং বুরকিনা ফাসো চেম্বার অব কমার্স-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই পরিচালক ও সাবেক সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খান (বামে)।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বামে), মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) (বাম থেকে তৃতীয়), সাবেক পরিচালক ও আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়) এর সাথে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এস ডি গুপ্তা (ডান থেকে চতুর্থ) কে ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে চতুর্থ), সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ, ইন্ডিয়া-এর প্রতিনিধিকে "কমার্সিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন। ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব নেসার মাকসুদ খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), কে জি করিম (ডান থেকে তৃতীয়), সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) এবং ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে তৃতীয়), জাপানের অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (ট্রেড পলিসি) মিকাইও এওকি (ডান থেকে তৃতীয়)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন। ১৫ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), জেট্রো-বাংলাদেশ-এর আবাসিক প্রতিনিধি কাই কাওয়ানো (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (ডানে), সাবেক সহ-সভাপতি এম আবু হোরায়রা (বাম থেকে তৃতীয়), সাবেক পরিচালক ড. তুহিন মালিক (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ৬ মার্চ, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডানে), বেঙ্গল চেম্বার, কলকাতা-এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন। ১২ মার্চ, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে তৃতীয়), জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের এসোসিয়েট প্রফেসর (একাউন্টিং) ক্যামেরুন গ্রাহাম, পিএইচডি (ডানে), বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাঃ আব্দুস সাত্তার দুলাল (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে তৃতীয়) কে ১৯ মে, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় দেখা যাচ্ছে।

ডিবিআই কলেজ কর্তৃক ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে আয়োজিত “বিবিএ প্রফেশনাল কোর্স” শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক সর্ব জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ্ (ডান থেকে তৃতীয়), মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) (ডান থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে তৃতীয়), ওয়ার্ল্ডডেস্ক (হংকং ভিত্তিক ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল)-এর পরিচালক আরটি ভাগাট (ডানে) কে ২৪ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডানে), পরিচালক হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ২৯ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত আঙ্কটার্ডের ইনভেস্টমেন্ট পলিসি রিভিউ বিষয়ক সভার ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডানে), ২৯ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত আঙ্কটার্ডের ইনভেস্টমেন্ট পলিসি রিভিউ বিষয়ক সভায় যোগদানকারী গোয়াতেমালার রাষ্ট্রদূত কে ঢাকা চেম্বারের প্রকাশনাসমূহ হস্তান্তর করছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

বিল্ড চেয়ারম্যান ও ডিসিসিআই সাবেক সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব আব্দুস সোবহান শিকদার (বাম থেকে তৃতীয়) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন। ১৪ মে, ২০১৪ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), বিল্ড সিইও ফেরদৌস আরা বেগম (বামে) এবং চীফ অপারেটিং অফিসার (সিএফও) ফিরোজ আহমেদ (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে চতুর্থ) নেদারল্যান্ডের প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময় করছেন। ২ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখের ছবিতে নিইনরডি বিজনেস ইউনির্ভাসিটি'র প্রতিনিধি গিনটারে গালভানাস কাইট (বাম থেকে তৃতীয়), আন্দ্রে নিজহফ (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক হোসেন এ সিকদার (ডানে) এবং ঢাকা চেম্বারের সাবেক সহ-সভাপতি এম আবু হোরায়রা (ডান থেকে দ্বিতীয়) ১৯ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কানাড-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের নির্বাচন বিষয়ক সভার ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে তৃতীয়), নীলফামারি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি জনাব আব্দুল ওয়াহেদ সরকার (বাম থেকে পঞ্চম) এর নিকট শীত বস্ত্র হস্তান্তর করছেন। ২২ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে তৃতীয়), আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম এর ট্রাষ্টি ও সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ আসলাম (বাম থেকে চতুর্থ) এর নিকট শীত বস্ত্র হস্তান্তর করছেন। ১৫ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়), উত্তরবঙ্গের শীতার্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণের জন্য ২৫ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সহ-সভাপতি জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম (ডান থেকে চতুর্থ) নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর করছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এবং পরিচালকবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই, ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (স্কিটি) কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত "ব্যবসায়িক প্রকল্পের প্রস্তুতি" শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম।

ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডান থেকে দ্বিতীয়) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় শহীদ মিনারের পুষ্পস্তবক অর্পন করছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

গত ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কমিউনিকেশন ইন ইংলিশ' শীর্ষক স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বসা ডান থেকে তৃতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং অংশগ্রহণকারীদের কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বসা মাঝে), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ডিবিআই আয়োজিত ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের ছবিতে অংশগ্রহণকারীদের সাথে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বসা বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী (বসা ডান থেকে দ্বিতীয়) ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ ডিবিআই আয়োজিত ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের ছবিতে অংশগ্রহণকারীদের সাথে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

গত ০৯ জুলাই, ২০১৪ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত 'রুলস্ অ্যান্ড প্রসিডিউরস্ অব ভ্যাট অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্স' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রশিণার্থীদের সাথে ডিসিসিআই এর পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (মাঝখানে) এবং সহকারী সচিব ও কোর্স সমন্বয়কারী তামান্না সুলতানা (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

গত ১৩ আগষ্ট, ২০১৪ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত ''লজিষ্টিকস, ইনভেনটরি অ্যান্ড স্টোর ম্যানেজমেন্ট'' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ডিসিসিআই এর সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (মাঝখানে), নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই জনাব মোঃ হোসেন আলী (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রশিক্ষক জনাব মোঃ রাশেদ আলী (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং সহকারী সচিব ও কোর্স সমন্বয়কারী তামান্না সুলতানা (বামে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বসা ডান থেকে তৃতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী (ডান থেকে দ্বিতীয়) "মার্কেটিং, প্রফেশনাল সেলিং স্পিরিট অ্যান্ড সিক্রেট অফ সাকসেস" বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

গত ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্‌টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত ‘‘আন্ডারষ্ট্যান্ডিং এল/সি প্রসিডিওরস ফর এক্সপোর্ট এন্ড ইমপোর্ট অপারেশন” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষনার্থীদের সাথে ডিসিসিআই এর পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (মাঝখানে), জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই জনাব মোঃ হোসেন আলী (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রশিক্ষক জনাব মোঃ আজহার আলী মিঞা (ডানে) কে ছবিতে উপবিষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বসা মাঝে), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী (বসা ডানে) ২৯ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে ডিবিআইতে অনুষ্ঠিত “হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট” বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বসা ডান থেকে তৃতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী (বসা ডান থেকে দ্বিতীয়) ১১ জুলাই, ২০১৪ তারিখে আয়োজিত “এমএলএস-এসসিএম(পি)” ট্রেনিং কোর্সের অংশগ্রহণকারীদের সাথে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ওসামা তাসীর (ডানে), সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), সচিব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) ০৯ আগস্ট ২০১৪ তারিখে ই-কমার্স বিষয়ক সভার ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

২৩ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রটেকশন অফ কনজুমার রাইটস স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (ডান থেকে পঞ্চম), আহবায়ক জনাব আনোয়ার হোসেন মন্ডল (বাম থেকে চতুর্থ) এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে তৃতীয়) দেশ টেলিভিশনের সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ফুলেল শুভেচ্ছা দিচ্ছেন। ২৬ শে মার্চ ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

১২ মার্চ, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত "নতুন উদ্যোক্তা তৈরী" বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম।

২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই পাবলিকেশন্স অ্যান্ড পাবলিক রিলেসন্স স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডান থেকে পঞ্চম), আহবায়ক এম এস সিদ্দিকী (ডান থেকে ষষ্ঠ) এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বারের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের কে "অগ্নি নির্বাপন" বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের ছবিতে ফায়ার ব্রিগেড ও সিভিল ডিফেন্সের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বামে) ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বামে), এমসিসিআই সভাপতি রোকেয়া আফজাল রহমান (মাঝে) এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টর জেনারেল (ইউএন) সাইদা মুনা তাসনিম (ডানে) ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে তৃতীয়) শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "আন্ডরস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড মেজারম্যান্ট আনসারটেনিটি" বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। ১৭ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে বিএবি মহাপরিচালক জনাব আবু আব্দুল্লাহ (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

গত ০৮ মার্চ, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই-এর বার্ষিক বনভোজনের কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার হিটার ক্রুডেন (বাম থেকে তৃতীয়), কানাড-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির-এর চীফ এ্যাডভাইজর জনাব মাসুদুর রহমান (ডানে) এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ কে ২০ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত "কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের জন্য বাংলাদেশ সম্ভাবনাময় বাজার" বিষয়ক সেমিনারের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার এবং আইএমএসএমই, ইন্ডিয়া-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বারের পর তা হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে দ্বিতীয়) ও আইএমএসএমই, ইন্ডিয়া-এর চেয়ারম্যান জনাব রাজীব চাউলা (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২১ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচলক নির্মল চন্দ্র ভক্ত (ডানে), বাংলাদেশ ইউমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি মিসেস সেলিমা আহমেদ (বামে) এবং ইন্সটিটিউট অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)-এর সভাপতি জনাব এ কে এম এ হামিদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

আইএমএসএমই, ইন্ডিয়া-এর সম্মানের ২১ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে ডিসিসিআই আয়োজিত নৈশভোজ সভার ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বসা ডান থেকে তৃতীয়) ও আইএমএসএমই, ইন্ডিয়া-এর চেয়ারম্যান জনাব রাজীব চাউলা (বসা ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ ইউমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি মিসেস সেলিমা আহমেদ (বসা বামে) এবং ইন্সটিটিউট অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)-এর সভাপতি জনাব এ কে এম এ হামিদ (বসা বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে দশম) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

গত ০৮ মার্চ, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই-এর বার্ষিক বনভোজনের কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

গত ০৮ মার্চ, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই-এর বার্ষিক বনভোজনের কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

ডিসিসিআই ইফতার ও মাহফিলের কিছু উল্লেখযোগ্য কিছু

ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র জেনারেল বডিতে ২০১২-২০১৩ এবং ২০১৩-২০১৪ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ

০১। জনাব আসিফ ইব্রাহীম
সাবেক সভাপতি, ডিসিসিআই।

০২। জনাব বেনজির আহমেদ
সাবেক সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৩। জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ
পরিচালক, ডিসিসিআই।

০৪। জনাব আফতাব-উল ইসলাম
সাবেক সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৫। জনাব হোসেন খালেদ
সাবেক সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৬। জনাব ওসমান গনি
সাবেক পরিচালক, ডিসিসিআই।

২০১৪ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারী-আধাসরকারী সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি ২০১৪
০১	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) এর স্বতন্ত্র পর্ষদ পরিচালক	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
০২	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল এর সভা	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
০৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটি	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
০৪	বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানী লিঃ এর স্বতন্ত্র পর্ষদ পরিচালক	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
০৫	শিল্প মন্ত্রণালয়ের জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদের সদস্য	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
০৬	ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এর "স্কিলস কম্পিটিশন" ২০১৪, আঞ্চলিক পর্ব প্রতিযোগিতা মূল্যায়ন কমিটির সদস্য	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
০৭	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শিশুশ্রম কল্যান পরিষদ কমিটির সদস্য	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
০৮	ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দ্বিতীয় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টার কমিটির সদস্য	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
০৯	বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ (বিএসএল) এর স্বতন্ত্র পর্ষদ পরিচালক	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
১০	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর পর্ষদ সদস্য	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
১১	ঢাকা ওয়াসা এর পর্ষদ সদস্য	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় /WTO/FTA/TRIPS/BIMESTEC/Multilateral etc		
১২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
১৩	ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
১৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ, বিপণন ও মূল্য স্থিতিশীল ও যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার নিমিত্তে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের জন্য গঠিত কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম পরিচালক, ডিসিসিআই
১৫	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ সাবেক পরিচালক এবং সদস্য, কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই
১৬	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত Feasibility Study এর ভিত্তিতে Bangladesh এবং Gulf Cooperation Council (GCC) ভূক্ত দেশসমূহের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে আয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহবায়ক, ডিসিসিআই পাবলিকেশনস অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস্, স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪ এবং সদস্য, এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইভারসিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই
১৭	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ইউরিয়া রেজিন (এইচ.এস.কোড ৩৯০৯.১০.০০) এর উপর শুল্ক হার হ্রাস/বৃদ্ধি প্রসঙ্গে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব নাফিজ ইমতিয়াজ ইসলাম উপ-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
১৮	বাংলাদেশ-ভুটান বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভার আলোচ্যসূচি চূড়ান্তকরণ, বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণ ও প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহবায়ক, ডিসিসিআই পাবলিকেশনস অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস্, স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪ এবং সদস্য, এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইভারসিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই
১৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত Feasibility Study এর ভিত্তিতে নাইজেরিয়া এবং মালির সঙ্গে FTA/PTA সম্পাদনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহবায়ক, ডিসিসিআই পাবলিকেশনস অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস্, স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪ এবং সদস্য, এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইভারসিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই
২০	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ডব্লিউটিও চুক্তি ট্রেড রিলেটেড এ্যাসপেক্টস অব ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস (ট্রিপস) বাস্তবায়ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহবায়ক, ডিসিসিআই পাবলিকেশনস অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস্, স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪ এবং সদস্য, এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইভারসিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই

২১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত টিকফা ফোরামে অংশগ্রহণকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি দলের সফরসূচি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহবায়ক, ডিসিসিআই পাবলিকেশনস অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস্, স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪ এবং সদস্য, এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইভারসিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই
২২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ-ভূটান বাণিজ্য চুক্তি নবায়ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহবায়ক, ডিসিসিআই পাবলিকেশনস অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস্, স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪ এবং সদস্য, এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইভারসিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই
২৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে National Trade Portal (NTP) এবং মন্ত্রণালয়াধীন প্রধান আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে Online Licensing Module (OLM) বাস্তবায়ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায়	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহবায়ক, ডিসিসিআই পাবলিকেশনস অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস্, স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪ এবং সদস্য, এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইভারসিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই
২৪	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত Feasibility Study এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ-মেসিডোনিয়া বাণিজ্য সম্প্রসারনে FTA/PTA সম্পাদনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহবায়ক, ডিসিসিআই পাবলিকেশনস অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস্, স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪ এবং সদস্য, এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইভারসিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই
২৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট কনসালটেটিভ কমিশনের বৈঠক উপলক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব খন্দকার আব্দুল মোক্তাদির আহবায়ক, ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট ইন্ডেটিং ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই
২৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড এর আসন্ন সভার প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই
২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) মহাপরিচালক এর সফরকে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় এবং সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	কনসাল্ট্যান্ট (গবেষণা), ডিসিসিআই
২৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) কর্তৃক প্রণীত "Sustainability Plans of BFTI" প্রতিবেদনের উপর আয়োজিত আলোচনা সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন সহকারী সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
২৯	DCCI representative to attend the Steering Committee meeting on Implementation of National Trade Portal (NTP) in the Ministry of Commerce and Online Licensing Module (OLM) in the Department of Imports and Exports at Ministry of Commerce, GoB.	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ইপিবি আয়োজিত নীতি, আইন, মেলা সংক্রান্ত সভাসমূহ		
৩০	ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০১৪ সফল আয়োজনে অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ ডিসিসিআই এর পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৩১	২০ তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০১৫ এর অর্থ উপ-কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	খন্দকার শহীদুল ইসলাম সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৩২	ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০১৪ এর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	সৈয়দ হাবিবুর রহমান সাবেক পরিচালক এবং আহবায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই
৩৩	ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৫ এর স্যুভেনিয়র উপ-কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	সৈয়দ হাবিবুর রহমান সাবেক পরিচালক এবং আহবায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই
৩৪	ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০১৪ এ নির্মিত প্যাভিলিয়ন/মিনি-প্যাভিলিয়ন/স্টল (দেশী ও বিদেশী) এর মূল্যায়ন সংক্রান্ত কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	সৈয়দ হাবিবুর রহমান সাবেক পরিচালক এবং আহবায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই
৩৫	ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০১৪ এর স্টিয়ারিং কমিটির সমাপনী ও ডিআইটিএফ-২০১৫ এর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	সৈয়দ হাবিবুর রহমান সাবেক পরিচালক এবং আহবায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই
৩৬	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "Export of Agricultural Products from Bangladesh: Prospects and Constrains"- শীর্ষক বিশেষ সেমিনারে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
৩৭	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত World Islamic Trade Fair-2014, Ankara, Turkey শীর্ষক মেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ প্রসংগে অনুষ্ঠিতব্য আলোচনা সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	সৈয়দ হাবিবুর রহমান সাবেক পরিচালক এবং আহবায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই
৩৮	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিশিয়ায় বাণিজ্য মিশন প্রেরণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	সৈয়দ হাবিবুর রহমান সাবেক পরিচালক এবং আহবায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই
৩৯	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত ATF Trade Show-2014, Cape Town, South Africa (19-21 November, 2014) মেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ প্রসংগে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	সৈয়দ হাবিবুর রহমান সাবেক পরিচালক এবং আহবায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই
৪০	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত Frankfurt International Trade Fair (Ambiente-2015), Frankfurt, Germany (February 13-17, 2015) মেলায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অংশগ্রহণের জন্য আলোচনা সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	সৈয়দ হাবিবুর রহমান সাবেক পরিচালক এবং আহবায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই

৪১	১৪-২৭ নভেম্বর, ২০১৪ সময়ে নিউ দিল্লী, ভারতে অনুষ্ঠিত "India International Trade Fair, New Delhi, India-2014" শীর্ষক মেলায় অংশগ্রহণের জন্য আলোচনা সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	সৈয়দ হাবিবুর রহমান সাবেক পরিচালক এবং আহবায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
৪২	DCCI representative to the discussion meeting for the fixation of date of the ensuing visit of north-eastern states of India at Export Promotion Bureau	সৈয়দ হাবিবুর রহমান সাবেক পরিচালক এবং আহবায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
৪৩	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ প্রসংগে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রসংগে	জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন সহ-আহবায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
৪৪	ইপিবি কর্তৃক আয়োজিত Maldives-এ আয়োজিত Twelfth SAARC Trade Fair শীর্ষক মেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন সহ-আহবায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
৪৫	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত Anti Fraud Office (OLAF) এর প্রতিনিধি দলের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব তাহসিন আমান সহ-আহবায়ক, এক্সপোর্ট পলিসি, ডাইভারসিফিকেশন, মাল্টিলেটেরাল স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
৪৬	Bangladesh Single Country Fair Bangkok, Thailand-2014 (2013-2014) বিষয়ক আলোচনা সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শামসুদ্দিন আজাদ উপ-সচিব (প্রশাসন), ডিসিসিআই
৪৭	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত সুদানে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের জন্য অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন সহকারী সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৪৮	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের পণ্য ও মিশন ভিত্তিক রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারনের জন্য খসড়া প্রস্তাব প্রণয়ন এবং বিগত ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরের কতিপয় প্রধান প্রধান পণ্য খাতের রপ্তানী আয় হ্রাস/বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ পর্যালোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব রাসেল আহমেদ সিনিয়র অফিসার (মেম্বারশীপ), ডিসিসিআই
৪৯	Anti Fraud Office (OLAF) এর প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব রাসেল আহমেদ সিনিয়র অফিসার (মেম্বারশীপ), ডিসিসিআই
৫০	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত "Export Potential of BRICS" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই
৫১	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত "Export Potential of Ceramic Products and their Challenges" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই
৫২	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত "Export Potential of Ceramic Products and their Challenges" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই

৫৩	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত "অমসৃন হীরা ও জুয়েলারি রপ্তানীর সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	মিস তানজিনা আফরোজ জুনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই
বিনিয়োগ বোর্ড / প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় / শিল্প মন্ত্রণালয়/ওয়াইপো, কপিরাইট অফিস আয়োজিত সভাসমূহ		
৫৪	DCCI representative to the preparatory meeting to organize "Bangladesh Investor's Forum, 2014" and upcoming visit of Hon'ble Prime Minister of Japan organized by Board of Investment	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৫৫	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত Joint Bangladesh-Japan Public-Private Economic Dialogue এর ১ম সংলাপে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৫৬	জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি) এর সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৫৭	জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNCID) এর সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৫৮	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত জাপান এবং বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারকের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন/বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৫৯	DCCI representative to the Roundtable Dialouge on State of the Economy organized by Board of Investment	জনাব এ এইচ এম রেজাউল কবির সচিব, ডিসিসিআই
৬০	বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা বা Investment Policy Review (IPR) বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	খন্দকার শহীদুল ইসলাম সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই জনাব নেসার মাকসুদ খান পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব হুমায়ুন রশিদ পরিচালক, ডিসিসিআই
৬১	সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	খন্দকার শহীদুল ইসলাম সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই জনাব নেসার মাকসুদ খান পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব হুমায়ুন রশিদ পরিচালক, ডিসিসিআই
৬২	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠেয় Showcase Bangladesh-2014 বিষয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	খন্দকার শহীদুল ইসলাম সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৬৩	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত কপিরাইট অফিস ও পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনয়নের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	খন্দকার শহীদুল ইসলাম সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

৬৪	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা মেট্রোপলিটন আবাসিক এলাকা বিশেষ করে পুরান ঢাকার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হতে কেমিক্যাল মজুদাগার/কারখানা স্থানান্তরের কাজটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের নিমিত্ত Project Concept Paper (PCP) প্রস্তুত কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম পরিচালক, ডিসিসিআই
৬৫	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা-২০১৪" এর খসড়া চূড়ান্তকরণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রসংগে	জনাব আবসার করিম চৌধুরী সাবেক সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৬৬	Bureau of India Standards (BIS) এবং Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) এর মধ্যে সম্পাদিতব্য দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতামূলক চুক্তির খসড়া চূড়ান্তকরণ প্রসংগে অনুষ্ঠিত এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম আনওয়ারুল হক সাবেক পরিচালক, ডিসিসিআই
৬৭	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত TRIPS Gi General Transition Period বৃদ্ধির কৌশল/প্রক্রিয়া নির্ধারণ সংক্রান্ত Working Group-4 এর সভায়	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান সহ-আহবায়ক, টেলিকম, আইসিটি, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
৬৮	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ২৬ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে মেধাসম্পদ দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপনের নিমিত্তে বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান সহ-আহবায়ক, টেলিকম, আইসিটি, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪ জনাব রাসেল আহমেদ সিনিয়র অফিসার (মেম্বারশীপ), ডিসিসিআই
৬৯	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বিগত ২৬ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত "Movies-A Global Passion" শীর্ষক বিশেষ সেমিনারে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান সহ-আহবায়ক, টেলিকম, আইসিটি, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪, ডিসিসিআই জনাব মোঃ শামসুদ্দিন আজাদ উপ-সচিব (প্রশাসন), ডিসিসিআই
৭০	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "এপিও ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ অন অর্গানিক সার্টিফিকেশন" শীর্ষক কর্মসূচীতে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
৭১	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড প্রদানের লক্ষ্যে Standard Criteria নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
৭২	বিসিক শিল্প নগরী, ধামরাই, ঢাকা এবং বিসিক শিল্প নগরী, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকার ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই মিসেস সামসুন নাহার সদস্য, ডিসিসিআই
৭৩	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) কর্তৃক আয়োজিত সার্টিফিকেশন এডভাইজরী প্যানেল এর সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম আনওয়ারুল হক সাবেক পরিচালক, ডিসিসিআই

৭৪	DCCI representative to an inter-ministerial meeting on the draft Bilateral Cooperation Agreenment (BCA) between Bangladesh Standards and Testing Institutions (BSTI) and Bureau of Indian Standards (BIS) organized by Ministry of Industries.	জনাব এম আনওয়ারুল হক সাবেক পরিচালক, ডিসিসিআই
৭৫	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত খসড়া মেধাসম্পদ নীতি এবং Technology and Innovative Suppot Centre (TISC) স্থাপন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান সহ-আহবায়ক, টেলিকম, আইসিটি, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
৭৬	DCCI representative to the Certificate Awarding Ceremony organized by Bangladesh Accreditation Board (BAB)	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
৭৭	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস - ২০১৪" উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিআিই এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
৭৮	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত "কোর গ্রুপ" এর সভায় ডিসিআিই এর প্রতিনিধি	জনাব রাসেল আহমেদ সিনিয়র অফিসার (মেম্বারশীপ), ডিসিসিআই
৭৯	ডি-৮ ভুক্ত সদস্য দেশের মধ্যে Common Projecmt নির্ধারণ সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব নাফিজ ইমতিয়াজ ইসলাম উপ-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৮০	DCCI representative to the 6th meeting of the Programme Steering Committee of the Better Work and Standards Programme organized by Ministry of Industry.	জনাব নাফিজ ইমতিয়াজ ইসলাম উপ-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৮১	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই
৮২	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে Intellectual Property সংক্রান্ত সকল অফিস একীভূত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ মেধাসম্পদ অফিস (Bangladesh Intellectual Property (Office) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই
৮৩	বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিনিয়োগ পরিবেশকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ডে সৃষ্ট ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেলের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই
৮৪	জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৫ প্রণয়নকালে শিল্পখাতসমূহে প্রদানযোগ্য আর্থিক ও বিনিয়োগ প্রণোদনা অধ্যায় প্রণয়ন, দেশে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানিকরনে নগদ সহায়তা প্রদানযোগ্য শিল্প খাত নির্বাচন বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই

৮৫	DCCI representative to the meeting related to the Seminar of IamSME of India on 22nd November, 2014	কাজী মোঃ শফিকুর রহমান কনসাল্ট্যান্ট, ডিসিসিআই ইটুকে প্রজেক্ট জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভাসমূহ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন	
৮৬	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক আয়োজিত উন্মুক্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন রশিদ পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই
	বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, আইএফসি, বিআইসিএফ, আইবিএফবি এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ আয়োজিত সেমিনার ও সভাসমূহ	
৮৭	DCCI representative to the Presentation Ceremony of Enterprise Data Warehouse of Bangladesh Bank.	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই
	অর্থ মন্ত্রণালয় / জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/ ঢাকা কাস্টম হাউস/ আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা (কাস্টম) আয়োজিত সভাসমূহ	
৮৮	ঢাকা কাস্টম হাউসের আওতাধীন পণ্য খালাস পরিমন্ডলে প্রতিবন্ধকতা নিরসন ও ভোক্তাদের অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে ঢাকা কাস্টম হাউসের উপদেষ্টা কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ পরিচালক, ডিসিসিআই
৮৯	ঢাকা কাস্টম হাউসের উপদেষ্টা কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ পরিচালক, ডিসিসিআই
৯০	DCCI representative to the External Stakeholder Meeting on "The Draft of proposed amendments to The Customs Act 1996" organized by National Board of Revenue (NBR).	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ পরিচালক, ডিসিসিআই
৯১	DCCI representative to the meeting on implementation of Trade Facilitation Agreement (TFA) organized by National Board of Revenue (NBR).	জনাব এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া সাবেক পরিচালক, ডিসিসিআই
৯২	DCCI representative to the External Stakeholder Meeting on Draft SOP (Standard Operating Producer's) prepared by NBR	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সহ-আহবায়ক, কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস স্ট্যান্ডিং কমিটি
৯৩	National Trade Facilitation Committee (NTFC) এর তৃতীয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে গঠিত ৪টি Working Group এর কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব নাফিজ ইমতিয়াজ ইসলাম উপ-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই

৯৪	ঢাকা কাস্টম হাউস কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ডাটা সফট লিঃ এর সমন্বয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব নাফিজ ইমতিয়াজ ইসলাম উপ-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৯৫	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত তৈরী পোশাকের মান নিয়ন্ত্রন কেন্দ্র স্থাপন প্রসঙ্গে অনুষ্ঠিতব্য সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন সদস্য, এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইভারসিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
৯৬	DCCI Representative to the Third Meeting of National Trade Facilitation Committee (NTFC) organized by National Board of Revenue (NBR)	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই
৯৭	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশে Authorized Economic Operator (AEO) পদ্ধতি অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানি পণ্য খালাসে গ্রীন চ্যানেল সুবিধা চালুর বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই
	বন ও পরিবেশ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভাসমূহ	
৯৮	পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
	বিবিধ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের আয়োজিত সভা	
৯৯	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত National Skills Development Council (NSDC) এর সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান সভাপতি, ডিসিসিআই
১০০	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ইন্ডাস্ট্রিজ স্কিলস কাউন্সিল (ISC) গুলোর ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং আইএসসিগুলোকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার নিমিত্তে বিশেষ কর্মশালায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	খন্দকার শহীদুল ইসলাম সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১০১	DCCI representative to attend the Seminar on "Business and Human Rights"organized by CSR Centre	জনাব ওসামা তাসীর উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১০২	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে পুরাতন কাপড় আমদানিকারক নির্বাচনের জন্য গঠিত জেলা কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	খন্দকার শহীদুল ইসলাম সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১০৩	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক আয়োজিত খাদ্যে রাসায়নিক ও ভেজাল মিশ্রন নিরোধ অভিযান বিষয়ক কমিটিতে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	খন্দকার শহীদুল ইসলাম সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১০৪	DCCI representative to the seminar on "Increasing Tax Compliance through Social Recognition in Bangladesh" jointly organized by International Growth Centre (IGC) and BRAC Institute of Governance and Development (BIGD) BRAC University	খন্দকার শহীদুল ইসলাম সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

১০৫	DCCI representative to the Second Preparatory Meeting on International Conference on Urban Health organized by Ministry of Local Government, Rural Development & Co-operatives	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
১০৬	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের "স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট" এর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই
১০৭	কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং কারিগরি শিক্ষাকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে "কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৪" উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত "চাকুরী মেলা (Job Fair)" কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ সাবেক পরিচালক এবং আহবায়ক প্রজেক্টস, বিবিএ কলেজ, ডিবিআই, এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
১০৮	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয়ের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা দেয়ার জন্য "বিভাগীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরামর্শক কমিটি" গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নিমিত্তে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	ক্যাপ্ট. মোঃ নুরুল হক (অবঃ) আহবায়ক, হিউম্যান রিসোর্স স্কিলস ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
১০৯	DCCI representative for the International Conference on "Logistic and Supply Chain Management in Food Industry	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
১১০	DCCI representative to the national workshop on "Social Responsibility and International Standard: Implementation ISO 26000 in angladesh"organized by High Commission of Canada.	জনাব এস রুমী সাইফুল্লাহ পরিচালক, ডিসিসিআই
১১১	DCCI Representative to the Focus Group Discussion (FGD) on Out-of-Court Workout Guidelines organized by Bangladesh Investment Climate Fund (BICF)	জনাব সামির সাত্তার পরিচালক, ডিসিসিআই
১১২	DCCI representative to the EU Consultation Meeting: "Strengthening the Role of the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growth in Developing Countries organized by European Union Delegation to Bangladesh	জনাব সামির সাত্তার পরিচালক, ডিসিসিআই
১১৩	DCCI representative to the meeting of First Joint Working Group on Trade organized by High Commission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka	জনাব হুমায়ুন রশিদ পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব সামির সাত্তার পরিচালক, ডিসিসিআই
১১৪	এফবিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত কাউন্সিল অব চেম্বার প্রেসিডেন্টস্ এর সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	খন্দকার শহীদুল ইসলাম সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১১৫	DCCI representative to the Discussion Meeting with the visiting members of the UK-BCCI Delegation at FBCCI	খন্দকার শহীদুল ইসলাম সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

১১৬	এফবিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত পণ্যের কন্টেইনার পরিবহনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে কন্টেইনার-এ ইলেকট্রনিক সীল ও লক ব্যবহারের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে মতামত প্রেরণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
১১৭	DCCI representative to the Seminar on Doing Business with the Philippines organized by FBCCI	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
১১৮	এফবিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট প্রস্তাব প্রণয়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য আলোচনা সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম পরিচালক, ডিসিসিআই
১১৯	এফবিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত বর্তমান সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
১২০	DCCI representative to the One to One Business Meeting with Korean Delegates organized by FBCCI	জনাব এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া সাবেক পরিচালক, ডিসিসিআই
১২১	এফবিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত মূসক আইন ২০১২ এবং এতদসংক্রান্ত প্রণীত খসড়া বিধিমালার উপর অনুষ্ঠিতব্য আলোচনা সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ সহ-আহবায়ক, কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
১২২	DCCI representative to the Presentation and Discussion on Bangladesh-National Single Window-SGS Project Experience organized by FBCCI	জনাব নাফিজ ইমতিয়াজ ইসলাম উপ-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
১২৩	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) ভারত থেকে আগত (FACSI) এর নেতৃত্বে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের সাথে নাসিব নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলের শিল্প ও ব্যবসা সংশ্লিষ্ট মত বিনিময় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম পরিচালক, ডিসিসিআই
১২৪	ঢাকা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট স্কিলস কম্পিটিশন' ২০১৪ আঞ্চলিক পর্ব প্রতিযোগিতা মূল্যায়ন কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান পরিচালক, ডিসিসিআই
১২৫	DCCI representative attended the training program on "EC Small Traders Capacity Building: Market Access, Voluntary Standards and Access to Finance.	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহবায়ক, ডিসিসিআই পাবলিকেশনস অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস্, স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪ এবং সদস্য, এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইভারসিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
১২৬	বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি (বিপিকেএস) ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে বিপিকেএস এবং কানাডার ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এএইচএম রেজাউল কবির সচিব, ডিসিসিআই
১২৭	পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সাধারন অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রণীত "Mid-Term Implementation Review of Sixth Five Year Plan (2014)" শীর্ষক ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা প্রতিবেদন উপস্থাপনা অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এএইচএম রেজাউল কবির সচিব, ডিসিসিআই

১২৮	DCCI representative to the consultation meeting regarding the Australia Awards organized by Australian High Commission	জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই
১২৯	বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের Institutional Management Committee (IMC) এর সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
১৩০	DCCI Representative to the program on "Value Chain Excellence Night 2014" organized by Grameenphone Limited	জনাব আবুল বাশার জুনিয়র অফিসার, ডিবিআই, ডিসিসিআই
১৩১	ঢাকা জেলার আইন শৃংখলা কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম পরিচালক, ডিসিসিআই
১৩২	ঢাকা জেলার আইন শৃংখলা কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	আলহাজ্ব মোঃ মনিয়ুম খান সহ-আহবায়ক, ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ স্ট্যান্ডিং-২০১৪
১৩৩	ঢাকা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	আলহাজ্ব মোঃ মনিয়ুম খান সহ-আহবায়ক, ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
১৩৪	ঢাকা জেলার সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম পরিচালক, ডিসিসিআই
১৩৫	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বিষয়ে গণশুনানিতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম পরিচালক, ডিসিসিআই
১৩৬	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান পরিচালক, ডিসিসিআই
১৩৭	DCCI representative to the seminar on "Enhanced Maritime Connectivity between Bangladesh and Sri Lanka: Reality and Prospects" organized by Ministry of Shipping.	জনাব আসফাক আহমেদ সদস্য, ন্যাশনাল কমিউনিকেসন, ট্রান্সপোর্টেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
১৩৮	জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার এর স্টীয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
১৩৯	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত অভ্যন্তরীন বোরো সংগ্রহ-২০১৪ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
১৪০	DCCI representative to the workshop on "Reduction of Post Harvest Losses in Horticultural Chains in SAARC Countries" organized by Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) in collaboration with FAO at the BARC Conference Room.	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই

১৪১	এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রণীত এসএমই বান্ধব বাজেট প্রস্তাবনার ভ্যালিডেশন কর্মশালায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	খন্দকার আতিক-ই-রাব্বানী আহবায়ক, এসএমই এন্ট্রাপ্রিনিয়রশীপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪ জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না সহ-আহবায়ক, এসএমই এন্ট্রাপ্রিনিয়রশীপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
১৪২	ঢাকা মেট্রো আরটিসি'র সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব দাতা মাগফুর সাবেক পরিচালক এবং আহবায়ক, ন্যাশনাল কমিউনিকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ইনফ্রাসট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
১৪৩	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয়ের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা দেয়ার জন্য "বিভাগীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরামর্শক কমিটি" গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নিমিত্তে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	ক্যাপ্ট. মোঃ নুরুল হক (অবঃ) আহবায়ক, হিউম্যান রিসোর্স স্কিলস ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
১৪৪	শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট এর ইনষ্টিটিউশনাল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আবসার করিম চৌধুরী সাবেক সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১৪৫	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জেলা লবন কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আবসার করিম চৌধুরী সাবেক সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১৪৬	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) প্রকল্প বাছাই কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ সাবেক পরিচালক এবং আহবায়ক প্রজেক্টস, বিবিএ কলেজ, ডিবিআই, এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
১৪৭	DCCI representative to the National Workshop on "Sharing Study Findings: Labour Law, The Business Environment & Growth of Micro & Small Enterprises in Bangladesh" organized by International Labour Organization	জনাব আরিফ ইব্রাহীম আহবায়ক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার রিলেশন, ফ্যাক্টরী কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
১৪৮	DCCI representative to the Orientation and Discussion Meeting on SME Development in Bangladesh: Sharing of Iranian Experiences of Bakery Industries	জনাব মোহাম্মদ বশিরউদ্দিন সহ-আহবায়ক, ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪
১৪৯	সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগে "রানা প্লাজা দুর্ঘটনা ও পরবর্তী পদক্ষেপসমূহঃ প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়নের সর্বশেষ পরিস্থিতি" শীর্ষক সংলাপে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই

১৫০	DCCI representative to the Focus Group Discussion on "Venture Capital for Entrepreneurship Development: Role of BD Venture Limited" organized by BD Venture Limited	কাজী মোঃ শফিকুর রহমান কনসাল্ট্যান্ট, ডিসিসিআই ইটুকে প্রজেক্ট জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
১৫১	DCCI representative to the workshop on "Incoterms 2010 and Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 758" organized by International Chamber of Commerce - Bangladesh	জনাব মোঃ শামসুদ্দিন আজাদ উপ-সচিব (প্রশাসন), ডিসিসিআই

ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটি সমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সার্বিক পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীসহ পরামর্শ ও সুপারিশ প্রণয়ন করা, চেম্বারের প্রশাসনিক কার্জকম, দেশের আমাদনি-রপ্তানি বাণিজ্য, শিল্পায়নে বিরাজমান সমস্যা, জাতীয় বাজেট, নতুন করারোপ এবং সর্বোপরি বাণিজ্যিক প্রতিক্রিয়াসহ নানাবিধ সমস্যার উপর পর্যালোচনার মাধ্যমে বাস্তবমুখী বিশ্লেষণাত্মক পরামর্শ দেয়া স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের মূখ্য দায়িত্ব। ২০১৪ সালে মোট ২৩টি স্ট্যান্ডিং কমিটি তাদের কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছে। বিষয়ভিত্তিক স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বার্ষিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র মুখপাত্র হিসেবে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যবসায়ী মহলে তথা দেশে ও বিদেশে এ প্রকাশনা ইতিমধ্যে একটি স্থান করে নিয়েছে। সংবাদপত্র ও মননশীল প্রকাশনায় খ্যাতিমান কয়েকজন ব্যক্তিত্বের তত্বাবধানে প্রতিমাসে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ প্রকাশিত হয়। এর উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দরা হলেন ঃ ড. মিজানুর রহমান শেলী-চেয়ারম্যান, সৈয়দ কামাল উদ্দিন-সদস্য, জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন-সদস্য, জনাব জগলুল আহমেদ চৌধুরী-সদস্য, জনাব এ এস এম কাসেম-সদস্য, জনাব এম এ মোমেন-সদস্য এবং জনাব হোসেন খালেদ-সদস্য।

এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর "এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার-২০১৪" স্ট্যান্ডিং কমিটি এর ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষিভিত্তিক শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন কৃষিজাত শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা, বাজারজাতকরণ, কৃষি নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয় এবং WTO Agreement এর আলোকে জাতীয় অর্থনীতিতে, নীতি নির্ধারণী মন্ত্রণালয় এর বিভিন্ন সংস্থার বিবেচনার জন্য এবং কার্যকরী সুপারিশমালা প্রণয়নের প্রেক্ষিতে এগ্রোবেইজড ট্রেড সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি কাজ করে থাকে।

কৃষিভিত্তিক শিল্প আলোচনার আওতায় যে বিষয়গুলো আসতে পারে, তা হচ্ছে ফসল ও অন্যান্য কৃষিজ সম্পদ উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। কৃষিক্ষেত্রে অন্য উপশাখাগুলি হচ্ছে ঃ গবাদি পশু, মৎস্য ও বন। বাংলাদেশের কৃষি কার্যক্রম মূলত প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু কৃষিই বাংলাদেশের জনজীবনের প্রধান অবলম্বন সে কারণে কৃষি সম্পর্কিত এ বিষয়গুলোও বিবেচনায় আনা হয়। যেমনঃ কৃষির ইতিহাস, কৃষিভূমি, জীববৈচিত্র্য, প্রধান ফসল উৎপাদন, চাষ পদ্ধতির ধরণ, কৃষিশ্রমিক, কৃষিঋণ, পল্লীঋণ, কৃষিসামগ্রী বিপণন, কৃষিনীতি, কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা, ফসলের জাত উদ্ভাবন, ফসলের ক্ষতিকর প্রাণী ও রোগবালাই, কৃষিসম্পদ, কৃষি পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি, কৃষি যন্ত্রপাতি, খামার উপকরণ ও সরঞ্জাম, কৃষিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি, কৃষিসংস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। ডিসিসিআই এর "এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার-২০১৪" স্ট্যান্ডিং কমিটি এ পর্যন্ত যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপঃ

১। বৎসরের শুরুতেই কমিটির উদ্দেশ্য, আদর্শ সামনে রেখে মিশন স্টেটমেন্ট এবং বার্ষিক কর্মপঞ্জী প্রস্তুত করা হয়, যা ডিসিসিআই পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

২। এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার - ২০১৪ স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক ৩টি সভার আয়োজন করা হয়।

৩। এ স্ট্যান্ডিং কমিটি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের কৃষি ও পল্লী ঋণদান পদ্ধতির তথ্য, উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করে থাকে।

এ ছাড়া কৃষিখাতের উপর যে সমস্ত সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ এ ঢাকা চেম্বারের নিম্নোক্ত প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ঃ

ক) এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত "Export of Agricultural Products from Bangladesh: Prospects and Constrains" শীর্ষক বিশেষ সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

খ) এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী USAID কর্তৃক আয়োজিত "National Seed Policy of Bangladesh" শীর্ষক আলোচনা সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

গ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত অভ্যন্তরীন বোরো সংগ্রহ-২০১৪ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি হিসেবে এ কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

ঘ) এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার এর স্টীয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঙ) জনাব হোসেন এ সিকদার, পরিচালক, ডিসিসিআই এবং মিসেস সামসুন নাহার, মহিলা শিল্প উদ্যোক্তা বিসিক শিল্প নগরী, ধামরাই এবং বিসিক শিল্প নগরী, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকার ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে জনাব শোয়েব চৌধুরী সমন্বয়কারী পরিচালক, এডভোকেট আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার আহবায়ক এবং জনাব মোঃ শাহিদ হোসেন সহ-আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন সর্বজনাব আলহাজ্ব মোঃ শরফুদ্দীন, সফিক হোসেন, আলহাজ্ব দ্বীন মোহাম্মদ, এম. এ. রাজ্জাক, মোঃ খোরশেদ আলম, মোঃ নেয়ামত উল্লাহ মজুমদার, মেজর সৈয়দ মুনীবুর রহমান (অবঃ), মোঃ কবির হোসেন, মোহাম্মদ শাহ্ জামাল মিঞা, মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নুরুল হুদা, এ.কে.এম.আজাদ, শামীম আহমেদ, শেখ আব্দুর রহিম, ড. কামরুল আহসান, গোলাম আতাউর দিদার, মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, ড. কামরুল আহসান, মোঃ শাহরিয়ার রহমান চৌধুরী, নাইমুল হক খান, এনামুল হক পাটোয়ারি, জামিল মাহমুদ, এম মাহবুব উল্লাহ, মিসেস আইরিন আক্তার, মাহমুদ আরেফিন আক্তার, রিয়াদ হোসেন এবং জনাব আন্দালিব ইসলাম।

সিভিল এভিয়েশন, ট্যুরিজম অ্যান্ড সার্ভিস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৪

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) দেশের পর্যটন খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো এবং এখাতে করণীয় নির্ধারণে সিভিল এভিয়েশন, ট্যুরিজম অ্যান্ড সার্ভিস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৪ গঠন করে। এ স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা ও এর বিকাশে করণীয় নির্ধারনে নানা সুপারিশমালা গ্রহণ করা এবং এ সকল সুপারিশমালা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা। একথা সত্য যে, বাংলাদেশে এ মুহুর্তে তৈরী পোষাক খাতই সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। নদীমাতৃক কৃষিনির্ভর এ দেশের বিদ্যমান পর্যটন সম্ভাবনাকে যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে এ খাত থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকরি ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

ডিসিসিআই'র সিভিল এভিয়েশন, ট্যুরিজম অ্যান্ড সার্ভিস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি বাংলাদেশের সর্বাধিক পর্যটন সম্ভাবনাময় এলাকাগুলো চিহ্নিত করে এবং এর উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নির্ধারণে সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে। পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারী পর্যায়ের পাশাপাশি বেসরকারী খাতেও ট্যুরিজম সেক্টর গড়ে তোলার ব্যাপারে এ কমিটি প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

এ কমিটি পর্যটন খাতের উন্নয়ন ও প্রসার, দেশের সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্থানীয় পর্যটন কেন্দ্রসমূহ উন্নয়নে সরকারী সহযোগিতা, দেশে ও দেশের বাইরে অবস্থানরত দূতাবাস সমূহের কার্যকর ভূমিকা তথা দেশীয় ট্যুরিজম ও এর সেবাখাতের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

এ কমিটি দেশের পর্যটন স্থানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণে স্থানীয় চেম্বার সমূহের মধ্যে আলোচনা করে সুপারিশমালা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় প্রেরণ করে থাকে। এছাড়াও এ বিষয়ে সেমিনার, কর্মশালা এবং গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনের মাধ্যমে পর্যটন খাতের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং এর সমাধানের উপায় নিরুপণ করে থাকে।

এ কমিটিতে জনাব নেসার মাকসুদ খান, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব এস. এম. জিল্লুর রহমান, আহ্বায়ক এবং জনাব মোঃ ইকরাম ঢালী, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও সর্বজনাব মাহবুব আনাম, রাকিব মোহাম্মদ ফখরুল, সুমন তালুকদার, মোঃ আব্দুল হামিদ, সৈয়দ হাবিব আলী, রফিকুল্লাহ সেলিম, এ এইচ এম মঈনউদ্দিন, মোঃ ফখরুল ইসলাম, এম. এ. মান্নান, কাজল দেবনাথ, এম.এস. সিদ্দিকী, কাউসার জামান বাপ্পি, মোহাম্মদ ওসমান গনি, সুপ্রিয় কুমার চক্রবর্তী, মোঃ জাকারিয়া, মোঃ আমিরুজ্জামান, আসলাম ফজল মানিক, জামিলুর রহমান এবং জনাব এস এম খালিদ এ কমিটিতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

Country Branding and Positioning Bangladesh for Industrial Growth & International Relation Development Standing Committee-2014

Country Branding and Positioning Bangladesh for Industrial Growth & International Relation Development Standing Committee 2014 has been working for the overall branding issues of Bangladesh for our industrial growth and enhancing international relation. This year this committee had two meetings. A Help Desk is established at DCCI as recommended by this committee.

Country Branding

For the greater interest of the businesses and sustainable as well as increased GDP growth image of the country is more important than many other components. It comprises of so many things like overall economic activities and positive images of the country. DCCI is mainly the largest SME representative Chamber of Bangladesh and focuses policy advocacy for the greater interest of economy. So, to increase Country's image DCCI focuses on policy recommendations for its proper Branding.

Image Building

One of the core objectives could be to build image of Bangladesh at home as well as abroad. Branding of DCCI will be the part of it. The main stream initiatives in this regard may be as follows:

DCCI Help Desk

As the largest representative of the private sector in Bangladesh, DCCI always tries to provide the best services to its members and business community of the country. DCCI in cooperation with International Finance Corporation (IFC) is looking forward to supporting its members and non-members business entrepreneurs from home and abroad through its Help Desk that will provide one stop services. The help desk will be a step towards making it easier for new businesses to enter into the market place to ensure competitiveness and sustainable growth.

DCCI Helpdesk will provide free advice, information resources and tailored answers to questions on issues affecting the new and existing businesses. The business help related to legal issues, online submission of name clearance, company registration, returns filing, new business setup, investment in Bangladesh, information about export and import, tax issues etc. will be provided from the help desk. The Help Desk will have coordination with various government agencies; such as: Registrar of Joint Stock Companies (RJSC), Dhaka City Corporation (DCC), Board of Investment (BoI), National Board of Revenue (NBR), Bangladesh Bank, Export Promotion Bureau (EPB) to reduce time and hassles.

Some other Objectives:

A. Arrange at least 1 meeting in every two months.
B. Arrange Seminar on Country Branding and Positioning Bangladesh
C. Implementation of DCCI Help Desk and other Business Service Desk like DCCI Entrepreneurship & Innovation Expo was held on June 22-23, 2014.
D. Organized seminar or workshops on Positioning Bangladesh for better International Relation Development

Mr. S. Rumi Saifullah was Coordinating Director, Mr. Waqar Ahmad Choudhury (Former Director), DCCI was Convenor and Mr. Md. Rashed Ali Co-convenor of this standing committee for the year 2014. The other distinguished members of the standing committee are Mr. Data Magfur (Former Director, DCCI), Mr. M. Anwarul Haque (Former Director, DCCI), Mr. Tanvir Ahmed Chowdhury, Mr. Ashfaque Ahmed, Mr. M.S. Siddiqui, Mr. Md. Delwar Hossain, Mr. Ferdous Amin, Mr. Tanvir Neamul Bashar, Mr. Swapan Kumar Saha, Mr. Kausar Zaman Bappi, Mr. Mohammad Dawood Raywas, Mr. Kazi Sharwar Habib, Mr. Md. Shahriar Rahman Chowdhury, Mr. Syed Almas Kabir, Mr. M. Mahbub Ullah and Mr. Syed Ashiq.

Standing Committee on “Customs, VAT, Taxation, NBR Related Issues” - 2014

This committee deal with the matters related to rules and procedure of Customs, VAT, Taxation and NBR related issues and prepares effective policy recommendations for simplification and rationalization of the Taxation systems in the country. The committee also discusses the problem faced by the business community regarding Customs, VAT, Tariff and Taxation and suggest for their remedial measures. The committee also prepares effective and fruitful recommendations on National Budget 2014-15 and discuss on National Budget which was announced by the Hon’ble Finance Minister.

During this year, altogether 7 (seven) meetings were held under this Standing Committee. One of the major responsibilities of this standing committee is to invite recommendations from the distinguished members of DCCI and to compile those recommendations for sending to National Board of Revenue (NBR) and Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) so that NBR consider those recommendations for inclusion in the National Budget.

In view to inclusion of DCCI recommendations in the National Budget 2014-15, DCCI has prepared and sent total 59 (Fifty Nine) recommendations on three categories: Income tax, Import Duty and Value Added Tax (VAT).

Alike every year, this Standing Committee supervised and coordinated the regular publication of DCCI “Tax Guide 2014-15”. To create awareness and encourage in paying tax DCCI distributed the Tax Guide 2014-15 to all DCCI members at free of cost. Moreover, DCCI has given 800 (eight hundred) complementary copies of Tax Guide 2014-15 to NBR for its wide circulation to the official of NBR across the country.

Mr. Haider Ahmed Khan, FCA, Coordinating Director and Director, DCCI; Mr. Mohd. Shahjahan, Convenor; Mr. Md. Abdul Hamid, Co-Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities during the year. The other distinguished members of the Standing Committee were: Mr. Absar Karim Chowdhury, Former Vice President, DCCI; Mr. Rafiqul Islam Khan, FCA, Former Director, DCCI; Mr. M. Anwarul Haque Former Director, DCCI; Mr. A.K.M. Mizanur Rahman, FCA; Mr. Ataur Rahman Chowdhury; Mr. Shantanu Das; Mr. Md. Khorshed Alam Patwary; Engr. Kazi Mahbubur Rahman; Mr. Md. Sakhayet Ullah Azad; Mr. Md. Motaher Hussain; Mr. Md. Ikram Dhali; Mr. Faroque Ahmed Khan, FCA; Dr. M. Munirul Islam; Mr. Manoranjan Bhakta; Mr. Syed Mohammad Zakir Hossain; Mr. Mohammed Ejaz Gaffar; Mr. Sirajul Islam Hanif; Mr. M.A. Razzak; Mr. Md. Shahid Hossain; Mr. Sumon Talukder; Mr. Mohammed Nizam Uddin Talukder and Major Syed Munibur Rahman.

ডিসিসিআই পাবলিকেশনস অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৪

ডিসিসিআই এর ক্রমবর্ধমান কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা বের করে থাকে। ডিসিসিআই প্রকাশনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশিত ডিসিসিআই রিভিউ, বার্ষিক প্রতিবেদন, ট্যাক্স গাইড, কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা, ইনট্রোডিউসিং ডিসিসিআই, ব্রশিউর, ফ্লায়ার, শুভেচ্ছা কার্ড, ডেলিগেশন ব্রশিউর ইত্যাদি। এ সকল প্রকাশনাসমূহের মানোন্নয়নসহ দেশের সার্বিক প্রকাশনা খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন এ কমিটির অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তাছাড়াও এ কমিটি দেশের মুদ্রণ শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানকল্পে সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে ডিসিসিআই পাবলিকেশনস্ পাবলিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি নিরলসভাবে কাজ করে থাকে। এ কমিটি সৃজনশীল প্রকাশনা বৃদ্ধির সুপারিশও প্রণয়ন করেছে। ডিসিসিআই পাবলিকেশনস্ স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা এর বাংলা সংস্করণের কাজ চলছে এবং তা প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ বছর এ কমিটির মোট ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ কমিটির প্রথম সভার সুপারিশ অনুযায়ী ডিসিসিআই এ বছরের ২৫ মার্চ তারিখে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু এম.পি. প্রধান অতিথি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণে আমাদের দেশের গণমাধ্যম যে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে তা এ সেমিনারের বক্তারা আলোকপাত করেন।

এছাড়াও ডিসিসিআই পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ কমিটি আগামী বছর গণমাধ্যমকে শক্তিশালীকরণে ব্যবসায়ীদের ভূমিকা শীর্ষক আরেকটি সেমিনার আয়োজন করবে। পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত এ বছরও পাবলিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি ভ্যাট ট্যাক্স স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে ট্যাক্স গাইড ২০১৪-১৫ প্রকাশনায় যৌথভাবে শতভাগ সফলতার সাথে কাজ করেছে। এ কমিটি ডিসিসিআই'র জনসংযোগ শাখার আধুনিকায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নেও আলোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে। এ কমিটি এ বছর ডিসিসিআই রিভিউকে সকল সদস্যদের মাঝে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণের সুপারিশ করা হয়।

এ কমিটি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে ডিসিসিআই'র বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে একটি বই প্রকাশের সুপারিশ করে যাতে ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠাতাগণ, প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ ও তাঁদের সাফল্যমণ্ডিত কর্মজীবন নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ থাকবে।

জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব এমএস সিদ্দিকী, আহ্বায়ক, জনাব কামরুল হাসান শায়ক, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে এ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়াও সর্বজনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, কামরুল ইসলাম, এফসিএ, এম আনোয়ারুল হক, ওসমান গনি, আরিফ ইব্রাহীম, আনোয়ার হোসেন মন্ডল, মোঃ আব্দুল হামিদ, আহমেদ মাহমুদুল হক, ইঞ্জিনিয়ার শামসুজ্জোহা চৌধুরী, মিসেস পপি চৌধুরী, এমএ রশিদ শাহ সম্রাট, ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আল আমিন, সৈয়দ আলমাস কবির, মোঃ মাজহারুল ইসলাম এবং জনাব মোঃ নাইমুল হক খান এ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি ডিসিসিআই-এর নিজস্ব ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ, অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সম্পদ সম্প্রসারণ, ভবনের ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের সুবিধা-অসুবিধা, ভাড়া আদায় ত্বরান্বিত করা, খালি স্পেসসমূহ গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে সৃজনশীল প্রস্তাবনা ও তা পর্ষদ অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়াও আইনগত বিষয়গুলোও পর্যালোচনান্তে বস্তুনিষ্ঠ সুপারিশ প্রণয়ন এ কমিটির এখতিয়ারভূক্ত।

ডিসিসিআই-এর সিংহভাগ আয়ের উৎস ভাড়া খাত। বিগত বছরে গৃহীত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতার লক্ষ্যে নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা রাখা হয়েছে। ভাড়া আদায় ত্বরান্বিত করার বিষয়েও সময়োপযোগী পরামর্শ রেখেছে।

চলতি বছরে এ কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ডিসিসিআই-এর উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত কাজে কমিটি চেম্বার কর্তৃপক্ষের সাথে একাধিক বৈঠক করেছেন ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ বছর গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে ভবনের Exterior Development কার্যক্রম, অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য, পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার পরামর্শ রেখেছেন। এস্টেট বিভাগের কার্যক্রম দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শূন্য পদগুলোতে লোক নিয়োগের সুপারিশ রাখা হয়েছে। এছাড়া যেহেতু সম্মুখ ভবনের ৬ দরজা বিশিষ্ট

বর্তমান সিন্ডলার লিফটটি ভিআইপি কাজে অর্থাৎ অডিটোরিয়ামের সেমিনার-সিম্পোজিয়াম সহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয় এবং এখানে একটি আকর্ষণীয় নতুন লিফট স্থাপন করা হলে ডিসিসিআই এর ইমেজ বৃদ্ধি করবে। বর্তমান সিন্ডলার লিফটটি দীর্ঘ দিনের পুরাতন, বিধায় প্রায়ইঃ ত্রুটি দেখা দেয়। কমিটি এ লিফট অধিক ব্যয়ে মেরামত না করে উন্নত ও আকর্ষণীয় লিফট ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে এবং ৩টি লিফটেই Intercom System সংযোগ দেয়ার পরামর্শ রেখেছে। তাছাড়া ভবনের বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনে এইচ টি সুইচ গিয়ার স্থাপন, ভবনের ৬ষ্ঠ তলার অডিটোরিয়াম, নীচ তলার ই এম ডি বি ও ২য় তলার বৈদ্যুতিক সংস্কার কাজের জন্যও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ডিসিসিআই-এর অডিটোরিয়াম টয়লেট, সাউন্ড সিস্টেম, দ্বিতীয় তলা, নীচ তলার প্রধান প্রবেশ এরিয়া সহ প্রাসঙ্গিক কার্যাদি এ কমিটির তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করানো হয়েছে।

ডিসিসিআই-এর ৬৫ নং প্লট অবমুক্তির ব্যপারে ডিসিসিআই এর পক্ষে মহামান্য হাইকোর্টের রায় পাওয়া গেছে। কমিটি এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম সম্পন্ন করানো বিষয়ে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া ডিসিসিআই-এর জন্য একখন্ড জায়গা নেয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর কমিটিতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশক্রমে এ ব্যাপারে মাননীয় সভাপতি, সম্মানিত সমন্বকারী পরিচালক ও আহবায়ক মহোদয় পর্যায়ে প্লট ক্রয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

এ কমিটি ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এর সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়ের ছবি ডিসিসিআই কম্পাউন্ডের উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করার সুপারিশ রেখেছেন। চেম্বার পরিচালনায় যে সকল সম্মানিত সদস্য বিশেষ অবদান রেখেছেন, পর্যায়ক্রমে তাদের ছবিও স্থাপন করা হবে মর্মে কমিটি সুপারিশ রেখেছে।

ডিসিসিআই এস্টেট কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪ এ জনাব কে. জি. করিম (পরিচালক-ডিসিসিআই) সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব হোসেন আখতার (সাবেক উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি) আহবায়ক, জনাব মোহাম্মদ বাশীরউদ্দিন, সহ-আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ জনাব এম আবু হোরায়রা (সাবেক সহ-সভাপতি), জনাব এম আনওয়ারুল হক (সাবেক পরিচালক), জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (সাবেক পরিচালক) ও জনাব কে এম এন মঞ্জুরুল হক (সাবেক পরিচালক)।

ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪

ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি ডিসিসিআই'র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি। ঢাকা শহরের ক্রমবর্ধমান যানজট ও গণপরিবহন সংকট মোকাবেলায় এ কমিটি বাস্তবভিত্তিক সুপারিশমালা প্রণয়ন ও তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহে প্রেরণের সুপারিশ করে থাকে।

এ বছর এ কমিটির মোট ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সমস্ত সভায় ব্যবসায়ের ব্যয় হ্রাসের ক্ষেত্রে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন কিভাবে অবদান রাখতে পারে সে ব্যাপারে ডিসিসিআই এর সম্মানিত সদস্যগণের কাছ থেকে সার্কুলারের মাধ্যমে মতামত আহ্বান করা হয়। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) গাড়ি রেজিস্ট্রেশন, নাম পরিবর্তনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট সরবরাহ করতে অনেক সময় নেয়। তাই এ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট দ্রুত সময়ের মধ্যে সরবরাহ করার অনুরোধ জানিয়ে বিআরটিএ-তে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ কমিটির মাধ্যমে এ বছর ডিসিসিআই-এর সাবেক উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, পরিচালক, সদস্যসহ দেশ বরেণ্য যারা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের মাগফেরাত কামনা করে দোআ করা হয়।

ঢাকা শহরে ফুটপাত এবং রাস্তায় যত্র তত্র হকার বসায় যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। এ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পবিত্র রমজান মাসে যান চলাচল এবং যাত্রী সাধারণের নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ যাতায়াত নিশ্চিত করার ব্যাপারে অনুরোধ জানিয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করা হয়।

তাছাড়া, সম্প্রতি ট্রেনে বেশ কয়েকটি লাইনচ্যুৎ দূর্ঘটনা ঘটায় এ কমিটি উদ্বিগ্ন প্রকাশ করে এবং ঈদ উপলক্ষ্যে যাত্রী সাধারণ যাতে রেল পথে নিরাপদে এবং নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে সে ব্যাপারে দ্রুততম সময়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ জানিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। এছাড়া ভিশনঃ ২০৩০ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে আধুনিক

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে রেলওয়েকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে একটি সেমিনার আয়োজন করার ব্যাপারে এ কমিটির পরিকল্পনা রয়েছে। সর্বোপরি ঢাকা শহরে একটি কার্যকর ও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে এ কমিটি নিরলসভাবে কাজ করেছে।

এ বছর এ কমিটিতে জনাব এ. কে. ডি. খায়ের মোহাম্মদ খান সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব নাজির হোসেন আহ্বায়ক এবং জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান খান সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ মধ্যে হলেন ঃ সর্বজনাব এম আবু হোরায়রা, আলহাজ্ব আলাউদ্দিন মালিক, মাশহুক হোসেন, মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ), এ এস এম, মহিউদ্দিন মোনেম, মোঃ আনোয়ার হোসেন মন্ডল, খন্দকার দিদার উস সালাম, ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আল আমিন, আলহাজ্ব মোঃ আহসানুল হক (আহসান), আমিনুর রহমান, ড. এম খোরশেদ আলম, ইঞ্জিনিয়ার মোঃ রেজাউল করিম, এস এম এন কাইয়ুম এবং জনাব মোঃ সালাম ওবায়দুল করিম।

এনভায়রনমেন্ট, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, রিনিউএবেল এনার্জি, কার্বন ট্রেডিং অ্যান্ড পলিউশান কন্ট্রোল” বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪

ডিসিসিআই এর “এনভায়রনমেন্ট, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, রিনিউএবেল এনার্জি, কার্বন ট্রেডিং অ্যান্ড পলিউশান কন্ট্রোল” বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি পরিবেশ উন্নয়নে ব্যবসায়ী সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য হলো ঃ

১। পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসায়ী সমাজের প্রয়োজনের আলোকে সরকার কর্তৃক পরিবেশ সহায়ক সুষ্ঠু নীতিমালা ও নিয়মনীতি গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়নে ব্যবসায়ী সমাজকে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসার আহবান জানানো।

২। দেশের নগর কেন্দ্রিক শিল্প কারখানা কর্তৃক পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও তা নিরসনে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

৩। ডিসিসিআই এ একটি পরিবেশ সংক্রান্ত সেল স্থাপন, যেখানে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করে তা দ্বারা পরিবেশ সংরক্ষনের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।

৪। ব্যবসায়ী সমাজের স্বার্থ সংরক্ষন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স এর বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৫। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, যারা পরিবেশ রক্ষায় কাজ করছে, তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা করা।

৬। পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেশী-বিদেশী পরিবেশবাদী দাতা গোষ্ঠীদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও রাউন্ড টেবিল বৈঠকের আয়োজন করা।

২০১৪ সালের ২৩শে এপ্রিল এ কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হয়ঃ

১। পরিবেশ সংক্রান্ত একটি গোল টেবিল বৈঠক আয়োজনের সুপারিশ করা হয়, যেখানে সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য স্টেকহোলডার উপস্থিত থেকে তাদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরতে পারবেন যাতে তদনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

২। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা বিশেষতঃ ঢাকা চেম্বারের সম্মুখে ও আশেপাশের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কমিটির সদস্য ক্যাপ্টেন মোঃ নুরুল হক (অবঃ) কর্তৃক প্রদত্ত প্লান অব অ্যাকশনের বিষয় নিয়ে আলোচনা ও তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি চূড়ান্ত করা।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ডিসিসিআই এর জনাব নেসার মাকসুদ খান, সমন্বয়কারী পরিচালক; জনাব আসিফ এ. চৌধুরী, আহবায়ক এবং জনাব আনোয়ারুল ইসলাম সহ-আহবায়ক এর দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেনঃ সর্বজনাব আলতাফ হোসেন বিশ্বাস, ইঞ্জি. কাজী মাহবুবুর রহমান, ক্যাপ্টেন মোঃ নুরুল হক (অবঃ), ইনামুল হক পাটোয়ারী, ইঞ্জি. উৎপল কুমার দাস, ড. এম. আসাদুজ্জামান, আকতার হোসেন, গোলাম আতাওয়ার দিদার, ড. এম খোরশেদ আলম, মোঃ আতিকুর রহমান সরকার, এ এফ এম গোলাম কিবরিয়া, আসিফ মাহমুদ সামি, মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, সারমাদ মনসুর, মোঃ সাজেদুল করিম শোগান এবং ইঞ্জি. আকবর হাকিম।

Standing Committee on "Export Policy, Promotion, Diversification, Multi Lateral and Bi-lateral Trade Agreements "-2014

The Standing Committee on "Export Policy, Promotion, Diversification, Multi Lateral and Bi-lateral Trade Agreements acts as a forum for facilitating the export promotion and diversification through utilizing Multi-Lateral & Bi-Lateral Trading System and putting business-friendly recommendations on behalf of the private sector for incorporating into the Export Policy of the government. It also strives to encourage new entrepreneurs in export business and make them competitive for coping with the changing pattern of global export market.

During the year 2014, a total of two meetings were held under this Standing Committee. In these meertings, it has discussed various issues related to Export Policy, Export Promotion, Multi-lateral and Bi-lateral Trade Agreement, FTA etc of Bangladesh. In the first meeting, Members of the Standing Committee stated that it is essential to know the views of various Embassies and High Commissions regarding ways of enhancing exports of Bangladesh to the targeted countries. As per the recommendation of the committee, a Round Table Discussion (RTD) on "Improving Exports: Importing Country's Perspective" was organized by DCCI on May 10, 2014 at DCCI. Mr. Mohammad Shahjahan Khan, President, DCCI presided over the program while Mr. Osama Taseer, Senior Vice President, DCCI and Coordination Director of the Standing Committee moderated the open discussion session of the program. Mr. Tahsin Aman, Co-convenor of the Standing Committee made the concluding remarks. Among others, H. E. Mr. Shakir Qasim Mahdi, Ambassador, Embassy of the Republic of Iraq; H. E. Mr. W. A. Sarath K. Weragoda, High Commissioner, High Commission of Sri Lanka in Dhaka; Mr. Faruque Ahmad, Senior Manager, KOTRA, Dhaka; Ms. Tulay UYANIK, Commercial Counsellor, Turkish Embassy in Dhaka and Mr. Minhaz Chowdhury, Country Manager, Australian Trade Commission, Australian High Commission in Bangladesh made presentations on the occasion. Mr. Joshua Hatch, Political Officer, Embassy of the United States of America in Dhaka and Mr. Shafiur Rahman, Administrative Officer, Embassy of Spain in Bangladesh were present as the observer at the RTD. President, DCCI and Senior Vice President, DCCI presented DCCI memento to the distinguished representatives of different Embassies and High Commissions.

Another Round Table Discussion on "Factoring: A Better Alternative to Letter of Credit" was jointly organized by DCCI and Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM) under the initiative of this Standing Committee on September 20, 2014 at DCCI Auditorium. The main objective of the RTD was to address the key challenges and prospects of factoring as a better alternative to Letter of Credit. Dr. M Aslam Alam, Secretary, Bank and Financial Institutions Division, Ministry of Finance, Government of Bangladesh was present as Chief Guest while Dr. Toufic Ahmad Choudhury, Director General, BIBM was present as Special Guest on the occasion. Mr. Mohammad Shahjahan Khan, President, DCCI chaired the Round Table Discussion. Prof. Dr. Prashanta Kumar Banerjee, Director (Research, Development & Consultancy), BIBM presented the keynote paper at the RTD. Mr. S A Chowdhury, Chairman, Janata Bank Ltd. and AK Gangapadhay Chair Professor, BIBM; Mr. Md. Masud Biswas, General Manager, Foreign Exchange Policy Department, Bangladesh Bank and Mr. M. S. Siddiqui, Member of this Standing Committee were present as the panel discussants on the occasion. The recommendations came out of these two Round Table Discussions have been included in a separate chapter of this Annual Report.

Members of this Standing Committee participated in DCCI trade delegation to various countries including Kunming Fair, China headed by the President, DCCI. As per the guidance of the Standing Committee, a set of DCCI proposals/recommendations for incorporating into the upcoming new Export Policy 2015-18 were prepared and sent to the concerned Ministry. Representatives from this committee have also participated in various meetings at different Ministries/departments of the Government and various organizations on behalf of DCCI.

During the year, Mr. Osama Taseer, Senior Vice President, DCCI was the Coordinating Director of the Standing Committee. As the Coordinating Director, he placed recommendations of the Standing Committee in the meeting of the DCCI Board of Directors.

Mr. Andaleeb Hasan and Mr. Tahsin Aman acted as Convenor and Co-convenor of the Standing Committee respectively. They participated in the meetings of the Standing Committee. The Co-convenor of the Standing Committee presided over the meeting in the absence of the Convenor.

The other Distinguished Members of the Standing Committee were: Mr. Mohammad Moshiur Rahman Manik; Sk. Md. Waliul Islam; Mr. Mohammed Ariful Islam; Mr. Md. Azizur Rahman; Mr. A.K. M Delwar Hossain; Mr. M.S. Siddiqui; Mr. M. Sharif Ul Alam; Mr. Enamul Haque Patwary; Mr. Ferdous Amin; Mr. Tariq Abul Ala; Mr. Tanvir Neamul Bashar; Mr. Md. Ikram Dhali; Mr. Amir Hamza; Mr. Md. Anwarul Ghani; Mr. Shajahan Alam; Mr. Rashed Ali; Mr. M. Moniruzzaman; Mr. Syed Ashiq; Dr. Lokiat Ullah and Mr. Md. Munir Hossain. They took part and contributed in the meetings of the Standing Committee held during the year.

Besides, Mr. Mohammad Monir Hossan, Assistant Secretary (Research), DCCI and Mr. Rasel Ahamed, Senior Officer (Membership), DCCI performed their assigned duties properly as dealing officers of the Standing Committee.

Standing Committee on “FDI, Capital Market and Portfolio Investment” -2014

The Standing Committee deal with the matters related to boost up the investment climate for both local investment and foreign direct investment (FDI) in Bangladesh through identifying the key constraints and practical difficulties faced by the business community and suggest effective solutions of the constraints. The committee also reviews the reasons of inability to utilize the Foreign Direct Investment (FDI) in Bangladesh and find suitable solution and ensuring proper coordination to effectively utilize the FDI. The committee also discussed on the investment environment, opportunities, prospects and incentives prevailing in Bangladesh and formulates policy guideline to attract more FDI in Bangladesh.

At the beginning of the year, a comprehensive annual program schedule has been formulated and the committee followed the schedule accordingly. During the year 3 (three) meetings were held under this Standing Committee.

Bangladesh has adopted a good number of business friendly policies to encourage foreign investors to invest in Bangladesh. In order to address existing problems and prospects for foreign investment in the country, the committee has planned to organize a seminar on Foreign Direct Investment (FDI) in large scale. The objectives of the seminar would not only to highlight the problems in FDI, but also to discuss the policies and other necessary recommendations to increase foreign invest in Bangladesh. The committee has also suggested organizing an in-house seminar under Industrial Policy and Privatization of SOEs.
Barrister Sameer Sattar, Coordinating Director and Director, DCCI; Mr. Nasiruddin A. Ferdous, Convenor; Mr. Nuher Latif Khan, Co-Convenor of the Standing Committee have performed their responsibilities during the year. The other distinguished members of the Standing Committee were: Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Former Director, DCCI; Mr. Md. Akter Hossain Sannamat FCA, FCS; Mr. M. S. Siddiqui; Engr. Akber Hakim; Mr. A.K.M. Mizanur Rahman, FCA; Mr. Tapan Krishna Podder and Mr. Mamun Akbar.

Standing Committee on Financial Institutions, Capital Market and Services – 2014

The Standing Committee Acts as a platform to deal with matters related to financial sector and make effective recommendations to concerned authorities for the true development of this sector. It also reviews the present activities of Central Bank and Commercial Banks, and Non-Banking Financial Institutions capital market of the country and recommends measures to strengthen the sector.

Four meetings were held of this Standing Committee during the year. The committee has planning to organize a workshop on "Challenges of the Capital Market".

DCCI received a letter from Bangladesh Bank regarding banking disputes relating to financial transaction between Bangladesh and Bhutan. In this regard DCCI circulated the letter of Bangladesh Bank to the members of DCCI. DCCI also sent a letter to Islami Bank Bangladesh Ltd. and Concerned Importers of Bangladesh, relating to disputed in financial transaction between Bangladesh and Bhutan banking disputes .

Mr. Rizwan-ur Rahman, Coordinating Director, Director, DCCI; Mr. Tanjil Chowdhury,Convenor, Mr. Mamun Akbar, Co-Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities during the year. The other distinguished members of the Standing Committee were: Mr. Geasuddin Ahmed, Former Director, DCCI, Mr. Ahmed Hossain Mojumder Former Director, DCCI, Mr. M. Anwarul Haque, Former Director, DCCI, Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Former Director, DCCI, Mr. Tahsin Kamal, Mr. S.M. Shamsul Alam, Mr. Md. Akter Hossain Sannamat, FCA, FCS, Mr. A.K.M. Mizanur Rahman, FCA, Mr. Tapan Krishna Podder, FCA, FCMA and Mr. Faruk M Ahmed.

ডিসিসিআই হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)- এর হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৪ এর দায়িত্ব হলো হাউজিং, রিয়েল এস্টেট সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সময়ে গৃহীত নীতিমালা ও সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশ তৈরী করে পর্ষদে পেশ করা, এ খাতের ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের জন্য গ্রহণযোগ্য উপায় খুঁজে বের করা, এ খাত সংশ্লিষ্ট সরকারী নীতির প্রয়োগে ব্যবসায়ীগণের কোন-রূপ সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে উত্তরণের জন্য পরামর্শ ও সুপারিশ তৈরী করা এবং পর্ষদ সভাপতি নির্দেশিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করা।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)- এর হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৪ এর এ বছর সর্বমোট ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন সভায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে হাউজিং ও রিয়েল এস্টেট শিল্পের অবদান, এ ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যবসায়ীগণের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও ক্রেতা সাধারণের সমস্যাসমূহ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা হয়। বিভিন্ন সভার আলোচনায় আবাসন ক্রেতাদের আবাসন ক্রয়ের ক্ষেত্রে উচ্চ সুদের ব্যাংক ঋণ, উচ্চ-হারে ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রি খরচ, হেরিটেন প্রপার্টি জোনে আবাসন ব্যবসায়ীদের নির্মাণ অনুমোদন ও প্রতিবন্ধকতা, আম-মোক্তারনামা দলিল তৈরীতে অতিরিক্ত ফি আদায় ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

আবাসন ব্যবসায়ী ও ক্রেতা-সাধারণের স্বার্থ রক্ষায় উল্লিখিত সমস্যাসমূহ নিরসনকল্পে হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৪ আবাসন ক্রেতাদের সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণ প্রদান, ফ্ল্যাট ক্রেতাদের ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রি খরচ কমানো এবং হেরিটেন্স প্রপার্টি জোন এ আবাসন নির্মাণ ও অনুমোদন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সুপারিশ করা হয়। কমিটির প্রণীত সুপারিশসমূহ পর্ষদ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ বছর "জনস্বার্থে গৃহনির্মাণ" শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজনেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিসিসিআই এর হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৪-এ জনাব হোসেন এ সিকদার সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব সেলিম আখতার খান, আহবায়ক, জনাব মোশাররফ হোসেন, সহ-আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ মেজর শিব্বির আহমেদ খান (অবঃ), প্রকৌশলী মোঃ নুরুল হুদা, প্রকৌশলী শামসুজ্জোহা চৌধুরী, প্রকৌশলী মায়েদুল ইসলাম, জনাব তৌহিদুল ইসলাম, জনাব মোঃ ইয়াসিন খান, প্রকৌশলী মোঃ আলামিন, জনাব মোঃ তাওহীদ উল হক, জনাব এম এ মান্নান, জনাব আসলাম ফজল মানিক ও জনাব মোস্তাফিজুর রহমান (রিফাত)।

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন হিউম্যান রিসোর্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট - ২০১৪

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ২০১৪ সালের হিউম্যান রিসোর্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি নিম্নরূপ কার্যপরিধি নিয়ে গঠিত হয় ঃ

ক) হিউম্যান রিসোর্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কিত সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ;

খ) ঢাকা চেম্বার কর্তৃপক্ষকে হিউম্যান রিসোর্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট পরিস্থিতি ও এ বিষয়ে সরকারের নীতি সম্পর্কে অবহিতকরণ;

শ্রম ও জনশক্তি বিষয়ক সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরন ও তা নিরসনকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রনয়ন এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে প্রত্যক্ষ অবদান রাখছে দেশের জনশক্তি। প্রয়োজনীয় সুপারিশ সমূহ করেছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র হিউম্যান রিসোর্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট জনশক্তি রপ্তানির বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশসমূহ কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এ সমস্ত সুপারিশসমূহ ডিসিসিআই এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণের বিষয়ে বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে জনাব আবুল হোসেন, সমন্বকারী পরিচালক, ক্যাপ্টেন মোঃ নুরুল হক (অবঃ), আহবায়ক, খন্দকার রাশেদুল আহসান, সহ-আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন, সর্বজনাব রাকিব মোহাম্মদ ফকরুল, মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, মোঃ মোনায়েম খান, এম, শাখাওয়াত হোসেন, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, তাফসির মোহাম্মদ আউয়াল, মোহাম্মদ এনামুল হক, শেখ আব্দুর রহিম, ডক্টর এম আসাদুজ্জামান, মোহাম্মদ ওসমান গনি, মোঃ ইলিয়াস মোল্লা, সুপ্রিয় কুমার চক্রবর্তী, কাজী সারওয়ার হাবিব, সৈয়দ মাহমুদ হাসান এবং জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম।

Standing Committee on "Import Policy, Import, Indenting, Tariff and Trade Facilitation" -2014

This committee deals with the matters related to Import, Indenting, Tariff and Trade Facilitation and prepares effective policy recommendations for inclusion in the Import Policy Order. The committee also works to formulate recommendations to put forward to the government for hassle free business in Bangladesh by reducing cost of doing business. Trade facilitation is of the significant way to reduce cost of doing international trade.

During the year 2014, three meetings of this Standing Committee were held. In the meetings, the committee recommended that DCCI should raise its voice to the concerned authority for taking necessary steps to stop the misuse of bond facility and there is a need to have meeting between exporters and importers to find a suitable solution to this problem. The Committee also opined that businessmen need hassle free business environment as they keep the wheel of the economy vibrant. As per recommendation of the Committee, DCCI sent comments on Import Policy Order 2015-18 to concerned Ministry.

During the year, Kh. Shahidul Islam, Vice President, DCCI; Khandakar A Muktadir, Member, DCCI and Mr. Syed T. Hossain Jahangir, Member, DCCI played their active role as Coordinating Director, Convenor and Co-convenor of the Standing Committee respectively. The other Distinguished Members of the Standing Committee were: Mr. Nasir Hossain, Former Vice President, DCCI; Mr. Nazir Hossain, Former Director, DCCI; Mr. M Salem Sulaiman, Former Director, DCCI; Mr. M. Bashir Ullah Bhuiyan, Former Director, DCCI; Mr. Shahzada A. Hamid; Mr. Mohammed Ejaz Gaffar; Alhaj Mohd. Elias Hossain; Mr. Mosharaf

Mr. Md. Sirajul Islam; Mr. Mohammed Ariful Islam; Mr. Md. Khorshed Alam Patwary; Mr. Md. Motaher Hussain; Mr. Abu Bakr Md. Siddique; Mr. Parvez Ahmed; Mr. Md. Ikram Dhali; Mr. Aminur Rahman; Dr. Khalilur Rahman; Mr. Md. Neyamat Ullah Mazumder; Mr. Sk. Azhar Hossain; Mr. Razzaqul Hyder Choudhury; Mr. Swapan Kumar Saha; Mr. Md. Anwarul Ghani; Mr. Noor Hossain; Mr. Sirajul Islam Hanif; Mr. M. Moniruzzaman; Mr. Md. Shahid Hossain; Mr. Md. Abul Kalam; Mr. Jamilur Rahman and Mr. Md. Khayrul Bashar.

Standing Committee on "National Energy Strategy for Private Sector Development-2014"

The Standing Committee on "National Energy Strategy for Private Sector Development-2014" of DCCI acted as a platform to provide relevant suggestions and strategies to the government on the development of important issues related to power, energy, coal, oil and gas with special emphasis on greater and effective private sector participation to ensure proper conditions and framework at policy and regulatory level with a view to achieve and sustain energy security of Bangladesh.

During the year 2014, one meeting of this Committee was held where the Committee stated that there has not been much discussion and deliberation on total supply chain management of power sector in Bangladesh. It is a must to be rational in energy utilization and ensure the availability of national resources for energy security. The Government of Bangladesh needs 30000 MW to 32000 MW of electricity by the year 2030 to achieve its desired targets. So, the Government should move to the right direction.

The Committee also stated that unsolicited projects are not accepted by international financial institution and these large projects are not feasible without their low cost finance. Non-competitive bidding also leaves room for corruption and negatively affects the transparency of the administration. The Committee has a planning to address the issue to the concerned authority through holding a seminar on "Challenges of Implementation of Base Load Power Plant".

Representatives from this Standing Committee have participated in the Public Hearings and judicious decisions of Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) on behalf of DCCI and raised strong voice in favor of the private sector in respect of fixation of energy and electricity prices and other energy related policy issues. BERC appreciated the presence and interventions of representatives of DCCI.

During the year, Mr. Humayun Rashid, Director, DCCI; Mr. Faisal K. Khan, Member, DCCI and Mr. Navidul Huq, Member, DCCI played their active role as Coordinating Director, Convenor and Co-convenor of the Standing Committee respectively. The other Distinguished Members of the Standing Committee were: Engr Mohammad Ali, BSC Engg (Elect), Engr. Rabiul Alam, Engr. Utpal Kumar Das, Mr. Md. Atiqur Rahman Sarker, Mr. Asif Muhammad Sami, Mr. A F M Golam Kibria and Mr. Md. Sazedul Karim Shogan.

"ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ" স্ট্যান্ডিং কমিটি - ২০১৪

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর "ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ" স্ট্যান্ডিং কমিটি - ২০১৪ এর কার্য পরিধিতে রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন, উন্নত যুবসমাজ গঠন ও জনগণের জান-মালের রক্ষার স্বার্থে এ দেশের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সরকারের সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশ বাহিনী, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব), আনসার বাহিনী, ব্যাটালিয়ান আনসার, বাংলাদেশ রাইফেলস, কোস্ট গার্ড বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের কাছে তাদের তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ প্রেরণ করা। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে সরকারের নীতিমালা এবং তা উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে ডিসিসিআই কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করাও এ স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

চলতি বছর অনুষ্ঠিত এই কমিটির একটি সভায় সাম্প্রতিক সময়ে দেশে মাদক ব্যবসায়ী ও তরুণ সমাজে মাদক গ্রহণের প্রবণতা, খুন, ছিনতাই, রাহাজানি, গুম, হত্যা, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, ডাকাতি ইত্যাদি বিষয়ে এবং পবিত্র রমজান মাসে আমদানিকৃত পণ্যের পরিবহন খরচ ও পণ্যমূল্যসহ দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহবান জানানো হয় এবং এর উপর তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তাছাড়া এ কমিটির সভায় দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি উন্নয়নের স্বার্থে সব বাহিনীকে একাধিক স্তরের নিরপত্তা গড়ে তুলে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করার আহবান করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত কেমিক্যাল ব্যবসার বিধিবিধান, ২০টি দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের তালিকা প্রকাশ ও সরকারের পক্ষ থেকে ঢাকার কেরানীগঞ্জের সোনাকান্দায় কেমিক্যাল ব্যবসার জোন গড়ে তোলার বিষয়টি আলোচনাধীন রয়েছে। সরকার এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং অতিশীঘ্রই তা বাস্তবায়িত হবে।

এছাড়াও দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় এবং পুলিশের আইজি, পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও পরিচালক এবং বিস্ফোরক অধিদপ্তরের প্রধানের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব কে এম এন মন্জুরুল হক, আহ্বায়ক ও সাবেক পরিচালক, ডিসিসিআই এবং জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেনঃ সর্বজনাব এম আবু হোরায়রা, জনাব নাসির হোসেন, মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ), খন্দকার রাশেদুল আহসান, হাজী আলতাফ হোসেন, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, জনাব মোঃ রমজান আলী, খন্দকার দিদার উস সালাম, জনাব আশফাকুর রহমান, জনাব মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান, হাজী আব্দুর রাজ্জাক, জনাব বি. এম. সাঈদ ইকবাল, জনাব সৈয়দ আসিক এবং হাজী মোহাম্মদ মিয়া হোসেন।

Standing Committee on "National Communication, Transportation, Infrastructure Development and Port, Shipping and ICD/EPZ/SEZ" -2014

This committee works to support the business community to develop business enabling environment though policy advocacy and providing policy suggestion and research based inputs to infrastructural development of the country. The committee also tries to find out the best effective ways and consult with the concerned government authority to take remedial measures and actions to improve the overall situation on those areas where business community is facing challenges. Working together with private and public sector, this Standing Committee (S/C) try to contribute in ensuring highest level of efficiency in managing port, shipping, ICD, EPZ and SEZ with sharing its views and recommendations to the stakeholders. The committee also suggests ways to promote private sector involvement and investment in the development of Ports, Containers terminals and other infrastructure relating to port, shipping and ICD to Government.

At beginning of the year, a comprehensive annual program schedule has been formulated and the committee followed the schedule accordingly. During the year 2 (two) meetings were held under this Standing Committee. In these meetings, the committee decided to assign a resource person for preparing a positioning paper highlighting the problems and development of "Pangaon River Port". The committee has also decided to visit "Pangaon River Port' physically with a 20-25 members of DCCI delegation.

Mr. Mohammad Shahjahan Khan, Coordinating Director and President, DCCI; Mr. Data Magfur, Convenor & Former Director, DCCI; Mr. Riyad Hossain, Co-Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities during the year. The other distinguished members of the Standing Committee were: Mr. M. Abu Hurairah, Former Vice President, DCCI; Engr. Mayeedul Islam, Mr. Ashfaque Ahmed, Mr. Md. Munium Khan, Alhaj Mohd. Elias Hossain, Mr. Mamun Akbar, Mr. S. M. Mahfuzul Huq, Mr. Md. Delwar Hossain, Mr. S.M. Zillur Rahman, Dr. Enayet Karim, Dr. M. Khurshed Alam and Mr. Mustafizur Rahman (Rifat).

ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার রিলেশনস, ফ্যাক্টরী কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর "ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার রিলেশনস, ফ্যাক্টরী কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৪ এর কার্য পরিধিতে রয়েছে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬, সংশোধিত শ্রম আইন-২০১৩ সহ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী শিল্পের শ্রম নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহযোগিতা করা; ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের পরামর্শক্রমে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার রিলেশনস, ফ্যাক্টরী কমপ্লায়েন্স এবং কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা, চেম্বারের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি'র আওতায় বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং এ বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগে কার্যকরী মতামত/সুপারিশ প্রেরণ করা। এছাড়াও ডিসিসিআই সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার রিলেশনস, ফ্যাক্টরী কমপ্লায়েন্স এবং সিএসআর বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এ স্ট্যান্ডিং কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

২০১৪ সালে এই স্ট্যান্ডিং কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় কোম্পানীর মূল্য এবং সংস্কৃতি একত্রীকরণ; কোম্পানীকে ব্রান্ড বার্তার মৌলিক অংশ হিসেবে তৈরীকরণ, সামগ্রিক পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহকে একত্রীকরণ, কার্যসম্পাদন ও শনাক্তকরণ পদ্ধতিসমূহকে একত্রীকরণ, প্রতিশ্রুতির জন্য নির্বাহী এবং বোর্ডের সম্পৃক্তকরণ, সিএসআর রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মকর্তাদের একত্রিকরণ, কেন্দ্রীভূত মালিকানার ক্ষেত্রে মালিকানার বিষয়ে প্রত্যেকের অবগত হওয়া, শাসন ব্যবস্থা ও ব্যবসায় নীতি, সামাজিক আদর্শ, গুণগত মান ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় সাধন, সিএসআর বিষয়ে ডিসিসিআই সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহে সচেতনতা তৈরি করা, সিএসআর এর প্রতি সংশ্লিষ্টদের অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করার সুবিধাদি প্রদান করা এবং ডিসিসিআই সদস্যদের এ বিষয়ে সচেতন করার জন্য সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা ইত্যাদি লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে কমিটির কার্যক্রম শুরু করা হয়।

উক্ত সভায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। দেশের পোশাক শিল্প সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে তা থেকে উত্তোরণের জন্য ইতিবাচক প্রচারণার মাধ্যমে দেশের গণমাধ্যম অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন। Accord এর নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করার পাশাপাশি ভয়াবহ দূর্ঘটনা যথাঃ অগ্নিকান্ড, ভবন ধ্বস, বৈদ্যুতিক গোলযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সার্বিক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের জিএসপি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা বজায় রাখা এবং তৈরী পোষাক খাতের বিদ্যমান সমস্যা সমাধান ও এ খাতের উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে উক্ত সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়াও সভায় ট্রেড ইউনিয়ন এর বিকল্প হিসেবে Workers' Participatory Committee (WPC) গঠন করার সুপারিশ করা হয়। এ কমিটির বিভিন্ন প্রতিনিধি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার রিলেশনস, ফ্যাক্টরী কমপ্লায়েন্স এবং কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা/সেমিনার/কর্মশালা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে ডিসিসিআই-এর পক্ষ হতে বিভিন্ন সুপারিশমালা তুলে ধরেন।

এ বছর এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর সমন্বয়কারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া জনাব আরিফ ইব্রাহীম, আহ্বায়ক এবং জনাব সাঈদ উজ জামান, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে এ কমিটিতে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেনঃ সর্বজনাব রাকিব মোহাম্মদ ফখরুল, মনোয়ার মিসবাহ মঈন, মিসেস্ সামসুন নাহার, হাজী আলতাফ হোসেন, ফয়সাল সামাদ, শেখ আব্দুর রহিম এবং জনাব শাহজাহান আলম। কমিটির সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত থেকে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন।

Standing Committee on "Projects, BBA College, DBI, Education, Research, Library and Knowledge Center-2014"

The main Terms of Reference (ToR) of the Standing Committee on "Projects, BBA College, DBI, Education, Research, Library and Knowledge Center-2014" of DCCI are:

1. To formulate appropriate policies and oversee the preparation of Annual DBI Training Calendar and professional academic courses like BBA & MBA to provide need-based education services.

2. To consider and evaluate viable projects in cooperation with International Partners of progress.

3. To guide DCCI Research Cell, Knowledge Centre, Library and DCCI in its activities.

One meeting of the Standing Committee was held on April 21, 2014. The following activities were undertaken as per recommendations of the Standing Committee with due approval of DCCI Board of Directors.

1. Activities of DBI and Knowledge Centre (KC) are given below:

The DBI Training Calendar 2014-15 (April-March) was prepared, published and distributed among the target groups. Regarding Modular Learning System in Supply Chain Management MLS-SCM$^{(P)}$, 15th batch (January, 2014) and 16th batch (July, 2014) of Certificate Course were successfully started with forty (40) and forty eight (48) participants respectively during 2014. In addition, 21 and 23 participants have registered for Advanced Certificate and 19 & 14 participants for Diploma Classes of MLS-SCM(P) respectively in 2014. Classes are held on Fridays and Saturdays so as to enable persons on–the-job to attend the training courses conveniently on weekend to increase their knowledge, efficiency and to advance better job opportunities. Regular Certificate/ Diploma examinations on MLS-SCM(P) Courses were also held in March & September, 2014 successfully. Total number of examinees were 323 modules/participants in March and 434 modules/participants in September, 2014 which shows a remarkable increase. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva up to their full satisfaction. The success rates of examinees were eighty four percent (84%) in March, 2014 Exam. As to short training courses from January to September, 2014, twelve (12) training courses were held in which 210 (two hundred and ten) trainees participated with an average of 17.50 participants per course. During January to September, 2014, twenty (20) daylong workshops were held by Knowledge Center and 331 (Three hundred thirty one) trainees participated in the workshops with an average of 16.55 participants per workshop.

2. Activities of BBA College are summarized below:

BBA classes for three batches, 1st Batch with 15 students, 2nd Batch with 33 students and 3rd Batch with 54 students are going on smoothly. Experienced and knowledgeable teachers have been conducting the classes. A Principal with long experience was appointed for running the BBA College with the approval of the National University on 21-08-2014. In addition to class lectures, group discussion, group presentation, case study, assignments, exercise and other interactive methods of learning has been introduced to explore and expose students' potential and creativity. Effort has been taken to expand students' standard of assimilation, analysis and creativity. Results of the public exams have been satisfactory. Arrangement for recruiting four new teachers has been underway as a preparatory step to start the 4th Batch of BBA courses the forth coming session.

3. The activities of DCCI Research Cell are summarized below:

DCCI Research Cell arranged Seminar/RTD/Workshop/Unveiling program–20; and prepared Speech/Talking Points (Both for Chamber and Outside) –70; Positions Papers for Various Call on–04; Articles/Paper–06; Proposals on National Budget 2014-15 –59; Power Point Presentations–05; Summary Outcome/Report–08; Arranged Meetings (Both with Local Dignitaries and Foreign Delegates)–40; Participated in different Meetings, Seminars etc. – 40; Message for various publications of DCCI and others – 08; Updated Bilateral Trade Statistics of Bangladesh-210 Countries; prepared Comments/Proposals/Recommendations on National Issues – 06; Review of MoU signed between DCCI & Others – 05; Publications – 05; Project Activities – 04; Economic Indicators of Bangladesh – 02; Meetings of 12 Standing Committees held – 26; prepared Minutes of the 52nd AGM (2013) of DCCI; DCCI Annual Report-2014, Report of the Board of Directors of DCCI-2014; Compiled DCCI Comments/Proposals on National Acts/Policies; Compiled Summary Outcome/Report of various Seminars/RTDs/Workshops; Prepared Reports of Annual Activities of 12 Standing Committees of DCCI; Prepared Annual Activity Calendar of DCCI, 2014; DCCI Tax Guide, 2014-15 Related Activities; Tax and

Trade Related Information Dissemination along with services to the Distinguished Members of DCCI; Provided full cooperation with the activities of DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo; Dhaka Custom House Automation Project Closure Related Activities; Prepared and sent various letters to different Ministries, Divisions, Agencies, Private Organization both local and Multi-national and Regular e-mail correspondences with various stakeholders.

4. The activities of Library are summarized below:

Dhaka chamber has a well equipped library. It is the backbone of the research and development activities of DCCI and DBI College. The Library provides a variety of services designed to support students, faculty members, business persons, members and staff of DCCI. Every year the Chamber purchases various publications which is very important for the members of DCCI, researchers, and students of DBI College. In total the library has about 4500 books. Library having a good collection of reference books, Directories and BBA course related books. It has also an archive section with rare collections including government & non-government publications, National& International business & commercial Publications with study space. DCCI members also use it particularly for International Tenders and consulting International Directories. Also served to the Library members regarding various Business information from internet & Books. About 10-15 members and 30-35 students use the library everyday.

The following activities were undertaken in the Library and Information Department in 2014:

1. Collection of trade publications from Private & Public sectors and dissemination of the same among members by providing photocopy facilities.

2. Collection of International Trade and Business Directories, Journals, Magazines and business literature for reference service.

3. Collection and preservation of Government Documents, Acts, Ordinances, Policies, etc.

4. Collection Preservation of Training Papers, Research Papers, Reports on Workshops, Conference, Seminar, Symposium held at the DCCI, in the Country and Abroad.

During January to September, 2014, the following Books/ Tender Documents were collected in the Library:
1. Text Books-24, 2. Reference Books (Directories, Magazines, Journal, etc)-408, 3. Tender Documents:
a) Tender Request Letter Issued-306, b) Tender Received Schedule-423, 4. Training Materials- 17

Mr. Mohammad Shahjahan Khan, President, DCCI is the Coordinating Director of the Standing Committee; Mr. Kamrul Islam, FCA, and Dr. Enayet Karim are the Convenor and the Co-Convenor of the Standing Committee respectively. The other members of the Standing Committee are: Mr. Masudur Rahman, Former Senior Vice President, DCCI, Mr. Absar Karim Chowdhury, Former Vice President, DCCI, Mr. M. Abu Hurairah, Former Vice President, DCCI; Former Directors of DCCI: Mr. Data Magfur, Mr. Rafiqul Islam Khan, FCA, Mr. M. Anwarul Haque, Mr. M. Bashir Ullah Bhuiyan; Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Mr. Osman Gani; Mr. Md. Mamunur Rahman, Mr. Md. Enayet Hossain, FCMA, Dr. Khalilur Rahman, Lt. Col. Muhammed Aminur Rahman (Retd.); Mr. Kamrul Hasan Shayok and Mr. Syed Almas Kabir.

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্‌স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং - ২০১৪

প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্‌স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটি - ২০১৪ এর মাধ্যমে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর পক্ষ থেকে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয় যা এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। ন্যায্য মূল্যে ভোক্তাদের নিকট পণ্য সরবরাহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের

প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু ও সুশৃংখল পরিবেশ এখনো গড়ে ওঠেনি। এর যতটা আধুনিকায়ন ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন সেটিরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের অনেক কিছু করণীয় থাকলেও মুক্তবাজার অর্থনীতির অজুহাত, প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও প্রয়োজনীয় আইন অবকাঠামোর অপ্রতুলতার কারণে প্রত্যাশিত পদক্ষেপ সরকারকে অনেক সময় নিতে দেখা যায় না। তদুপরি ব্যবসায়ী সমাজের কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতারও (Corporate Social Responsibility or CSR) বিষয়টিও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

কমিটির প্রথম সভায় এ কমিটির উদ্দেশ্য, আদর্শ সামনে রেখে মিশন স্টেটমেন্ট এবং বার্ষিক কর্মপঞ্জী প্রস্তুত করা হয় যা ডিসিসিআই পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। "প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটি - ২০১৪" এর সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর একটি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করা হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভায় ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক, সহ-আহবায়ক ও কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যগণসহ স্ট্যান্ডিং কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত হয়ে মতামত প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও এ কমিটি সংশ্লিষ্ট সভাসমূহে সুপারিশমালা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ, বিপণন ও মূল্য স্থিতিশীল ও যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার নিমিত্তে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের জন্য গঠিত কমিটির বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন সমন্বয়কারী পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম। এছাড়াও তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বিষয়ে গণশুনানিতে ডিসিসিআই এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আলহাজ্ব আব্দুস সালাম সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মন্ডল আহবায়ক এবং জনাব এম.এ.রাজ্জাক সহ-আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির সদস্য হলেন, সর্বজনাব আলহাজ্ব দ্বীন মোহাম্মদ, মিসেস সামসুন নাহার, মোঃ ছাখায়েত উল্লাহ, মোঃ নুরুল আমিন, ডঃ খলিলুর রহমান, মাহমুদ হোসেন, নাইমুল হক খান, মোঃ সাহিদ হোসেন, মোহাম্মদ দাউদ রাইয়াজ, বি.এম. সৈয়দ ইকবাল, মোঃ খায়রুল বাশার, মোঃ মনিয়ুম খান, ইঞ্জিনিয়ার শামসুজ্জোহা চৌধুরী এবং জনাব মোঃ আল আমিন।

Standing Committee on SME Entrepreneurship Development and Product Diversification -2014

This committee deals with the development of SME Entrepreneurship, development and diversification of products. The committee also helps New, Young and Women entrepreneurs to create favorable environment for establishing new venture and help them in different ways and formulate suggestions and recommendations for the improvement of services to SME entrepreneurship.

The committee works with Bangladesh Bank, SME Foundation, Ministry of Commerce, Ministry of Industries, Export Promotion bureau, Small and Cottage Industries Training Institute (SCITI), Institute of Diploma Engineers, Bangladesh (IDEB), Banks and Financial Institutes, other related organization and forward recommendations to them for development of the SME sector after reviewing the problems of SME entrepreneurs. The overall mission of the Standing Committee is to work for creating enabling environment for SME Entrepreneurship development by establishing a bridge between entrepreneurs and Financial Institution and create favorable environment for inducing young entrepreneurs in establishing new venture and help them in different ways which can also help them for diversification of products for industrialization and economic development.

This year one meeting was held under this Standing Committee and discussed various important issues in the meeting. The committee has planning to organize a Seminar on "Challenges and opportunities of Venture Capital in Bangladesh".

Mr. Md. Sabur Khan, Coordinating Director and Immediate former President, DCCI, Khondkar Atique E Rabbani, FCA, Former Director and Convenor, Mr. Md. Rashedul Karim Munna, Co-Convenor of the

Standing Committee performed their responsibilities during the year. The other distinguished members of the Standing Committee were: Ms. Safina Rahman, Former Director, DCCI, Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Former Director, DCCI, Ms. Taslima Siddik Ratna, Mr. A K M Azad, Mr. Abu Bakr Md. Siddique, Mr. Mamun Akbar, Ms. Zame Swarup Kochi, Mr. Md. Rashed Ali, Mr. Abrar Rahman Khan, Mr. Md. Abdur Rashid FCMA, Mr. Mohammad Jawaid Yahya, Ms. Suraiya Alam, Ms. Parveen Hossain and Ms. Irin Akhter, Major (Retd.) Syed Mahmud Hasan and Mr. Enamul Haque Patwary.

Standing Committee on Telecom, IT, ICT and Intellectual Property Rights 2014

Standing Committee on Telecom, IT, ICT and Intellectual Property Rights 2014 of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) was created to act as a platform for a comprehensive outlook on important issues relating to IT infrastructure and draw-up realistic and achievable resolutions for encouraging IP which will add value to all stakeholders particularly to the private sector.

In order to have a realistic objectives mission statement was approved by the committee in the beginning of the year and accordingly several activities were undertaken throughout the year DCCI organized a Conference on Bangladesh 2030: Strategy for Growth in 2010 where DCCI presented a vision for making Bangladesh as one of the 30th largest economies by the year 2030. In order to attain these objectives DCCI identified some Growth Drivers in which IT was one of the prominent Growth Drivers; this committee worked foe development of IT sector through its several activities and projects.

The committee took several activities to make the chamber activities as a fully automated like an e-Chamber and worked for enhancing contribution of ICT and Telecom as a Cross-Cutting sector towards meeting the vision 2021 target.

Chamber related any circular or notice of DCCI can be read or downloadable from DCCI's website. DCCI to render better services to its members has incorporated online membership directory and B2B match-making facility in its website. Through this service businessmen from both home and abroad will get initial information relating to trade and commerce and it will create a space for business development. Through these services DCCI steps forward to become e-Chamber.

Coordinating Director, Convenor, Co-Convenor and dealing officer of this standing committee represented DCCI in various Seminars, Workshops, Round Table Discussions organized by different Ministries of GoB and other Institutions. Mr. Mostafizur Rahaman, Co-convenor, Telecom, ICT and Intellectual Property Rights Standing Committee-2014, DCCI attended the meeting on the issue of Intellectual Property Rights Policy and set up Technology and Innovative Support Centre (TISC) at Ministry of Industry, GoB. He also attended a seminar along with the dealing officer of this standing committee on the issue of "World Intellectual Property Day" at CIRDAP organized by Ministry of Industries, GoB.

The Netherlands Trust Fund III (NTF III) project aiming at creating sustainable exporter competitiveness in the IT and ITES sector in Bangladesh. The Project document was signed by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), Bangladesh Association of Software & Information Services (BASIS), Netherlands Trust Fund III and International Relation, the Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) on June 6, 2014.

Mr. Md. Sabur Khan, Director & Immediate Past President, DCCI was Coordinating Director, Mr. Shameem Ahsan was Convenor and Mr. Mustafizur Rahman was Co-convenor of this standing committee for the year 2014. The other distinguished members of the standing committee are Mr. Salauddin Abdullah (Former Sr. Vice-President, DCCI), Mr. T.I.M Nurul Kabir (Former Sr. Vice-President, DCCI), Mr. Kamrul Islam, FCA (Former Director, DCCI), Mr. Riyadh Hossain, Mr. Mustafizur Rahman Sohel, Mr. Syed Mamnun Quader, Mr. Asif Mahmood, Mr. Ashraful Chowdhury, Lt. Col. Muhammad Aminur Rahman (Retd.), Mr. Kazal Debnath, Mr. Md. Habib Ullah Tuhin and Mr. Syed Almas Kabir.

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার-২০১৪

দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অবকাঠামো শক্তিশালীকরন এবং শিল্পপণ্যের বিকাশে দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণে এ কমিটি কাজ করে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ত্বরান্বিত করা এবং দেশের বাণিজ্য পরিবেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করতে এ কমিটি সব সময় সচেষ্ট। এছাড়া দেশীয় পণ্য ও বিভিন্ন সেবাসমূহ নিজ ও অন্য দেশের ক্রেতা-ভোক্তাদের সামনে উপস্থাপনে সরকারী পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে এ কমিটি সারা বছর কাজ করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে দেশী বিদেশী বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য মেলা সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ, ওয়ের সাইট, নোটিশ বোর্ড জেনারেল সার্কুলার, ই-মেইল এর মাধ্যমে সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হয়।

দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় এ কমিটির মাধ্যমে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রোমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি) এর আমন্ত্রণে ৯ম চায়না-সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরামে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান খানের নেতৃত্বে ২৩ সদস্যের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে।

এছাড়াও ৯ম চায়না সাউথ-এশিয়া বিজনেস ফোরামে ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের নেতা মোহাম্মদ শাহজাহান খান "নতুন জ্বালানি এবং বিনিয়োগ" বিষয়ক সেশনে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন এবং চীনের বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে আহবান জানান।

প্রতিনিধিদলটি ইউনান চেম্বার অব কমার্স পরিদর্শন ও অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বৈঠকে মিলিত হয়। কুনমিং মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে চীনের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন রপ্তানীযোগ্য হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, তৈরী পোশাক, হোম টেক্সটাইল, আর্টিফিসিয়াল জুয়েলারি, কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ডিসিসিআই'র প্রদর্শকদলের সদস্য হিসেবে মেলায় তাদের পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন করেন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাগণ ডিসিসিআই প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদলটি ইউনান চেম্বার অব কমার্স পরিদর্শন ও অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈঠকে মিলিত হয়।

প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ডিসিসিআই এর পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, মোঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ), রিজওয়ান-উর রহমান, মোঃ শোয়েব চৌধুরী, এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান। ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটির আহবায়ক এবং সাবেক পরিচালক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ডেলিগেশনের কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেনঃ সর্বজনাব মোঃ নূরুল হক, মোঃ হাবিবুল্লাহ তুহিন, মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, মোঃ মোনায়েম খান, মোঃ রাশেদ আলী, মোঃ শহীদ হোসেন, মোঃ ইকরাম ঢালী, ডঃ খলিলুর রহমান, মোঃ আব্দুল মান্নান, ইঞ্জিনিয়ার কাজী মাহবুবুর রহমান, মোঃ আবুল কালাম, মোহাম্মদ নূরুল আমিন, আমির হামজা, হাজী মোহাম্মদ মিয়া হোসেন এবং জনাব মাহমুদ হোসেন।

দি ক্ল্যাং চাইনিজ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর আমন্ত্রনে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানের নেতৃত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত 2nd Klang Yiwu Friendship Cities International Commodity Expo (KYICE)-তে যোগদান করেন।

ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এবং পরিচালক হুমায়ুন রশিদ ২৯ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে সুইজারল্যান্ডের হেগে অনুষ্ঠিত আঙ্কটাডের ইনভেস্টমেন্ট রিভিউ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ ইপিবিতে বছর ব্যাপী অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় এ কমিটির মাধ্যমে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ), সমন্বয়কারী পরিচালক, সৈয়দ হাবিবুর রহমান, আহ্বায়ক এবং জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেনঃ

সর্বজনাব নাসির হোসেন, মাশহুক হোসেন, মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, মেজার ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ), অ্যাডভোকেট আব্দুল আজিজ সরকার, মাহবুব আনাম, ওসমান গনি, মোঃ আনোয়ার হোসেন মন্ডল, মোঃ আব্দুল হামিদ, মোঃ মোনায়েম খান, মোঃ রাশেদ আলী, ডঃ খলিলুর রহমান, মোঃ আবু বাক্কার সিদ্দিকী, শামসুল আলম, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, মোঃ গিয়াস উদ্দিন আকন, সানাউল হক বাবুল, মোঃ আজিজুর রহমান, আলতাফ হোসেন বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ার শামসুজোহা চৌধুরী, তাহসিন কামাল, মোঃ বেলাল হোসেন, নান্না মিয়া, মোঃ নূরুল আমিন, এম এ মান্নান, মোঃ মামুনুর রহমান, আমির হামজা, ইঞ্জিঃ কাজী মাহবুবুর রহমান, মোঃ কবীর হোসেন, রিয়াদ হোসেন, নূর হোসেন, মিসেস পপি চৌধুরী, মিসেস সুরাইয়া আলম, মোঃ আমিরুজ্জামান, খন্দকার রাশেদুল আহসান, জনাব সারমাদ মানসুর, নিয়ামুল হক খান, জামিল মাহমুদ, মোঃ আবুল কালাম এবং জনাব তারিকুল ইসলাম।

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)
DCCI Business Institute (DBI)

All through the year 2014, DCCI Business Institute (DBI) has been conducting various training programs in keeping with its Training Calendar 2014-15 (April-March). The Training Calendar was prepared under the guidance of the DCCI Standing Committee related to DBI and approved by the Board of Directors of DCCI. In due course the Training Calendar was finalized, printed and distributed among the target groups. DBI has continued to organize Certificate/Advanced Certificate/Diploma courses and hold Examinations on "Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM^{P})", in accordance with the Agreement between DCCI and International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva. These courses were appreciated by the participating business entrepreneurs and executives and the responses from the business community, as a whole, are tremendous. It has also been implementing thirty nine (39) short training courses and thirty five (35) daylong workshops for the development of forward-looking entrepreneurs and business executives. DBI has also continued 4-year BBA Professional Course on being affiliated with the National University. The number of registration of BBA students increased to 54 (fifty four) in the 3rd batch (2014) as compared with 35 (thirty five) in the 2nd batch (2013). This was a fulfillment of the long cherished goal of DBI to conduct academic courses which would lead to MBA eventually.

The Vision & Mission of DBI are:

Vision: to emerge as a professional business school with wide-ranging modern knowledge-based education and a Center of Excellence.

Mission: DBI plans to conduct short, medium and long term business-related training courses and curricula eventually to graduate as a full-fledged Business School for Entrepreneurs & Professionals.

The main activities of the DBI for 2014 are narrated below:

1. Cooperation with ITC, Geneva for conducting MLS-SCM$^{(P)}$ Certificate/Diploma Courses:

In 2004, DCCI entered into an Agreement with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva to conduct Certificate/ Diploma Courses on Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM^{P}) and holding examinations of the same in DCCI Business Institute (DBI). The Agreement was renewed a number of times and in 2014 it was again renewed for another period of three (3) years upto 2017. According to the Agreement, DCCI is the only Authorized Examination Body (AEB) of ITC in Bangladesh. In 2014 DBI has successfully conducted the MLS-SCM$^{(P)}$ courses and examinations. These courses improve the capacity of business organizations to become competitive in the globalised markets both at home and abroad, by effectively managing the supply chain. The main objective of the course is to train participants how to obtain quality inputs at the most competitive prices and keep the customers satisfied. The slogan of the course is **"Purchasing into Competitiveness".**

The MLS-SCM^{P} course has the following eighteen (18) modules which cover all aspects of the supply chain of a business, from purchasing of raw materials and other inputs up to Customer Relationship Management, where "^{P}" of MLS-SCM$^{(P)}$ denotes power of Purchasing:

> 1. Understanding the Corporate Environment; 2. Specifying Requirements & Planning Supply; 3. Analysing Supply Markets; 4. Developing Supply Strategies; 5. Appraising & Short-listing Suppliers; 6. Obtaining & Selecting Offers; 7. Negotiating; 8. Preparing the Contract; 9. Managing the Contract & Supplier Relationships; 10. Managing Logistics in the Supply Chain; 11. Managing Inventory; 12. Measuring and Evaluating Performance; 13. Environmental Procurement; 14. Group Purchasing; 15. E-Procurement; 16. Customer Relationship Management; 17. Operations Management; and 18. Managing Finance along the Supply Chain. More modules are in the process of development.

ITC has developed these excellent and easily intelligible modules of MLS-SCM$^{(P)}$ for quick learning of the participants and to help concerned companies achieve excellence in the supply chain management and by dint of which they can become competitive in international market.

During 2014, 15th batch (January, 2014) and 16th batch (July, 2014) of Certificate Course were successfully started with forty (40) and forty eight (48) participants respectively. In addition, 21 and 23 participants have registered for Advanced Certificate and 19 & 14 participants for Diploma Classes of MLS-SCM$^{(P)}$ respectively in 2014. Classes are held on Fridays and Saturdays so as to enable persons on–the-job to attend the training courses conveniently on weekend to increase their knowledge, efficiency and to advance better job opportunities. Regular Certificate/ Diploma examinations on MLS-SCM$^{(P)}$ Courses were also held in March & September, 2014 successfully. Total number of examinees were 323 modules/participants in March and 434 modules/participants in September, 2014 which shows an increasing trend. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva up to their full satisfaction. The success rates of examinees were eighty four percent (84%) in March, 2014 Exam.

The turn up of participants in the MLS-SCM$^{(P)}$ certificate course in 2014 exhibits the popularity of MLS-SCM in DBI, despite the fact that many other competitors like BRAC University, UK-based Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS), USA-based International Supply Chain Education Alliance (ISCEA) Bangladesh and Bangladesh Japan Training Institute (BJTI) have entered into Bangladesh market with Diploma in Supply Chain Management Courses. MLS-SCM course of ITC/DBI is a unique, proven and powerful management system to cut cost, reduce lead time and become competitive in the Global Market. Meanwhile, DCCI has developed an excellent infrastructure and a pool of (20) twenty experienced trainers through holding seven (7) ToT Workshops for conducting Certificate/Diploma Course in MLS-SCM$^{(P)}$. For holding these workshops, Master Trainers came from ITC, Geneva with necessary training modules and imparted rigorous training to the trainers in ToT workshop. They were trained how to design a course and deliver them effectively. A number of Trainers of DBI were awarded the Certificate of the Best Success Story Winner from ITC in the Global Roundtable Conferences held by ITC. They demonstrated that they had contributed to significant saving in total cost in purchase (more than 15%) in a year by using the tools and techniques of MLS-SCM$^{(P)}$ in their respective organizations.

Glorious Achievement of DBI in MLS-SCM$^{(P)}$

After taking necessary preparatory steps for 3 years from 2004, DCCI Business Institute (DBI) started offering regular MLS-SCM$^{(P)}$courses from 2007. Up to July, 2014, 590 participants participated in Certificate, 279 in Advanced Certificate and 190 in Diploma course. Out of them 155 have already received International Certificates, 59 received International Advanced Certificates and 49 received International Diplomas in MLS-SCM$^{(P)}$. In 2014, 88 participants have been admitted for the certificate course. They have been rating the course as very good and the trainers very experienced and effective. These trainers are the champions of certified Supply Chain Management professionals in Bangladesh. Many of them are working as Heads of Procurement and Supply Chain Departments of many Government organizations, NGOs and private companies including multinational companies which have supply chains. Recently Petrobangla/ BAPEX has also sent participants for this proven and excellent training course.

DCCI Won "MLS-SCM$^{(P)}$ Best Network Partner Institution Award" of ITC-UNCTAD/WTO, Geneva

It may not be out of place to mention here that DCCI received **"MLS-SCM$^{(P)}$ Best Network Partner Institution Award"** of International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva, among its partner Institutions in 69 countries. The award was given at the **"MLS-SCM$^{(P)}$ Global Network Roundtable"**, held at Kuala Lumpur, Malaysia in 2011.

2. Short-term Training Courses in DBI Initiated Jointly with ITC's Technical Assistance

In 1991 DCCI started conducting short training courses for development of forward looking business executives and entrepreneurs under a joint project of Human Resource Development with the technical assistance of ITC, UNCTAD-WTO, Geneva. After the end of the one year project, DCCI continued the program on its own. Meanwhile DCCI upgraded its training centre into the DCCI Business Institute (DBI) in 1999. Since then, DBI has been conducting short-term training courses of 3 & 5 half days as usual. From October, 2013 to September, 2014, the following 15 short training courses were held in which two hundred eighty two (282) participants participated, the average being 18.8 per course:

> **1. Smart Negotiation Skills; 2. Effective Office Management and Filing System; 3. How to Operate Import and Export Business Successfully; 4. Human Resource Development (HRD); 5. International Business Communication in English 6. How to Operate Import and Export Business Successfully; 7. Front Desk Behaviour and Receptionist Skills; 8. Managing Accounts-Best Practices; 9. Marketing, Professional Selling Spirit and Secret of Success; 10. Role of Company Secretary and the Art of Effective Communication; 11. Rules & Procedures of VAT & Income Tax; 12. Logistics, Inventory and Store Management; 13. Managing Finance; 14. Understanding L/C Procedures for Import & Export Operation; and 15. Bangladesh Labour Law as amended in 2013: Compliance Issue and Disciplinary Cases.**

The participants of the courses expressed great satisfaction at the outcome of the courses which enhanced their practical and theoretical knowledge, skill and widened their mental horizon to make them confident in doing their job professionally. They also requested to continue such courses in the years ahead. It may be mentioned here that the number of participants in half days short courses started declining since 2008. In 2007 total number of courses were 50 with 1200 participants which declined to 33 courses with 569 participants. The main reasons are:

i. Many competitors of short courses are now in the market. Some of them are: Prothomalo jobs, bd-jobs, Japan Bangladesh Training Institute, BIM, BRAC, Business Express, BIBM, Skills 100, Techno-bd-Training, Bureau Veritas, SCITI, SME Foundation, etc. They are conducting similar training courses like DBI. Some of them have very good promotional infrastructure like individual attractive websites, well setup e-mail format and greater capacity to send e-mails, etc.

ii. Most of them conduct their training courses in the evening shifts and weekend/holidays which are convenient for the participants and Resource Persons. As such, they are attracting more participants who are on the job and also other people who remain busy in weekdays. For example Bdjobs Training, a division of Bdjobs.com Ltd. runs training programs in marketing, sales, HRD etc which are similar to DBI. Annually they hold hundreds of training programs for development of business professionals.

iii. Some of them also pay higher honorarium to the Trainers. Sometimes, they also go for profit sharing options.

iv. Most of the training centers pay higher fee/ honorarium to the trainers immediately at the end of the session by cash/ cheque and so retain and attract best trainers.

Similar measures also need to be taken by DBI to enhance its competitive edge and attract best trainers as well participants for its short courses.

3. DCCI Knowledge Centre (KC):

DCCI-Knowledge Center (KC) was established in cooperation with South-Asia Enterprise Development Facility (SEDF) in 2004. After the MoU with them was expired in June, 2008, DCCI continued the activities of "DCCI-Knowledge Center" as an extended wing of DCCI Business Institute (DBI). The objectives of Knowledge Center are to enhance both quantity and quality of training and services, particularly to facilitate the use of Information Technology (IT) for SME development. The goal of

Knowledge Center is to provide a "one-stop-knowledge service" to local SMEs, students, academics, NGOs and business service providers. It is also used as the Computer Laboratory of the students of Professional BBA Course being conducted under National University.

Services of Knowledge Center (KC): The main services of KC are: (i) Trade & Technologies Information service, (ii) CD ROM & Library service, (iii) Training service, and (iv) Development and Communication services. DCCI-Knowledge Center has two main sources of income. These are: (1) **Sale of Services:** it includes the income from different services provided by KC, like membership registration fees, internet browsing, printout, photocopy, CD-ROM, scanning etc. and (2) **Workshop Registration Fees:** it includes the registration fees from the participants of different workshops conducted by KC. Holding of day-long workshops on weekends (Fridays and Saturdays) is a new initiative of KC. From October, 2013 to September, 2014 following twenty three (23) workshops were held in KC:

> **1. Material and Inventory Management; 2. Professionalism in Business Communication & E-mail Writing; 3. How Team Building Helps Productivity; 4. "Be a Dynamic Leader" – Training on Leadership; 5. Domestic Enquiry and Labour Laws; 6. Excellent Customer Services; 7. Purchasing Strategies for Competitiveness; 8. Effective Export and Import Management; 9. Effective Office Management; 10. VAT & Customs Procedures for Import & Export; 11. Branding and Brand Management for Business Success; 12. Shipping, Customs Formalities and Clearance; 13. Material and Inventory Management; 14. Key Leadership Techniques for Managers; 15. Technical Presentation Skills; 16. Understanding Import & Export Operation & L/C Procedures; 17. Front Desk Behaviour & Telephone Etiquettes; 18. Smart Negotiation Skills; 19. Effective Office Management; 20. Income Tax Planning to Minimize Tax Burden Legally; 21. Customer Relationship Management (CRM); 22. 5-Step Problem Technique; 23. Effective Office Secretary for MD/CEO.**

The responses were by and large satisfactory. Total Number of Participants for these courses were 389 and on average 16.91 participants per workshop.

4. Professional BBA Course under the National University, Gazipur

The long-term vision of DBI is to emerge as a Professional Business School with wide-ranging modern knowledge-based education and a Centre of Excellence. With a view to achieving this goal, DBI approached the National University (NU) of Bangladesh for affiliation in 2009. After taking necessary preparatory steps and fulfilling the requirements, DBI was granted affiliation for conducting 4-years Professional BBA Course by the National University on 18-01-2011 for the session 2010-2011 with 50 (fifty) seats . Beginning with registration of twenty (20) students BBA class was started in 2011-12. In 2012-13 the number of students registration increased to 34 and in 2013-14 students registration has surpassed the ceiling of National University. Being satisfied with the performance of DBI, National University has agreed to permit registration of 55 students.

An Ad-hoc Governing Body of the DBI (College), headed by President, DCCI, has been formed which has been looking after the affairs of the College. An experienced Principal was been appointed with the approval of National University in 2014 who is running the College. Full time and part time experienced teachers for all subjects are also appointed. The classes of 1st batch, 2nd batch and 3rd batch of BBA course are being run smoothly and the students and guardians are fully satisfied with the environment and method of teaching in DBI. Necessary steps are also being taken to admit students in the 4th Batch of Professional BBA Course. It is expected that in not too distant future, the DBI shall emerge as a Professional Business School of international repute providing wide-ranging modern knowledge-based education including MBA for development of business entrepreneurs and executives.

DCCI BUSINESS INSTITUTE (DBI)
(A BBA College with a Difference)

Introduction

1. Journey of a thousand miles begins with a single step. DCCI Business Institute (BDI), a BBA College with a difference, has been consistent with its overall effort to emerge as a leading business school in the country. Since its commencement, DCCI Business Institute has been relentlessly pursuing its mission and goals as stipulated by the Governing Body, Standing Committee and the DCCI Board of Directors. Accordingly, it has achieved commendable success in the fields of academics, administration, facilities, extra-curricular activities and student's affair. In addition to that, National University of Bangladesh has recognized the huge potential that DBI could manifest in the implementation of BBA (Professional) Course.However, the overall achievement in 2014 seemed to be steady requiring more synergy and concerted effort from all its stakeholders.

Academics

2. Society expects quality graduatesfrom business schools. To prepare managers and entrepreneurs DBI has been contemporary and efficient. Therefore, academics have been the main focus of concentration. Simultaneously, all other activitiessupportive to academic excellence have been given due preference. All the teachers have expressed satisfaction with the coverage of syllabi. Significant progress has been achieved in the following areas of interests.

   a. **Teaching Methodology.** In addition to on lectures, group discussion, group presentation, case study,assignments, exercise and other interactive methods of learning has been introduced to explore and expose ones potential and creativity.

   b. **Academic Calendar.** Academic Calendar or detailed year calendar, containing dates of holidays, examination schedule, socio-cultural events, visits, etc. need to be prepared.

   c. **Syllabus and Textbooks.** Effort has been taken to expand students' standard of assimilation, analysis and creativity.

   d. **Examinations.** Results of the public exams have been satisfactory.

   e. **Drop out.** Drop out has been nominal later in 2014.

Administration

3. College has been considerate to include educational leadership, the capacity to bring about shared vision, collaborative decision-making ability and managerial skills.

   a. **Governing Body.** Constitution of Regular Governing Body has been underway.

   b. **Principal.** Maj Md Ibrahim Khalil, psc, AEC (retd) has joined as the new Principal. He has been consistent with the goals, mission and vision of the collegesince taking over the responsibility.

   c. **Teaching and Supporting Stuff.** Arrangement for recruiting four new teachers has been underway. A deputy secretary has been providing secretarial support to the college, a junior officer providing front desk and student relations supports and a peon placed to the library providing manual support.

   d. **New Admission.** Steps have been underway to attract and retain good students in large group.

Facilities/Logistics

4. Provision of appropriate facilities is an essential component of maintaining environment conducive to effective learning and growth. DDCI has been has been very kind and supportive in providing all sort of facilities including accommodation, furniture, security and maintenance. Recently textbooks worth 20,000.00 have been purchased for the library.Collegehas been committed to provide state of art classroom.

Extra-Curricular Activities

5. Extracurricular activities are beneficial in every consideration for student. Only thing they have to keep in mind is that how much is too much.Students have displayed a number of flash mobs on the occasion of 5th T-20 World Cup 2014 held in Bangladesh. That programme has been appreciated by all.Students have been exposed to some of the public speaking events namely debate and group presentation in this year.

Students' Affairs

6. A degree college like DCCI Business Institute merits to getting considerable attention and resources because students here are mature and divergent having multifarious requirements. This section may include student code of conduct, safety, discipline, job placement assistance etc.

Conclusion

7. DBI College has been unique of its kind with versatile possibilities. All of its patrons have been proactive toward the attainment of desired goals but with a cautious disposition. Even though National University has shown confidence in the ability of DBI for running the BBA Professional course successfully, ad the journey ahead has just started. A coordinated and synchronized thrust with a constant visualization of the goals could have achieved more by this time. However, tradition says 'slow and steady wins the race'.

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

প্রথম আলো

সোমবার, ২৮ এপ্রিল ২০১৪

bis@prothom-alo.info

ঢাকা চেম্বারের সভায় বক্তব্য দেন এইউএসটিআর মাইকেল ডিলানি

ব্যবসায়ীদের সভায় যুক্তরাষ্ট্রের এইউএসটিআর

শাস্তি দিতে জিএসপি স্থগিত করা হয়নি

প্রথম আলো

শনিবার, ২৫ জানুয়ারি ২০১৪

bis@prothom-alo.info

এ সপ্তাহের সাক্ষাৎকার

নির্বাচন-পরবর্তী দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের হালচাল, নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশাসহ নানা বিষয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপ করেছেন ঢাকা চেম্বারের নতুন সভাপতি **শাহজাহান খান**

ব্যবসার জন্য চাই স্থায়ী স্বাভাবিক পরিবেশ

দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার ৫ পৌষ ১৪২০

১৯ ডিসেম্বর ২০১৩

মোহাম্মদ শাহজাহান খান — ওসামা তাসীর — খন্দকার শহীদুল ইসলাম

ঢাকা চেম্বারের নতুন কমিটি

মোহাম্মদ শাহজাহান খান ২০১৪ সালের জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ডিসিসিআই মিলনায়তনে গতকাল অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই'র ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে ওসামা তাসীর ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও খন্দকার শহীদুল ইসলামকে সহ-সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ মেয়াদের জন্য নতুন নির্বাচিত পরিচালক হিসেবে যথাক্রমে সামির সাত্তার, এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, কে জি করিম, মোক্তার হোসেন চৌধুরী এবং এস রুমি সাইফুল্লাহ নির্বাচিত হন। নবনির্বাচিত সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান খান এস. এস. শিপিং এন্ড ট্রেডিং লিঃ ও এস. এস. শিপিং এন্ড চার্টারিং এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং এস. এস. বিল্ডার্স এন্ড ডেভেলপার্স লিঃ ও ফাতেমা রিয়েল এস্টেট এন্ড ডেভেলপার্সের এর চেয়ারম্যান। — প্রেস বিজ্ঞপ্তি

The Daily Star

DHAKA SUNDAY APRIL 20, 2014

DCCI

Mohammad Shahjahan Khan, president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, speaks at a programme marking the visit of a delegation from UK's Bangladesh Catalysts of Business and Industry recently.

The Daily Star

DHAKA MONDAY APRIL 28, 2014

STAR

From left, Dan Mozena, US ambassador; Shahjahan Khan, president of DCCI; Michael Delaney, US assistant trade representative, and Aftab ul-Islam, president of AmCham, attend a discussion on Ticfa, in Dhaka yesterday.

TICFA TALKS

Labour, women in focus

US trade negotiator Delaney signals formation of two panels

STAR BUSINESS REPORT

The US plans to establish separate committees on labour and women's empowerment under the Trade and Investment Cooperation Forum Agreement to ensure due rights for workers and spur women's participation in the economy.

Michael J Delaney, assistant US trade representative for South Asia, said the dedicated committees would enable the two countries to jointly work on the important issues with an interagency and inter-ministerial team of experts.

The trade negotiator, who is currently in the capital leading a five-member US delegation for the inaugural Ticfa talks today, is optimistic about the efficacy of the arrangement, inked in November last year after decades of negotiations.

"I have long felt that we have not been well served by the absence of a regular, formal trade and investment dialogue between our countries, so I attach considerable importance to the launch of the Ticfa," he said during a meeting with business leaders at Dhaka Chamber of Commerce and Industry in the capital.

"We hope to accomplish much in this forum—we have a considerable bilateral trade and investment relationship, but I believe these numbers are only a fraction of the potential."

In 2013, bilateral trade exceeded $6 billion, up by more than 50 percent on 2009, when it was $4 billion, Delaney said, while highlighting the growing bilateral economic and commercial relationship.

The US diplomat said the Tazreen fire and Rana Plaza collapse were calls to action for Bangladesh and also for the many international retailers who source goods from Bangladesh's factories.

READ MORE ON B3

Labour, women in focus

FROM PAGE B1

"As the Triangle Shirtwaist factory tragedy sparked reforms that helped my country create a safer and fairer environment for American workers, the Tazreen Fashions and Rana Plaza tragedies may one day be looked back upon as watershed events for Bangladeshi workers' rights."

Delaney said the greatest challenge Bangladesh's garment industry faces is the reputational risk that the twin tragedies have highlighted.

"So far, we have seen a great willingness on the part of some elements of the private sector to roll up their sleeves and help address the labour challenges that the industry faces."

He said the purpose of suspending trade benefits for Bangladesh was not to penalise the country but to send a strong signal about the urgent need to establish internationally-recognised worker rights in Bangladesh.

Delaney also said there needs to be concerted effort on the part of factory owners and investors along with the international brands that source from them to ensure that they are meeting their responsibilities to uphold the laws of Bangladesh and respect human rights.

He expressed particular concern about the reports of harassment and violence that newly formed unions are facing as they attempt to engage factory management with worker concerns.

"There is the potential for these cases of anti-union actions to become the latest "news" story about Bangladesh—the industry and the country cannot afford to let this happen."

It is "critical" to the future success of the industry that these problems are addressed directly and that effective mechanisms for labour-management relations are developed, Delaney said.

Responding to a query about offering duty-free access to garment products to the US market, he said the issue is hinging on the outcome of the World Trade Organisation's Doha Round negotiations.

He said Bangladesh matters greatly to the US, as it sets an important example in the region and the world as a moderate, secular, Muslim-majority democracy of 160 million people. "The United States believes that Bangladesh is the key to developing trade and economic corridors between South and South East Asia."

On the reinstatement of Generalised System of Preferences status, he said there has, without question, been a tremendous effort among all the stakeholders to develop concrete and sustainable solutions to the worker rights and safety challenges Bangladesh faces.

"However, I think we all recognise that much work remains to be done, and work that has been started needs to be seen through to its completion."

US Ambassador Dan Mozena, DCCI President Mohammad Shahjahan Khan and AmCham Aftab ul-Islam also spoke.

The New Nation

Dhaka, Monday, February 10, 2014

ভোরের কাগজ

ঢাকা সোমবার ১৪ মাঘ ১৪২০ • ২৭ জানুয়ারি ২০১৪

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জিএসপি এপ্রিলের মধ্যে : বাণিজ্যমন্ত্রী

BANGLA NEWS 24.com

বাংলানিউজকে ডিসিসিআই সভাপতি ব্যবসা-বিনিয়োগের পরিবেশ ফিরছে

23 Jan 2014 01:29:34 AM Thursday BdST

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার ৫ ফাল্গুন ১৪২০

Dhaka : Monday 17 February 2014

বিদেশিদের কারণেই আমাদের দেশের সংকট : শিল্পমন্ত্রী

● চিনি ব্যবসায়ীদের সরকারের সঙ্গে পাল্লা না দিতে হুঁশিয়ারি

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

theindependent
DHAKA, THURSDAY APRIL 17, 2014

DCCI President Shahjahan Khan hands over a crest to UKBCCI Chairman Iqbal Ahmed, OBE during a business meeting at the Dhaka Chamber's conference room in Dhaka on Wednesday.

UKBCCI to promote young entrepreneurs

Bangladesh-UK business meet

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) will sign a Memorandum of Understanding (MoU) with UK-Bangladesh Catalysts of Commerce and Industry (UKBCCI) for cooperation in trade and commerce, reports BSS.

"We will sign an agreement with the UKBCCI soon for cooperation in all business areas...the deal can help develop Bangladesh-UK total business," Mohammad Shahjahan Khan, president of DCCI, told a business meeting with the UKBCCI leaders at the chamber's conference room here on Wednesday.

The talks mainly focused on the opportunities to be extended by the UKBCCI for the young entrepreneurs of both the countries who would gain priceless benefit from such an initiative.

UKBCCI Chairman Iqbal Ahmed, OBE led the 9-member trade delegation on the UKBCCI side while the DCCI president led the Dhaka chamber part.

President of the association Bajloor Rashid, MBE, senior vice-president MA Rouf, vice-president Abdul Malik, president (London Region) Jamal Uddin Mokkodus and directors-- Anwar Babul Miah, SI Azad Ali and Bohema Mia attended the meeting.

Iqbal Ahmed said the UKBCCI and the DCCI together can work for Bangladesh in the UK to boost two-way trade.

"We want to be affiliated with the Dhaka chamber for business promotion and we also want to develop entrepreneurship by promoting youngsters in the UK.

Bajloor said there is a gap between Bangladesh and UK in trade. "We want to bridge the gap through the UKBCCI," he said.

There are huge opportunities in the 4.1 billion pound British curry industry where Bangladeshi entrepreneurs can easily contribute to the industry, he said.

The UK curry industry has now a demand for huge skilled manpower, he added.

He said this is for the first time the business organisation is going to take students as members of the UKBCCI for entrepreneurship development.

DCCI senior vice-president Osama Taseer said UKBCCI can help Bangladeshi manufacturers.

"We are really lacking in branding Bangladesh," he said." Lots of intellectual diasporas are there in the UK where Bangladesh can really leverage.

Bangladesh private sector can tie up with the Diaspora to project Bangladesh before the Europe and western world," he said.

The Financial Express
Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, Dhaka-
Thursday, April 24, 2014
Boishakh 11, 1421 BS: Jamadius Sani 23, 1435

The board of directors of the Dhaka Chamber of Commerce & Industry led by its president Mohammad Shahjahan Khan called on National Board of Revenue Chairman Md Ghulam Hussain to place the chamber's budgetary proposal to the NBR in the city on Wednesday.

DCCI proposals at pre-budget meeting with NBR

FE Report

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has proposed the government to increase the tax-free ceiling for individual taxpayers, relax existing surcharge rate on wealth and cut corporate tax in the next budget.

A team of DCCI, led by its president Md Shahjahan Khan, placed the proposals Wednesday at a pre-budget meeting with the National Board of Revenue (NBR).

The DCCI president urged the NBR to waive tax on local Letter of Credit (L/C), cut tax on dividend income of a company to 15 per cent from the existing 20 per cent and include non-banking financial institutions (NBFIs) under the same tax treatment like banks.

The local industries also sought extension of tax rebate facility until 2020 for newly established industries and until 2025 for export-oriented handicraft industries.

The chamber leaders proposed increase in tax threshold for individual taxpayers to Tk 0.3 million considering high living cost and inflation.

They also proposed to increase the limit of net asset to Tk 50 million and Tk 150 million and impose surcharge at 10 per cent and 15 per cent respectively under the existing wealth tax rules.

For corporate tax, the chamber leaders suggested tax cut for listed companies to 20 per cent from 27.5 per cent, private limited companies to 27.5 per cent from 37.5 per cent, banks and financial institution to 30 per cent from 45 per cent and mobile operators to 40 per cent from 45 per cent.

The DCCI proposed to increase limit of turnover tax from Tk 8.0 million to Tk 10 million.

On the proposal, NBR chairman said increase in turnover ceiling would not help businesses as only a handful member responds to the existing turnover currently.

NBR member (VAT policy) Barrister Jahangir said most of the businesses show turnover above Tk 1.0 million.

The chamber leaders also sought continuation of package VAT and scrap Electronic Cash Register (ECR) system.

For Corporate Social Responsibility (CSR), the DCCI leaders suggested imposition of tax on 10 per cent of the CSR expenditure instead of the existing 10 per cent tax rebate.

On Universal Self-assessment, the chamber proposed setting specific criteria on auditing of tax files.

The Financial Express
Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Thursday, December 19, 2013
Poush 5, 1420 BS : Safar 15, 1435

Shahjahan Khan new DCCI chief

Mohammad Shahjahan Khan, involved in shipping and real estate business, has been elected as new president of the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) for the year 2014, reports UNB.

Osama Taseer has been elected as senior vice-president and Kh. Shahidul Islam

Continued to page 7 Col. 6

Continued from page 1 col. 7

elected as vice-president of DCCI for the year.

The new Board of Directors took over charge at the 52nd Annual General Meeting (AGM) of DCCI held at its auditorium on Wednesday, said a press release.

The newly elected directors for the term 2014-16 are Sameer Sattar, AKD Khair Mohammad Khan, KG Karim, Mukter Hossain Chowdhury and S Rumi Saifullah.

Newly elected DCCI president Mohammad Shahjahan Khan is mainly a businessman engaged in the shipping and real estate sectors for long. He is a former general manager of Bangladesh Shipping Corporation.

The release said that M Shahjahan Khan is the managing director of S.S. Shipping and Trading Ltd. and S.S. Shipping and Chartering Ltd. He is also the chairman of S.S. Builders Ltd. and Fatema Real Estate and Developers Ltd.

M Shahjahan Khan was the senior vice-president of DCCI during the years 2007 and

Taseer Shahidul

2010. Besides, he is the senior vice-president of Bangladesh-Thai Chamber of Commerce & Industry for the term 2013-14 and vice-president of Barisal Metropolitan Chamber of Commerce & Industry for the term 2013-14.

Osama Taseer is an entrepreneur in the export-oriented readymade garment industry. He graduated in Electrical Engineering from the Aligarh M. University in India. He is engaged in manufacturing mainly woven garments for the global brands in EU, North America, Australia, Japan and Turkey since 1992.

Kh. Shahidul Islam, the newly elected vice-president of DCCI is the owner of Dhaka Diesel & Machineries. He is also the CEO of M/S. Mahabuba Khandaker. He was also former director and vice-president of DCCI.

যায়যায়দিন
রোববার, ১১ মে ২০১৪

রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে বিদেশিদের পরামর্শ

যাযাদি রিপোর্ট

মঙ্গলবার ৫ আগস্ট ২০১৪ ■ ২১ শ্রাবণ ১৪২১
আমাদের সময়

ব্যাংকঋণের সুদের হার এখনও অনেক বেশি
—মোহাম্মদ শাহজাহান খান

বিস্তারিত ৩ পৃষ্ঠায়

আমাদের সময়কে শাহজাহান খান

সুদের হার এখনও অনেক বেশি

দেলোয়ার মহিন ●

ব্যাংক ঋণের সুদের হার এখনও অনেক বেশি বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ শাহজাহান খান। তিনি বলেন, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বড় বাধা হচ্ছে ঋণের উচ্চ সুদ হার। এটি কমানোর জন্য আমরা সরকারের কাছে বারবার অনুরোধ করেছি। গতকাল আমাদের সময়ের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন শাহজাহান খান।

তিনি বলেন, সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে সুদ হার কমানোর জন্য ব্যাংকগুলোকে বলা হয়েছে। কয়েকটি ব্যাংক সুদ হার কমিয়েছে, কিন্তু তা খুবই সামান্য। এখনও যৌক্তিক পর্যায়ে সুদ হার কমেনি বলে এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৮

সুদের হার এখনও

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) মন্তব্য করেন তিনি। ডিসিসিআই প্রেসিডেন্ট বলেন, বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য অন্যতম উপাদান হচ্ছে অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করা। গ্যাস, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে। তিনি আরও বলেন, ঈদ মৌসুমে ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ জমে ওঠে। আমরা আশা করছি খুব শিগগির সার্বিকভাবে বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। তবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, যদি রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা না আসে তাহলে বিনিয়োগ পরিবেশ থাকবে না। দেশের স্বার্থে আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করার জন্য আমরা সরকার এবং সব দলের কাছে অনুরোধ করছি।

dailyobserver
Dhaka Wednesday March 26, 2014

Information Minister Hasanul Haq Inu speaking as chief guest at a seminar titled 'Role of Media in Economic Development' organised by Dhaka Chamber of Commerce on Tuesday. PHOTO: OBSERVER

'Media, pillar of democracy and development'

Staff Correspondent

Mass media facilitates business by delivering accurate information, identifying problems and focusing on opportunities which encourage entrepreneurs and create awareness though it has some limitations, Information Minister Hasanul Haque Inu said yesterday.

The base of strong economy is small and medium industry and agriculture. And media undoubted plays the role to establish economy by delivering information of different crisis such as gas, power crisis, tax and vat related issues etc, he said as a chief guest in a seminar.

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) organised the programme on "Role of Media in Business and Economic Development" in its auditorium.

Iqbal Sobhan Chowdhury, information advisor to the Prime Minister and editor of the Daily Observer, was present there as a special guest. Matiur Rahman, editor & publisher of the Daily Prothom Alo, Dr Shamsul Alam, member of General Economic Division, Planning Commission and Ministry of Planning, Dr Md Golam Rahman, professor of Mass Communication of University of Dhaka, were present while DCCI president Mohammad Shahjahan Khan presided over the programme.

Mass media has an important responsibility in case of administration's mismanagement, share market, money transfer, weather, sports, invention, human recourses level, corruption and dream through delivering information and logic, he said.

And it plays a positive and tough role in publishing corruption, mismanagement, power misuse which help businesses, he said adding that sometimes journalist has lack of economic knowledge and it takes time to develop through training, workshop.

Media play role like a mother to develop economy and democracy and Political parties, administration could make mistake but mass media couldn't make mistake to save democracy, he said.

The journalist should have proper knowledge in profit and ...., foreign and local interest, administrative ambiguity, accident and economic failure, he added.

Referring to the Rana Plaza collapse he said,"Accident is simple accident and it cannot be used to tarnish our image," he noted.

Mass media couldn't work on behalf of businesses, it cannot take stand against country's economy indentifying any business badly.

He said to the reporters not be a spokesman of the businesses and don't be victim of falsehood, rumour and partial news.

"If you believe in democracy, you have to believe in mass media, as it is fourth pillar of democracy," he added.

Iqbal Sobhan Chowdhury urged the businessman to be entrepreneur in media and we need good enterpreneur.

"About yellow journalism, he said, some people made money doing corruption and they are trying to control media by investing in this sector and we are fighting from inside," he said.

Everybody is bound to obey law and journalists are not out of law, there is a press council to regulate and monitor media, he answered to a question of a businessman.

Businesses are involved in producing adulterated food, polythene bag which is not eco friendly, there is being defaulter tendency day due to bank management irregularities and political purpose, he said.

Media is mirror of society, if politics, business running in a smooth way, it will be reflected in the media, he said.

"We demand that mainstream media play key role to protect image and media could say boldly in democratic environment," he said adding that freeing of electronic media is the example of private sector liberalization.

বণিক বার্তা
বুধবার • ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১৪ • ফাল্গুন ১৪, ১৪২০

রিসেপশনিস্টদের দক্ষতা বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার ২৮ বৈশাখ ১৪২১
১১ মে ২০১৪

ঢাকা চেম্বারের বৈঠকে বক্তারা

রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণে সরকারের সহযোগিতাও প্রয়োজন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা বৃহস্পতিবার, ২২ ফাল্গুন ১৪২০, ০৬ মার্চ ২০১৪

ভিসা প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে আমিরাতের রাষ্ট্রদূতের প্রতি ডিসিসিআই সভাপতির আহ্বান

The New Nation
Dhaka, Monday, February 3, 2014

The Board of Directors of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) led by its President Mohammad Shahjahan Khan calls on Industries Minister Amir Hossain Amu at Ministry of Industries on Sunday. Industries Secretary Mohammad Moinuddin Abdullah, DCCI Senior Vice President Osama Taseer and Vice President Kh. Shahidul Islam were present.

Govt to set up two new economic zones : Amu

Business Desk

Industries Minister Amir Hossain Amu on Sunday said the government is working to set up two new economic zones.

"The process is underway to select possible sites to this end," he said at a meeting with newly elected board of directors of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) at the Industries Ministry.

Industries Secretary Mohammad Mainuddin Abdullah, DCCI President Mohammad Shahjahan Khan, Senior Vice-President Osama Tasir, Vice-President Khandaker Shahidul Islam, former President and incumbent Director M Sabur Khan, directors Abul Hossain, Haider Ahammed Khan and M Iftekhar Uddin Khan were present at the meeting, among others.

The industries minister said the government would take decisions for development of trade and industries in consultation with the businessmen and entrepreneurs.

He urged the entrepreneurs to increase the use of jute goods in local industrial units.

The government's policy support would be continuing for potential industrial sectors, including tourism, he said.

The DCCI leaders stressed the need for a need-based research for development of small and medium ente[rprises] with the involvemen[t] of Industries Minist[ry], Bangladesh Bank, SM[E] Foundation and DCCI.

They demanded a qui[ck] approval of the policy [for] ship-breaking industr[y], implementation of the proje[ct] for pharmaceutical city a[nd] uninterrupted gas and pow[er] supplies and utility conne[ctions] to industrial units.

Later, leaders [of] Bangladesh Embroide[ry] Manufacturers and Exporte[rs] Association (BEMEA) call[ed] on the industries minister [at] his office.

The minister called f[or] concerted efforts by entr[e]preneurs to make embro[i]dery industry sector sel[f-]reliant.

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

The Financial Express

Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Wednesday, April 9, 2014
Chaitra 26, 1420 BS : Jamadius Sani 8, 1435

Future entrepreneurs advised not to hurry in starting business

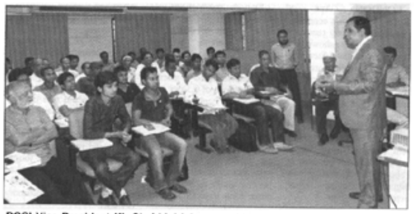

DCCI Vice President Kh Shahidul Islam speaking at the training course in the city recently.

The future entrepreneurs have been advised not to hurry in starting any business and to make their business plan in a way so that banks can be satisfied for financing.

DCCI Vice President Kh Shahidul Islam said this while speaking at a training course organised by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) in association with International Finance Corporation (IFC) and Small and Cottage Industry Training Institute (SCITI) in the city recently, said a press release.

The DCCI organised the training to develop a proper business plan for the entrepreneurs who have registered to its project "DCCI Entrepreneurship & Innovation Expo".

DCCI is implementing the project for creating 2000 entrepreneurs in the country jointly with the Bangladesh Bank.

A total of 360 participants have already been trained and this is an ongoing process.

Among others, former managing director of Mutual Trust Bank and Consultant of DCCI Kazi Md Shafiqur Rahman, Director (Additional Secretary) of BSCIC Md Jahangir Molla, Vice President of Mercantile Bank Liaquat F Rashid Chandan and Senior Executive Officer of National Bank Md Rezaul Islam were present at the training.

সকালের খবর

ঢাকা : বুধবার ২১ মে ২০১৪

অবকাঠামো উন্নয়নকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার : শাহজাহান খান

ডিসিসিআই সভাপতি

কেমন বাজেট চাই

মোহাম্মদ শাহজাহান খান
ডিসিসিআই সভাপতি

সমকাল

রোববার
১৮ মে ২০১৪ ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১

সাক্ষাৎকার — মোহাম্মদ শাহজাহান খান

সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য বাজেটে বরাদ্দ চাই

dailyobserver

Dhaka Wednesday May 14, 2014

Budget expectations

Exclusive interview

Good governance, private investment key to economic success

DCCI Presdient tells the dailyobserver

Mohammad Shahjahan Khan

Mohammad Shahjahan Khan, President of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), is a leading businessman in the country, especially in the fields of shipping, trade and real estate. He was the General Manager (Chartering) of Bangladesh Shipping Corporation.

Talking to the Daily Observer recently, the DCCI chief emphasised good governance, peaceful political atmosphere and business-friendly measures in the coming budget.

সমকাল

রোববার
৮ জুন ২০১৪ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১

এসএমই খাত সমস্যায় পড়তে পারে

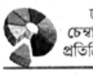

ঢাকা চেম্বারের প্রতিক্রিয়া

প্রথম আলো

রোববার, ১৩ এপ্রিল ২০১৪

বাংলাদেশের ভাবমূর্তির মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে

আইসিসিবির মূল্যায়নে ২০১৩ সাল

daily sun

MONDAY 27 JANUARY 2014 DHAKA

অর্থনীতি প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার ২০ মার্চ ২০১৪

ঢাকা চেম্বারের বাজেট সুপারিশ

দৈনিক ইনকিলাব

THE DAILY INQILAB

ঢাকা মঙ্গলবার, ১৩ কার্তিক ১৪২১, ২৮ অক্টোবর ২০১৪

'ব্যবসা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে দু'দেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে'

ডিসিসিআই-এর সাথে শ্রীলঙ্কা প্রতিনিধি দলের সভা

সকালের খবর

ঢাকা : বুধবার ২৯ অক্টোবর ২০১৪

থাইল্যান্ডে বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের তাগিদ ডিসিসিআইর

দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের কাছে পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাব সমূহ

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে এক মত প্রকাশ করে দেশের বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সব সময় সরকারের নীতিমালা প্রণয়নে গঠনমূলক সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করে সরকারকে সহযোগিতা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ডিসিসিআই এ বছর নিম্নোল্লেখিত সুপারিশসমূহ সরকারের কাছে পেশ করেছেঃ

১. বাজেট ২০১৪-১৫ এ অন্তর্ভূক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক প্রণীত সুপারিশমালা

ঢাকা চেম্বার ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরের বাজেট প্রস্তাব প্রণয়নে এর সদস্যগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাব সমূহ বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছে। এ চেম্বারের কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন এবং এনবিআর সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি, গবেষণা সেলের সহযোগিতায় প্রস্তাবসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে সর্বমোট ৬৭ টি সুপারিশ জাতীয় বাজেট ২০১৩-১৪ তে অন্তর্ভূক্তির জন্য চূড়ান্ত করে। এবছর আয়কর সংক্রান্ত ২৮ টি, আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক কর্তৃক ১৭ টি এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত ১৪ টি প্রস্তাবসহ সর্বমোট ৫৯টি প্রস্তাব প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে শিল্প ও ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে বলে ঢাকা চেম্বার মনে করে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নিম্নে দেয়া হলো ঃ

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব ঃ

১. *ব্যক্তি শ্রেণীর করঃ*

বর্তমানে জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির ফলে মৌলিক চাহিদা মেটানোর ব্যয় বৃদ্ধি সহ অন্যান্য ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার কর মুক্ত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা ২,২০,০০০ টাকা হতে বাড়িয়ে ৩,০০,০০০ টাকা করা প্রয়োজন। বয়স্ক নাগরিক ও মহিলা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ২,২৫,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩,৫০,০০০ টাকা এবং প্রতিবন্ধী করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৩,০০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪,০০,০০০ টাকা করা।

২. *সারচার্জ ঃ*

যেহেতু প্রত্যেক করদাতা কর পরিশোধ করেই সম্পদের মালিক হয়েছেন সেহেতু ঐ সম্পদের উপর পুনরায় সারচার্জ আরোপ যুক্তিসঙ্গত নয়। তাই আয়কর রির্টানের সাথে দাখিলকৃত পরিসম্পদ ও দায় বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট সম্পদের পরিমান ৫(পাঁচ) কোটি টাকার উর্ধ্বে ও ১৫(পনের) কোটি টাকার মধ্যে হলে সারচার্জ ১০% এবং নীট সম্পদের পরিমান ১৫(পনের) কোটি টাকার উর্ধ্বে হলে ১৫% সারচার্জ আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়।

৩. *কর রেয়াত হিসেবে মূল বেতনের বাড়ি ভাড়ার সিলিং বৃদ্ধিঃ*

বাড়ী ভাড়ার সিলিং মূল বেতনের ৫০% থেকে বৃদ্ধি করে ৬০% করা যেতে পারে এবং সর্বোচ্চ রেয়াত সীমা ২০,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৫,০০০/- টাকা করার প্রস্তাব করা হয়। বর্তমানে বাড়ী ভাড়া অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে; এর সাথে সমন্বয় রেখে এ সীমা বাড়ানো প্রয়োজন।

৪. *কর রেয়াতের জন্য চিকিৎসা ভাতার শর্ত প্রত্যাহারঃ*

চিকিৎসা ভাতার উপর কর প্রদানের শর্তপূরণ করা হয়রানীমূলক বিধায় চিকিৎসা ভাতা হিসেবে প্রদত্ত সম্পূর্ন অংককে করমুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।

৫. *নগদ যাতায়াত ভাতার সীমাঃ*

বেতনভুক্ত কর্মচারীগণের অন্য কোন যাতায়াত সুবিধা না থাকায় এবং দেশে পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে নগদ যাতায়াত ভাতার পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন। তাই নগদ যাতায়াত ভাতার সীমা ৩০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৬০,০০০ টাকা করা এবং চাকুরীদাতা কর্তৃক প্রদেয় বিনা মূল্যে যাতায়াত সুবিধা লব্দ প্রচ্ছন্ন আয় মূল বেতনের ৭.৫% থেকে হ্রাস করে ৫% করার প্রস্তাব করা হয়।

৬. স্বল্প আয়ের কর্মচারীদের চেকের মাধ্যমে বেতন পরিশোধের সীমা বৃদ্ধিঃ

স্বল্প আয়ের কর্মচারীদের ব্যাংকের ঝামেলা হতে পরিত্রাণ দেয়ার জন্য তাদের বেতন চেকে প্রদানের পরিমাণ ১৫,০০০ টাকা হতে বাড়িয়ে ২০,০০০ টাকা করা যেতে পারে।

৭. পারকুইজিট সীমা বৃদ্ধিঃ

চাকুরীজীবি করদাতার জীবনযাত্রার মানের সাথে সঙ্গতি রেখে পারকুইজিট সীমা বাড়ানো দরকার। চাকুরীদাতার অনুমোদিত পারকুইজিট সীমা ২,৫০,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০,০০০/- টাকা করা যেতে পারে।

৮. কর্পোরেট করঃ

কর্পোরেট করের হার নিম্নোক্তভাবে পূনর্বিন্যাস করার প্রস্তাব করা হয়ঃ

(ক) শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর মুনাফার উপর করের হার ২৭.৫% থেকে হ্রাস করে ২০% করা;

(খ) প্রাইভেট লিঃ কোম্পানির মুনাফার উপর করের হার ৩৭.৫% থেকে কমিয়ে ২৭.৫% করা;

(গ) তালিকাভুক্ত ও অতালিকাভুক্ত কোম্পানীর কর হারের পার্থক্য ১০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা;

(ঘ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর হার ৪২.৫% থেকে হ্রাস করে ৩০% করা যেতে পারে।

(ঙ) মোবাইল ফোন অপারেটরদের জন্য করপোরেট করের হার ৪৫% থেকে হ্রাস করে ৪০% এবং যে সকল কোম্পানী স্টকমার্কেটে তালিকা ভুক্ত হবে (স্টক মার্কেটে শেয়ার অফ লোড এর ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% এর স্থলে ২০% হতে হবে) তাদের ক্ষেত্রে এ হার ৩৫% থেকে হ্রাস করে ৩০% করা;

৯. CSR সংক্রান্তঃ

CSR কর্মকাণ্ডে কোম্পানীর বিনিয়োগ/ব্যয়ের উপর ১০% কর রেয়াতের পরিবর্তে একে লাভ-ক্ষতি হিসাবে সর্বোচ্চ ১০% দেখানোর জন্য অনুমতি দেয়া এবং একই সাথে CSR কর্মকান্ড সংক্রান্ত তালিকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত CSR কর্মকান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে এ তালিকাটি CSR এর সংজ্ঞার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে স্পষ্ট করার প্রস্তাব করা হয়।

১০. ধারা 16 CCC অনুযায়ী ন্যুনতম করের বিধানঃ

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের Loss হলেও কর প্রদান অযৌক্তিক বলে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 16 CCC অনুযায়ী ০.৫০% হারে ন্যুনতম করারোপের বিধান প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হয়।

১১. কোম্পানীর ক্ষেত্রে লভ্যাংশ থেকে অর্জিত আয় ঃ

কোম্পানীর ক্ষেত্রে লভ্যাংশ থেকে অর্জিত আয়ের উপর কর হার ২০% কমিয়ে ১৫% করা প্রয়োজন। এতে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্যাপিটাল মার্কেটে বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে।

১২. ব্যক্তির ক্ষেত্রে লভ্যাংশের উপর উৎসে কর্তিত করঃ

পুজিঁবাজারে বিনিয়োগ উৎসাহিত করণের জন্য ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার ক্ষেত্রে লভ্যাংশের উপর ১০% হারে উৎসে কর্তিত কর চূড়ান্ত দায় হিসেবে ঘোষণা করা প্রয়োজন।

১৩. Savings এবং FDR এর সুদ থেকে আয়ের উপর করঃ

ব্যক্তি এবং কোম্পানী নির্বিশেষে ব্যাংকে স্থায়ী এবং সঞ্চয়ী আমানতের উপর অর্জিত সুদ থেকে ১০% হারে অগ্রীম কর কর্তনের যে বিধান আছে তা চূড়ান্ত কর দায় হিসেবে ঘোষণা করা প্রয়োজন। ব্যক্তি এবং কোম্পানী নির্বিশেষে ব্যাংকের স্থায়ী আমানতে উৎসাহিত হবে। অর্থনীতিতে এ স্থায়ী আমানত মূলধন ভিত্তি তৈরীতে সহায়তা করবে।

১৪. সঞ্চয় পত্র থেকে প্রাপ্ত সুদের উপর আয়কর কর্তনঃ

সরকারের সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং ব্যক্তি পর্যায়ে সঞ্চয় পত্রে বিনিয়োগ উৎসাহিত করণের জন্য আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 53(D) তে সঞ্চয় পত্র থেকে প্রাপ্ত সুদের উপর বর্তমানে ১০% হারে কর কর্তনের যে বিধান রয়েছে তা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়।

১৫. ওয়েজ আর্নারস ডেভেলপমেন্ট বন্ডের উপর কর প্রত্যাহারঃ

রেমিটেন্স উৎসাহিত করণের জন্য ওয়েজ আর্নারস ডেভেলপমেন্ট বন্ডের উপর আরোপিত কর প্রত্যাহার করা এবং বন্ড মার্কেটের উন্নয়নের জন্য করমুক্ত Country Bond সর্ব সাধারণের জন্য চালু করার প্রস্তাব করা হয়।

১৬. *কর অবকাশ* (Tax Holiday)ঃ

দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং শিল্পের বিকাশ ও বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার জন্য ট্যাক্স হলিডে মেয়াদ বাড়ানো প্রয়োজন -

(ক) দেশের আর্থ-সামাজিক বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ এবং শিল্পায়নের স্বার্থে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৪৬(ই) তে প্রদত্ত Newly established industrial undertaking এর কর অবকাশ (Tax Holiday) সময়সীমা আগামী ২০২০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা;

(খ) ট্যাক্স হলিডে প্রাপ্ত শিল্পে কাঁচামাল এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি আমাদানির ক্ষেত্রে AIT রেয়াত প্রাপ্তির জন্য প্রতি বৎসর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এ উদ্দেশ্যে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হয়। ঢাকা চেম্বার মনে করে AIT রেয়াত গ্রহণ যেহেতু Tax Holiday প্রাপ্ত শিল্পসমূহের জন্য প্রাপ্য তাই Tax Holiday অনুমোদনের সময়ই এ বিষয়টি সুরাহা করা;

(গ) দেশের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত উন্নয়নের জন্য যানবাহন প্রয়োজন যা বিদেশ হতে আমদানী করা হয়। উক্ত সেক্টরে উৎপাদন/সংযোজন খাতকে ট্যাক্স হলিডের অন্তর্ভূক্ত করা; এবং

(ঘ) আয়কর অধ্যাদেশের Sixth schedule এর Part A এর প্যারাগ্রাফ 35 এ বর্ণিত Handicraft রপ্তানি হতে উদ্ভূত আয়ের ক্ষেত্রে কর রেয়াত (Tax Holiday) এর সুবিধা ২০২৫ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়।

১৭. Interest on bad and doubtful debtst

অনাদায়ী ও সন্দেহজনক ঋণের সুদের উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ২৮ (৩) তে বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাশাপাশি Non-Banking Financial Institutions (NBFI) কে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

১৮. *ধারা* 32(10) *এবং* 53(H) *পরস্পর বিরোধী ঃ*

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 32(10) অনুযায়ী ভূমি, মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং কারখানা ভবন থেকে উদ্ভূত মূলধনী আয় বিনিয়োজিত ইকুইটি হিসেবে কর রেয়াতের যে বিধান আছে তা আয়কর অধ্যাদেশের 53(H) ধারায় অন্তর্ভূক্ত না থাকায় বিনিয়োগকারীদের বাধ্যতামূলক কর প্রদান করতে হয় যা পরস্পর বিরোধী। ঢাকা চেম্বার মনে করে 53(H) এ প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক এ সমস্যা দূর করা প্রয়োজন। এ পরস্পর বিরোধী ধারা বলবৎ থাকায় 32(10) ধারা অনুযায়ী কর রেয়াত সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ধারা 53(H) এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন জরুরী।

১৯. AIT *কর্তনের বিষয়টি অন-লাইনে সম্পাদনঃ*

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 62 তে উল্লেখিত "Credit of Tax Collection at Service" এ বর্ণিত ধারায় আমদানিকারক কর্তৃক মালামাল আমদানির ক্ষেত্রে AIT কেটে রাখা হয়। এর ফলে কর নির্ধারণের সময়েই কর্তনকৃত করের Credit দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর নির্ধারণের সময় বিশেষ করে আমদানি পর্যায়ে AIT সংশ্লিষ্ট সোনালী ব্যাংকে জমা দেয়া সত্তেও উপকর কমিশনারগণ পরবর্তীতে যাচাই সাপেক্ষে Credit নেয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যা করদাতদের জন্য হয়রানিমূলক। যেহেতু সোনালী ব্যাংকের ন্যায় একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংক/ ট্রেজারী ব্যাংক এ কর্তিত কর জমা হয়, সুতরাং সোনালী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটের উপর ভিত্তি করে কর প্রত্যর্পন চূড়ান্ত করা যেতে পারে। এ ধরনের কর্তিত করের বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সোনালী ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট আয়কর অফিস এর মধ্যে অনলাইন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার প্রস্তাব করা হলো।

২০. *ধারা* 53(BB) তে উল্লেখিত উৎসে কর কর্তন Deemed export ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া প্রয়োজনঃ

বর্তমানে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(ইই) তে নিটওয়্যার এবং ওভেন গার্মেন্টস, টেরি টাওয়েল, কার্টুন ও গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির এক্সেসরিজ, জুট গুডস, ফ্রোজেন ফুড, ভেজিটেবল, লেদার গুডস, প্যাকড ফুড সহ অন্যান্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন ০.৮০% হারে হয়ে থাকে যা চূড়ান্ত কর দায় হিসেবেও বিবেচিত হয়। কিন্তু নিটিং, ডায়িং এবং উইভিং ইন্ডাস্ট্রিসমূহ যা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির সাথে অঙ্গাঙ্গি সম্পৃক্ত এবং ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রিসমূহে মালামাল সরবরাহ করে থাকে এবং এ ধরনের ব্যবসাকে Export Business হিসেবে বিবেচনাপূর্বক Deemed Export হিসেবে বিবেচিত করা এবং আয়কর কর্তনকে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচনা করার সুপারিশ করা হলো।

২১. *ধারা* 53E *কে স্পষ্টীকরণঃ*

Deduction of tax at source should be applicable only when the commission or cash discount or fees are paid to distributors for distribution of goods and not on product discounts allowed to customers or trade discount or lowering the mark-up.

২২. *সার্বজনিন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিঃ*

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 82(BB) তে বর্ণিত সর্বজনিন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি (Universal Self Assessment) সংক্রান্ত ধারায় বর্ণিত অডিটের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত হলে অডিট হবে না তার একটি বিস্তারিত তালিকা রিটার্ণ দাখিলের পূর্ববর্তী সময়ে প্রত্যেক বৎসর প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে করদাতাদের সচেতনতার জন্য অবহিত করার প্রস্তাব করা হয়। এর ফলে খুব বেশী অডিটের প্রয়োজন হবে না এবং জনগণ আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে সকল তথ্য সংযোজন করতে পারবে।

২৩. *কর আপীলাত ট্রাইবুনালে কর হ্রাসঃ*

কর আপীলাত ট্রাইবুনালে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে ১০% পরিবর্তে ৫% কর পরিশোধের বিধান করার প্রস্তাব করা হয়। বর্তমানে waiver প্রথা থাকা সত্ত্বেও করদাতা তার সুফল পান না।

২৪. *হাইকোর্টের রেফারেন্স দায়েরের ক্ষেত্রে কর পরিশোধঃ*

হাইকোটের রেফারেন্স মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের আদেশের প্রেক্ষিতে আরোপিত আয়ের উপর প্রদেয় কর এবং করদাতার বিধানে প্রদর্শিত আয়ের পার্থক্যের ১৫% টাকা পরিশোধের বিধান করার প্রস্তাব করা হয়।

২৫. Local L/C *এর উপর আরোপিত কর প্রত্যাহার করাঃ*

২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটে স্থানীয় ঋণপত্র (Local L/C) এর উপর পণ্য সরবরাহ বা চুক্তি সম্পাদনের জন্য ঠিকাদার ও সরবরাহকারীর ন্যায় করারোপ করা হয়েছে। স্থানীয় ঋণপত্র খোলার উপর এ ধরনের করারোপ করার ফলে ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বেসরকারী খাতের পক্ষ থেকে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে এ ধরনের অযৌক্তিক কর প্রত্যাহার করার জন্য প্রস্তাব করা হয়।

২৬. ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে যে কোন কোম্পানি তার পণ্য কোন ডিস্ট্রিবিউটির বা অন্য কারো কাছে বিক্রি করার সময় ঐ পণ্যের কোম্পানি বিক্রয় মূল্য ও খুচরা বিক্রয় মূল্যের ব্যবধানের উপর ৫% হারে আয়কর সংগ্রহের যে বিধান রয়েছে তা প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হয়।

২৭. প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ১৫% হারে নগদ প্রণোদনা (cash incentive) প্রদানের বিধান করার প্রস্তাব করা হয়।

২৮. *চেম্বার ও ট্রেড বডির উপর কর প্রত্যাহার ঃ*

চেম্বার ও ট্রেড এসোসিয়েশনের ক্ষেত্রে চেম্বারের সকল ধরনের আয়কে পূর্বের ন্যায় কর মুক্ত ঘোষণা করার জন্য সুপারিশ করছি এবং এ লক্ষ্যে চেম্বারকে TIN (Tax Identification Number) এর আওতার বাহিরে রাখা প্রয়োজন। চেম্বার ও এসোসিয়েশনগুলোর উপর আরোপিত করের বিধান পরিবর্তন করে বিগত ১৯৬৫ সালে ইস্যুকৃত এসআরও ৮১ (আর)/৬৫ এর ন্যায় অ-লাভজনক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে করমুক্তভাবে পরিচালিত করার সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করা হলো।

আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব

১. *সম্পূরক শুল্কঃ*

দেশের আভ্যন্তরীণ শিল্প পণ্যসমূহের সুরক্ষার জন্য বৎসর-ভিত্তিক পর্যালোচনা পূর্বক সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে। ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ শিল্প সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষার ব্যবস্থা নেয়া দরকার। স্থানীয় শিল্পের সংরক্ষণ এবং আমদানি বিকল্প শিল্প গড়ে তোলা এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তৈরী পণ্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শুল্ক হার আরোপের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ/বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়।

২. *৪-ষ্ট্রোক মটর সাইকেল সিকেডি, এইচ.এস.কোড ৮৭১১.২০.১১ (২৫০ সিসি পর্যন্ত)ঃ*

বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে পরিবহন সেক্টরে মোটরসাইকেলের অবদান অপরিসীম। জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে মোটরসাইকেলের চাহিদা ১৮-২০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ধারাবাহিকতায় স্থানীয় পর্যায়ে মোটরসাইকেল তৈরী হচ্ছে। বর্তমানে কাচাঁমালের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার স্বার্থে সিকেডি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক ২০% ধার্য করলে স্থানীয় শিল্পসমূহ টিকে থাকতে পারবে। তাই এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ৩০% থেকে কমিয়ে ২০% করার প্রস্তাব করছি।

৩. *পিক-আপ(Petrol) সিকেডি, এইচ.এস.কোড ৮৭০৪.৩১.১৯ঃ*

বর্তমানে পিক-আপ সিকেডি এবং সিবিইউ এর শুল্ক কর সমান। অন্যদিকে সিকেডির ক্ষেত্রে উৎপাদনে মূল্য সংযোজন কর (১৫%) থাকার ফলে সংযোজিত পিকআপের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে বাণিজ্যিকভাবে আমদানীকৃত সিবিইউ পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর হচ্ছে। তাই বর্তমানে আমদানী শুল্ক ২৫% থেকে কমিয়ে ১০% করা এবং উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর (১৫%) রোহিত করার প্রস্তাব করছি।

৪. বিযুক্ত ট্রাক ও বাসের যন্ত্রাংশ উৎপাদনঃ

সরকার এস.আর.ও নং ২১৩/আইন/২০১০/৫৬২/ভ্যাট তাং ১০/০৬/২০১০ ইং এর মাধ্যমে মোটরসাইকেল উৎপাদনকারীদেরকে যে প্রণোদনা দিয়েছে (অর্থাৎ আমদানী শুল্ক ৫-১২%, সম্পূরক শুল্ক- শূন্য, মূসক-শূন্য, অগ্রিম আয়কর-শূন্য), তা বাস ও ট্রাকের যন্ত্রাংশ স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদনকারীদেরকেও প্রদানের প্রস্তাব করছি।

৫. লিকুইড গ্লুকোজ তথা গ্লুকোজ সিরাপঃ

লিকুইড গ্লুকোজ তথা গ্লুকোজ সিরাপ দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য যথা মিষ্টি আলু, কাসাভা, ভুট্টা ইত্যাদি ব্যবহার করে দেশে উৎপাদিত হয়। দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান এর অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণে সক্ষম। অথচ এর আমদানী শুল্ক দফায় দফায় কমিয়ে ২৫% করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সম্পুরক শুল্ক নূন্যতম পর্যায়ে মাত্র ৩০% আরোপ করা হয়েছে। ফলে আমদানীকৃত লিকুইড গ্লুকোজের সাথে দেশীয় লিকুইড গ্লুকোজ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। দেশীয় শিল্প ও কৃষকের স্বার্থে লিকুইড গ্লুকোজ ও গ্লুকোজ সিরাপের বর্তমান ৩০% সম্পুরক শুল্কের স্থলে ৬০% সম্পুরক শুল্ক ধার্য্য করা এবং ২০% রেগুলেটরি শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়।

৬. ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেটঃ

ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য যথা মিষ্টি আলু, কাসাভা, ভুট্টা ইত্যাদি ব্যাবহার করিয়া দেশে উৎপাদিত হয়। দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান এটার চাহিদা পূরণে সক্ষম। অথচ ইহার আমদানী শুল্ক দফায় দফায় কমিয়ে ২৫% করা হয়েছে। ফলে আমদানীকৃত ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেটের সাথে দেশীয় ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। দেশীয় শিল্প ও কৃষকের স্বার্থে ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেটের উপর সম্পূরক শুল্ক ৩০% স্থলে ৬০% সম্পুরক শুল্ক আরোপ করা এবং ২০% রেগুলেটরি শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়।

৭. ডেক্সট্রিন, মডিফাইড ষ্টার্চ ও গ্লুঃ

১৭০২ হেডিং এর লিকুইড গ্লুকোজ এবং ৩৫০৫ হেডিং এর ডেক্সট্রিন, মডিফাইড ষ্টার্চ ও গ্লু ইত্যাদি একই কাঁচামাল হতে মূলতঃ একই প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হয়। সুতরাং ১৭০২ হেডিং এর পণ্য যথা লিকুইড গ্লুকোজ মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ৩৫০৫ হেডিং এর মডিফাইড ষ্টার্চ, গ্লু ইত্যাদি নামে আমদানির প্রবনতা রয়েছে এবং এইরুপ আমদানী ধরাও পড়েছে। গত বৎসর ৩৫০৫ হেডিং এর সকল পণ্যের আমদানী শুল্ক ১৭০২ হেডিং এর পণ্যের আমদানী শুল্কের সমান করা হয়েছে। তাই ৩৫০৫ হেডিং এর সকল পণ্যের উপর ৬০% সম্পূরক শুল্ক এবং ২০% রেগুলেটরি শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়।

৮. *সরবিটলঃ*

১৭০২ হেডিং এর লিকুইড গ্লুকোজ এবং ২৯০৫.৪৪.০০ ও ৩৮২৪.৬০.০০ হেডিং এর সরবিটল দেখতে অনেকটা একই রকম। এগুলো একই কাঁচামাল হতে উৎপাদিত হয়। সুতরাং ১৭০২ হেডিং এর পণ্য যথা লিকুইড গ্লুকোজ মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ২৯০৫.৪৪.০০ ও ৩৮২৪.৬০.০০ হেডিং এর সরবিটল নামে আমদানি হতে পারে। তাই এর উপর ১৭০২ হেডিংয়ের সমান ৬০% সম্পুরক শুল্কও আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়।

৯. *ভুট্টা (শস্য) ষ্টার্চ* (H. S. Code 11081200 & 11022000)*ঃ*

১০০% দেশীয় কাঁচামাল ভুট্টা দিয়ে ষ্টার্চ তৈরী হচ্ছে এবং কাঁচামাল হিসাবে ভুট্টা ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেখানে আমাদের দেশে ২৫ লক্ষ মেঃ টন ভুট্টা উৎপাদিত হয় সেখানে আমদানী নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সর্বাধিক কাষ্টমস ডিউটি ২৫% প্রয়োগ করার পাশাপাশি ৬০% সম্পূরক শূল্ক ও ২০% রেগুলেটরি শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়।

১০. ইউরিয়া রেজিন, এইচ এস কোড ৩৯০৯.১০.০০ঃ

বর্তমান অর্থবছরে ইউরিয়া রেজিনের উপর উৎপাদনের অধিকাংশ কাঁচামালের উপর ১০% আমদানি শুল্ক হার আরোপিত আছে। এই সামান্য শুল্ক পার্থক্যের কারণে স্থানীয় ইউরিয়া রেজিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং স্থানীয় ইউরিয়া রেজিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দারুণভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে রুগ্নশিল্পে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে। তাই ইউরিয়া রেজিনের উপর বর্তমানে আরোপিত ২৫% আমদানি শুল্ক বহাল রেখে ২০% সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়।

১১. টমেটো কেচাপ, এইচ এস কোড ২১০৩.২০.০০ এবং জ্যাম জেলী, এইচ এস কোড ২১০৭.১০.০০ ও ২১০৭.৯১.০০ঃ

এই পণ্য দুটি বেশী ভাগ স্কুলগামি ছাত্রছাত্রী, অফিস ও ব্যবসায়িরা সকালে ও বিকালে নাস্তায় ব্যবহার করেন। এটা স্বাস্থ্য সম্মত বটে। সাপ্লিমেটারী ডিউটি রহিত করা হলে কম মূল্যে বেশী লোক পণ্যটি ব্যবহার করে উপকৃত হবে। তাই এই পণ্য দুটির উপর আরোপিত ৩০% সাপ্লিমেটারী ডিউটি রহিত করার প্রস্তাব করা হয়।

১২. পিভিসি ফ্লিম (৩৯২০.৪৯.১০ ও ৩৯২০.৯২.৯০) এবং ইথাইল এসিটেট ২৯১৫.৩১.০০ঃ

উল্লেখিত এইচএস কোডের আওতায় পণ্যসমূহের আমদানির উপর বিদ্যমান শুল্কহ্রাস করে ৫% করার প্রস্তাব করা হয়।

১৩. ওয়ারান্টির বিপরীতে আমদানি ঃ

ওয়ারান্টির বিপরীতে আমদানিকৃত চালান, ওয়ারান্টি এবং মুল চালানের কাগজপত্র দেখে সম্পূর্ণ শুল্ক-কর-মুক্ত খালাস দেবার আইনী ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করা হয়।

১৪. রিট্রেড টায়ার শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল ট্রেড রাবার (৪০০৮.২১.০০, ৪০১২.৯০.৯০)ঃ

বাস, ট্রাক, মিনিবাস, লাইট ট্রাকে ব্যবহৃত মধ্যবর্তী কাঁচামাল ট্রেড রাবার এর আমদানি শুল্ক ২৫% থেকেহ্রাস করে ১২% করার প্রস্তাব করা হয়।

মূল্য সংযোজন কর

১. মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর অধীনে ''ন্যায় নির্ণয়কারী" কোন কর্মকর্তা তার প্রদত্ত ন্যায় নির্ণয় আদেশ- সংশ্লিষ্ট মামলায় তথ্য সংগ্রহ থেকে ন্যায় নির্ণয় আদেশ প্রদান পর্যন্ত কোন কাজের জন্য মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক ও টার্ণওভার কর (পুরস্কার মঞ্জুরী) বিধি মালার অধীনে কোন পুরস্কারের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না" মর্মে বিধান করা হউক। এইজন্য উক্ত বিধিমালার বিধি-৩ এর শেষে এই মর্মে একটি প্রোভাইসো যোগ করা হোক।

২. (ক) একটি শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একটি করবর্ষের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একবারই নিরীক্ষা করা যাবে এমন নিশ্চয়তা বিধান করা; এবং

(খ) স্থানীয় ও রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষা দপ্তর সহ নিরীক্ষাকারী যে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের মূসক সংশ্লিষ্ট হিসাব নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তি উপযুক্ত মূসক কর্তৃপক্ষ (এ সি- র নিম্নে নয়) কর্তৃক নিরীক্ষাকারীর (বাধ্যতামূলক) উপস্থিতিতে শিল্পটিকে যথাযথ শুনানী প্রদান পূর্বক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত নিরীক্ষা আপত্তি চূড়ান্ত আপত্তি হিসাবে বিবেচন্য হবে না মর্মে আইনী বিধান করার প্রস্তাব করা হয়।

৩. টার্ণ ওভার ট্যাক্স এর সীমা বৃদ্ধি ঃ

টার্ণ ওভার ট্যাক্স এর জন্য বার্ষিক টার্ণ ওভার ৮০ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১ কোটি টাকা নির্ধারন এবং টার্ণ ওভার ট্যাক্স ২% করার প্রস্তাব করা হয়। ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের শিল্পায়নে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। তাই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে এ প্রস্তাব করা হয়।

৪. কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূসক অব্যাহতির সীমাঃ

কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের আওতায় মূসক অব্যাহতির জন্য প্ল্যান্ট এন্ড মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত মূলধন অনধিক ৮০ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১ কোটি টাকা করার প্রস্তাব করা হয়।

৫. মূসক আইনে দন্ড হ্রাসঃ

মূসক আইনে দন্ডসমূহ সর্বোচ্চ ২৫% অথবা একটি যুক্তিসংগত এবং সহনশীল পর্যায়ে রাখার প্রস্তাব করা হয়।

৬. মূসক আইনে ন্যায়-নির্ণয়ন আদেশের বিরবদ্ধে আপিলের শর্ত শিথিলঃ

ন্যায়-নির্ণয়ন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে গেলে মূসকের কমিশনার(আপীল) এর কাছে আপীল করার সময় ০% ও ট্রাইবুনালের জন্য ৫% মূসক/অর্থদন্ড জমা দেওয়ার বিধান করার প্রস্তাব করা হয়। এ অর্থ নগদে, ট্রেজারীতে বা চলতি হিসাব সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রদান করার বিধান করা হোক।

৭. মূল্য সংযোজন কর আইন এর ধারা ৯ (২) সংশোধনঃ

(ক) মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা ৯ (২) এর বর্তমান বিধান সংশোধন করে কারণ দর্শাও নোটিশ জারী এবং ব্যক্তিগত শুনানী প্রদানের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

(খ) ৯(১) ধারার কোন বিধানটি লঙ্ঘিত হয়েছে তা সুস্পষ্ট উল্লেখ না করে ৯ (২) ধারায় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না মর্মে বিধান করা হোক এবং সেই লংঘন অবশ্যই আক্ষরিক হতে হবে, মূসক দপ্তর বা ন্যায়-নির্ণয়ন কর্মকর্তার ব্যাখ্যা-নির্ভর বা অনুসিদ্ধান্ত নির্ভর হতে পারবে না।

৮. আমদানি পর্যায়ে এ টি ভি আদায়ঃ

আমদানী পর্যায়ে অগ্রিম মূসক (এ টি ভি) আদায় ব্যবস্থা বাতিল করা হোক। অথবা আমদানী পর্যায়ে আদায়কৃত অগ্রিম মূসক (এটিভি) চুড়ান্ত আদায় গণ্য করে পরবর্তী ধাপের জন্য মূসক পরিশোধিত গণ্য করার বিধান করা হোক।

৯. বাণিজ্যিক বাড়ী ভাড়ার উপর মূসক প্রত্যাহার ঃ

বাণিজ্যিক বাড়ী ভাড়ার উপর বর্তমানে প্রযোজ্য ৯% মুসক বাতিল করা হোক। দীর্ঘ মেয়াদী বাড়ীভাড়া কোন সেবার মধ্যে গণ্য করা যায়না। এটি একটি বিকল্প আয়ের উপায় এবং এই আয়ের উপর উচ্চহারে আয়কর প্রযোজ্য ।

১০. জেনারেটর আমদানির ক্ষেত্রে এটিভি প্রত্যাহার করাঃ

দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে জেনারেটর আমদানির ক্ষেত্রে ১৫% ভ্যাট পরিহার করা হয়েছে কিন্তু এটিভি ৪% বহাল রাখা হয়েছে। ৪% এটিভি প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করা হল এবং এই প্রস্তাব কার্যকর এবং দ্ব্যর্থহীন করার জন্য ব্যাখ্যা পত্র নং-৩২/মূসক/২০০৮ তাং ২৭/০৬/২০০৮ ইং এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য অনুরোধ করা হয়।

১১. সাধারনত শিল্প কারখানাসমূহ ট্রাক স্ট্যান্ড অথবা সড়ক থেকে ট্রাক ভাড়া করে থাকে। তাই তাদের স্বার্থে পরিবহন বিলের উপর উৎসে মূসক কর্তনের বিধান প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।

১২. বিস্কুট, ফ্লেভার্ড মিল্ক, চানাচুর, ডাল ভাজা, বাদাম ভাজা ইত্যাদি পণ্যের ট্যারিফ ভেল্যু নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি আইটেমের ”Conversion Cost” কে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনার প্রস্তাব করছি।

১৩. ঢালাওভাবে টার্ণওভার বৃদ্ধি না করা ঃ

উৎপাদনকারী সকল প্রতিষ্ঠানের উপর ঢালাওভাবে ১০ শতাংশ হারে টার্ণওভার বৃদ্ধি করে তার উপর কর নির্ধারণ করা মোটেও যুক্তি সংগত নয়। কাজেই যে সকল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান লোকসানের সম্মুখীন তাদের উপর টার্ণওভার এর পরিমাণ বৃদ্ধি না করার প্রস্তাব করা হলো। কোন কোন ক্ষেত্রে কুটির শিল্পের উপর টার্ণওভার কর আরোপ করা হচ্ছে যা প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।

১৪. পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট প্যাকেজ বহাল রাখা ঃ

পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট প্যাকেজ বর্তমান অর্থ বৎসরের ন্যায় রাখার জন্য প্রস্তাব করছি।

ক) ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা - ১১,০০০/-
খ) অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকা - ৮,০০০/-
গ) জেলা শহরের পৌর এলাকা - ৬,০০০/-
ঘ) দেশের অন্যান্য এলাকা - ৩,০০০/-
(এই হার দোকান প্রতি)

২. *ত্রি-বার্ষিক রপ্তানি নীতি (২০১৫-১৮)-তে অন্তর্ভূক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রস্তাবণা*

ক্রমিক নং	*প্রস্তাব*	*প্রস্তাবের বর্তমান অবস্থা*	*প্রস্তাবের পড়ো যৌক্তিকতা*
০১	তৈরী পোশাক শিল্পকে অতি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি খাত হিসেবে চিহ্নিত করে Policy Preamble-এ স্থান দেয়ার প্রস্তাব করা হলো।	উপধারাঃ ১.১ রপ্তানি নীতির লক্ষ্য (Objectives)ঃ	জাতীয় রপ্তানি আয়ের ৭৭% আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের বিগত তিন দশকেরও অধিক সময়ের নিরলস প্রচেষ্টা, অকান্ত পরিশ্রম এবং সরকারের সক্রিয় সহায়তায় তৈরি পোশাক শিল্প দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, বিশাল জনগোষ্ঠি বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ৪৪ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বিগত তিন বছরে বিভিন্ন Foreign Buyer তাদের আঞ্চলিক অফিস এদেশে স্থাপন করেছে। এছাড়া সরকারের নীতিগত সহায়তার কারণে জিএসপি শিথিল করণের মাধ্যমে EU, Japan, Norway এবং Switzerland-এ আমাদের জন্য নতুন বাজার সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এছাড়া ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশ সমূহেও নতুন নতুন তৈরি পোশাকের বাজার সৃষ্টি হচ্ছে। এই সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করতে হলে তৈরি পোষাক খাতকে সরকারের অতি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি খাত হিসেবে চিহ্নিত করা দরকার।
০২	বর্তমানে রপ্তানিকারকগণ নিম্ন সুদ হারে ঋণ পাচ্ছেন না। তাই রপ্তানিকারকগণ যাতে নিম্ন সুদ হারে ঋণ পায় তা নিশ্চিত করার প্রস্তাব করছি।	১.২.১৪ অপেক্ষাকৃত নিম্ন সুদ হারে রপ্তানি ঋণ প্রদানসহ রপ্তানিকারকদেরকে বিভিন্ন আর্থিক ও রাজস্ব প্রণোদনা (Incentive) প্রদান করা;	এতে করে রপ্তানিকারকগণ উৎসাহিত হবেন এবং নতুন নতুন রপ্তানি বাজার তৈরিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।
০৩	এ অনুচ্ছেদে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা এর পরে "এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল" শব্দগুলো সংযোজন করা যেতে পারে।	১.৩.৩ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা ছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য সকল এলাকায় এই নীতি প্রযোজ্য হবে;	যেহেতু সরকার সারা দেশে মোট ৫টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে তাই রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকার পাশাপাশি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলকেও এখানে সংযোজিত করা দরকার।

০৪	রপ্তানিকারকদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে রপ্তানি নীতিতে সরকার এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য দিক্-নির্দেশনা থাকা উচিৎ।	১.৩.৪ ট্যাক্স/ট্যারিফ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে জাতীয় বাজেট ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঘোষিত কোন সিদ্ধান্ত রপ্তানি নীতির উপর প্রাধান্য পাবে; এ নীতিতে যা কিছু থাকুক না কেন, অন্য কোন সরকারী আদেশে রপ্তানি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত জারী করা হলে তা যদি এ রপ্তানি নীতির কোন বিধানের সহিত অসংগতিপূর্ণ হয়, তবে উক্ত সরকারী আদেশ রপ্তানি নীতির উপর প্রাধান্য পাবে;	যেহেতু জাতীয় বাজেট বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্তে রপ্তানি নীতির যে কোন অনুচ্ছেদ অকার্যকর হয়ে যেতে পারে তাই এর সুরক্ষার্থে এ নীতিতে সুনির্দিষ্ট দিক্-নির্দেশনা থাকা উচিৎ।
০৫	রপ্তানিকারকদের বিভিন্ন অসুবিধার কথা বিবেচনায় নিয়ে ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন এ্যাক্ট সংশোধনের ব্যাপারে রপ্তানি নীতিতে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।	২.০ পণ্য রপ্তানিতে প্রতিপালনীয় বিধি-বিধানঃ-বাংলাদেশ হতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এই নীতিতে বর্ণিত অথবা এতদ্‌বিষয়ক অন্য কোন আইনে বর্ণিত শর্তাবলী, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও নিয়মাবলী পালন এবং এদের আওতায় নির্ধারিত দলিলাদি দাখিল করতে হবে।	এতে করে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনে বা ব্যবসায়ের প্রয়োজনে বিদেশে অর্থ বা সার্ভিস চার্জ প্রেরণের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যায় পড়েন তা দূর হবে।
০৬	ঔষধ রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশে নমুনা পাঠানোর উপরে আরোপিত limit বা সীমা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।	২.২.১.২ (ই) নমুনা হিসাবে বিনা মূল্যে প্রেরিত পণ্য, তবে শর্ত থাকে যে, ঔষধের ক্ষেত্রেঃ (১) রপ্তানি এলসি (Letter of Credit) বা ঋণপত্র ব্যতিরেকে বছরে সর্বোচ্চ ৬০,০০০ মার্কিন ডলার, অথবা (২) প্রতি এলসি বা ঋণপত্রের বিপরীতে মোট এলসি/ ঋণপত্র মূল্যের ১০% বা সর্বোচ্চ ১০,০০০ মার্কিন ডলারের ঔষধ যেটি কম হবে। (৩) প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক কেস টু কেস পরীক্ষা করে এ সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে;	ফার্মাসিউটিক্যালস একটি সম্ভাবনাময় পণ্য; এ খাতের রপ্তানি প্রসারে সামগ্রিক ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

০৭	১০০% রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প কর্তৃক বার্ষিক সর্বোচ্চ ১০,০০০/- মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরী পোশাকের নমুনা এর স্থলে ১০০% রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প কর্তৃক তৈরী পোশাকের নমুনা রপ্তানি মূল্য সীমা বৃদ্ধি করে বার্ষিক সর্বোচ্চ ১৫,০০০/- মার্কিন ডলার মূল্য করা যেতে পারে।	উপধারাঃ ২.২.১.২ নিম্নোক্ত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে নমুনা (sample) রপ্তানি- (C) ১০০% রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প কর্তৃক বার্ষিক সর্বোচ্চ ১০,০০০/- মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরী পোশাকের নমুনা;	তৈরি পোষাক খাতে সেক্টরে বর্তমানে বিদেশী ক্রেতাদের ভিন্ন ভিন্ন আইটেম ও ডিজাইনের অর্ডারের পরিমান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের চাহিদা অনুযায়ী রপ্তানীকারকদের প্রচুর সংখ্যক নমুনা তৈরি করতে হয়। যার কারণে শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের জন্য নমুনা রপ্তানি মূল্য সীমা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
০৮	"রপ্তানি বাজার উন্নয়নকল্পে প্রদর্শনীর নিমিত্তে বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভিসা প্রসেসিং সহজীকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দূতাবাস-কে সহজে অল্প সময়ে ভিসা পাওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করা হবে" মর্মে সংযোজন করা যেতে পারে।	২.২.১.২ (উ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট হতে বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্ডে হীরা প্রক্রিয়াকারক প্রতিষ্ঠান অথবা মূসক (ভ্যাট) কমিশনারেট হতে উৎপাদক হিসাবে মূসক নিবন্ধিত হীরা/হীরা খচিত স্বর্ণালংকার প্রক্রিয়াকারক প্রতিষ্ঠান বিদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ অথবা রপ্তানি বাজার উন্নয়নকল্পে প্রদর্শনীর নিমিত্তে বার্ষিক ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) মার্কিন ডলার মূল্যের কাট ও পলিশড হীরা এবং হীরা খচিত স্বর্ণালংকার নমুনা হিসেবে প্রেরণ করতে পারবে এবং প্রদর্শনী শেষে তা দেশে ফেরৎ আনতে হবে........।	বিদেশে পণ্য প্রদর্শনী রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভিসা প্রসেসিং সহজীকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দূতাবাস-কে সহজে অল্প সময়ে ভিসা পাওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করা হলে বিদেশে পণ্য প্রদর্শনীতে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।
০৯	"নমুনা" বা স্যাম্পল বাণিজ্যিক মূল্যহীন সহজে সনাক্তযোগ্য সীমিত পরিমাণ" কথাটি স্বচ্ছ নয়, এটি স্পষ্ঠীকরণ করা দরকার।	২.২.২ "নমুনা" বা স্যাম্পল বলতে বাণিজ্যিক মূল্যহীন সহজে সনাক্তযোগ্য সীমিত পরিমান পণ্যকে বুঝাবে; এবং	"সহজে সনাক্তযোগ্য সীমিত পরিমাণ" কথাটির বিশদ ব্যাখ্যা করে সংখ্যা বা পরিমান নির্ধারণ করে দেয়া যুক্তিযুক্ত। বিষয়টির অস্পষ্টতার জন্য নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়।
১০	"গিফট পার্সেল" বলতে কুরিয়ার সার্ভিস ছাড়াও By air অথবা By Hand এ প্রেরিত কোন উপহার সামগ্রী বুঝানো যেতে পারে;	২.২.৩ "গিফট পার্সেল" বলতে কুরিয়ার সার্ভিসে প্রেরিত কোন উপহার সামগ্রীকে বুঝাবে।	বর্তমানে কুরিয়ার সার্ভিস ছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনে বিমান যোগে ও হাতে হাতে উপহার সামগ্রী প্রেরণ করা হয়ে থাকে, যা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।
১১	এখানে ১০০% বাদ দিয়ে শুধু ব্যাংক গ্যারান্টির কথা বলা যেতে পারে।	২.৪.৪ আমদানি ও রপ্তানি বন্দর ভিন্ন হলে ডিউটি ড্র-ব্যাকের আওতায় শুল্ককর পরিশোধ অথবা ১০০% ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে শুল্ক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রপ্তানি বন্দরে স্থানান্তর পূর্বক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পণ্য রপ্তানি করতে হবে।	এতে রপ্তানিকারকদের হয়রানি কমবে।

১২	(১) ত্রুটিযুক্ত কাপড় ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে ঃ যে সকল ত্রুটিযুক্ত কাপড় সরবরাহকারী কর্তৃক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং বাংলাদেশ হতে কোন বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করা হয়নি এবং লিয়েন ব্যাংক ঐ অর্থ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে প্রদান করতে হবে না মর্মে নিশ্চিত হয়ে সনদপত্র প্রদান করেছে সে সকল ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বন্ড কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কমিশনার পুনঃরপ্তানি/ফেরত প্রদান অনুমোদন করবেন এবং সে অনুযায়ী রপ্তানি সম্পাদিত হবে। (২) যে সকল ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করা হয়েছে এবং সরবরাহকারী কর্তৃক ত্রুটিযুক্ত কাপড় পুনঃরপ্তানির/ ফেরত প্রদানের জন্য রপ্তানি ঋণপত্র স্থাপন করা হয়েছে বা টিটি'র মাধ্যমে অর্থ অগ্রীম প্রেরণ করা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র এবং বন্ডারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বন্ড কমিশনার পুনঃরপ্তানির অনুমোদন করবেন।	২.৪.৯ ত্রুটিযুক্ত কাপড় ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রেঃ (যে ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করা হয় নাই) (১) যে সকল ত্রুটিযুক্ত কাপড় সরবরাহকারী/ রপ্তানিকারক কর্তৃক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং বাংলাদেশ হতে কোন বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করা হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংক ও শুল্ক কর্তৃপক্ষের অনাপত্তির ভিত্তিতে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রক (সিসিআইএন্ডই) পুনঃরপ্তানির জন্য ছাড়পত্র প্রদান করবেন। (যে ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করা হয়েছে) (২) যে সকল ত্রুটিযুক্ত কাপড় সরবরাহকারী/ রপ্তানিকারক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশ হতে বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ করা হয়ে থাকলে Buyer-Seller এর দ্বিপাক্ষিক সম্মাতিতে Invenrory প্রস্থতের ভিত্তিতে ত্রুটিযুক্ত কাপড়ের পরিমান নির্দিষ্ট করতঃ Zreve` বৈদেশিক মুদ্রা TT অথবা At Sight LC এর মাধ্যমে পরিশোধ অথবা সমপরিমান পণ্য প্রতিস্থাপনের পর সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংক ও শুল্ক কর্তৃপক্ষের অনাপত্তির ভিত্তিতে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রক (সিসিআইএন্ডই) ত্রুটিযুক্ত কাপড় পুনঃরপ্তানির ছাড়পত্র প্রদান করবেন।	(১) যেহেতু বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করা হয় নাই সে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে বন্ড কমিশনার/ সংশ্লিষ্ট কমিশনার পুনঃরপ্তানি/ ফেরত প্রদান অনুমোদন করতে পারেন। এজন্য আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রক (সিসিআইএন্ডই) এর নিকট হতে ছাড়পত্র গ্রহণের শর্তটি বাদ দেয়া যেতে পারে। তাতে করে সময় ও জটিলতা উভয়ই লাঘব হবে। (২) যেহেতু বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ বা ব্যয় করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর ব্যাংক কর্তৃক ক্রেতার ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ অগ্রিম প্রেরণ করা হয়েছে বা Payment এর নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে সে সকল ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র এবং বন্ডারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বন্ড কমিশনার/সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কমিশনার পুনঃরপ্তানি অনুমোদন করতে পারেন, এজন্য আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রক (সিসিআইএন্ডই) এর নিকট হতে ছাড়পত্র গ্রহণের শর্তটি বাদ দেয়া যেতে পারে। তাবে করে সময় ও হয়রানী উভয়ই লাঘব হবে।
১৩	এখানে মেশিনারী, ইক্যুইপমেন্ট বা সিলিন্ডার মেরামত, রি-ফিলিং বা মেইনটেইন্যান্স ইত্যাদির জন্য বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট পণ্যের সমমূল্যের ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের বিধানটি রহিত করা যেতে পারে।	২.৬.১ (১) মেশিনারী, ইক্যুইপমেন্ট বা সিলিন্ডার মেরামত, রি-ফিলিং বা মেইনটেইন্যান্স ইত্যাদির জন্য বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে শুল্ক কর্তৃপরে নিকট পণ্যের সমমূল্যের ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের (সিসিআইএন্ডই) নিকট হতে রপ্তানি-কাম-আমদানি পারমিট গ্রহণ করতে হবে।	এর ফলে এসকল কাজ সহজতর হবে।

১৪	যে সকল পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক, সে সকল পণ্যের একটি তালিকা পরিশিষ্ট-তে সংযোজন করা যেতে পারে।	২.৮ মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র- যে সকল পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক, সে সকল পণ্য রপ্তানিকালে যথোপযুক্ত কর্তৃপ কর্তৃক ইস্যুকৃত মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।	এর ফলে কোন কোন পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক সে সম্পর্কে রপ্তানিকারকগণ সচেতন থাকতে পারবেন।
১৫	সহজ শর্তে ও হ্রাসকৃত সুদ হারে প্রকল্প ঋণ এবং রপ্তানি ঋণ প্রদান নিশ্চিতকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে।	৩.৪.১. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হ্রাসকৃত সুদ হারে প্রকল্প ঋণ প্রদান করা; ৩.৪.৪ সহজ শর্তে ও হ্রাসকৃত সুদ হারে রপ্তানি ঋণ প্রদান করা;	সহজ শর্তে ও হ্রাসকৃত সুদ হারে প্রকল্প ঋণ এবং রপ্তানি ঋণ প্রদান নিশ্চিত করা গেলে রপ্তানিকারকগণ আরো অধিকহারে রপ্তানিতে উৎসাহিত হবেন যা রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সাহায্য করবে।
১৬	বহিঃর্বিশ্বে বাজার অন্বেষণ ও রপ্তানি পণ্য বহুমূখীকরণে সহায়তা প্রদান করা হবে মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে।	৩.৪.১০ বহিঃর্বিশ্বে বাজার অন্বেষণে সহায়তা প্রদান করা;	রপ্তানি আয় বাড়ানোর জন্য নতুন রপ্তানি বাজার তৈরি করা যেমন জরুরী ঠিক তেমনি রপ্তানি পণ্য বহুমূখীকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা খুবই জরুরী।
১৭	পণ্য উৎপাদনের জন্য হ্রাসকৃত সুদে ও সহজ শর্তে ভেঞ্চার-ক্যাপিটাল প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে।	৪.২.১ পণ্য উৎপাদনের জন্য হ্রাসকৃত সুদে ও সহজ শর্তে ভেঞ্চার-ক্যাপিটাল প্রদান;	এ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত উৎপাদনকারীগণ ভেঞ্চার-ক্যাপিটাল পাবে, যা উৎপাদনমুখী শিল্পের বিকাশে অবদান রাখবে।
১৮	বর্তমান বছরের রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা/ পরিকল্পনা অনুসারেও ক্যাশ ক্রেডিট সীমা নির্ধারণ হতে পারে যদি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় রপ্তানি বৃদ্ধি বা অর্ডার বেশী পাওয়া কিংবা ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে।	৪.৫.৪ রপ্তানি ঋণঃ পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানি আয়ের সাফল্যের ভিত্তিতে ও ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানিকারকের ক্যাশ ক্রেডিট সীমা নির্ধারণ করা হবে।	পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানি আয়ের সাফল্যের ভিত্তিতে রপ্তানিকারকের ক্যাশ ক্রেডিটসীমা নির্ধারণ এর পাশাপাশি বর্তমান বছরের রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা/পরিকল্পনা অনুসারেও ক্রেডিট সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।
১৯	এখানে বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভূক্ত করে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নেতৃত্বে "রপ্তানি ঋণ মনিটরিং কমিটি" গঠন করা হবে মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে।	৪.৫.৭ একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন "রপ্তানি ঋণ মনিটরিং কমিটি" থাকবে এবং কমিটি রপ্তানি ঋণের চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ, ঋণ প্রবাহ পর্যালোচনা ও মনিটর করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে এই "ঋণ মনিটরিং কমিটি"র কার্যক্রম পরিচালিত হবে;	উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন "রপ্তানি ঋণ মনিটরিং কমিটি" গঠনের ব্যাপারে বেসরকারি খাত অবহিত নয়। তাই বেসরকারি খাত-কে এ ব্যাপরে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।
২০	"এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম (ECGS)" এর অনুরূপ ফান্ড গঠন করে ক্ষতিগ্রস্থ রপ্তানি প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত তারিখ বা সময়সীমার মধ্যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের, সুস্পষ্ট উল্লেখ এবং তা কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে।	৪.৫.১০ "এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম (ECGS)" এর অনুরূপ ফান্ড গঠন করে তার আওতায় ক্ষতিগ্রস্থ রপ্তানি প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হবে।	ক্ষতিগ্রস্থ রপ্তানি প্রতিষ্ঠানকে এ ব্যবস্থায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা গেলে নতুন রপ্তানিকারকগণ রপ্তানি-তে এগিয়ে আসবে।

২১	তৈরি পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে রেয়াতী হারে অগ্নি ও নৌ বীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা যেতে পারে।	৪.৬.১ রেয়াতী বীমা প্রিমিয়ামঃ অপ্রচলিত খাতে রপ্তানিমুখী শিল্পে বিশেষ রেয়াতী হারে অগ্নি ও নৌ-বীমা প্রিমিয়াম দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। এ ব্যবস্থায় রপ্তানিকারক জাহাজীকরণের পর প্রিমিয়াম পরিশোধে রেয়াত পেতে পারে।	তৈরি পোশাক রপ্তানিকে আরও প্রতিযোগী করে তোলার জন্য রেয়াতী হারে অগ্নি ও নৌ বীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
২২	অপ্রচলিত ও নতুন পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা দেয়া হবে এবং এ ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার কমপক্ষে শতকরা ২৫ ভাগ হতে হবে মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে।	৪.৭.১ অপ্রচলিত ও নতুন পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা দেয়া হবে এবং এ ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ হতে হবে;	
২৩	রপ্তানিকারকদের কি কি সহায়তা প্রদান করা হবে তার একটি তালিকা পরিশিষ্ট-তে সংযোজন করা যেতে পারে।	৪.১২.৩ অধিকতর Compliant হওয়ার জন্য রপ্তানিকারকদেরকে সহায়তা প্রদান করা হবে;	এতে করে রপ্তানিকারকগণ নিজেদেরকে Compliant রপ্তানিকারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন।
২৪	প্রধানতঃ রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতির ২০% খুচরা যন্ত্রাংশ প্রতি বছর শুল্কমুক্ত আমদানির সুযোগ দেয়া হবে মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে।	৪.১২.৫ প্রধানতঃ রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতির ১০% খুচরা যন্ত্রাংশ প্রতি ২ বছর অন্তর শুল্কমুক্ত আমদানির সুযোগ দেয়া হবে;	এর ফলে রপ্তানিকারকগণ আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সমৃদ্ধ হয়ে বিশ্ব বাজারে আরো প্রতিযোগিশীল হতে পারবে।
২৫	প্রকৃত কার্যাদেশ লাভের পূর্বে যোগাযোগ, টেন্ডার ডকুমেন্ট ক্রয় ইত্যাদির জন্য কোন প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ বার্ষিক ১৫,০০০ মার্কিন ডলার এর স্থলে ২৫,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবে মর্মে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এর অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন নেয়া যেতে পারে।	সাব-কন্ট্রাক্টিং ভিত্তিতে রপ্তানিতে উৎসাহ ও সুবিধাঃ ৪.১৭.১ প্রকৃত কার্যাদেশ লাভের পূর্বে যোগাযোগ, প্রতিনিধি প্রেরণ, বিদেশ ভ্রমন, টেন্ডার ডকুমেন্ট ক্রয় ইত্যাদির জন্য কোন প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ বার্ষিক ১৫,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবে। এর অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।	এ সমস্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা ব্যয়বহুল এবং ক্রমাগত অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেতেই থাকে। অতএব এ সীমা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
২৬	প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারকের ন্যায় ডিউটি ড্র-ব্যাকসহ রপ্তানির সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি গ্যাজেটের মাধ্যমে এটা বাধ্যতামূলক করা দরকার।	৪.২৮.১ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারকের ন্যায় ডিউটি ড্র-ব্যাকসহ রপ্তানির সকল সুযোগ-সুবিধা পাবে। রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত স্থানীয় কাঁচামাল এবং বৈদেশিক বিনিয়োগে স্থাপিত শিল্প/ প্রকল্পে ব্যবহৃত স্থানীয় দ্রব্য ও কাঁচামাল “প্রচ্ছন্ন রপ্তানি” বলে বিবেচিত হবে;	কারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারকদের জন্য নগদ প্রণোদনা ঘোষণা করে। সরকারি গ্যাজেটের মাধ্যমে এটা বাধ্যতামূলক করা হলে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকরাও এ সুবিধা পাবে এবং এ খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

২৭	এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়ে তথ্য ও উপাত্ত সমৃদ্ধ একটি ডাটাব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাব করা হলো।	৪.২৯.১১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ও উদ্যোগে ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এবং জাতীয় ট্রেড পোর্টালের আওতায় একটি ডাটাব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা হবে।.................	বাণিজ্য সংক্রান্ত এ সকল তথ্য ও উপাত্ত একটি ডাটাব্যাংকে সংরক্ষণ করা গেলে রপ্তানিকারক, আমদানিকারক এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য অনেক উপকারী হবে।
২৮	এ অনুচ্ছেদের শেষে "মেলায় অংশগ্রহণের নিমিত্তে বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভিসা প্রসেসিং সহজীকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দূতাবাস-কে সহজে অল্প সময়ে ভিসা পাওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করা হবে" মর্মে সংযোজন করা যেতে পারে।	৫.১.৭ তৈরি পোষাকের বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের জন্য বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ, বিদেশে একক দেশীয় বস্ত্র ও তৈরি পোষাক মেলার আয়োজন, দেশে ও বিদেশে আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন ও অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে,	এর ফলে নতুন রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ এবং রপ্তানি পণ্য বহুমূখীকরণ ত্বরান্বিত হবে।
২৯	উপধারাঃ ৫.১.১০, Cotton Security Council গঠন করার বিষয়ে নীতিতে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। উদাহরন স্বরুপঃ বিশ্ববাজারে Raw Cotton Price ১০% বাড়লে বাংলাদেশের স্পিনার মিলগুলো সুতার যথেচ্ছ মূল্য বৃদ্ধি করে থাকে। Cotton Security Council এ ধরনের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা নিবে।	উপধারাঃ ৫.১ তৈরি পোশাক শিল্পঃ Cotton Security Council গঠন করণ প্রসঙ্গে; (উপধারাঃ ৫.১.১০ এর প্রেক্ষিতে অধিকতর সংযোজনের প্রস্তাব করা হলো)	মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে আন্তর্জাতিক বাজারে তুলার দর বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। পোশাক রপ্তানিতে আমাদের সম্ভাবনা ব্যাপক এবং তা কাঁচামাল বা তুলা আমদানি নির্ভর, তাই পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে এবং স্বস্তির সাথে ব্যবসা করার স্বার্থে একটি Cotton Security Council গঠনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত এই Cotton Security Council বাজারে তুলার চাহিদা, যোগান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণসহ ভবিষ্যতে তুলার আমদানি প্রবাহ নিরবিচ্ছিন্ন করার জন্য তুলার বাজার অনুসন্ধান, এবং বর্তমান বাজারে Commercial Diplomacy চালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
৩০	এ অনুচ্ছেদের শেষে "এছাড়াও চাহিদা মতো বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে" সংযোজন করা যেতে পারে।	৫.৩.৬ হস্তশিল্পজাত পণ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বাংলাক্রাফট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে	এতে হস্তশিল্পজাত পণ্যের উৎকর্ষ সাধন ও সম্প্রসারণে সহায়তা হবে।
৩১	এ অনুচ্ছেদে "বিদেশে বাংলাদেশী মিশনসমূহ এ বিষয়ে দেশীয় রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানির ক্ষেত্রে চাহিদা মতো সকল ধরনের সহায়তা/তথ্য প্রদান করবে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ বিষয়গুলি নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে সুবিধা প্রদান করা যাবে" মর্মে সংযোজন করা যেতে পারে।	৫.৫.৩ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে পাটের পরিবেশ সহায়ক গুণাগুণ তুলে ধরে পাটের ব্যবহার জনপ্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;	রপ্তানিকারক এবং বিদেশি আমদানিকারকের এ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক সম্যক ধারণা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

৩২	এ অনুচ্ছেদের শেষে "মেলায় অংশগ্রহণের নিমিত্তে বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভিসা প্রসেসিং সহজীকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দূতাবাস-কে সহজে অল্প সময়ে ভিসা পাওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করা হবে" মর্মে সংযোজন করা যেতে পারে।	৫.৫.৪ বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোক্তাকে আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে যোগদানে সহায়তা দেয়া হবে;	এতে নতুন রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত হবে।

২. রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ প্রণয়নের সময় ডিসিসিআই থেকে প্রেরিত যে সকল প্রস্তাবণা বাস্তবায়িত হয়নি সেগুলোর মধ্যে উলেৱখযোগ্য হলো ঃ

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	প্রস্তাবের বর্তমান অবস্থা	প্রস্তাবের পক্ষে যৌক্তিকতা
০১	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এর পাশাপাশি ডিসিসিআই-কে GSP Certificate issue করার Authorization দেয়া যেতে পারে।	বর্তমানে শুধু রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) GSP Certificate issue করে থাকে।	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এক সাথে অনেক দায়িত্ব পালন করে। GSP Certificate ও ইপিবি ইস্যু করে থাকে। বর্তমানে EU এবং Japan GSP সুবিধা প্রাপ্তির শর্ত শিথিল করায় GSP Certificate নেয়ার পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে ইপিবিতে দীর্ঘ লাইনের সৃষ্টি হচ্ছে। তাই GSP সেবা যত দ্রুত সম্ভব অটোমেটেড করার লক্ষ্যে ডিসিসিআই-কে GSP Certificate issue করার Authorization দেয়া যেতে পারে।
০২	আমদানি নীতি আদেশের মত প্রণীতব্য রপ্তানি নীতিও সরকারী গেজেট আকারে প্রকাশ করা যেতে পারে।	বর্তমানে রপ্তানি নীতি গেজেট আকারে প্রকাশিত নয়।	এতে করে রপ্তানি নীতির গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে এবং এর বাস্তবায়ন সহজ হবে।
০৩	বিভিন্ন দেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যে বিশাল সুযোগ রয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে রপ্তানিতে আরোপিত বিভিন্ন অশুল্ক বাঁধাসমূহ দূর করার জন্য একটি Compliance Guidelines প্রণয়ন এবং বিতরণ করার প্রস্তাব করা হলো।	বর্তমানে রপ্তানি নীতিতে অশুল্ক বাঁধা দূর করার ব্যাপারে কোন দিক্-নির্দেশনা নেই।	অশুল্ক বাঁধার কারণে পণ্য রপ্তানির সুযোগ পুরোপুরি ব্যবহার করা যাচ্ছে না।
০৪	রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে বিদেশে অবস্থিত Trade Mission গুলোর দক্ষতা বাড়ানো, প্রশিক্ষণ, তথ্য আদান-প্রদান এবং বেসরকারি খাতের প্রতি তাদের সহযোগিতা বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।		রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে বিদেশে অবস্থিত Trade Mission গুলো ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। BFTI এর মাধ্যমে বিদেশে অবস্থিত Trade Mission গুলোর জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বিশেষভাবে পরিচালনা করা দরকার।

০৫	প্রণীতব্য রপ্তানি নীতি-তে সিল্ক খাত-কে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।	বিদ্যমান রপ্তানি নীতি-তে সিল্ক খাত সম্পর্কে কোন দিক্-নির্দেশনা অন্তর্ভূক্ত নেই।	পণ্য-ভিত্তিক রপ্তানিতে সিল্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। তাই এ খাতকে নতুন রপ্তানি নীতিতে অন্তর্ভূক্ত করা যায়।

৩. আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ তে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই এর মতামত/সুপারিশমালা

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বিদ্যমান অবস্থা আমদানি নীতি আদেশ, ২০১২-২০১৫</th><th>আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই এর সুপারিশমালা</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>দ্বিতীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৫ (৩) কঃ প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনঃ এই আদেশে যে সকল পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রাক-জাহাজীকরণ শর্ত রহিয়াছে তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে।</td><td>বর্তমানে যেহেতু আমদানিকৃত পণ্যের প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন (পিএসআই) বিষয়টি ঐচ্ছিক তাই ‘অবশ্যই’ শব্দের পরিবর্তে ‘ঐচ্ছিক’ শব্দটি প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>তৃতীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৯(১) ঃ আমদানি সংক্রান্ত ফিসঃ নিবন্ধন সনদপত্র।- (১) ২০১২-২০১৩ হইতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের জন্য বাণিজ্যিক এবং শিল্প খাতের আমদানিকারকগণ বার্ষিক মোট আমদানি মূল্য-সীমার ভিত্তিতে নিম্ন বর্ণিত ছয়টি শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত হইবেন এবং তাহাদের নিবন্ধন (আইআরসি) ও নবায়ন ফিস হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-
<table>
<tr><th>শ্রেণী নং</th><th>বার্ষিক মোট আমদানির সর্বোচ্চ মূল্যসীমা</th><th>প্রাথমিক নিবন্ধন ফিস</th><th>বার্ষিক নবায়ন ফিস</th></tr>
<tr><td>প্রথম</td><td>টাঃ ৫,০০,০০০</td><td>টাঃ ৫,০০০</td><td>টাঃ ৩,০০০</td></tr>
<tr><td>দ্বিতীয়</td><td>টাঃ ২৫,০০,০০০</td><td>টাঃ ১০,০০০</td><td>টাঃ ৬,০০০</td></tr>
<tr><td>তৃতীয়</td><td>টাঃ ৫০,০০,০০০</td><td>টাঃ ১৮,০০০</td><td>টাঃ ১০,০০০</td></tr>
<tr><td>চতুর্থ</td><td>টাঃ ১,০০,০০,০০০</td><td>টাঃ ৩০,০০০</td><td>টাঃ ১৫,০০০</td></tr>
<tr><td>পঞ্চম</td><td>টাঃ ৫,০০,০০,০০০</td><td>টাঃ ৪৫,০০০</td><td>টাঃ ২২,০০০</td></tr>
<tr><td>ষষ্ঠ</td><td>টাঃ ৫,০০,০০,০০০ এর উর্দ্ধে</td><td>টাঃ ৬০,০০০</td><td>টাঃ ৩০,০০০</td></tr>
</table></td><td>দ্রব্যমূল্যের উবর্ধ গতির সাথে সামঞ্জস্য সাধন করে বার্ষিক মোট আমদানি মূল্য-সীমার পূর্ণবিন্যাস করা প্রয়োজন। বাণিজ্যিক এবং শিল্প খাতের আমদানিকারকগণ বার্ষিক মোট আমদানি মূল্য-সীমার ভিত্তিতে নিম্ন বর্ণিত ৬টি শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত হইবেন এবং তাহাদের নিবন্ধন (আইআরসি) ও নবায়ন ফিস নিম্ন লিখিত ভাবে পূণর্বিণ্যাসের সুপারিশ করা হল।
<table>
<tr><th>শ্রেণী নং</th><th>বার্ষিক মোট আমদানির সর্বোচ্চ মূল্যসীমা</th><th>প্রাথমিক নিবন্ধন ফিস</th><th>বার্ষিক নবায়ন ফিস</th></tr>
<tr><td>প্রথম</td><td>টাঃ ৮,০০,০০০</td><td>টাঃ ২,০০০</td><td>টাঃ ১,০০০</td></tr>
<tr><td>দ্বিতীয়</td><td>টাঃ ২০,০০,০০০</td><td>টাঃ ৫,০০০</td><td>টাঃ ২,০০০</td></tr>
<tr><td>তৃতীয়</td><td>টাঃ ৫০,০০,০০০</td><td>টাঃ ১০,০০০</td><td>টাঃ ৪,০০০</td></tr>
<tr><td>চতুর্থ</td><td>টাঃ ১,০০,০০,০০০</td><td>টাঃ ১৮,০০০</td><td>টাঃ ৬,০০০</td></tr>
<tr><td>পঞ্চম</td><td>টাঃ ৫,০০,০০,০০০</td><td>টাঃ ২৫,০০০</td><td>টাঃ ১২,০০০</td></tr>
<tr><td>ষষ্ঠ</td><td>টাঃ ৫,০০,০০,০০০ এর উর্দ্ধে</td><td>টাঃ ৩০,০০০</td><td>টাঃ ১৮,০০০</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>তৃতীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৯ (২৬)ঃ
তিন বৎসরের অধিক সময়ের জন্য নবায়ন ফিস প্রদানে ব্যর্থ হইয়াছেন এইরূপ আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইনডেন্টরগণের নিবন্ধন সনদপত্র নবায়নের আবেদন গুনাগুনের ভিত্তিতে প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইবে।</td><td>অনেক সময়ে আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারক বিদেশে অবস্থানের কারণে ব্যবসা পরিবর্তন বা অন্যান্য অনেক কারণে তিন বৎসরের অধিক সময় নবায়ন ফিস প্রদানে ব্যর্থ হন। বিষয়টি প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি এর মর্জির উপর ছেড়ে দেয়া হলে তা ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের জন্য হয়রানীর কারণ হতে পারে। এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত প্রমাণসহ কাগজ পত্র উপস্থাপিত হলে সারচার্জ ছাড়াও নবায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।</td></tr>
</table>

০৪	চতুর্থ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৪ (১)ঃ পূনঃ রপ্তানির জন্য অস্থায়ী আমদানি ঃ- বিদেশী প্রস্তুতকারীগণের এজেন্ট এবং প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশে প্রদর্শণের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অস্থায়ীভাবে তাহাদের প্রিন্সিপাল অথবা প্যারেন্ট কোম্পানীর যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আমদানি করিতে পারিবেন, যথাঃ- (ক) আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম এক বৎসরের মধ্যে পুনঃ রপ্তানি করিতে হইবে; (খ) সময়মত পুনঃরপ্তানি করা হইবে মর্মে প্রত্যয়নপত্র এবং একটি ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা আইনগত দলিল যাহা মাল খালাসের সময় আমদানিকারক কর্তৃক দাখিল করিতে হইবে।	এতে করে রপ্তানিকারকগণ উৎসাহিত হবেন এবং নতুন নতুন রপ্তানি বাজার তৈরিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।
০৫	চতুর্থ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৪ (১৪)ঃ ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে পণ্যাদি আমদানি এবং তদ্‌প্রেক্ষিতে ত্রুটিপূর্ণ মালামাল সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীর নিকট ফেরৎ প্রদানের জন্য আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।	আমদানিকারক কর্তৃক আবেদনের সর্বোচ্চ কত দিনের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ অনুমতি প্রদান করবে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা দরকার। এর ফলে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমতি গ্রহণের প্রক্রিয়া আরো সহজ ও দ্রুত হবে।
০৬	চতুর্থ অধ্যায়ঃ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (এসইজেড) সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই।	নতুন অনুচ্ছেদ ১৬ সংযোজন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (এসইজেড) জন্য আমদানি এবং উক্ত অঞ্চল হইতে রপ্তানিঃ যেহেতু সরকার সারা দেশে মোট ৫টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে তাই এ অঞ্চলের জন্য আমদানি এবং এখান হতে রপ্তানিকে এ আদেশের বাইরে রাখার জন্য নতুন এ অনুচ্ছেদ সংযোজন করা যেতে পারে।
০৭	চতুর্থ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৮ (৩)ঃ শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আটককৃত মালামাল খালাসঃ প্রধান নিয়ন্ত্রক উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত কেসসমূহ আনুসংগিক সকল বিষয়াদি যথাযথ বিচার-বিবেচনা করিয়া নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকাভুক্ত পণ্য এবং অন্যান্য অনুচ্ছেদে যে সকল পণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে সেই সকল পণ্য ছাড় করার জন্য আইপি বা সিপি জারি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে আমদানি নীতি আদেশের বিধান মোতাবেক দ্রুত নিষ্পত্তি করিবেন।	এখানে দ্রুত শব্দের পরিবর্তে সর্বোচ্চ কত দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা দরকার।
০৮	পঞ্চম অধ্যায়ঃ অনুচ্ছেদ ২৪ (৩৯) এর 'ক' ধারা সংযুক্ত করে সংশোধনীতে শুধু "ফরমালিন" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ফরমালিনের জেনেরিক বা রাসায়নিক নাম আছে যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া, ফরমালিন ব্যবহারের বিষয়েও কোন দিক্‌-নির্দেশনা দেয়া হয়নি।	ফরমালিনের জেনেরিক বা রাসায়নিক নাম উল্লেখ না থাকায় বর্তমানে ফরমালডিহাইড বা অন্য নামে ফরমালিন আমদানি করা হচ্ছে। তাই নতুন আমদানি নীতিতে ফরমালিনের জেনেরিক বা রাসায়নিক নাম উল্লেখ সহ বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে যে যে নামে ফরমালিন আমদানি হতে পারে সে সকল নাম এই 'ক' ধারায় সংযুক্ত করার সুপারিশ করছি। তাছাড়া, ফরমালিন ব্যবহারের বিষয়েও সুনির্দিষ্ট দিক্‌-নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

০৯	ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ অনুচ্ছেদ ২৬ এর ২৮(ক)-তে উল্লেখিত ৪৩টি পণ্যের তালিকায় নিউজপ্রিন্ট এবং রাইটিং ও প্রিন্টিং পেপার অন্তর্ভূক্ত নেই।	উল্লেখিত ৪৩টি পণ্যের তালিকায় নিউজপ্রিন্ট এবং রাইটিং ও প্রিন্টিং পেপার অন্তর্ভূক্ত না থাকায় আমদানি করা এসব পণ্য বিএসটিআই এর পরীক্ষা ও গুনগতমানের ছাড়পত্র ছাড়াই সরাসরি বন্দর থেকে খালাস করা হয়। গুনগতমান পরীক্ষা ছাড়া এসকল পণ্য খালাস করার ফলে ভোক্তারা কাড়িক্ষতমানের কাগজ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং দেশীয় কাগজ শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। দেশীয় শিল্প ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আমদানি করা নিউজপ্রিন্ট এবং রাইটিং ও প্রিন্টিং পেপার কাস্টমস থেকে ছাড়করণের আগে বিএসটিআই থেকে পরীক্ষা ও গুনগতমানের ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার জন্য এই ৪৩ টি পণ্যের তালিকায় 'আমদানি করা নিউজপ্রিন্ট এবং রাইটিং ও প্রিন্টিং পেপার'-কে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করছি।
১০	ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ অনুচ্ছেদ ২৬ এর ২৮(ক)-তে উল্লেখ করা আছে যে, আমদানিকৃত কমপেক্ট ফুরোসেন্ট ল্যাম্প (সিএফএল) বিএসটিআই এর পরীক্ষা এবং মান সনদ ব্যতীত বন্দর হতে পণ্য খালাস করতে পারবে না।	বাস্তবে দেখা যায় যে, আমদানিকৃত কমপেক্ট ফুরোসেন্ট ল্যাম্প (সিএফএল) এর গুনগতমান বিএসটিআই এর মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে পরীক্ষা ছাড়াই বন্দর হতে খালাস করা হয়। এতে করে নিম্ন-মানের সিএফএল দিয়ে বাজার ভরে গেছে। এসকল নিম্ন-মানের সিএফএলে বিষাক্ত পারদ থাকে যা জন-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। তাই নিম্ন-মানের সিএফএল এর ব্যবহার দূর করতে বিএসটিআই এর মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে পরীক্ষা ছাড়া যাতে বন্দর হতে সিএফএল খালাস করা না হয় তা নিশ্চিতকরনের সুপারিশ করা হলো।
১১	ষষ্ঠ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২৬ (১) (খ)ঃ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ, বিষাক্ত পদার্থঃ প্রধান বিষ্ফোরক পরিদর্শক এর পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে এইচ এস হেডিং নম্বর ২৫.০৩ ও ২৮.০২ এর বিপরীতে শ্রেণী বিন্যাসযোগ্য সালফার--- আমদানি করার অনুমতি দেওয়া হইবে না।	এইচ এস কোড ২৮.০২ এবং এইচ এস কোড ২৫.০৩ এ দুটি শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য সালফারের কোড নম্বরে কোনটি চূড়ান্ত পণ্য এবং কোনটি কাঁচামাল তা আমদানি নীতি আদেশে স্পষ্টীকরণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে চূড়ান্ত পণ্য সালফার (এইচ এস কোড ২৮.০২) আমদানি করে শিল্পের কাঁচামাল (এইচ এস কোড ২৫.০৩) হিসেবে শুল্কায়িত হচ্ছে। এতে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে আমদানি বন্ধ হবে।

8. Bangladesh National Quality Policy (BNQP), ২০১৪ খসড়া-এর উপর ডিসিসিআই-এর প্রস্তাবসমূহঃ

ক্রমিক নং	*বিদ্যমান নীতির ধারা/উপ-ধারা*	*প্রস্তাব*
১.		এ নীতিটি জাতীয় গুনগত মান (পণ্য ও সেবা) নীতি, ২০১৪ হিসেবে প্রণয়ন করা যেতে পারে।
২.	১ম অধ্যায়, পয়েন্ট ৪ অতএব আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার পেতে	এখানে রাষ্টের সংশোধন করে "রাষ্ট্রের" লিখতে হবে। এখানে অতএব এর পর "বিদ্যমান রপ্তানি বাজার বজায় রাখা এবং নতুন" সংযোজন করা যেতে পারে।
৩.	১ম অধ্যায়, পয়েন্ট ১০, ছক-১: মান একটি পণ্য, প্রক্রিয়া বা সেবাকে কি কি শর্ত.............	সেবার বিবরনটি অস্পষ্ট; এটা আরো স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

৪.	১ম অধ্যায়, পয়েন্ট ১৬ ...... ফলে পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পসমূহের উন্নয়ন ঘটবে ও বেশি বেতনের চাকুরীর সুযোগ সম্প্রসারিত হবে, ...	শুধু বেশি বেতনের চাকুরী সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব নয়; বরঞ্চ তা বৈষম্য বাড়াবে। তাই বেশি বেতনের এই শব্দদ্বয় বাদ দেয়া যেতে পারে।
৫.	১ম অধ্যায়, পয়েন্ট ১৯ এছাড়া, উৎপাদন সেক্টরের উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে মান প্রমিতকরণ এবং সাযুজ্য নিরূপণ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তার স্বীকৃতি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ	এছাড়া, উৎপাদন সেক্টরের উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে মান প্রমিতকরণ এবং সাযুজ্য নিরূপণ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তার স্বীকৃতি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সঠিকভাবে দেয়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে প্রণীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও একে একইভাবে গুরুত্ব দেয়া হবে মর্মে সংযোজন করা যেতে পারে।
৬.	১ম অধ্যায়, ৪.৩ শিল্পনীতি, ২০১০ বিদ্যমান শিল্পনীতিতে জাতীয় গুনগত মান নীতি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই।	ইতোমধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে নতুন শিল্প নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে; তাই নতুন শিল্প নীতিতে জাতীয় গুনগত মান নীতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
৭.	১ম অধ্যায়, ৪.৪ বাণিজ্যনীতি	২২ (ঙ) নতুন সংযোজনঃ ইতোমধ্যে আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-১৮ এবং রপ্তানী নীতি ২০১৫-১৮ প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে: তাই নতুন এই নীতি সমূহে জাতীয় গুনগত মান নীতি সম্পর্কে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
৮.	১ম অধ্যায়, পয়েন্ট ২৪ ...... উক্ত ব্যাপক বাণিজ্য নীতি এবং আলোচ্য গুনগত মাননীতি সাংঘর্ষিকতা পরিহার পূর্বক হবে পরস্পরের নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিপূরক।	এখানে "উক্ত ব্যাপক বাণিজ্য নীতি এবং আলোচ্য গুনগত মাননীতি সাংঘর্ষিকতা পরিহার পূর্বক পরস্পরের নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিপূরক হবে মর্মে সাজিয়ে লেখা যেতে পারে।"
৯.	১ম অধ্যায়, পয়েন্ট ২৫ এই অনুচ্ছেদের শেষে উল্লেখ আছে- .... বেশ কয়েকটি কর্তৃপক্ষ এবং সর্বোচ্চ জাতীয় পর্যায় থেকে নিম্নে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততার প্রয়োজন হয়।	বেশ কয়েকটি কর্তৃপক্ষ এবং সর্বোচ্চ জাতীয় পর্যায় থেকে নিম্নে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততার প্রয়োজন হয় মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে।
১০.	১ম অধ্যায়, পয়েন্ট ২৬ নীতিটি বাস্তবায়নের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকবে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য পরামর্শক কাউন্সিলের (NFSAC) উপর, থাকে অধিকতর কর্তৃত্ব এবং এর একটি স্থায়ী কার্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা দেয়া হবে।	নীতিটি বাস্তবায়নের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকবে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য পরামর্শক কাউন্সিলের (NFSAC) উপর, যাকে অধিকতর কর্তৃত্ব এবং এর একটি স্থায়ী কার্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা দেয়া হবে মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে। তাছাড়া, অধিকতর কর্তৃত্বের সংজ্ঞা ও পরিধি উল্লেখ করা দরকার নতুবা বেসরকারি খাত এ ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হতে পারে।

১১.	১ম অধ্যায়, ৪.৬	এখানে ভোক্তা সুরবা সংশোধন করে "ভোক্তা সুরক্ষা" করা প্রয়োজন।
১২.	১ম অধ্যায়, পয়েন্ট ২৭ ভোক্তা অধিকার রক্ষা আইন, ২০০৯...... সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।	ভোক্তা অধিকার রক্ষা আইন, ২০০৯...... সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে। ভোক্তা অধিকার রক্ষা আইন ২০০৯ সম্পর্কে এখানে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা নীতিতি না থাকাই শ্রেয়; এর পরিবর্তে বলা যেতে পারে যে, প্রকৃত ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় এই নীতি সংশ্লিষ্ট আইনের সাথে একসাথে কাজ করবে।
১৩.	১ম অধ্যায়, পয়েন্ট ২৮ .... খসড়া নীতিটির মূল অংশগুলি হচ্ছে: কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালীকরণ যাতে সেগুলি স্বয়ং-সম্পূর্ণভাবে টিকে থাকতে সমর্থ হয়, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সৃষ্ট দক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সংগঠিত চক্রের বিস্তার ঘটানো..........	এখানে খসড়া নীতিটির মূল অংশগুলি হচ্ছে: কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালীকরণ যাতে সেগুলি স্বয়ং-সম্পূর্ণভাবে টিকে থাকতে সমর্থ হয়, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতের দক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সংগঠিত টিমের বিস্তার ঘটানো মর্মে সংশোধন ও সংযোজন করা যেতে পারে।
১৪.	১ম অধ্যায়, পয়েন্ট ২৯ একটি উন্নত জাতীয় টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৮ সনে জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতি গ্রহণ করা হয়।	একটি উন্নত জাতীয় টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৮ সনে জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতি প্রণয়ন করা হয় মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে।
১৫.	২য় অধ্যায়, পয়েন্ট ৩২	এ পয়েন্ট-এ "বেসরকারি খাতকে এ খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান করা হবে" মর্মে উল্লেখ করা যেতে পারে।
১৬.	২য় অধ্যায়, পয়েন্ট ৪১ সুতরাং বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক....... নিয়ন্ত্রণ চালু করা প্রয়োজন।	এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দিক্-নির্দেশনা থাকা দরকার বলে আমরা মনে করি।
১৭.	২য় অধ্যায়, পয়েন্ট ৪২	এখানে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের মাঝে সু-সমন্বয় নিশ্চিত করার যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হবে মর্মে উল্লেখ থাকতে পারে।
১৮.	৩য় অধ্যায়, পয়েন্ট ৪২ .... ইস্যুটি এই নীতির সেই জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে যেখানে NQI এবং SPS খাতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আন্ত সম্পর্ক কারন NQI TBT ও SPS দুই খাতকেই সমান সেবা দিয়ে থাকে।	"ইস্যুটি এই নীতির সেই জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে যেখানে NQI এবং SPS খাতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃ সম্পর্ক রয়েছে কারণ NQI TBT ও SPS দুই খাতকেই সমান সেবা দিয়ে থাকে" মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে।

১৯.	৩য় অধ্যায়, পয়েন্ট ৪৬ .... এই বিধিমালা ডব্লিউটিও-টিবিটি চুক্তির সকল শর্ত পূরণ করবে, ফলে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য অংশীদারদের নিকট এটি গ্রহণযোগ্য হবে...... ।	এখানে বিধিমালা এর পরিবর্তে নীতিমালা লেখা যেতে পারে।
২০.	৪র্থ অধ্যায়, পয়েন্ট ৫৯	এ পয়েন্ট এর শেষে উল্লেখিত অন্তর্ভূক্তি এর পরিবর্তে অন্তর্ভূক্তি লেখা প্রয়োজন।
২১.	৪র্থ অধ্যায়, পয়েন্ট ৬৩ জাতীয় পর্যায়ে মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের দেখার বিষয় হবে মান প্রণয়নের প্রক্রিয়াটি যেন এ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ঐক্যমতের ভিত্তিতে হয়।	জাতীয় পর্যায়ে মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের দেখার বিষয় হবে মান প্রণয়নের প্রক্রিয়াটি যেন এ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সকল পক্ষের ঐক্যমতের ভিত্তিতে হয় মর্মে সংযোজন করা যেতে পারে।
২২.	৪র্থ অধ্যায়, পয়েন্ট ৬৫ বিএসটিআই এবং এসডিওগুলি বাংলাদেশের জাতীয় মানদন্ড নির্ধারণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কারিগরি কমিটিসমূহ গঠন করবে।	বিএসটিআই এবং এসডিওগুলি বাংলাদেশের জাতীয় মানদন্ড নির্ধারণের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট কারিগরি কমিটিসমূহ গঠন করবে মর্মে সংযোজন করা যেতে পারে।
২৩.	৪র্থ অধ্যায়, পয়েন্ট ৭১ সরকার সাযুজ্য নিরূপণ সেবাসমূহ, বিশেষত: ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি খাতে সাযুজ্য নিরূপণ	সরকার সাযুজ্য নিরূপণ সেবাসমূহ, বিশেষত: ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রতিষ্ঠানকে (এসএমই) প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি খাতে সাযুজ্য নিরূপণ .... মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে।

৫. খসড়া বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন আইন-২০১৩ এর উপর ডিসিসিআই এর মতামত

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা/উপধারা	মতামত/সুপারিশ
১.	ধারা ১ এ নতুন উপধারা (৪) সংযোজন	এই আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে স্বত্বাধিকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে মর্মে নতুন উপধারা (৪) সংযোজন করা যেতে পারে।
২.	ধারা ২	এ ধারায় স্বত্বাধিকারী, ডিজাইনার, নিয়োগকর্তা, নিবন্ধনধারী এগুলোর সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।
৩.	ধারা ৪ এর উপধারা (২) ধারা ৪ এর উপধারা (২) এবং (৫)	---- উহা বিশ্বের যেকোন স্থানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারে- ---- এখানে "বিশ্বের" শব্দের আগে দেশের ভিতরে এবং শব্দত্রয় সংযোজন করা যেতে পারে। এখানে অগ্রাধিকার তারিখ এবং অগ্রাধিকার মূলক আবেদনের তারিখ বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট করা দরকার।

৪.	ধারা ৪ এর নতুন উপধারা (৫) সংযোজন	কোন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন যদি জনস্বার্থ বিরোধী বা নৈতিকতা বিবর্জিত বা কোন ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাতজনক হয় তবে তা নিবন্ধনযোগ্য হবে না মর্মে নতুন উপধারা ৪ (৫) করা যেতে পারে।
৫.	ধারা ৪ এর বিদ্যমান উপধারা (৫)-কে উপধারা (৬)-এ প্রতিস্থাপন	এ ধারায় নতুন উপধারা (৫) সংযোজন করে বিদ্যমান উপধারা (৫)-কে উপধারা (৬)-এ প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।
৬.	ধারা ৫ এর উপধারা (৫)	ধারাটি নিম্নরূপে সাজানো যেতে পারেঃ এই ধারার অধীনে কোন "ডিজাইনার", কোন পারিশ্রমিক পাইবার অধিকারী হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন না মর্মে পূর্বাহ্নে কোনরূপ প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা করিয়া থাকিলে আইনগতঃ উহা কার্যকর হইবে।
৭.	ধারা ৬ এর উপধারা (১)	উপধারা (১) নিম্নরূপে সংশোধন করা যেতে পারে ঃ শিল্প ডিজাইনের প্রকৃত স্বত্ত্বাধিকারী কর্তৃক অথবা যে ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক স্বত্ত্বাধিকারী সে ক্ষেত্রে সকল স্বত্ত্বাধিকারীগণ কর্তৃক যৌথভাবে অথবা অন্য কোনভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকলে সে মোতাবেক তারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। শিল্প ডিজাইন নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে রেজিস্টার বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে এবং উহাতে যা থাকতে হবে সেগুলো হলো ঃ (অ)-------- (আ)------- (ই)--------
৮.	ধারা ৬ এর উপধারা (৩)	"এখানে একটি আবেদনে একটি শিল্প ডিজাইন থাকতে পারবে" মর্মে বলা আছে; কিন্তু একই আবেদনকারীর একের অধিক শিল্প ডিজাইন নিবন্ধনের প্রয়োজন হতে পারে। তাই এর পরিবর্তে একই আবেদনে দুই বা ততোধিক শিল্প ডিজাইন থাকতে পারবে মর্মে উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে একই আবেদনকারীকে ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনের জন্য আলাদাভাবে সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হবে না।
৯.	ধারা ৬ এর উপধারা (৪)	এখানে "নির্ধারিত এক মাস সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফি সহ লিখিত কোন আপত্তি পাওয়া না গেলে "পরবর্তীতে" নিবন্ধন সনদ জারী করা হবে" মর্মে বলা আছে। "পরবর্তীতে" শব্দের স্থলে "দশ কার্যদিবসের মধ্যে" সংযোজন করা যেতে পারে। "ক্ষেত্রমতে" শব্দের পরিবর্তে কোন এক পক্ষ অনুপস্থিত থাকলে এক পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি করা হইবে মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে। ---- 'প্রকাশনার পর কেহ আপত্তি করিতে চাহিলে আইন ও বিধি অনুযায়ী নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করতে পারবেন' মর্মে উল্লেখ আছে কিন্তু বিধিতে কি অন্তর্ভূক্ত করা হবে তা না জেনে মন্তব্য করা যুক্তিযুক্ত হবে না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য আইন ও বিধিমালা একই সাথে প্রণয়ন করা একান্ত জরুরী।

১০.	ধারা ৬ এর উপধারা (৫)	এ উপধারাটির শেষাংশে সহ-অংশীদার "হিসাবে" শব্দটির পরিবর্তে "হিসেবে" শব্দ দিয়ে সংশোধন করা যেতে পারে।
১১.	ধারা ৮ (২) (ক)	এখানে আবারো বিধির কথা বলা হয়েছে; অথচ বিধি প্রণীত হয়নি। তাই আইন ও বিধি একসাথে প্রণয়ন করা দরকার।
১২.	ধারা ৮ (২) (খ)	এখানে "যৌক্তিক অনুরোধে রেজিস্ট্রার ঐ সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন" বলে উল্লেখ আছে। এখানে "যৌক্তিক অনুরোধে" বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন।
১৩.	ধারা ৯	এ ধারার শিরোনাম সংশোধন করে "নিবন্ধনসূত্রে নিবন্ধনকারীকে প্রদত্ত অধিকারসমূহ" করা যেতে পারে।
১৪.	ধারা ৯ এর উপধারা (২)	এখানে নিবন্ধিত শিল্প ডিজাইন "ব্যবহার" এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে যা ধারা ২ এ অন্তর্ভূক্ত সংজ্ঞায় সন্নিবেশ করা যেতে পারে।
১৫.	ধারা ১১ এর নতুন উপধারা (৪) সংযোজন	নিম্নোক্তভাবে উপধারা (৪) সংযোজন করা যেতে পারে ঃ নিবন্ধনের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও যদি নিবন্ধনের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা না হয় বা মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য এই ধারানুযায়ী নির্ধারিত ফি পরিশোধ করা না হয়, তাহলে নিবন্ধন মেয়াদোত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে এবং নিবন্ধন মেয়াদোত্তীর্ণের বিষয়টি গেজেটে প্রকাশ করা হবে। এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশের তারিখ হইতে এক বছরের মধ্যে শিল্প ডিজাইনটির স্বত্ত্বাধিকারী মেয়াদোত্তীর্ণ শিল্প ডিজাইনটি পুনর্বহালের জন্য নিম্নোক্ত নিয়মে আবেদন করতে পারবেন ঃ (অ) নির্ধারিত ফরমে ডিজাইন পুনর্বহালের অনুরোধ জমা; (আ) নির্ধারিত সারচার্জ পরিশোধ; (ই) যে অনিবার্য কারণে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনটির নিবন্ধনের মেয়াদ বর্ধিত করতে অসমর্থ হয়েছিল সে কারণ উল্লেখ।
১৬.	ধারা ১১ এর নতুন উপধারা (৫) সংযোজন	যে ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার এ মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে স্বত্ত্বাধিকারী কোন দূর্ঘটনা বা ভুলবশতঃ নিবন্ধনের মেয়াদ বর্ধিত করতে অসমর্থ হয়েছেন, তাহলে তিনি ডিজাইনের নিবন্ধন পুনর্বহালের ইচ্ছা প্রকাশ করে গেজেট জারী করতে পারেন।
১৭.	ধারা ১১ এর নতুন উপধারা (৬) সংযোজন	কোন ব্যক্তি যদি ডিজাইন নিবন্ধন পুনর্বহালের বিরোধিতা করেন, তাহলে উক্ত গেজেট প্রকাশের তারিখ হতে দুই মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রারের কাছে আবদেন করতে পারবেন, তবে এ ক্ষেত্রে ঐ নোটিশের এক কপি ডিজাইন পুনর্বহালের আবেদনকারীকে প্রেরণ করতে হবে।

১৮.	ধারা ১১ এর নতুন উপধারা (৭) সংযোজন	যদি এই দু'মাসের মধ্যে উপ-ধারা (৬) অনুযায়ী কোন আপত্তি না আসে তাহলে উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী রেজিস্ট্রার ঐ ডিজাইনটির নিবন্ধন পুনর্বহালের গেজেট জারী করতে পারবেন।
১৯.	ধারা ১১ এর নতুন উপধারা (৮) সংযোজন	উপ-ধারা (৬) অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যদি আপত্তি তুলে রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদন করে, তবে রেজিস্ট্রার দুই পক্ষের শুনানীর পর সিদ্ধান্ত নিবেন যে, ডিজাইনটির নিবন্ধন পুনর্বহাল করা যুক্তিযুক্ত হবে কি না।
২০.	ধারা ১১ এর নতুন উপধারা (৯) সংযোজন	রেজিস্ট্রারের সিদ্ধান্তে যদি কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হন, তাহলে তিনি আদালতে এর বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারবেন।
২১.	ধারা ১৫ এর উপধারা (৪)	এখানে "যুক্তিযুক্ত সময়" এর পরিবর্তে সুস্পষ্ট সময় উল্লেখ করা দরকার যা বিধিতে উল্লেখ করা যেতে পারে।
২২.	ধারা ১৫ এর উপধারা (৫)	শুরুতেই "কেসের" এর পরিবর্তে মামলার শব্দটি ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। ----- বিজ্ঞপ্তি জারীর কুড়ি এর পরে "(২০)" সংযোজন করা যেতে পারে।
২৩.	ধারা ১৭ এর উপধারা (১)	--- অধিকারধারীকে লংঘনজনিত ক্ষতির পর্যাপ্ত এর পরিবর্তে "১০০ শতাংশ শব্দদ্বয় ব্যবহার করা যেতে পারে।
২৪.	ধারা ১৯	এখানে জেলা জজ আদালত লংঘনকারীকে লংঘিত উল্লেখ আছে, বানানটি সংশোধন করে "লংঘিত" লেখা দরকার।
২৫.	ধারা ২৬ (১)	নিবন্ধকের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার পরিবর্তে তার ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেয়া দরকার। তাছাড়া স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলতে কি বোঝানো হয়েছে, তাও এখানে স্পষ্ট করা দরকার।
২৬.	ধারা ২৭	------ বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি আবেদনের সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য তাহার প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ বিদেশী আবেদনকারী স্থানীয় কোন প্রতিনিধি নিয়োগ না দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত রেজিস্ট্রার ঐ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের নিবন্ধন করবে না মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে।
২৭.	চতুর্থ অধ্যায়ে ধারা ২৬ এর আগে একটি নতুন ধারা সংযোজন	রেজিষ্ট্রারের ক্ষমতা ঃ (১) রেজিষ্ট্রারকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান না করে তার ক্ষমতাকে নিম্নরূপে নির্ধারিত করে দেয়া যেতে পারেঃ (অ) সমন জারীর ক্ষমতা (আ) স্বাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ ও যাচাই করার ক্ষমতা (ই) যেকোন প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান (ঈ) সংক্ষুব্ধ পক্ষের অনুকুলে খরচাদি আরোপ ইত্যাদি। (২) কোন ব্যক্তি কোন আইনগত কারন ব্যতিত সমন জারীর আদেশ পালনে ব্যর্থ হলে সে অপরাধী বলে গণ্য হবে এবং এজন্য তাকে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা অথবা সর্বোচ্চ দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করার বিধান রাখা যেতে পারে।

২৮.	চতুর্থ অধ্যায়ে নতুন ধারা সংযোজন	(১) রেজিস্ট্রারকে নিবন্ধিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন সমূহের একটি রেজিস্ট্রার রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার। রেজিস্টারে যা যা থাকা দরকার ঃ (অ) নিবন্ধিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের মালিকের নাম ও ঠিকানা; (আ) আবেদনের তারিখ ও নিবন্ধনের তারিখ; (ই) অন্যান্য দিক যা রেজিস্ট্রার প্রয়োজনীয় মনে করে। (২) রেজিস্ট্রারটি সফট কপি ও হার্ড কপি দুভাবেই রাখা যেতে পারে। রেজিস্ট্রার কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও সিল প্রদত্ত রেজিস্টারের যে কোন এন্ট্রি বা ডকুমেন্টের কপি নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে যে কাউকে প্রদান করা যেতে পারে।
২৯.	সাধারণ মতামত	(১) এ খসড়া আইনে ব্যক্তির নামে শিল্প ডিজাইন নিবন্ধনের ব্যাপারে বলা হয়েছে; কিন্তু কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের নামে শিল্প ডিজাইন নিবন্ধনের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেনি। তাই শিল্প ডিজাইন নিবন্ধনের প্রাতিষ্ঠানিক দিকটি বিবেচনায় আনা যেতে পারে। (২) এ আইনের পাশাপাশি বিধিটিও প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

৬. শিল্প নীতি-২০১০ সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ডিসিসিআই এর প্রস্তাবসমূহ

ক্রমিক নং	*প্রস্তাব*	*বিদ্যমান অবস্থা*	*যুক্তি*
১.	শিল্প নীতিকে গেজেট আকারে প্রকাশ করে এর আইনগত অবস্থান দৃঢ় করা যেতে পারে।	বর্তমানে শিল্প নীতি গেজেট আকারে প্রকাশ করা নেই।	শিল্প নীতির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য এ নীতিমালাকে আইনী সমর্থন দিয়ে গেজেট আকারে প্রকাশ করে এর আইনগত অবস্থান দৃঢ় করা যেতে পারে।
২.	শিল্পনীতিতে অনেক প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা বাস্তবায়নে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তর/এজেন্সি এর সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজন। আর এজন্য একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	বিদ্যমান শিল্পনীতির প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তর/এজেন্সি এর সাথে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়।	এতে করে শিল্পনীতির প্রতিশ্রুতিসমূহের বাস্তবায়ন অনেকটা সহজ হবে।
৩.	পরিবহন শিল্পের জন্য একটি পৃথক অধ্যায় থাকতে পারে যেখানে এখাত এর প্রতি বিশেষ করে রেল, সড়ক ও নৌপরিবহনে বিরাজমান সমস্যার প্রতি বিশেষ নজর থাকবে। তাছাড়া নৌপথে কন্টেইনার পরিবহণ সুবিধার উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত যাতে এটি শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি দক্ষ	বিদ্যমান শিল্প নীতিতে পরিবহন শিল্প নিয়ে পৃথক কোন অধ্যায় নেই।	এতে পরিবহন শিল্পের প্রভূত উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

	পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। নদীর পাশে কন্টেইনার সুবিধা যেমন Inland Container Port (ICP) গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। একই সাথে PPP মডেলে দক্ষ যোগাযোগ এবং যাতায়ত ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া দরকার। একই সাথে নৌ-পথে চলাচল নিরাপদ করার স্বার্থে নৌ-টহল গার্ড (Internal Riverine Guard) সৃষ্টি করে যাত্রীবাহী নৌযানের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।		
৪.	বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে একটি পৃথক অধ্যায় থাকতে পারে যেখানে এনআরবি বিনিয়োগ কৌশল ও বিনিয়োগ খাত সম্পর্কে উল্লেখ থাকবে। এ ব্যাপারে দেশের চেম্বার সমূহের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও দূতাবাস সমূহের যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।	বিদ্যমান শিল্প নীতিতে পরিবহন শিল্প নিয়ে পৃথক কোন অধ্যায় নেই। বিদ্যমান শিল্প নীতিতে এনআরবি বিনিয়োগ কৌশল ও বিনিয়োগ খাত সম্পর্কে পৃথক কোন অধ্যায় নেই।	এতে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীরা বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে।
৫.	অধ্যায় ৪ এ উল্লেখিত রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সংস্কার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রস্তাবগুলো আরো স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন (ধারা ৪.১ থেকে ৪.৬)। প্রাইভেটাইজেশন কমিশনকে আরো সক্রিয় করা দরকার। শিল্পনীতিতে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের অধীনে বিরাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট কর্মসূচীর উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারিকরণ কমিশনের সাথে দেশের চেম্বারসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।	অধ্যায় ৪ এ উল্লেখিত রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সংস্কার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রস্তাবগুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা নেই।	এতে করে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনকে আরো সক্রিয় করা সম্ভব হবে।

৬.	ধারা ২.৩৮ শিল্প নীতিতে রুগ্ন শিল্পের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।	ধারা ২.৩৮ বিদ্যমান নীতিতে রুগ্ন শিল্পের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেয়া নেই।	এতে রুগ্ন শিল্প সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে।
৭.	ধারা ২.৩৮ (সংশোধন) কোন শিল্প যাতে রুগ্ন না হয় সে ব্যাপারে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা দরকার। এ লক্ষ্যে একটি রুগ্ন শিল্প কমিশন গঠন করা হবে। যে সকল শিল্প রাজনৈতিক সমস্যা, এনার্জি বা বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে রুগ্ন হয়ে পড়েছে সেগুলো পুনরায় চালুর ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাদের ঋণ কোন ডাউন পেমেন্ট ছাড়া পুনঃতফশীলিকরণের সুযোগ দেয়া হবে। জবাবদিহিতাসহ বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনান্তে এ সকল শিল্প পুনরুদ্ধারে সরকারি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ বিবেচনা করা যেতে পারে।	ধারা ২.৩৮ রুগ্ন শিল্পের সমস্যা থেকে দেশকে পরিত্রাণ পেতে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে রুগ্ন শিল্প আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। যে সব রুগ্ন শিল্প পূণরায় চালু করার সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই, সেগুলো সনাক্ত করা হবে।	রুগ্ন শিল্প কমিশন গঠন করা হলে এ শিল্পের উদ্যোক্তাদের পুনরায় উজ্জীবিত করা সম্ভব হবে।
৮.	ধারা ২.৩৯ (সংশোধন) দেউলিয়াত্ব রোধকল্পে এবং কোন কারণে দুরবস্থায় পতিত শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অগ্রিম পদক্ষেপ গ্রহণে জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতকে উৎসাহ প্রদান করা হবে। তবে দেউলিয়াত্বেও জবাবদিহিতা নিরুপণ স্বচ্ছ থাকতে হবে।	ধারা ২.৩৯ দেউলিয়াত্ব রোধকল্পে এবং কোন কারণে দুরবস্থায় পতিত শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অগ্রিম পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যাংকিং খাতকে উৎসাহ প্রদান করা হবে।	দেউলিয়াত্ব রোধকল্পে এবং কোন কারণে দুরবস্থায় পতিত শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অগ্রিম পদক্ষেপ গ্রহণে জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতকে উৎসাহ প্রদান করা হলে তা ফলপ্রসূ হবে।
৯.	ধারা ২.৩৭ (সংশোধন) দেশে ইকো ট্যুরিজম শিল্পের প্রসারে গতি সৃষ্টি করতে সরকার বাংলাদেশ পর্যটন নীতি অনুসরণ করে পর্যটন কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিশ্ব ইকোট্যুরিজম মার্কেটিং প্রসারের ক্ষেত্র তৈরী করবে। তাছাড়া, ইকো ট্যুরিজম শিল্পের প্রসারে পিপিপি অনুসরন অগ্রাধিকার পেতে পারে।	ধারা ২.৩৭ (সংশোধন) দেশে ইকো ট্যুরিজম শিল্পের প্রসারে গতি সৃষ্টি করতে সরকার বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিশ্ব ইকোট্যুরিজম মার্কেটিং প্রসারের ক্ষেত্র তৈরি করবে ।	ইকো ট্যুরিজম শিল্পের প্রসারে বাংলাদেশ পর্যটন নীতি অনুসরণ করা দরকার।

১০.	ধারা ২.৪৫ বস্ত্রখাতের সরকারি মালিকানাধীন বস্ত্রকলগুলোর পরিচালনা পদ্ধতির মৌলিক সংস্কার কাজ কোন কর্তৃপক্ষ করবে তা সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্ত্র কলগুলোর পরিচালনা পদ্ধতির সংস্কারে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বিবেচনা করা যেতে পারে।	ধারা ২.৪৫ বস্ত্রখাতের সরকারি মালিকানাধীন বস্ত্রকলগুলোর পরিচালনা পদ্ধতির মৌলিক সংস্কার করে বস্ত্রকলগুলো চালু রাখার ব্যবস্থা করা হবে। এই ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।	এতে অস্পষ্টতা হ্রাস পাবে।
১১.	অধ্যায়-৩ ঃ সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিণ্যাস ঃ শিল্পনীতিতে ৯ (নয়) ধরনের শিল্পের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড সেই ক্যাটাগরির অন্তর্ভূক্ত হলেও আর একটি ক্যাটাগরিতে উর্ধ্বতন ক্যাটাগরির সমপর্যায়ভূক্ত হলে তাকে উর্ধ্বতন ক্যাটাগরির অন্তর্ভূক্ত করা হবে শিল্পনীতিতে এমন বিধান রাখা হয়েছে। এ ধরনের সংজ্ঞা শিল্পের শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে ভুল বোঝা বুঝি সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই এ সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্পকে উচ্চতর শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত না করে নিম্নতর শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সংশ্লিষ্ট শিল্পের অবদান বিবেচনায় ক্যাটাগরীভূক্ত করার বিধান করা যেতে পারে।	শিল্পনীতিতে ৯ (নয়) ধরনের শিল্পের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, সেগুলো হলো ঃ বৃহৎ, মাঝারী, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির, হাইটেক, সংরতি, অগ্রাধিকার এবং নিয়ন্ত্রিত শিল্প। প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড সেই ক্যাটাগরির অন্তর্ভূক্ত হলেও আর একটি ক্যাটাগরিতে উর্ধ্বতন ক্যাটাগরির সমপর্যায় ভূক্ত হলে তাকে উর্ধ্বতন ক্যাটাগরির অন্তর্ভূক্ত করা হবে শিল্পনীতিতে এমন বিধান রাখা হয়েছে।	এতে অস্পষ্টতা দূর হবে।
১২.	বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এসএমই ফাউন্ডেশন, এনবিআর এ সকল ক্ষেত্রে শিল্পের একই সংজ্ঞা ব্যবহার করা প্রয়োজন।	বর্তমানে বিভিন্নভাবে শিল্পের সংজ্ঞা ব্যবহৃত হচ্ছে।	শিল্পের একটি স্বতন্ত্র সংজ্ঞা থাকলে তার বিধান বাস্তবায়ন সহজ হবে।

১৩.	ধারা ২.৪১ (সংযোজন) চালু সরকারি পাটকলগুলোর অতীতের অব্যবস্থাপনা দূরীভূত করে সংস্কার কার্যক্রম এর মাধ্যমে পুণরায় লাভজনক করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। দেশীয় এ শিল্পকে পরিবেশ-বান্ধব দেশজ উৎপাদের প্রধানতম কাচামাল এবং বিশ্বে রপ্তানী বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে।	ধারা ২.৪১ চালু সরকারি পাটকলগুলোর অতীতের অব্যবস্থাপনা দূরীভূত করে সংস্কার কার্যক্রম এর মাধ্যমে পুণরায় লাভজনক করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে।	চালু সরকারি পাটকলগুলোর অতীতের অব্যবস্থাপনা দূরীভূত করে সংস্কার কার্যক্রম এর মাধ্যমে পুণরায় লাভজনক করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হবেন।
১৪.	ধারা ৩.১০.৪ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পসমূহের তালিকা রপ্তানী নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিৎ।	অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-২ এ পরিবেশিত হয়েছে।	এতে আলাদা দুই নীতির সাথে সামঞ্জস্য থাকবে।
১৫.	ধারা ৩.১১.১ নিয়ন্ত্রিত শিল্পঃ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ কমিশন হতে অনুমোদন/অনাপত্তিপত্র ইত্যাদি গ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা পরিহার করা উচিৎ এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত ও স্বচ্ছ হওয়া উচিত।	প্রাকৃতিক/খনিজ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে, দেশের স্বার্থে সেবামূলক/বিনোদনমূলক কিছু শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সরকারের যথাযথ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও সংস্কৃতির প্রতি হুমকির কারণ হতে পারে বা অর্থনীতি তিগ্রস্ত হতে পারে এমন সকল শিল্প সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/ কমিশনের (যেমন: সংস্কৃতি/ধর্ম মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি ইত্যাদি) অনুমোদন/অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে বেসরকারি খাতে স্থাপন করা যাবে।	অযথা হয়রানি দূর করা গেলে বেসরকারি খাত দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণে আরো বেশি উৎসাহিত হবে।
১৬.	অধ্যায় -৪ (সংযোজন) .... এছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে শেয়ার অফলোডের মাধ্যমে কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর আওতায় বা নতুন কোন কোম্পানী আইন প্রণিত হলে তার আওতায় অথবা অন্য কোন আইনী প্রক্রিয়ায় সরকারি ও দেশি-বিদেশি বেসরকারি অংশীদারিত্বে লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরর বিষয়টিও সরকার বিবেচনা করবে।	অধ্যায় -৪ ধারা ৪.৩ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে এবং এই সব শিল্প খাতের প্রতিযোগিতামূলক মতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রযুক্তি বা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে চুক্তিভিত্তিক সহযোগিতা প্রদানে দেশি বা বিদেশি সহযোগী বা বিনিয়োগকারীকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। এছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে শেয়ার অফলোডের মাধ্যমে কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর আওতায় অথবা অন্য কোন আইনী প্রক্রিয়ায় সরকারি ও দেশি-বিদেশি বেসরকারি অংশীদারিত্বে লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরর বিষয়টিও সরকার বিবেচনা করবে।	নতুন কোম্পানী আইন প্রণীত হচ্ছে যা এ নীতিতে অন্তর্ভূক্ত থাকা প্রয়োজন।

১৭.	ধারা ৫.১ পরিশিষ্ট-৫ এ প্রদর্শিত উন্নত ও অনগ্রসর এলাকার তালিকাটি পুনরায় বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতি অনেক পরিবর্তন হয়েছে।	ধারা ৫.১ দেশে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমদানীকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর শুল্ককর সুবিধার জন্য এলাকা বিভাজন তথা উন্নত ও অনগ্রসর এলাকার একটি তালিকা থাকবে (পরিশিষ্ট-৫) এবং সেই অনুযায়ী প্রনোদনা প্যাকেজ থাকবে।	পরিশিষ্ট-৫ এ প্রদর্শিত উন্নত ও অনগ্রসর এলাকার তালিকাটি পুনরায় বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতি অনেক পরিবর্তন হয়েছে।
১৮.	ধারা ৫.২ জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার তাগিদ শিল্প নীতিতে থাকা দরকার।	৫.২ শিল্পায়নে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা সমূহে (বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী) শিল্প স্থাপনে ব্যাপক অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টিসহ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হবে। এসব এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হবে।	
১৯.	ধারা ৫.৪ (২) যেহেতু এ উপ-ধারাটি প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে প্রকাশিত অর্থ বিল এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, তাই এক্ষেত্রে "প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে প্রকাশিত অর্থ বিল অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে" মর্মে সংশোধন করা দরকার	ধারা ৫.৪ (২) (২) এলাকা ভেদে বিদ্যমান কর অবকাশ সুবিধা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অব্যাহত রাখার উদ্যোগ নেয়া হবে; ৩০/০৬/২০১১ সালের মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ কর অবকাশ সুবিধা রয়েছে ঃ (ক) তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথম দু'বছর আয়ের ১০০% ভাগ, পরবর্তী দু'বছর ৫০% ও শেষ (৫ম) বছর ২৫% ভাগ কর অবকাশ। (খ) রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর বিভাগ এবং তিন পার্বত্য জেলায় স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠাগুলোর জন্য ৭ (সাত) বছর মেয়াদী কর অবকাশের মধ্যে প্রথম তিন বছর কর অবকাশের হার ১০০%, পরবর্তী ৩ বছর ৫০% ও শেষ বছরে (৭ম বছর) ২৫%।	

২০.	ধারা ৫.৬ (সংশোধন) স্থানীয় ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার দিকটি মাথায় রেখে সরকার (৫) ধাপ বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক কাঠামোর ব্যবস্থা করেছে।	স্থানীয় ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার দিকটি মাথায় রেখে সরকার ৪ ধাপ বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক কাঠামোর ব্যবস্থা করেছে। ভবিষ্যতেও শুল্ক কর কাঠামো প্রণয়নকালে সরকার এই দিকটি বিবেচনায় রেখে বিশেষ শুল্ক সুবিধা প্রদানের বিষয়ে যথাযথ পদপে গ্রহণ করবে।	বর্তমানে ৫ ধাপ বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক কাঠামো বিদ্যমান আছে, তাই এখানে সংশোধন প্রয়োজন।
২১.	ধারা ৫.৭ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্যাদির আমদানির উপর শুল্ক ও কর এবং আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর আরোপিত শুল্ক ও করের বৈষম্য এমনভাবে নির্ধারন করা যেতে পারে যাতে তা স্থানীয় শিল্প সহায়ক হয়।	ধারা ৫.৭ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্যাদি আমদানির উপর আরোপিত শুল্ক ও কর হার এসব দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর আরোপিত শুল্ক ও কর হার থেকে বেশি হবে।	স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্যাদির আমদানির উপর শুল্ক ও কর এবং আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর আরোপিত শুল্ক ও করের বৈষম্য এমনভাবে নির্ধারন করা দরকার যাতে তা স্থানীয় শিল্প সহায়ক হয়।
২২.	ধারা ৫.৭ (গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত ইন্টারনেট সার্ভিস আইসিটি নীতি অনুযায়ী সকল প্রকার শুল্ক ও কর হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে; এ বিষয়টি উল্লেখ থাকা দরকার।	ধারা ৫.৭ (গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত ইন্টারনেট সার্ভিস-এর ক্ষেত্রে প্রণোদনা হিসেবে শুল্ক রেয়াতি সুবিধা ব্যবস্থা নেয়া হবে;	এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আইসিটি সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষা প্রদানে উৎসাহিত হবে এবং সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরির কাজও বেগবান হবে।
২৩.	ধারা ৫.৭ (ঘ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিদ্যমান প্ল্যান্ট, মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্ট এর উপর কর অব্যাহতি এবং বিনিয়োগকৃত মূলধনের সীমাঃ এ বিষয় শিল্পনীতিতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে জাতীয় বাজেটে ঘোষিত এবং পরবর্তীতে অর্থ বিল-এ অন্তর্ভূক্ত বিধান অনুযায়ী এ সব সুবিধা প্রাপ্য হবে শিল্পনীতিতে এভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ এ সুবিধাগুলো প্রতি বছরই কিছু না কিছু পরিবর্তিত হয়।	ধারা ৫.৭ (ঘ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিদ্যমান কর অব্যাহতির সুবিধা অব্যাহত থাকবে। কুটির শিল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য প্ল্যান্ট, মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকবৃত বর্তমান মূলধন পনের লক্ষ টাকা থেকে ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি করে অনধিক পঁচিশ লক্ষ টাকায় সম্প্রসারণ করা হবে। একই সাথে কুটির শিল্পের সুবিধা ভোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপর কোন মুসক নিবন্ধিত স্থানীয় উৎপাদকের ব্রান্ড পণ্য সাব-কন্ট্রাক্টিং এর মাধ্যমে উৎপাদন বারিত করা সংক্রান্ত বিদ্যমান শর্ত বিলুপ্ত হবে। উপরোক্ত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কাঙ্খিত বিকাশ নিশ্চিত করতে মুসকের বার্ষিক টার্ণওভারের সীমা ৪০ লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৬০ লক্ষ টাকায় সম্প্রসারণ করা হবে;	যেহেতু প্রতি বছরই এ সুবিধাগুলো কিছু না কিছু পরিবর্তিত হয় তাই এভাবে সংশোধন করা যেতে পারে।

২৪.	ধারা ৫.১০ প্রাথমিক সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে অনাবাসী বাংলাদেশিদের জন্য সংরক্ষিত অংশ বর্তমানের ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ১৫% করা যেতে	ধারা ৫.১০ অনাবাসীরা বাংলাদেশি কোম্পানিগুলোর নতুন ছাড়কৃত শেয়ার/ডিবেঞ্চার ক্রয় করতে পারবে। প্রাথমিক সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে অনাবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ১০% শেয়ার সংরক্ষিত থাকবে।	এতে অনাবাসীরা বাংলাদেশি কোম্পানিগুলো এদেশে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে।
২৫.	ধারা ৫.১৫ (সংশোধন) ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত যে সব বেসরকারি বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করবে........ যেহেতু ২০১২ সাল শেষ হয়ে গেছে সেহেতু এখানে সংশোধন দরকার।	২০১২ সালের জুন পর্যন্ত যে সব বেসরকারি বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করবে সে সব বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানিগুলোর আয়ের উপর থেকে উৎপাদনের দিন হতে ১৫ বছর পর্যন্ত কর অব্যাহতির সুযোগ থাকবে;	যেহেতু ২০১২ সাল শেষ হয়ে গেছে সেহেতু এখানে সংশোধন দরকার।
২৬.	ধারা ৫.১৬ (সংশোধন) এ ব্যাপারে শিল্প নীতিতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে জাতীয় বাজেট এবং অর্থ বিল অনুযায়ী সুবিধা প্রদত্ত হবে মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে।	ধারা ৫.১৬ স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধীকৃত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত মূলধন লাভের উপর থেকে বিশেষ ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি।	যেহেতু এ সুবিধা জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয় তাই এভাবে সংশোধন করা যেতে পারে।
২৭.	ধারা ৫.২১ (সংযোজন) নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রস্তাবিত উদ্যোগের সম্ভাব্যতা যাচাই করে বিদ্যমান ইপিজেড এবং প্রস্তাবিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল-এ চাহিদা মূল্যায়ণপূর্বক কোটা সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে তবে এগুলো অব্যবহৃত থেকে গেলে নির্দিষ্ট সময়ের পর যে কোন উদ্যোক্তা ব্যবহার করতে পারবে এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	ধারা ৫.২১ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রস্তাবিত উদ্যোগের সম্ভাব্যতা যাচাই করে বিদ্যমান ইপিজেড-এ চাহিদা মূল্যায়ণপূর্বক কোটা সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে।	যে সকল বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেখানেও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এ উদ্যোগ থাকা দরকার।
২৮.	ধারা ৬.১ (সংযোজন) .... গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের ধারক বিসিক কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখাসহ এর সার্বিক কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করা হবে এবং মাইক্রো শিল্পের ক্রম বিকাশকে ত্বরান্বিত করা হবে এবং বেসরকারি খাতকে এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হবে। এক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও টেকনোলজি প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।	............উক্ত পৃথক নীতি কৌশলে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতির বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের ধারক বিসিক কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখাসহ এর সার্বিক কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করা হবে এবং মাইক্রো শিল্পের ক্রম বিকাশকে ত্বরান্বিত করা হবে। এক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও টেকনোলজি প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।	এতে বেসরকারি খাতে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।

২৯.	ধারা ৬.৩ (১২) (সংযোজন) (ক) রপ্তানি পণ্য ও রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণ।	ধারা ৬.৩ (১২) (গ) রপ্তানি বহুমুখীকরণ।	রপ্তানি বহুমুখীকরণ বলতে রপ্তানি পণ্য ও রপ্তানি বাজার উভয়কেই বুঝায় তাই এটা সংযোজন করা যেতে পারে।
৩০.	অধ্যায় ৭ এখানে জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ এর রেফারেন্স দেওয়া যেতে পারে।	বিদ্যমান নীতিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ সম্পর্কে কিছু অন্তর্ভূক্ত হয়নি।	নতুন পাশকৃত আইন সম্পর্কে শিল্প নীতিতে উল্লেখ থাকা দরকার।
৩১.	ধারা ৭.৬ ইতোমধ্যে যেহেতু অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ পাশ হয়ে গেছে তাই এ ধারার প্রথম বাক্যটি বাদ দেয়া যেতে পারে।	ধারা ৭.৬ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সরকার একটি বিশেষ আইন তৈরি করবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে সকল ধরনের প্রক্রিয়াকরণ এলাকার সংমিশ্রণ থাকবে যেমন বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা …………	
৩২.	ধারা ৮.২ (সংশোধন) বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৩ অনুযায়ী মজুরী বোর্ড এর মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সেক্টরভিত্তিক ন্যুনতম মজুরী নির্ধারণ করার ব্যাপারে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।	ধারা ৮.২ শ্রমিকদের জন্য ন্যুনতম মজুরী নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন আইন ২০০৬-এর আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সেক্টরভিত্তিক ন্যূনতম মজুরী বোর্ড গঠন করা হবে। তা হলে একদিকে শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পারে।	এতে করে একদিকে শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পারে।
৩৩.	ধারা ১০.৩ (ঘ) প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের (deemed exporters) সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। (ঘ) এ অনুচ্ছেদটিতে উল্লেখিত সাল সংশোধন করা যেতে পারে।	(গ) পশ্চাৎ সংযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহারকারী রপ্তানিমুখী শিল্পকে পূর্বনির্ধারিত হারে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। রপ্তানিমুখী শিল্পে স্থানীয় প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকগণকে (deemed exporters) অনুরূপ সুবিধা প্রদান করা হবে। (ঘ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর বিধান মোতাবেক কর অবকাশ সুবিধা অথবা অন্য কোন প্রকার কর রেয়াত সুবিধা ভোগ করছে না এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এরূপ কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য করদাতার ক্ষেত্রে রপ্তানি হতে প্রাপ্ত আয়ের ৫০ ভাগ করমুক্ত। এছাড়া একই অধ্যাদেশের বিধানমতে হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি হতে জুলাই ১, ২০০৮ থেকে জুন ৩০, ২০১১ এর মধ্যে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত।	এতে করে একদিকে শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পারে।

৩৪.	ধারা ১০.৬ (১) নীতি থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে।	প্রস্তাবিত পণ্য নিউ পার্টনারশীপ ফর ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৭ এর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশ সুবিধা পেতে পারে এমন পণ্যের তালিকায় দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহকে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দর কষাকষি করা হবে। এ এ্যাক্টের সাথে কমপ্লাই করার লক্ষ্যে ব্যক্তিখাতকে তাদের রপ্তানি ভিত্তি বহুমূখী করার জন্য উৎসাহিত করা হবে এবং কারখানা পর্যায়ে কাজের আদর্শমান বা মানদন্ড প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদপে নেয়া হবে।	
৩৫.	ইপিজেড/এসইজেড এর জন্য নীতিতে একটি পৃথক অধ্যায় সংযুক্ত হতে পারে।	বিদ্যমান নীতিতে ইপিজেড/এসইজেড এর জন্য আলাদাভাবে কিছু বলা নেই।	
৩৬.	ধারা ১১.৫ এখানে নির্দিষ্টভাবে পরিমান উল্লেখ না করে "সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন আর্থিক ও অনার্থিক প্রণোদনা যাচাই বাছাই করে প্রয়োজনে সংশোধন ও সংযোজন করা হবে" মর্মে উল্লেখ থাকতে পারে।	কোন বিদেশি বিনিয়োগকারী ৫ লক্ষ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করলে বা ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার কোন স্বীকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ট্রান্সফার করলে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবে। বিদেশি বিনিয়োগকারীকে স্থায়ী রেসিডেন্টশীপ দেয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনে ন্যূনতম ৭৫,০০০ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ-এর যে শর্ত রয়েছে, তা বাড়িয়ে ন্যূনতম ১০০,০০০ মার্কিন ডলার করা হবে।	
৩৭.	ধারা ১১.৯ (সংযোজন) বিদেশী দক্ষ কর্মী নিয়োগের বিষয়ে বিনিয়োগ বোর্ড, বেজা এবং বেপজা যৌথভাবে নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে। এছাড়া বাংলাদেশে কোন ভারী শিল্পে কিংবা দীর্ঘ মেয়াদে কোন শিল্পে/ব্যবসায়ে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) মিলিয়ন (পঞ্চাশ লাখ) মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছেন এরূপ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অব্যাহত আছে মর্মে বিনিয়োগ বোর্ড, বেজা /বেপজা কর্তৃক প্রত্যয়ন সাপেক্ষে বিদেশি বিনিয়োগকারী বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় "No Visa Required (NVR)" সুবিধা পাবেন।	ধারা ১১.৯ বিদেশী দক্ষ কর্মী নিয়োগের বিষয়ে বিনিয়োগ বোর্ড এবং বেপজা যৌথভাবে নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে। এছাড়া বাংলাদেশে কোন ভারী শিল্পে কিংবা দীর্ঘ মেয়াদে কোন শিল্পে/ব্যবসায়ে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) মিলিয়ন (পঞ্চাশ লাখ) মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছেন এরূপ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অব্যাহত আছে মর্মে বিনিয়োগ বোর্ড/বেপজা কর্তৃক প্রত্যয়ন সাপেক্ষে বিদেশি বিনিয়োগকারী বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় "No Visa Required (NVR)" সুবিধা পাবেন।	যেহেতু অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) গঠিত হয়েছে তাই নতুন নীতিতে এ বিষয়ে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

৩৮.	ধারা ১১.১৩ এখানে ...... বিনিয়োগ বোর্ড, বেপজা (BEPZA), বেজা (Bangladesh Economic Zones Authority-BEZA) এবং ইপিবি (EPB) এক যোগে কাজ করে যাবে মর্মে উল্লেখ থাকা দরকার।	প্রত্য বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড ব্যক্তিখাত, বাংলাদেশ দূতাবাস বা মিশনসমূহ ও অন্যান্য সরকারি এজেন্সীর সাথে একযোগে কাজ করবে। বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ প্রসারের জন্য বিনিয়োগ বোর্ড, বেপজা (BEPZA) এবং ইপিবি (EPB) এক যোগে কাজ করে যাবে।	যেহেতু অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) গঠিত হয়েছে তাই নতুন নীতিতে এ বিষয়ে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
৩৯.	অধ্যায়-১৩, ধারা ১৩.৫ (সংশোধন) পরিবেশসম্মত ম্যানুফ্যাকচারিং প্রক্রিয়া অনুসরণ, ম্যানুফ্যাকচারিং বর্জ্য ও ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণের বিষয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৩ এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী ও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত মানদন্ড মেনে .... হবে। অধ্যায়-১৩, ধারা ১৩.৭ এখানে উল্লেখিত প্যাকেজ প্রণোদনার একটি তালিকা অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।	পরিবেশসম্মত ম্যানুফ্যাকচারিং প্রক্রিয়া অনুসরণ, ম্যানুফ্যাকচারিং বর্জ্য ও তিকর পদার্থ অপসারণের বিষয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী ও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত মানদন্ড মেনে চলা, জমি ও পানি সম্পদ সংরণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রচেষ্টা নেয়া, পরিবেশকে সবুজায়ন করা ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অন্যান্য বৃহৎ আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কর ও শুল্ক রেয়াত ইতিবাচক আকারে প্রণোদনা প্রদান করা হবে। উন্নত দেশগুলো থেকে উন্নয়নশীল দেশে জলবায়ু-বান্ধব প্রযুক্তির হস্তান্তর নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যেসব কোম্পানি পরিবেশ-বান্ধব প্রকল্পে বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠিতব্য বড় আকারের প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে সেসব কোম্পানিকে প্যাকেজ আকারে প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।	সংশোধিত বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০১৩ সম্পর্কে নতুন নীতিতে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এতে বিনিয়োগকারীগণ উৎসাহিত হবেন।
৪০.	অধ্যায়-১৪, ধারা ১৪.৮ (নতুন ধারা সংযোজন) বাংলাদেশ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি)-তে শিল্প খাতের অবদান সহজীকরনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে ইন্ডাস্ট্রিজ স্কিলস কাউন্সিল (আইএসসি) এর কার্যকর ভূমিকাকে গুরুত্বারোপ করা হবে। শিল্প খাতে কি ধরনের দক্ষতা বেশি দরকার সে ব্যাপারে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি)-কে উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে আইএসসি সহায়তা করতে পারে। তাছাড়া, শিল্প খাতে দক্ষতার গ্রহণযোগ্য মান নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।		এতে করে শিল্প খাতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখতে ভূমিকা রাখবে।

৪১.	অধ্যায়-১৫, ধারা ১৫.২ (চ) এখানে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট দিক্-নির্দেশনা অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।	শিল্প ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দতা বৃদ্ধিতে নিয়োজিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ যেমন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনিকাল এসিস্টেন্স সেন্টার (বিটাক), ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (স্কিটি), ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন নিট্রেড, বস্ত্র দপ্তরের অধীন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়/টেক্সটাইল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট/টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ও বাংলাদেশ রেশম বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করা হবে।	এতে বেসরকারি খাত শিল্প খাতের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানে উৎসাহিত হবে।
৪২.	অধ্যায়-১৬, ধারা ১৬.৩.১ জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (এনসিআইডি) এর সভা প্রতি ছয় মাসে একবার অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ আছে যা বাস্তবায়ন করা খুবই জরুরী। এজন্য এ পরিষদের সভার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে।	প্রতি ছয় মাসে পরিষদ একবার সভায় মিলিত হবে। .... সুনির্দিষ্ট উপখাত বিষয়ক আলোচনা হবে তখন উপখাতের প্রতিনিধি-কে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।	পরিষদের সভার ধারাবাহিকতা না থাকলে এর মাধ্যমে শিল্প খাতের উন্নয়নের যে সম্ভাবণা রয়েছে তা বাধাগ্রস্থ হতে পারে।
	ধারা ১৬.৪ (স্পষ্টীকরণ) (২২) এখানে বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন; এবং এফবিসিসিআই, বিডব্লিউসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআই, বিসিআই, এফআইসিসিআই এবং সিসিসিআই এর সভাপতিবৃন্দ।	বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, এফবিসিসিআই, বিডব্লিউসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআই, বিসিআই, এফআইসিসিআই এবং সিসিসিআই এর সভাপতিবৃন্দ	এতে উপ-ধারাটিতে স্পষ্টতা বৃদ্ধি পাবে।
	ধারা ১৬.৫ বিভিন্ন সরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব/অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে গঠিত সমন্বয় কমিটির সদস্য হিসেবে সভাপতি, ডিসিসিআই-কে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।	বিদ্যমান নীতিতে এ কমিটিতে সভাপতি, ডিসিসিআই-কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।	যেহেতু ডিসিসিআই দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী সর্ববৃহৎ ব্যবসায় সংগঠন তাই এ কমিটিতে ডিসিসিআই-এর অন্তর্ভূক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৭. ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রস্তাব/সুপারিশ সমূহঃ

ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) শ্রেণী হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) মনে করে নিম্নলিখিত দিকগুলোর উপর মাইক্রো ও ম্যাক্রো লেভেলে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজনঃ

১. রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ ও পণ্যের বহুমুখীকরণঃ

বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনৈতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, চীন, জাপান সহ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রায় সব দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। এ বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা এবং আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাকা সচল রাখার জন্য রপ্তানি আয় বাড়াতে হবে। এ খাতের উন্নয়নে নিম্নে বর্ণিত কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে-

- নতুন নতুন রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য উদ্ভাবন করার সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলা।
- পণ্যের বহুমুখীকরণ।
- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।
- বন্দর অবকাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- সময়উপযোগী রোডম্যাপ প্রণয়ন ও যথাযথভাবে তার অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- পণ্যভিত্তিক সম্ভাবনাময়ী নতুন বাজার চিহ্নিতকরণ।
- উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- কারখানার আধুনিকায়ন।
- কৃষিপণ্যের প্রসেসিং প্লান্ট করা।
- শ্রম অধিকার এবং পোশাক খাতের কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।
- ব্যাংকিং সিস্টেম ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা।
- ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সম্প্রসারণ।
- বন্দর সমস্যার সমাধান করা।
- বিশ্ববাজারে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্য সুবিধা পাওয়া।
- ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণ।
- সম্ভাবনাময় দেশগুলোতে বাণিজ্যিক উইং খোলা।
- বিদেশে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ ও দেশে আনার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন দেশে এককভাবে দেশীয় বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা।
- দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারকেও সম্প্রসারিত করতে হবে।
- রপ্তানি ভর্তুকি বা নগদ সহায়তা প্রদানের সময়সীমা বর্ধিতকরণ।

২. বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলঃ

বিভিন্ন খাতের অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং সেগুলির উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্পায়নের দ্রুত প্রসার ঘটিয়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব। এ খাতের উন্নয়নে নিম্নে বর্ণিত কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে-

- বিসিক শিল্প এলাকার যথাযথ বিনিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্লট বরাদ্দসহ উৎপাদন পর্যায় পর্যন্ত জবাবদিহিতা আণয়নের স্বার্থে মনিটরিং ব্যবস্থা দৃশ্যমান করার পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা ও শিল্পাঞ্চল স্থাপনের প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা।
- চা শিল্পের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ব্যবস্থা।
- বিসিক এলাকায় বরাদ্দ দেয়া জায়গায় ইন্ডাস্ট্রি না করলে তার বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দেয়া।
- শিল্পায়নের সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারে সহায়তা ও উৎসাহদান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে সঙ্গে স্বল্পোন্নত এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ এবং রাজস্ব ও আর্থিক সহায়তা প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।
- চামড়া শিল্পসহ ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনে সিইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলককরণ এবং এ বিষয়ে কঠোর আইনের প্রয়োগ।

- উদ্যোক্তারা শিল্প-কারখানায় পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও গ্যাস পাচ্ছে না বিধায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং বিনিয়োগ বাড়াতে পারছেন না। এমতাবস্থায়, জ্বালানি সমস্যা কাটিয়ে উঠতে হবে।
- শিল্পাঞ্চলের জন্য জায়গা বরাদ্দ দেয়া।
- পাট শিল্পের বন্ধ মিলের জায়গাগুলো অন্য শিল্প মিল স্থাপনের জন্য বরাদ্দ দেয়া।
- বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য কাজ করা।
- গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কগুলোতে লেনের সংখ্যা উন্নীত করা।
- পরিবেশের ছাড়পত্র নিতে ব্যবসায়ীদের হয়রানি বন্ধ করা।
- ঋণের সুদহার কমানো।
- অবহেলিত খাতগুলোতে নতুন বিনিয়োগ।
- অপরিকল্পিত উন্নয়ন বন্ধ করে পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন।
- দেশের ইমেজ বাড়াতে গুণগত পণ্যের মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং, উল্লেখযোগ্য এক্সপোর্ট খাতগুলোতে উৎপাদন কিভাবে বাড়ানো যায় তার পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৩. *বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে কার্যকর ব্যবস্থাপনা গ্রহণঃ*

উন্নত রাষ্ট্রগুলোর জিডিপির একটি বড় অংশ আসে শিল্প খাত থেকে। অন্যদিকে আমাদের জিডিপির সিংহভাগ আসে কৃষি খাত থেকে। বিভিন্ন কারণে আশানুরূপ বিদেশি বিনিয়োগ না হওয়ায় শিল্পের বিস্তার ঘটছে না। শিল্পের বিস্তার দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও রপ্তানি বৃদ্ধি করে থাকে। তাই শিল্প বিস্তারের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে বিদেশী বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা আরো বাড়াতে হবে। এ খাতের উন্নয়নে নিম্নে বর্ণিত কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে-

- বৈশ্বিক বিনিয়োগের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কৌশল পর্যালোচনা এবং বিশ্বের উদীয়মান বাজার অর্থনীতির বিশ্লেষণ এবং কৌশল প্রণয়ন।
- আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা দূরীকরণ।
- শিল্প ও সেবাখাতে বিদেশি বিনিয়োগের আইন-কানুন ও অবস্থা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংরক্ষণ।
- কেন্দ্রীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন ও বিধি-বিধান বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য ইংরেজিতে রূপান্তর করা।
- ওয়ান স্টপ সার্ভিসের ব্যবস্থা করা।
- জমির ধরন ও মালিকানা নির্ণয়ে জটিলতা দূরীকরণ।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) অনুমোদন পেতে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর জটিলতা দূরীকরণ।
- স্থানীয় বাজারে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে রাজস্ব বোর্ডে 'বিক্রয় মূল্য'র নিবন্ধন সংক্রান্ত জটিলতা দূরীকরণ।
- চলতি মূলধন জোগাতে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জনিত সমস্যা দূরীকরণের উপায় খুজেঁ বের করা।
- বৈদেশিক মুদ্রায় অ-বাণিজ্যিক রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে বাধা দূরীকরণ।
- বন্ডেড ওয়্যারহাউস ব্যবস্থায় স্থানীয় বাজারে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- স্থানীয় জনবল নিয়োগের বাধ্যবাধকতা না রাখা।

৪. *বন্দর ব্যবস্থাপনাঃ*

উন্নত অবকাঠামো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তা থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জন করতে হবে। তাই উৎপাদন ও রপ্তানির ব্যয়বাহুল্য হ্রাসের জন্য জরুরী ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশে বিশেষ করে পরিবহনের জন্য রাস্তা ঘাট নির্মাণ, পানগাঁও, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের উন্নয়ন, কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ইত্যাদি আবশ্যক। এ খাতের উন্নয়নে নিম্নে বর্ণিত কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে-

- বন্দর অটোমেশনের আওতায় আনা।
- কনটেইনার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও স্ক্যানিং।
- বন্দর সংযোগ সড়কের উন্নয়ন।
- বন্দর সেবার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিবেচনায় বৃদ্ধি করা।
- বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন।
- প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের শর্ত মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ে উন্নয়ন কার্য সম্পাদন করা।
- মনিটরিং সেল গঠন করে উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা।

৫. পিপিপি কার্যকরঃ

সাধারণত দেখা যায়, ইনভেস্টমেন্ট জিডিপি রেসিও অর্থাৎ জাতীয় আয়ের বা জাতীয় উৎপাদনের কী অংশ বিনিয়োগে নিয়োজিত হয় সেটার ওপর প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে বেসরকারি খাত। আমাদের দেশে যে সামগ্রিক বিনিয়োগ হয় তার ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ বিনিয়োগ আসে বেসরকারি খাত থেকে। কাজেই বেসরকারি খাতকে আরোও বেশী বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থনৈতিক ও বিপণন ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নে দৃঢ়তার সমন্বয় হলে যেকোন বড় প্রজেক্ট অপেক্ষাকৃত সুচারু ও সাশ্রয়ীভাবে করা সম্ভব। এ খাতের উন্নয়নে নিম্নে বর্ণিত কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে-

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, সড়ক ও রেলপথ, বন্দর এবং সেতু নির্মাণে সরকারের বেসরকারি খাতকেও এগিয়ে আসার আহবান জানানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
- রপ্তানি বাণিজ্যকে ত্বরানিত করতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) উদ্যোগে দেশে বিদ্যমান পরীক্ষার ল্যাব আরো কার্যকর করে তোলা।
- ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কর ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি সেক্টরে পিপিপি মডেল প্রস্তুত ও বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- একটি আকর্ষণীয়, ন্যায় সঙ্গত এবং প্রতিযোগী কর শাসন ব্যবস্থা তৈরি করা এবং জাতীয় ও সেইসাথে বিদেশী কোম্পানীর জন্য বাংলাদেশে কর কাঠামো সুগঠিত করা।
- পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-গবেষকদের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তি এবং নবতর জ্ঞানের বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষায় আর্থিক এবং ভৌত অবকাঠামো সমস্যার সমাধানের পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- পিপিপি আইন দ্রুত প্রণয়ন করা।
- প্রকল্প বাছাই থেকে বাস্তবায়ন হওয়ার পর যথাযথভাবে তদারকি করা।

৬. এসএমই খাতের উন্নয়নঃ

শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিবিড় ভাবে জড়িত। একটি দেশের সার্বিক অর্থনৈকিত উন্নয়ন অনেকাংশে শিল্পায়নের উপর নির্ভরশীল। শিল্পায়ন দেশকে বাণিজ্য ঘাটতির হাত থেকে রক্ষা করে। এবং একই সাথে শিল্পায়ন অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখে। তাই আমাদেরকে শিল্পের বিকাশ বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের দিকে নজর দিতে হবে।

এ খাতের উন্নয়নে নিম্নে বর্ণিত কার্য সম্পাদন করা যেতে পারেঃ

- এসএমই খাত কার্যকরী করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তাগণের কার্যক্রমের সাথে অর্থায়নকারী সংস্থা সমূহের কাজের সমন্বয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জবাবদিহিতা কাঠামোগতভাবে দৃশ্যমান করার পদক্ষেপ গ্রহণ।
- উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনিটরিং আবশ্যক।
- এসএমই ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যাংক সমূহকে তদারকী করতে হবে।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নুন্যতম একটি করে চিহ্নিত ক্লাস্টারে অর্থায়ন করার পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এসএমই ঋণ বিতরণ করতে হবে।
- এসএমই পণ্যের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও মেলার আয়োজন করা।
- পুঁজির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের জন্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজার সম্প্রসারণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এ ছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা দরকারঃ

৭. প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক সম্পদ একদিকে যেমনঃ শিল্পের কাঁচামাল যোগায় তেমনি রপ্তানির মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সাহায্য করে। আমাদের রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, কঠিনশিলা, কাঁচ বালি, খনিজ বালি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ। এসব প্রাকৃতিক সম্পদের যথোপযুক্ত ও সর্বাধিক ব্যাবহার নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া নতুন নতুন খনিজ সম্পদ আবিষ্কার ও আহরণের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮. সমুদ্র অর্থনৈতিক অঞ্চলঃ

আমাদের সমুদ্র সীমানার মধ্যে বিশাল মৎস্য ভান্ডার ছাড়াও রয়েছে অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের ভান্ডার। বিশেষ গঠন-প্রকৃতির কারণে তেল-গ্যাসসহ নানা খনিজ সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে এর তলদেশে। সারাবিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদেরকেও সাম্প্রতিক সময়ের ন্যায় সমুদ্রসীমায় সম্পদের নিয়মিত জরিপ, গবেষণা, অনুসন্ধান ও সম্পদ আহরণে ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের মতো একটি উপকূলীয় দেশের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে সমুদ্র পরিবহন ও বন্দর সহযোগিতা বৃদ্ধি, মৎস্য আহরণ, মৎস্য রপ্তানি, পর্যটন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ, কৃত্রিম দ্বীপ নির্মাণ সর্বোপরি জীববিজ্ঞান ও সমুদ্রবিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নের একটি নতুন দ্বার উন্মোচিত হওয়ার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। বঙ্গোপসাগর এলাকার দুই শ' নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপানে বাংলাদেশের প্রবেশাধিকার সুরক্ষিত রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চলের আয়তন এখন প্রায় এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বেশি। প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের পাশাপাশি সমুদ্র অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নতুন নতুন শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

৯. শিক্ষা ব্যতিত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান লাভ, যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন ও সেগুলোর ব্যবহার সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হলেও চাই শিক্ষা। পৃথিবীর উন্নত দেশ গুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেসব দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা শত ভাগের কাছাকাছি। বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কর্মবান্ধব শিক্ষা প্রসারে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কে জোর দিতে হবে।

১০. বর্তমান যুগ হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির যুগ। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে তার সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। বিশেষ করে আউট সোর্সিং এবং ফ্রিল্যান্সিং-এ বিশ্বের উন্নত দেশ সমূহের মধ্যে ভাল অবস্থানে রয়েছে। তথ্য প্রযুক্তিতে উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি আরো প্রভূত উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতকে একযোগে কাজ করতে হবে।

১১. জনসংখ্যা রপ্তানি আমাদের অর্থনীতিতে অসামান্য ভূমিকা পালন করে। জনসংখ্যা সমস্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রেও জনসংখ্যা রপ্তানির অভাবনীয় অবদান রয়েছে। বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারকে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা রপ্তানির জন্যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে হবে। কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারলে আমরা জনসংখ্যা রপ্তানি স্বাভাবিকভাবেই বাড়াতে পারবো। বিদেশে শ্রমবাজার সৃষ্টিতে আমাদের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক আয়োজিত গুরবত্বপূর্ণ কিছু সেমিনারের সুপারিশমালা

1. Round Table Discussion on Improving Exports: Importing Country's Perspective

A Round Table Discussion on "Improving Exports: Importing Country's Perspective" was organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry on May 10, 2014 at DCCI Auditorium. Mr. Mohammad Shahjahan Khan, President, DCCI presided over the program while Mr. Osama Taseer, Senior Vice President, DCCI and Coordination Director of the Standing Committee on "Export Policy, Promotion, Diversification, Multi Lateral and Bi-lateral Trade Agreements" moderated the open discussion session of the program. Mr. Tahsin Aman, Co-convenor, Standing Committee on "Export Policy, Promotion, Diversification, Multi Lateral and Bi-lateral Trade Agreements" made the concluding remarks. H. E. Mr. Shakir Qasim Mahdi, Ambassador, Embassy of the Republic of Iraq; H. E. Mr. W. A. Sarath K. Weragoda, High Commissioner, High Commission of Sri Lanka in Dhaka; Mr. Faruque Ahmad, Senior Manager, KOTRA, Dhaka; Ms. Tulay UYANIK, Commercial Counsellor, Turkish Embassy in Dhaka, Bangladesh and Mr. Minhaz Chowdhury, Country Manager, Australian Trade Commission, Australian High Commission in Bangladesh made presentations in the Round Table Discussion. Mr. Joshua Hatch, Political Officer, Embassy of the United States of America in Dhaka and Mr. Shafiur Rahman, Administrative Officer, Embassy of Spain in Bangladesh were present as the observer in the Round Table Discussion.

President, DCCI and Senior Vice President, DCCI presented DCCI memento to the distinguished representatives of different Embassies and High Commissions.

Introductory Speech by Mr. Mohammad Shahjahan Khan, President, DCCI: In his introductory speech, President, DCCI pointed out the main objective of the Round Table Discussion as to know the views of various Embassies and High Commissions regarding ways of enhancing exports of Bangladesh to the targeted countries. He added that the comments of to the distinguished representatives of different Embassies and High Commissions would help DCCI to formulate appropriate policy recommendations for export promotion and diversification which would be placed before the concerned Ministries of the Government of Bangladesh for proper implementation. The Government of Bangladesh has already declared the strategy for export-led economic growth of the country which would help achieving Vision-2021 leading towards a middle income country by that period.

Citing the importance of international trade, he said that Bangladesh is gradually being linked strongly with the international trade and the current Trade-GDP ratio of the country is about fifty percent. The export of the country is moving away from traditional items such as jute and jute products towards new manufactured products i.e. ready-made garments. Export is considered as the lifeline of the economy of Bangladesh which is also the most important contributing sector in the national GDP of the country. To increase export, he recommended the government to take some pragmatic measures like: diversification of export markets and products, inclusion of service sector in export business, taking necessary steps to remove tariff and non-tariff barriers for local exportable products in different countries, development of human resources to strengthen export activities and fulfillment of commitments given to different international organizations like WTO etc.

Presentation Session:

Mr. Minhaz Chowdhury, Country Manager, Australian Trade Commission:

- Bangladesh got Duty free Quota Free Market in 2004.
- In 2005 Australia Import goods worth A$ 40 million. In 2012-2013 Australian Exports to Bangladesh was **A$ 572,508 M** and Australian Import to Bangladesh was A$ 418,933 M.
- Australian market offers opportunities for new overseas suppliers.
- Australian economy is advanced industrialized, open and innovative economy.
- Australia has high qu ality resources and commodities.
- Australian people are less like to bargain. That can be one of the major consideration
- Average Australian importer requires reasonably small volumes & lower prices than buyers in the USA or most European countries.

- Market of Australia has accepted Bangladeshi products. So there is a potential to increases export from Bangladesh within next 2-3 years.
- The Australian market offers opportunities for new overseas suppliers because it depends on a wide range of imported industrial and consumer products.
- The market is also very open to overseas suppliers - there are no import quotas and most import duties are 5 per cent (general rate), and zero for eligible developing countries.
- Average Australian importer requires reasonably small volumes & lower prices than buyers in the USA or most European countries.
- The strong competition in the import and retail sectors, with quite low "net" profits;
- The open nature of the Australian import regime;
- The large number of suppliers in neighboring countries trying to sell to Australia;
- The fact that the Australian buying seasons are the reverse of the northern hemisphere and many overseas suppliers are prepared to offer "off season" discounts for seasonal merchandise sales to Australia.
- In negotiating price maximum 25% is admissible but 5-6% is good for negotiation.

Mr. Faruque Ahmad, Senior Manager, KOTRA, Dhaka:

- Bangladeshi mission in Korea may promote the national strengths in trade.
- Bangladesh's export of garments and leather and leather products as major export items from Bangladesh
- The government agencies and mission in Korea may promote the RMG and leather industries accordingly. They can also publicize 'success stories' in Korea.
- DCCI may approach Korea Importers Association (KOIMA) through the Bangladesh mission in Korea, to organize seminars and events, send trade delegations to Korea on specific sectors, hold joint seminars with trade promotion organizations such as KOTRA, JETRO who have excellent knowledge and information on the Korean market.
- DCCI can also organize events with Bangladesh Foreign Trade Institute (BFTI), to enhance the capacity and awareness of potential exporters in Bangladesh on the policy initiatives and policy supports provided by the Korean government to enhance Bangladesh's export to Korea.
- Under World Friends Korea (WFK) initiative, Export Promotion Bureau (EPB), under the Ministry of Commerce, can invite trade promotion experts from Korea to share knowledge, experience and how to develop new markets for Bangladesh's export.
- Bangladesh Embassy in Korea should maintain a database of potential buyers from Korea.
- Korea has long and short term export strategic plan on which product to export and with a projected volume. Bangladesh should also a export strategic plan like this.

Ms. Tulay UYANIK, Commercial Counsellor, Turkish Embassy in Dhaka:

- Turkey ranks 5th in Bangladesh Exports by %5 share
- According to the Turkish Government Statistics major import products;
    - o Ready made garments
    - o Jute & jute products
    - o Leather& leather products
    - o Ceramics
- Product diversified is major problem for Bangladesh. Bangladesh should diversify its product.
- Production efficiency, new capacities, modernization of factories
- Political stability, labor rights, working condition of RMG workers. Political stability should be ensured.
- Banking system needs to be modernized
- Transport system needs to be modernized.
- Dhaka- Chittagong highway should be expanded as early as possible.

Potential Business Sectors for Bangladesh:

- Food processing industry (New processing methods, plants, technical infrastructure investment). Food processing industry can be developed in Bangladesh as 41% of total food production is wasted.
- Leather products (Design, accessorize). To improve this sector people related to this industry should be trained up.

- Home textile: Low labour cost is the main advantage is Bangladesh
- Ceramic industry: Bangladesh can create its own brand in Ceramic industry.
- Tourism- Coxs' Bazar, World's longest natural sandy beach. Promotion of this sector should be improved.

H. E. Mr. Shakir Qasim Mahdi, Ambassador, Embassy of Iraq in Dhaka:

- Last year both Bangladesh and Iraq signed a memorandum for manpower export
- Excellency expects cooperation in trade and investment between Bangladesh and Iraq
- Since 2009 Iraq started renewing agreements and Bonds that signed with Bangladesh
- Showed interest through B2B for Garments in Bangladesh
- Huge challenge for Iraq in investment in different products
- From 2006 Government of Iraq started concentrating on uplift of its oil industry to exploit market in other parts of the world
- Iraq is now upgrading the facilities needed for importation.

H. E. Mr. W. A. Sarath K. Weragoda, High Commissioner, High Commission of Sri Lanka in Dhaka:

- Free Trade Agreement or Preferential Trade Agreements is in the negotiating process between Bangladesh and Sri Lanka
- Free Trade Agreement: In 4th Joint Working Group, Joint in Shipping was held in 2014
- Sri Lanka is strategically connected to major shipping and air routes to the East and West
- Sri Lanka's exports to Bangladesh are concerned; it has increased by around 22% in year 2012. Similarly the value of imports from Bangladesh also has increased by 9% in 2012 compared to 2011.
- Both Bangladesh and Sri Lanka are members of the South Asian Free Trade Area (SAFTA), the Bangkok Agreement, which is now renamed as Asia Pacific Trading Agreement (APTA), the Bay of Bengal Initiative for Economic and Technical co-operation (BIMST-EC), the Global System Trade Preferences (GSTP) and the Indian Ocean Rim Association for Regional Co-operation (IOR-ARC).
- Sri Lanka has a simplified taxation system
- Bangladesh is now using 16 percent of its shipment of products through Sri Lanka port which was 10 percent in previous years. Sri Lanka is willing to offer its concession to Bangladesh for using its existing three ports including Hambantota deep sea port.
- He emphasized on port connectivity between Bangladesh and Sri Lanka.

Question and Answer/Open Discussion Session, Moderated by Mr. Osama Taseer, Senior Vice President, DCCI:

Mr. M. Abu Hurairah, Former Vice President, DCCI asked to know the existing economic condition of Iraq.

H.E. Ambassador of Iraq replied that economic and political reconstruction has been started in 2003 in Iraq. Iraq is planning to use its resources like oil products. Now they will increase production 220 m barrels oil. The country is developing its infrastructure and investing in private sectors and in electricity. Now the country is able to provide 100 percent electricity. 20000 MW is needed for industry. GDP growth rate is now 9.1%. Market in Iraq is open for all. It is a good opportunity for Bangladeshi products to exploit Iraqi market of products like pharmaceuticals, leather etc.
President, DCCI stressed on sending business delegation to Iraq and invite chambers of Iraq to visit DCCI. He also emphasized cooperation with DCCI and chambers of Iraq.

Mr. S. Rumi Saifullah, Director, DCCI said Bangladesh has SEZ and EPZ. So, there is room for cooperation as proximity of the country to EU. Same kind of relation may be refereed to South Korea as Bay of Bengal can take important role to boost economic relationship.

Mr. Zillur Rahman, Convenor, DCCI said Bangladesh has been doing good job in the apparel sector in Sri Lanka.

Mr. Shoiab Chowdhury, Director, DCCI said Bangladesh has been able to become self sufficient in food production i.e. potato, rice and other agro-products. There is plenty of opportunity of exporting potato to abroad particularly in neighboring countries like in Sri Lanka. Sri Lanka may import potato from Bangladesh as they currently imports potato from Pakistan.

Mr. Abdul Motaleb Sarker, Director General (SAARC & BIMSTEC), Ministry of Foreign Affairs, GoB said that information is strength. Bangladeshi Missions situated abroad have not done any study as to how Bangladeshi exports can be increased to various countries of the world. Even Export Promotion Bureau (EPB) has not done any market studies yet. So, both EPB and Bangladeshi missions abroad should work to ensure this. He emphasized selecting countries for enhancing export efficiencies. DCCI can work together with EPB in this regard. Tariff barrier and non tariff barrier should be addressed. Harmonization of products item in SAARC region should be facilitated as early as possible. Custom system or rules should be eased. The country may work on FTA with other countries.

Mr. Asharaf Ibne Noor, Former Senior Vice President, DCCI asked about the export of market of light engineering goods and procedure of exporting to Turky, Australia and Korea.

Ms. Tulay, Commercial Counsellor, Embassy of Turkey in Dhaka replied that to know the situation a one to one marketing research should is required. Bangladesh is totally based on basic products not the value added products. So, value added products should be added as diversified products.

Concluding Remarks by Mr. Tahsin Aman, Co-convenor, Standing Committee on "Export Policy, Promotion, Diversification, Multi Lateral and Bi-lateral Trade Agreements":

He said that Bangladesh is very much dependent on a few traditional markets including the USA, EU and Canada. **Of the total exports of the country, 21 percent goes to the USA, nearly 60 percent to EU, 4 percent to Canada and 15 percent to the rest of the countries of the world.** So, Bangladesh extremely needs to find out new export markets.

He stated that looking for new markets with new products will help increase the export basket. Through export diversification it is possible to minimize the risks in business along with creating employment with new skills of workers. Full utilization of natural resources is also possible through product diversification. The initiatives by both the government and private sector will help expanding both products and markets. A lot of initiatives are being taken by the government for infrastructural development of the country. He added that Bangladesh has a liberal Export Policy which is congenial to enhance exports of Bangladesh manifold. The export basket of the country is being widened day by day and in recent period, it is exporting some non-traditional products to traditional markets as well as some non-traditional markets. Bangladesh has all the potentials to make its position in the top ranking exporting countries in the world market.

He then hoped that the informative and realistic deliberations by the distinguished representatives of different Embassies and High Commissions located at Dhaka will pave the way to further improving the exports scenario of Bangladesh. He also hoped that their deliberations will help the policy makers to formulate policies necessary for increasing exports of Bangladesh.

With a vote of thanks to all the distinguished guests present in the Round Table Discussion, he concluded the program.

2. Mega Event on "DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo"

A 2-day event on "DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo" was organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) in cooperation with Bangladesh Bank during June 22-23, 2014 at Bangladesh International Conference Centre (BICC). Total four sessions were held during the mega event.

Day 1, June 22, 2014:

Inaugural Session

The inaugural Session of the 2-day DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo was held on June 22, 2014 at 10:30 a.m. at the Hall of Fame of BICC. Hon'ble Member of the Parliament Barrister Sheikh Fazle Noor Taposh was present as the Chief Guest while Alhaj Anwar Hossain, Chairman, DCCI Foundation & Chairman, Anwar Group of Industries was present as the Special Guest of the session. The session was chaired by Mr. Mohammad Shahjahan Khan, President, DCCI.

Mr. Mohammad Shahjahan Khan, President, DCCI in his welcome address said that DCCI organized several motivational campaigns in cooperation with Bangladesh Bank for attracting young people of the country to be entrepreneurs. He informed that about 70 percent of the total population is under the age of 40. About 2.2 million people enter into the job market each year in Bangladesh and among them only one million are employed both at home and abroad and rest of the people remain unemployed. As a result, the unemployment situation of the country is being deteriorated day by day. If these unemployed youths can be employed, the overall development of the country will be expedited.

He mentioned that a total of 3,200 potential entrepreneurs registered themselves under the project and among them 2,200 business proposals were submitted. He informed that among these projects 9 (nine) entrepreneurs have already got finance from different banks. Sighting the initiative as a continuous process, he said that DCCI would render all support to foster entrepreneurship in the country. He also said that creating entrepreneurs will ensure employment opportunities in the country. He underscored the importance of conducting training for the new entrepreneurs. He informed that about 1050 potential entrepreneurs have already been given training with the cooperation of IFC and SCITI. He further said that the unutilized lands in the BSCIC industrial area can be re-allocated among the prospective new entrepreneurs as per existing rules and regulations. He thanked all the MoU partners for their cooperation in the project.

He highlighted the importance of Small and Medium Enterprises (SMEs) in creation of employment and developing the economy of the country as about 90 percent of all the businesses are SMEs. So, he proposed to set up a 'SME Development Bank' in the country. He urged the Government to take necessary initiative for the development of SME sector and women entrepreneurs of the country. He informed that Bangladesh Bank has approved a re-financing scheme of BDT 100 crore to support the new and potential entrepreneurs of the country.

Chief Guest Barrister Fazle Noor Taposh, Member of Parliament welcomed DCCI for taking such timely initiative of creating 2000 entrepreneurs in the country. He said that DCCI Entrepreneurship & Innovation Expo would be a right platform for new entrepreneurs. He also said that to enhance revenue collection, the government should increase tax net rather than increasing tax rate. He suggested the new entrepreneurs to keep patience in doing their ventures and bring innovation to their products. He further stated that the young generation of the country should be encouraged so that they can be motivated to become entrepreneur.

Special Guest Alhaj Anwar Hossain, Chairman, DCCI Foundation and Anwar Group of Industries called upon the government to reduce existing 15% VAT. He also said that today's new entrepreneurs will create more employment opportunities in future. So the youth of the country should be promoted and encouraged to become entrepreneurs as they are the important assets of the country.

Chairman, DCCI Entrepreneurship & Innovation Expo (E2K) project and Director, DCCI Mr. Md. Sabur Khan said government should simplify rules and procedures relating to entrepreneurship development to promote entrepreneurs for the overall development of the country. He also emphasized that the financial policies should be simplified and entrepreneurs-friendly.

Mr. Osama Taseer, Senior Vice President, DCCI gave the concluding remarks in the inauguration program.

Panel Discussion Session on
Business Startup and New Entrepreneurs: Challenges and Solution

The Session on Business Startup and New Entrepreneurs: Challenges and Solution was held on June 22, 2014 at 2:30 p.m. at Hall of Fame, BICC. The session was chaired by Mr. Abul Kashem, Deputy Governor, Bangladesh Bank. Mr. Md. Sabur Khan, Chairman, E2K project & Director, DCCI presented the keynote paper. Kh. Shahidul Islam, Vice President, DCCI; Mr. Nirmal Chandra Bhakta, ED, Bangladesh Bank; Mr. Shyam Sundar Sikder, Chairman, BSCIC and Mr. Erlend Prestgard, Director, Head of Strategy & PMO, Grameenphone Ltd were present as the Panel Discussants. The session was moderated by Mr. Md. Masum Patwary, General Manager, SMESPD, Bangladesh Bank.

Mr. Md. Sabur Khan, Chairman, DCCI E2K Project and Director, DCCI in his keynote paper said that entrepreneurship and innovation are fundamental driving forces of sustainable economic growth of any

country. Regarding the business start up process he said that deciding to start a business can be one of the most exhilarating decisions to make in life. He said that the entrepreneurs can change the economy of the country if they are provided with more support on business plan development, various sources of funding both equity and debt, encouraging regulatory support, supportive law and order situation, adequate marketing and financial management skills. He then highlighted the steps of business start up and list of necessary documents that entrepreneurs are required to produce.

Mentioning the prospects of entrepreneurship in Bangladesh he said that a nation's ability to generate a steady stream of business opportunities can only come about when its people are encouraged by entrepreneurial activities. The huge pool of human resources of the country can be utilized effectively for economic growth by discovering their entrepreneurial capacities through government's proper policy support. In his presentation Mr. Khan highlighted various challenges faced by the entrepreneurs like: access to credit facilities, building & managing a team, dealing with different parties, corruption, inconsistent Government policies, poor state of the country's infrastructure, adapting to the changing business environment, business planning, political turmoil, lack of knowledge about the market, developing a product that meets the market need etc.

He then recommended some solutions to these challenges:

- Financing for new entrepreneurs should not be reliant only on the financial institutions. Alternative financing sources should be explored.
- Bankers of the country need to change their traditional mindset in providing necessary primary capitals to the innovative young entrepreneurs.
- Bangladesh badly needs to formulate a venture capital policy.
- Businessmen can make positive change in respect to their business value, financial position etc. through merger and acquisition. So, this concept may be applied more in Bangladesh so that the new entrepreneurs can minimize their risks and expand business.
- In many cases operating expenses like hiring an office room in commercial areas and getting logistic supports become difficult for the new entrepreneurs. To resolve these problems 'Business Incubation' idea may play important role. Business incubator helps to escape the new entrepreneurs from massive preliminary expenditure and to survive the business in the long run. The private sector of the country can set up a full-fledged incubation center in future if proper government support is provided.
- Training is a key to enhance the skills and knowledge of the new entrepreneurs. So, the Government as well as the private sector of the country should provide extensive training facilities for exploring the potentials of the entrepreneurs.
- New as well as the existing entrepreneurs can get required facilities from the Help Desk.
- "Hand Book of Entrepreneurship Development" will enable the new entrepreneurs to cope with the challenges and competitions through its detail guidelines relating to business for new entrepreneurs.
- Print and electronic media may highlight various success stories of new entrepreneurs to encourage more people to become successful entrepreneurs.
- Bangladesh needs to create innovative and new entrepreneurs to fully utilize the prevailing potentials.
- The country needs to modify the existing education policy and curriculum in such a way so that the youth can set their goal to become entrepreneurs from their student life.

Panel Discussants:

Mr. Nirmal Chandra Bhakta, Executive Director, Bangladesh Bank put forward his opinions and expressed that such collaborative and constructive effort of DCCI can prove to be very positive for Bangladesh's business environment. He said that Bangladesh Bank has taken various programs for entrepreneurs as the central bank gives priority to them. Since 2010, the central bank had been taking a number of initiatives for ensuring entrepreneurs' access to finance and since the introduction of the SME, the bank had allocated a lot refinancing scheme for entrepreneurs. He said Due to the central bank's efforts and directives to both commercial banks and financial institutions, the number of female entrepreneurs getting SME loan has increased and more and more initiative will be taken in future.

He further said the entrepreneurship development programs in the country at more advanced level of business operations are inadequate. Various government agencies and NGOs like Bangladesh Small & Cottage Industries Corporation (BSCIC), Bangladesh Rural Development Board (BRDB), BMD, DWA,

DYD, BMET, MIDASA, BRAC etc, all are involved in entrepreneurship development in Bangladesh and they are working for SME development at the grass-roots level. Their efforts have reduced poverty but created no significant incremental wealth. To accelerate growth and step into a middle-income country by 2021, Bangladesh needs a large number of enterprises with more advanced level of business operations. It is important for creating incremental wealth by undertaking productive activities, particularly industrialization. The initiative that DCCI has taken to create 2000 entrepreneurs is one of them.

Mr. Shyam Sunder Sikder, Chairman, BSCIC appreciated the DCCI's initiative of creating new entrepreneurs and assured that the entrepreneurs will get preference in getting plot in the BSCIC Industrial Area. He also informed that a separate printing industrial area is being established. BSCIC industrial estates have 865 export-oriented units, with the companies exporting goods worth Tk 20,890 crore in fiscal 2012-13, which was 9.67 percent of the country's total export. The government is providing all sorts of policy support for the development of BSCIC. He added that the BSCIC industrial estates have created employment for around 5.4 lakh people of the country. BSCIC strives to create resilient and efficient Small, Medium & Cottage Industries (SMCIs) that will be able to compete in a liberalized market environment. The Corporation will promote SMCIs to be an integral part of the country's industrial development capable of producing high value-added manufacturing product & services. BSCIC will serve as the national focal point for the overall development of SMCIs in the country.

Mr. Erlend Prestgard, Director Head of Strategy & PMO, Grameenphone Ltd said that Grameenphone works to help people stay close. It is serving more than 2 crore subscribers across the nation with superior service. He informed that since its inception in March 1997, Grameenphone has built the largest cellular network in the country with over 10,000 base stations in more than 5700 locations. He also informed that the company has so far invested more than BDT 10,700 crore (USD 1.6 billion) to build the network infrastructure, since its inception in 1997. Grameenphone is also one of the largest taxpayers in the country having contributed nearly BDT 7000 crore in direct and indirect taxes to the Government Exchequer over the years.

Kh. Shahidul Islam, Vice President, DCCI stated that Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) is a premier business body with a long history of proactive role in entrepreneurship development activities in Bangladesh. DCCI has in the past taken many bold and effective initiatives for entrepreneurship development. The current initiative of creating and nurturing young entrepreneurs which has by this time created hype in the country is another breakthrough initiative by DCCI. He further said that entrepreneurship is one of the key driving forces of an economy. A high majority of small businesses are started by entrepreneurship minded individuals, many of whom go on to create entrepreneurs act as catalytic agents in the process of industrialization and economic growth.

He said it is not possible to set up an enterprise without adequate funds. Entrepreneurs mobilize idle savings of the people and put them to productive use. In this way, they help in capital formation which is so essential for the industrial and economic development of a country. Various Commercial Banks and other Financial Institutions take initiatives in promoting entrepreneurship through assistance to various agencies involved in Entrepreneurship Development Programme (EDP) and provide financial assistance to the new entrepreneurs. He said the DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo would assist the entrepreneurs in their ongoing efforts to get a profitable, safe and business environment in Bangladesh and DCCI would continue to play its role in this regard.

2nd Day, June 23, 2014

Session on ICT Sector in Bangladesh: Prospects & Challenges for the young Entrepreneurs

The Session on ICT Sector in Bangladesh: Prospects & Challenges for the young Entrepreneurs was held on June 23, 2014 at 11 a.m. at the Media Bazar, Bangabandhu International Conference Centre. The session was moderated by Mr. Osama Taseer, Senior Vice President, DCCI. Mr. Mahmud Hossain, CCAO, Grameenphone Ltd presented a keynote paper. Prof. Dr. Syed Akhter Hossain, Head of CSE, DIU; Mr. Abu Hanif Md. Mahfuzul Arif, President, Bangladesh Computer Samity; Mr. K Atique E Rabbani, FCA, Former Director, DCCI were present as the panel discussants in the session.

Distinguished Key Note Speaker, Mr. Mahmud Hossain, CCAO, Grameen Phone mentioned the following challenges and prospects of ICT sector in Bangladesh:

Challenges:
- Existing ICT Law is not enough;
- Social mind set to become an entrepreneurs
- Low internet penetration

Prospects:
- Focus of the Govt. (like: High Tech Park)
- Growing ICT Graduate
- Favorable national policy (Like: Tax Holiday, a2i Programme)
- Training Facilities increased.
- Young Entrepreneurship in ICT sectors is rapidly growing
- Connectivity (Mobile, Broadband)
- Entrepreneurship Equity Fund of Bangladesh Bank
- Convergence of ICT in Bangladesh through Internet and strong Telecom sector

Success Story of ICT Entrepreneurs:

Mr. Md. Farhad Hossain, Amaderad.com:

Young Entrepreneurs are being encouraged in outsourcing business. He mentioned some challenges in this sector:
- Payment process is difficult as international payment gateway system PayPal is not allowed in the policy.
- There is lack of computers system in Bengali.
- Lack of Digital Recourses in the country
- Lack of proper Entrepreneurships knowledge

He also mentioned that amaderad.com is linked with 13530 Bengali website. More efforts may be taken to increase Bengali website in the country. The government of Bangladesh should make positive policy changes to transform the country into a real Digital Bangladesh.

Mr. Md. Syful Islam, Organization of Digital Education (ODE):

- Piracy law should be modernized
- Banking support should be more flexible specially SMEs departments of all Banks.

Professor Dr. Syed Akhter Hossain, Head of CSE, DIU

- ICT Sectors grew largely during the last 20 years in Bangladesh.
- Entrepreneurs of Bangladesh suffer much comparing the other countries of the world. The government should put emphasis on this.
- The students of any discipline should be encouraged to enter into the ICT sector
- There is a need to go forward to the next level that is skilled level like cloud sourcing rather depending only on graphics design and outsourcing.
- International Payment Gateway system “PayPal” should be allowed in our policy urgently to grow the ICT sector in Bangladesh.
- The mindset of all the stakeholders needs to be positively changed to change the economy of the country through using ICT sector.
- The new and innovative ideas of the new entrepreneurs should be nourished positively.
- There is no alternative to change the existing ICT policy of the country.

Mr. Abu Hanif Md. Mahfuzul Arif, President, Bangladesh Computer Samity:

- ICT related 10000 companies are working all over the country, specifically at Upazila level
- ICT sector was declared as a thirst sector in 2002
- Officially and unofficially the current export size of Bangladesh is 250 million US$
- Internet users in the country are 4.3 crore of them Telco/broadband users is 1.5 crore and in other sector it is 2.7 crore.
- The export vision of the sector is 1 billion US$ by next five years.
- There is a target to increase the number internet users to 8 crore

SWOT analysis of ICT sector of Bangladesh:

Strength:

- Cost effective in comparison to other ICT booming countries like India, Pakistan, and Cambodia.
- Associations are very effective and active in BD
- Demographic dividend
- LICT project of 70 million US$. Under this project 1 lac workforce will be emerged by 2021.

Weakness:

- Lack of coordination
- Poor Infrastructure

Opportunities:

- High-Tech park
- BPO, Cloud application etc.

Threat:

- Inappropriate Government Policies

International payment system:

PayPal system: Regional segment is not clear yet. Determination of Country region for Bangladesh from PayPal has not yet been adjudged. This problem will be solved before 2018. Government also looks for solving the problem through going for agreement with another global payment system, Pazer.

If the connectivity for broadband internet is increased to 25 lacs in number, GDP of the country will be increased more by 1.3 percent.

Mr. K Atique E Rabbani, FCA, Former Director, DCCI:

- There is no difference between the new entrepreneurs of different sectors
- The entrepreneurs naturally go forward by facing various challenges.
- The new entrepreneurs need the initial funding and family back up but they need to go forward without being frustrated.
- The entrepreneurs need to be passionate, knowledgeable and possess a positive attitude.
- We need to learn from our mistakes
- The government should take required measures to ensure proper entrepreneurship development.
- The mindset of the entrepreneurs should also be changed. They should understand that earning huge money is not their main motto; their main objective should be to do business successfully.

Concluding Session on

Sharing Ideas with the Entrepreneurs who already got Bank Finance and Certificate Giving Ceremony

The concluding session of the “DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo” was held on June 23, 2014 at 2:30 p.m. **Mr. Mahbubur Rahman, President, ICC, Bangladesh and Former President FBCCI & DCCI** was present as the Chief Guest of the concluding and certificate giving session while **Mr. Mohammad Shahjahan Khan, President, DCCI** chaired the session.

Chairman E2K Project, DCCI and Director, DCCI Mr. Md. Sabur Khan; Regional SME Venture Coordinator, Advisory Services in South Asia, IFC Mr. Arsalan Alfred M. Ni; SME Faculty Consultant, BIBM and Former General Manager SME & Special Programmes Department, Bangladesh Bank Mr. Sukumal Sinha Chowdhury; Consultant, DCCI Entrepreneurship & Innovation Expo and Former Managing Director, Mutual Trust Bank Ltd. Kazi Md. Shafiqur Rahman and Director, Marketing Department, Commercial Division, Grameenphone Ltd. Mr. Rajeeb Bhattacharjee presented their speeches at the session.

At the outset, **Mr. Mohammad Shahjahan Khan, President, DCCI** welcomed all present to the concluding session of the 2-day event on “DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo”. He then requested four new entrepreneurs, who have become entrepreneurs under the initiative of DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo, to share their success stories with the guests and participants. Accordingly Mrs. Wafi Islam of Bimurto; Mrs. Najmunnahar of IR Creative Print and Craft; Mr. Ali Ahmed Mahi of Swanirvor Pum Oil; Mr. Rakibul Amin of ACACIA shared their encouraging successful business stories.

Speeches by the Distinguished Guests:

Mr. Rajeeb Bhattacharjee, Director, Marketing Department, Commercial Division, Grameenphone Ltd:

He stated that this is a time worthy initiative taken by DCCI in association with Bangladesh Bank. He informed that it was found in a survey that the entrepreneurs are using ICT knowledge and various social media to market their products and services. Internet has created a new horizon for the new and existing entrepreneurs of the country. He also sighted some examples of Grameenphone to utilize the ICT knowledge for the development of entrepreneurship in Bangladesh. He requested all the stakeholders to come out of the cocoon of skepticism.

Kazi Md. Shafiqur Rahman, Consultant, DCCI Entrepreneurship & Innovation Expo and Former Managing Director, Mutual Trust Bank Ltd:

He expressed satisfaction as the event could be completed successfully. The main objective of the 2-day event was to inspire the young generation of Bangladesh to become entrepreneurs along with inspiring financial institutions and other business leaders of the country to come forward with their helping hands to facilitate entrepreneurship spirit in the country, he added. Addressing the problems that ICT entrepreneurs face before getting bank loan, he said as the services of ICT sector are intangible unlike other SME products, the banks have a tendency to reject the loan proposal of ICT entrepreneurs at the very first phase of loan procedure. To reduce this misunderstanding, the banks should change their conventional mindset towards sanctioning loan to entrepreneurs and at the same time, the designated officials of banks should be made acquainted with the ICT activities through interaction, practical demonstration by the ICT experts and also sharing ideas with well-established ICT entrepreneurs, he recommended. These steps might bring a positive result for them to deal with ICT entrepreneurs as well as to sanction loan in this sector. He then informed that under the initiative of “DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo”, nine (9) new entrepreneurs have received bank finance to run and expand their businesses/ventures. DCCI with the support of IFC and SCITI provided training facility to 1050 potential entrepreneurs which would encourage and facilitate them to become successful entrepreneurs.

Mr. Sukumal Sinha Chowdhury, SME Faculty Consultant, BIBM:

In his speech Mr. Chowdhury said that the entrepreneurs would progress through their own initiative. But this type of initiatives enhances the self-belief of the entrepreneurs and encourages them to succeed and sustain in their business ventures. There is no room for frustration for the people who want to be established as entrepreneurs. New entrepreneurs should have to go forward without stopping its venture due to frustration. Targeting the new entrepreneurs, he said that financing is not the main barrier but the financing problem needs to be addressed nationally. He informed that there are about 90 (ninety) Banks and Non-Bank Financial Institutions (NBFIs) in Bangladesh. So, the business entrepreneurs should compare the benefits and opportunities of some banks and bargain with them to be more benefitted. DCCI should keep in touch with the Bangladesh Bank to facilitate the financing issue for the new entrepreneurs.

Mr. Arsalan Alfred M. Ni, Regional SME Venture Coordinator, Advisory Services in South Asia, IFC:

He informed that IFC has been working in Bangladesh to ensure creating business and investment –friendly environment in the country. Small and Medium Enterprises (SMEs) are very important for the economic development of any country. SMEs are also very essential for ensuring sustainable economic development of Bangladesh. IFC is also working for the development of SME sector of Bangladesh. Financing is a common problem for almost all the new entrepreneurs. Dependence on bank finance should be reduced through introducing alternative source of financing like venture capital firms. IFC has been working to facilitate formulation of venture capital policy in Bangladesh, he added.

Mr. Md. Sabur Khan, Chairman E2K Project, DCCI and Director, DCCI:

He said that the 2-day long "DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo" has been successful due to the leading role play by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI). Bangladesh Bank has provided all sorts of cooperation to make the event a success, he added. He then mentioned the importance of entrepreneurship development for the true development of Bangladesh economy. This initiative of DCCI is just a starting of the effort of entrepreneurship development in Bangladesh, he added. He further stated that an entrepreneur will create more and more entrepreneurs through his/her entrepreneurship quality. Targeting the potential entrepreneurs, he said that those who have innovative business ideas should have to reach the potential stakeholders without being sat idle with the idea.

Mr. Mohammad Shajahan Khan, President, DCCI and Chair of the Session:

At the outset, he said that every nation and institution has a vision related to their culture and condition. Bangladesh as an independent country has vision to become a Middle Income Country by the year 2021 when the country will celebrate its 50 years of independence. This is a great challenge for Bangladesh. Creating 2000 entrepreneurs will not solve the unemployment problem of the country but the effort should be continued to encourage the entrepreneurship development. The mindset of all the related stakeholders should be changed which is being changed gradually. Public sector attitude is also being changed. Four new entrepreneurs have shared their success stories which are evident that no success can be achieved without hard work. He informed that Bangladesh Bank has introduced a Tk. 100 crore refinancing scheme for the new entrepreneurs. He then thanked Bangladesh Bank, Grameenphone, IFC, SCITI and all the Board Members of DCCI both for the year 2013 and 2014 for their whole hearted support to make the initiative of DCCI successful.

Certificate Distribution Ceremony:

At this point of the session, the Hon'ble Chief Guest distributed certificates to 9 (nine) new entrepreneurs who successfully completed their training which was conducted by DCCI with the technical cooperation of IFC and SCITI. All the distinguished guests were also present at that time.

Hon'ble Chief Guest Mr. Mahbubur Rahman, President, ICC, Bangladesh:

Bangladesh needs to realize the dream of the entrepreneurship to achieve all the targets of the country. The entrepreneurs should possess inspiration inside them. The initiative of DCCI is praiseworthy and Bangladesh Bank should continue to cooperate with this type of initiative. The youth of the country should be encouraged to become entrepreneurs. If these youth are given the opportunity to enter into business, the economy of the country will progress a long way. Despite political and various socio-economic uncertainties, Bangladesh has been able to achieve average 6 percent continuous GDP growth rate during the last 15 years which is very tough and no other country in the world could achieve that. This achievement is largely attributable to the private sector of the country. Public sector should provide more cooperation with private sector to move forward the national economy. The commercial banks have opened SME branch or SME point to help SME entrepreneurs. If the entrepreneurs are not serious about their project and the supervisory activities of the banks are not strengthened, it will be difficult to develop entrepreneurship in the country. The new entrepreneurs should have stamina and passion to develop and sustain their business ventures.

2-Day Exhibition

Various Banks, Non-Bank Financial Institution (NBFIs), some new entrepreneurs and project partners showcased their services and products in this two-day exhibition. A total of 23 Banks and NBFIs and 25 new entrepreneurs had set up their stall in the exhibition. DCCI also had showcased its various publications and services in the expo. The exhibition was open for all from 10 am to 8 pm during 22-23 June, 2014. In the expo, some new entrepreneurs got instant order for their products and services. The new entrepreneurs also got various information regarding project financing from the financial institutions which helped to compare the pros and cons of various offers by various financial institutions. The expo also helped to make a bridge between the financial institutions and entrepreneurs under a common umbrella.

3. Round Table Discussion on "Factoring: A Better Alternative to Letter of Credit"

A Round Table Discussion on "Factoring: A Better Alternative to Letter of Credit" was Jointly organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM) on September 20, 2014 at 11:00 am at DCCI Auditorium. Dr. M Aslam Alam, Secretary, Bank and Financial Institutions Division, Ministry of Finance, Government of Bangladesh was present as the Chief Guest and Dr. Toufic Ahmad Choudhury, Director General, BIBM was present as the Special Guest on the occasion. Mr. Mohammad Shahjahan Khan, President, DCCI chaired the Round Table Discussion. Prof. Dr. Prashanta Kumar Banerjee, Director (Research, Development & Consultancy), BIBM presented the keynote paper at the RTD. Mr. S A Chowdhury, Chairman, Janata Bank Ltd. and AK Gangapadhay Chair Professor, BIBM; Mr. Md. Masud Biswas, General Manager, Foreign Exchange Policy Department, Bangladesh Bank and Mr. M. S. Siddiqui, Member, DCCI Standing Committee on Export Policy, Promotion, Diversification, Multilateral & Bilateral Trade Agreements were present as the Distinguished Panel Discussants.

The following Recommendations came out in the Round Table Discussion:

1. In the beginning, only selected promoter institutions/ banks with good track record offering financial services and competent management should be permitted to enter into this new field. The smaller banks may be persuaded to join the bigger ones to start jointly this activity.

2. At present, Bangladeshi law does not comprehensively deal with various aspects involved in factoring business. So, it would be necessary to promote special legislation to support efficient operations of factoring services in Bangladesh.

3. As an efficient financial system, factoring service can sustain itself on a viable basis only if a conducive environment is created and fostered; expeditious steps may be taken by Government to promote legislation, as also to grant appropriate exemptions from and make amendments to the existing laws, to serve the objectives of promoting factoring.

4. A comprehensive legal framework should be developed encompassing the various aspects of factoring to define the rights, duties and obligations of various parties involved in such transactions.

5. Legal framework should be made available whereby invoices involved in factoring transactions should be treated at par with bills of exchange and the factoring agreement treated as irrefutable evidence in the court.

6. Strength of the management, nature of the product and strength of the customers should also be given due weight age.

7. Bangladesh Bank should monitor the performance of the factor banks in terms of capital adequacy, extent of raising public deposits, etc. It should be ensured that the funds raised by factor banks are not used for purposes other than factoring activities.

8. With a view to attaining a balance dispersal of risks, banks should offer their factoring services to all industries and all sectors in the economy.

9. Introduction of export factoring in Bangladesh will certainly provide an additional window of facility to the exporters; as factors will need uniform rules to operate in the international market.

10. Pricing of factoring services should be reasonable. Banks should keep the cost of funds (of factoring) as low as possible so that clients will prefer this kinds of service.

11. Factoring being an entirely new concept, the business community should first be educated about the nature and scope of these services and the benefits accruing there from. In this regard it perceives that the branches of banks would serve as a useful medium for extensive dissemination of information.

12. In factoring, bank must follow the principle of simplification of the rules and procedures to reduce the paper work and consequent delay in giving sanction.

13. Continuous credit rating of the buyers & sellers and proper information have a great importance for the viability and profitability of factoring business

14. A uniform accounting system is required for growth of factoring services in Bangladesh. In this regard, Bangladesh bank should initiate suitable action and issue guidelines with the help of professional accountant's bodies.

15. Factoring banks should have some support from guarantee/ refinance organizations to bridge their funds position.

16. Bangladesh has to adopt UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) Convention for international factoring to provide legal basis for it.

17. The government in collaboration with Bangladesh bank and other financial institutions can initiate training programs for both entrepreneurs and officers of different financial institutions to create awareness and to eliminate misconceptions about factoring.

18. Bangladesh may join as member of the international chains like FCI (Factors Chain International).

19. Some of the FERA (Foreign Exchange Regulation Act) 1947 and Bangladesh Bank Guidelines for Foreign Exchange Transactions may require to be changed.

4. Seminar on "Role of Accreditation in Export Promotion"

An awareness building seminar on "Role of Accreditation in Export Promotion" was jointly organised by Ministry of Industries, Bangladesh Accreditation Board (BAB), Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and Business Initiative Leading Development (BUILD) on 16th February, 2014 at 11:00 am at DCCI Auditorium. Mr. Amir Hossain Amu, MP, Honorable Minister, Ministry of Industries was present as the Chief Guest at the seminar. Mr. Md. Farhad Uddin, Additional Secretary, Ministry of Industries was present as Special Guest. Mr. Mohammad Shahjahan Khan, President, DCCI chaired the seminar. Distinguished Member of BAB Engineer M. Liaquat Ali presented the keynote paper at the seminar while Mr. Asif Ibrahim, Chairman, BUILD and Former President, DCCI and Mr. Md Abu Abdullah, Director General, BAB were present as the Panel Discussants. Mr. Osama Taser, Senior Vice President, DCCI offered vote of thanks to all the guests and participant for their active participation in the seminar.

The following Recommendations came out in the Round Table Discussion:

1. Bangladesh needs to set up an international standard testing lab for boosting export by providing recognition that the country produces quality and safe goods.

2. There is need to reduce cost of doing businesses and increase along with sustain consumers' confidence to get acceptability of exportable products and services of Bangladesh in the international market.

3. The country must create skilled workforce in accreditation and lab testing units to remain competitive internationally.

4. The government of Bangladesh and businessmen can work together to reduce cost of doing business and in strengthening private sector labs authorized by BAB.

5. Lab testing units could be established through PPP initiative and those should be in line with international standards.

6. BSTI can reduce their work load by outsourcing private sector lab units.

7. To promote export, coordination is necessary between BSTI and private sector labs.

8. Private sector needs to come forward with its resource and expertise to establish testing labs.

9. To get the global foothold, Bangladesh needs Mutual Recognition Arrangement (MRA) membership of Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation.

10. To become more effective and competitive, the country has to improve physical infrastructure, coordinated policies and power supply challenges.

11. Bangladesh need to Sign more multilateral recognition agreement with different countries to ease non-tariff barriers, as the absence of the facility is causing financial and procedural troubles for the local businesses.

12. Public Private Partnership (PPP) initiative on accreditation might play a crucial role to make the country's existing testing labs more effective for diversifying the country's export baskets.

5. Seminar on "Business Climate in Asia & Bangladesh's Position (Japanese Business Point of View)"

A seminar on **"Business Climate in Asia & Bangladesh's Position (Japanese Business Point of View)"** was organized jointly by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Japan External Trade Organization (JETRO), Dhaka on March 23, 2014 at 3:00 p.m. at DCCI Auditorium. **Mr. Bhuiyan Shafiqul Islam,** Secretary, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the seminar as the Chief Guest while Mr. Kei Kawano, Country representative, JETRO, Dhaka was present as the representative of co-organizer.

Mr. Hiroshito Ito, Sr. Research Fellow, JETRO Bangkok and Mr. Ichiro Abe, Director & Industry Researcher, JETRO New Delhi & Special Advisor, Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Govt. of Japan jointly presented the keynote paper. Mr. Mohammad Shahjahan Khan, President, DCCI chaired the seminar.

Recommendations came out from the Seminar:

- Bangladesh Government has established a "Task Force" comprising business leaders and government officials for the purpose of eliminating impediments for Japanese investors to Bangladesh. This Task Force could be one of the key tools to explore the prospective areas of Japanese investment in Bangladesh, identify the problems in attracting investment from the world's third largest economy and to remove the hurdles faced by Japanese companies operating here.
- Japanese firms are increasingly looking abroad to take advantage of competitive labor and robust emerging-market growth. Reflecting the shifting role of Asia as a production base to an end-user market, FDI into the region may become service-oriented.
- Bangladesh exports nearly 70 items to Japan but only seven-eight items constitutes 90 per cent shares of the total export in Japan. So, the number of exportable products and volume of export should be enhanced through more diplomatic and business cooperation.
- Japanese investors may take the opportunity to invest in gas exploration, power generation, communication network, infrastructure, and agro-based industries in Bangladesh.
- Japan should support revamping economic activities of Bangladesh and taking measures to overcome social vulnerability with a view to backing the country's efforts to achieve economic growth and bring people out of poverty through sustainable growth with equity and justice.
- The Government of Bangladesh has implemented a number of policy reforms designed to create a more open and competitive climate for private investment, both foreign and local. Investors from Japan may take this opportunity for investing in Bangladesh.
- Japan should assist Bangladesh for the development of physical infrastructure to ensure achieving the desired targets of the country.

6. Seminar on "Role of Media in Business and Economic Development "

A seminar on **"Role of Media in Business and Economic Development"** was organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) on March 25, 2014 at 11:00 a.m. at DCCI Auditorium. **Mr. Hasanul Haque Inu,** Hon'ble Minister, Ministry of Information, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the seminar as the Chief Guest while adviser to the Hon'ble Prime Minister **Mr. Iqbal Sobhan Chowdhury** was present as Special Guest. Mr. Abul Basher, PhD, Research Fellow, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) and Mr. M S Siddiqui, Convenor, Standing Committee on DCCI Publications and Public Relations presented the keynote paper on the occasion. Dr Md Golam Rahman, Professor, Dept. of Mass Communication

and Journalism, DU; Dr Shamsul Alam, member of General Economics Division of Planning Ministry; Mr. Matiur Rahman, Editor, Daily Prothom Alo and Mr. Muktar Hossain Chowdhury, Coordinating Director, Standing Committee on DCCI Publications and Public Relations were present as the Panel Discussants. Mr. Mohammad Shahjahan Khan, President, DCCI chaired the seminar.

Recommendations:

- The media can help to foster and favorable economic environment to create more opportunity, informed society to enable the economic agents to make the efficient use of limited resources, favorable attitudinal and motivational changes to eliminate servitude to ignorance and dogmatic belief, inefficient institution.
- With the growing openness and integration of an economy with the rest of the world, media can play a role in safeguarding national interest by successfully withstanding the motivated campaign of the mighty international media.
- Through informing, educating, and entertaining, the media make the society as well as the leadership aware of the importance and need to undertake certain process of national development.
- The lack of economic competency of media persons to understand the economic issues and interrelationships is a problem. So, the government and the private sector should look into this to find out a solution.
- Bangladeshi media can play the most vibrant role in promoting business and economic development by identifying the barriers.
- To carry out the developmental role, media needs to be free from any kind of fear and domination.
- At the same time, it has to be equally responsible, disciplined and committed to the cause of development of the country.
- The interest of the country should get more priority than the interest of a particular political party or group.
- The sight of the universal commitment to the profession should not be lost under any circumstances.
- Media personnel should work for erasing corruption from the society presenting factual news.
- Bangladeshi media can play the most vibrant role in promoting business and economic development specially in areas of SMEs (small and medium enterprises) and agriculture sector by identifying the barriers.
- The media houses to concentrate more in making investigative and in-depth reports in areas of trade and business.
- The country needs good and dedicated entrepreneurs both in print and electronic media to help the industry grow without fear and bias.
- The business community should raise their voices against loan defaulters, food adulteration and corruption, which extend a serious blow to the country's overall economic development.
- Print and electronic media can inspire the entrepreneurs by detecting the barriers and finding way-out through their collected information and logic behind those.
- Trade facilitation is very important for the expansion of international trade and commerce. Media can play a vital role by showing the trade facilitation measures and technologies taken by other countries of the world.
- It is essential to develop new entrepreneurs for the economic development of the country and media can be a significant tool to create awareness among mass in this regard.
- The media has to play the key role in improving the image of the country by reporting positive progress made by the nation.
- The business community to get united on national issues to take Bangladesh's economy further ahead.
- There is need for strengthening existing Press Council for the development of country’s economy through disseminating favorable news of business, trade and commerce.
- Media should cover news based on concrete information rather than being a spokesperson of any businessman.
- Good entrepreneurs are required for setting up good media houses.

7. Round Table Discussion on "PPP in Bangladesh"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), PPP Office under Prime Minister's Office, IPFF Cell, Bangladesh Bank and Business Initiative Leading Development (BUILD) jointly organized a Round Table Discussion on PPP in Bangladesh at DCCI on 31 May, 2014. Senior Secretary to the Hon'ble Prime Minister Mr. Md. Abul Kalam Azad graced the occasion as Chief Guest while Chairman of BUILD & former President of DCCI Mr. Asif Ibrahim was present as Special Guest. Mr. Mohammad Shahjahan Khan, President, DCCI chaired the program. Syed Afsor H. Uddin, Chief Executive Officer, PPP Office, Prime Minister's Office presented the keynote paper at the RTD.

Recommendations:

- Bangladesh needs massive investment from both local and foreign investors and PPP can be one of the major tools to encourage private investment.
- Public Private Partnership (PPP) projects can be an appropriate alternative option for the government to ensure expensive infrastructure development through the involvement of the Private Sector.
- Public-Private Partnership (PPP) can promote economic growth and development of a country because a country like Bangladesh badly needs adequate technical and financial resources for infrastructure development in the areas of Energy, Roads & Highways, Tunnels & Bridges, Ports & Shipping, LNG Terminals, Water & Sanitation, Education and Health.
- Public Private Partnerships (PPPs) can play a great role in mobilizing private sector capital and expertise for costly infrastructure projects.
- In order to increase eagerness of businessmen in PPP, Government should create more business-friendly environment.
- Draft Public Private Partnership (PPP) Act should be passed immediately.
- Better coordination among the organizations responsible for implementation of PPP projects should be ensured.
- There is strong need to simplify the complex procedure for investment under PPP initiative.
- Public Private Partnership can play an important role to achieve the desired level of development for being a Middle Income Country through rapid infrastructural development.
- Rapid infrastructure development, smooth supply of gas and electricity are vital for implementing PPP projects.
- There is need for private sector involvement in the PPP process and build trust between the government and the private sector.
- PPP initiatives are required in building seaports, railway development, waste management, and the tourism sector.
- Bangladesh needs to go for rapid industrialization and infrastructure development for ensuring jobs for millions of the unemployed, PPP mechanism can help in this connection.
- There is need to introduce Key Performance Indicators (KPI) with a view to reducing the time duration for implementing of PPP projects.

AQC ★ Since 1953 ★

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Gulshan Pink City
Suites # 01-03, Level: 7
Plot # 15, Road # 103,
Gulshan Avenue
Dhaka : 1212, Bangladesh.
Phone : 880-2-8881824-6
Fax : 880-2-8881822
E-mail : aqasem@aqcbd.com

Independent Auditors' Report

We have audited the accompanying financial statements of the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) which comprise the statement of financial position as at 30 September 2014 and the statement of comprehensive income and the statement of cash flows for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Bangladesh Accounting Standards (BAS)/Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS) and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have conducted our audit in accordance with Bangladesh Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of the material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements, prepared in accordance with Bangladesh Accounting Standards (BAS)/Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS), give a true and fair view of the state of the Chamber's affairs as at 30 September 2014 and of the operating results and its cash flows for the year then ended and comply with the Companies Act 1994 and other applicable laws and regulations.

We also report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief that were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof.

(b) In our opinion, proper books of account have been kept by the Chamber so far as it appeared from our examination of those books.

(c) The financial statements dealt with by the report are in agreement with the books of account.

Dated: Dhaka
22 November 2014

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
(Mohammed Hamidul Islam, FCA)

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Statement of Financial Position
As at 30 September 2014

Assets	Notes	2014 Taka	2013 Taka
Non-current assets			
Property, plant and equipment	3	38,171,702	40,988,163
		38,171,702	**40,988,163**
Current assets			
Accounts receivable	4	10,751,667	12,925,327
Interest receivable		20,294,600	23,415,042
Deferred revenue expenditure	5	50,155	1,489,487
Advance, deposits and pre-payments	6	15,688,267	10,181,415
Inventories		1,802,155	1,987,566
Cash and cash equivalents	7	432,924,981	371,148,580
		481,511,825	**421,147,417**
Current liabilities			
Liabilities for expenses & services	8	4,480,777	10,430,052
Liabilities for other finance	9	17,008,960	12,287,278
Advance Building rent	10	34,935,100	41,093,380
		56,424,837	**63,810,710**
Net current assets		**425,086,988**	**357,336,707**
Net assets		**463,258,690**	**398,324,870**
Sources of funds			
General Fund	11	399,037,911	343,445,503
DCCI Relief & Social Welfare Fund	12	15,334,416	14,160,875
DCCI Development Fund	13	28,439,281	23,556,529
Deferred Liability - Gratuity	14	17,589,545	14,141,864
Grant received	15	2,857,537	3,020,099
Total fund		**463,258,690**	**398,324,870**

The accompanying notes form an integral part of the Financial Statements.

A H M Rezaul Kabir
Secretary

K. G. Karim
Director

Mohammad Shahjahan Khan
President

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
(Mohammed Hamidul Islam, FCA)

Dated, Dhaka
22 November 2014

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Statement of Comprehensive Income
For the year ended 30 September 2014

	Notes	2014 Taka	2013 Taka
Income			
Subscriptions	16	25,241,050	24,375,500
Admission fee	17	4,174,162	4,634,700
Bulletin fee	18	1,165,688	1,184,150
Certificate of origin fee		1,454,000	1,578,150
Certification and attestation fee		1,421,586	1,006,926
Rent	19	33,802,845	23,761,699
Income from Investment - interest	20	40,524,778	36,809,505
DBI (DCCI Business Institute)		10,954,776	10,831,559
Miscellaneous income	21	927,756	1,946,012
Positioning BD. -Branding (after deducting expenses Tk. 8,229,404)		-	657,716
Total income		**119,666,641**	**106,785,917**
Expenditure			
Pay and allowances	22	33,632,847	35,045,022
Postage and telephone	23	817,946	777,342
Printing and stationery		970,829	1,027,746
Newspapers, bulletin and publications	24	2,611,490	2,997,157
Travelling & Conveyance		223,333	304,272
Repairs and maintenance	25	1,328,082	1,489,729
Fuel and lubricants		208,386	589,118
Entertainment		519,070	505,318
Audit and Legal fees	26	119,750	274,000
Subscription and donation		122,498	255,000
Seminar, symposium, conference and delegation	27	883,210	3,338,592
AGM, EGM and election expenses		1,153,530	1,125,540
Gift and presentations		61,788	168,840
Utility charges	28	1,808,208	2,052,446
DBI (DCCI Business Institute)		10,005,560	7,921,985
Iftar party expense		391,027	267,346
Reception and dinner		900,645	557,546
Rate and taxes		1,322,898	1,207,089
Estate expenses		493,196	570,087
Deferred revenue expenses-written off	5	266,446	1,012,298
Depreciation	3	3,264,674	3,622,600
Miscellaneous expenses	29	1,009,347	839,108
Total expenditure		**62,114,760**	**65,948,181**
Excess of income over expenditure	11	**57,551,881**	**40,837,736**

The accompanying notes form an integral part of the Financial Statements.

A H M Rezaul Kabir	**K. G. Karim**	**Mohammad Shahjahan Khan**
Secretary	Director	President

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
(Mohammed Hamidul Islam, FCA)

Dated, Dhaka
22 November 2014

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Statement of Cash Flows
For the year ended 30 September 2014

	2014 Taka	2013 Taka
Cash flows from operating activities		
Excess of income over expenditure for the year	57,551,881	40,837,736
Adjustment for items not involving movement of cash:		
Depreciation on fixed assets	3,264,674	3,622,600
Provision for gratuity	3,447,681	1,664,344
(Increase) / Decrease in current assets:		
Accounts receivable	2,173,660	(4,904,542)
Interest receivable	3,120,442	(8,043,639)
Deferred revenue expenditure	1,439,332	(695,493)
Advance, deposits and prepayments	(5,506,852)	(5,713,361)
Inventories	185,411	(26,896)
Increase / (Decrease) in current liabilities:		
Liabilities for expenses & services	(5,949,275)	3,925,275
Liabilities for other finance	4,721,682	4,378,906
Advance Building rent	(6,158,280)	41,093,380
Net cash provided by operating activities	**58,290,356**	**76,138,310**
Cash flows from investing activities		
Acquisition of fixed assets	(877,026)	(4,298,470)
Disposal of assets	428,813	-
Net cash used in investing activities	**(448,213)**	**(4,298,470)**
Cash flows from financing activities		
General Fund	(1,959,473)	(4,906,077)
DCCI Relief & Social Welfare Fund	1,173,541	1,225,269
DCCI Development Fund	4,882,752	6,375,121
Grant received	(162,562)	(11,330,625)
Net cash used in financing activities	**3,934,258**	**(8,636,312)**
Net increase in cash and cash equivalents	**61,776,401**	**63,203,528**
Opening cash and cash equivalents	371,148,580	307,945,052
Cash and cash equivalents at the end of the year	**432,924,981**	**371,148,580**

A H M Rezaul Kabir
Secretary

K. G. Karim
Director

Mohammad Shahjahan Khan
President

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
(Mohammed Hamidul Islam, FCA)

Dated, Dhaka
22 November 2014

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at / for the year ended 30 September 2014

1.0 Background

1.1 Incorporation

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (here-in-after referred to as the DCCI) was incorporated on 10 March 1959 as a company limited by guarantee under the Companies Act, 1913 (replaced by Companies Act 1994).

1.2 Objectives

Main objectives of the DCCI are as follows:

a. To promote and foster ideas of co-operation and mutual help amongst the members engaged in Trade, Commerce and Industry in Bangladesh.

b. To watch over, protect and safeguard in general commercial and industrial interest in Bangladesh particularly of the members engaged in business in the District of Dhaka or any other place.

c. To consider and help in formulating the policy of Government from time to time relating to questions pertaining to Trade, Commerce and Industry.

2.0 Summary of Significant Accounting Policies

2.1 Accounting basis

These Financial Statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) under historical cost convention which has been in conformity with the Bangladesh Accounting Standards (BAS) issued by The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB).

2.2 Property, plant and equipment

Fixed Assets are stated at actual cost less accumulated depreciation in the Financial Statements.

2.3 Depreciation

Depreciation on Fixed Assets is charged on reducing balance method at rates ranging from 2.5% to 20% per annum depending on the estimated life of assets. Full year's depreciation is charged on the additions to fixed assets irrespective of the date of acquisition thereof.

2.4 Revenue recognition

All income and expenses, other than subscription income/bulletin fee are accounted for on accrual basis. Subscription and bulletin fee are recognized as income on the date these are received on cash basis excepting that so much thereof as relates to the period subsequent to the year ended 30 September 2014 is accounted for as a liability (advance subscription under Liabilities for other finance).

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

2.5 Inventories

Inventories of Stationery and Printing items are valued at the lower of cost and net realizable value.

2.6 Employee benefits

Provisions have been set up in the accounts for Gratuity and for Annual Leave (earned leave) benefits to employees since 2008 towards build-up of the entire liability gradually.

2.7 Provision for income tax liability

National Board of Revenue, Bangladesh vide SRO # 234-Ain-Income Tax/2011 dated 6 July 2011, SRO # 216-Ain-Income Tax/2012 dated 27 June 2012 and SRO # 210-Ain-Income Tax/2012 dated 1 July 2013 introduced income tax on Trade Bodies. The issue has been protested by Trade Bodies and the decision from the Government is awaiting. DCCI maintains accounts from October to September. If the above noted SROs stand, DCCI may have to pay tax on its partial income for the year. The matter being unresolved till to date, no provision for income tax has been made.

2.8 Reporting currency

DCCI maintains its Books of Accounts in Bangladeshi Taka (BDT), and all figures represented in the financial statements are in BDT.

2.9 Reporting period

The reporting period of the DCCI cover one year from October to September consistently.

2.10 Responsibility of the preparation and presentation of the Financial Statements

The management of the DCCI is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements.

2.11 General

a) Previous year's figures have been re-arranged wherever considered necessary to conform to current year's presentation.

b) Figures appearing in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Taka.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

3.0 Property, plant and equipment

		2014 Taka	2013 Taka
(A)	**At Cost**		
	Opening balance	111,183,481	106,885,011
	Add: Addition during the year	877,026	4,298,470
		112,060,507	111,183,481
	Less: Disposal during the year	2,852,892	-
	Closing balance	**109,207,615**	**111,183,481**
(B)	**Less: Accumulated depreciation**		
	Opening balance	70,195,318	66,572,718
	Add: Charge during the year	3,264,674	3,622,600
		73,459,992	70,195,318
	Less: Acc. Depreciation of disposed assets	2,424,079	-
	Closing balance	**71,035,913**	**70,195,318**
(A-B)	**Written down value**	**38,171,702**	**40,988,163**

Details are shown in the enclosed Annexure-1

4.0 Accounts receivable

Considered good

	2014 Taka	2013 Taka
Building rent	2,934,949	7,083,158
Utility charge (Electricity)	1,036,520	221,008
Utility charge (WASA)	40,545	113,807
Display centre rent	2,000	6,000
Advertisement	-	360,000
Auditorium rent	-	35,000
Conference & Delegation	-	181,000
Service charge (Modhumoti Bank)	29,589	-
Other receivables	-	6,150
Current A/C with DBI-BBA	5,025,431	3,236,571
Current A/C with DCCI Foundation	338,116	338,116
	9,407,150	**11,580,810**

Considered doubtful

	2014 Taka	2013 Taka
Building rent	1,233,039	1,233,039
Utility charge (electricity)	54,290	54,290
Utility charge (WASA)	57,188	57,188
	1,344,517	**1,344,517**
	10,751,667	**12,925,327**

4.1 i) The aforesaid doubtful debts of Tk. 1,344,517 include Tk. 725,494, Tk. 236,012 and Tk. 383, 011 receivable from M/s Progressive Plastic Industries Limited, Mir Shafiul Haque (an ex-employee) and Mannujan Textile respectively. Management has taken all possible steps to realize the dues.

(ii) In this respect, cases were lodged with the court which are now in process.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

5.0 Deferred revenue expenditure

	2014 Taka	2013 Taka
Opening balance	1,489,487	793,994
Expenses/(Income) during the year:		
DCCI Entrepreneurship expenses	9,508,901	1,666,186
DCCI Entrepreneurship income	(10,682,337)	-
	(1,173,436)	1,666,186
Commercial History (English)	-	(8,000)
Commmercial History (Bangla)	550	640
DCCI -NRB event	-	48,965
	(1,172,886)	1,707,791
	316,601	2,501,785
Less: Written off (Note-5.1)	266,446	1,012,298
	50,155	**1,489,487**

5.1 Written off

	2014 Taka	2013 Taka
Golden Jubilee Celebration (GJC)	-	1,118,793
Commercial History (CH)	-	119,813
Legal expenses	366,672	366,661
SME Financing Fair	(592,976)	(592,969)
DCCI Entrepreneurship expenses	492,750	-
	266,446	**1,012,298**

Management has decided to amortize the aforesaid deferred Legal expense and SME fair income in five years effective from the year 2010. DCCI Entrepreneurship event completed (income Tk.1,06,82,337, expenses Tk. 1,11,75,087, deficit Tk. 4,92,750) and written off in 2014. Deferred Commercial History (Bangla) and DCCI -NRB event expenses will be expensed in the next year 2015 when the programme will be completed.

6.0 Advances, deposits and pre-payments

	2014 Taka	2013 Taka
Advances		
Advance against salaries	4,999	8,370
Advance against expenses	624,862	1,826,551
Taxes deducted at source by bank / parties	11,117,769	5,389,782
	11,747,630	**7,224,703**
Security deposits		
Rajuk	2,500,000	2,500,000
PDB	314,000	314,000
T&T	22,000	22,000
Others	19,360	19,360
	2,855,360	**2,855,360**
Prepayments		
City Corporation tax	987,670	-
Periodicals	3,120	3,382
Prepaid insurance premium	46,217	47,430
Prepaid subscription - ICCB/FBCCI	28,752	26,250
Prepaid AGM/ election expenses	12,506	24,290
Prepaid internet connectivity	7,012	-
	1,085,277	**101,352**
	15,688,267	**10,181,415**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2014 Taka	2013 Taka
7.0	**Cash and cash equivalents**		
	Cash in hand	10,817	53,659
	Cash at bank (Note 7.1)	432,914,164	371,094,921
		432,924,981	**371,148,580**
7.1	**Cash at bank**		
	On Savings bank accounts	-	233,909
	On Project bank accounts	23,673	21,833
	On Short Term Deposit (STD) accounts:		
	STD accounts -DCCI	3,218,665	2,120,516
	STD account -DCCI NRB	-	9,698
	STD account - DCCI Entrepreneurship	-	10,000
	STD account - Custom Automation	57,733	58,191
	STD account -BUILD Project	-	354,112
		3,276,398	2,552,517
	On Fixed Deposit (FDR) accounts:		
	FDR accounts - DCCI	426,804,256	365,679,983
	FDR account - Custom Automation	2,809,837	2,606,679
		429,614,093	368,286,662
		432,914,164	**371,094,921**
8.0	**Liabilities for expenses & services**		
	Salaries payable	127,951	2,311,076
	Employer's contribution to Provident Fund	58,651	106,292
	Utility charges (electricity/water/gas)	531,562	401,823
	Rent/Utility suspense (tenants)	18,760	1,156,912
	Date expired cheque	60,369	122,474
	Provision for annual leave	1,441,472	1,287,824
	Telephone expenses	52,163	37,535
	Bulletin and publications	329,200	1,031,200
	Newspaper and periodicals	8,500	6,910
	Entertainment	4,455	4,980
	Conveyance	545	745
	Fax & internet connectivity	12,806	2,852
	Audit fee and legal expenses	74,750	99,000
	Postage and stamp	96,569	155,487
	Repairs and maintenance	76,450	76,747
	Printing and stationery	9,800	3,000
	Seminar	11,640	-
	Conference & Delegation	-	114,450
	Insurance premium	546,735	341,447
	Washing expense and others	13,806	23,083
	ISO expenses	112,800	62,200
	Estate expenses	32,700	222,565
	Furniture & other assets	-	2,455,021
	DBI exp.	859,093	406,429
		4,480,777	**10,430,052**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

9.0 Liabilities for other finance

	2014 Taka	2013 Taka
Employees' contribution to Provident Fund	144,833	262,682
Staff income tax	94,400	86,575
Tax / VAT deducted at sources (parties)	33,043	114,556
Advance subscription (Note 9.1)	6,196,600	6,729,250
Subscription advance	11,500	34,850
Security deposits	1,333,062	1,346,297
Advance Display center rent	5,000	5,000
Advance advertisement	18,000	18,000
Delegation fee	-	(9,517)
DBI training fee	687,850	1,011,900
Tax Fund	8,484,672	2,687,685
	17,008,960	**12,287,278**

9.1 Advance subscription

	2014 Taka	2013 Taka
Opening balance	6,729,250	4,916,749
Transferred to income	6,729,250	4,916,749
	-	-
Adjustment for the year:		
Subscriptions (note 16)	5,196,750	5,483,500
Admission fee(note 17)	765,088	996,900
Bulletin fee (18)	234,762	248,850
	6,196,600	**6,729,250**

10 Advance Building rent

	2014 Taka	2013 Taka
Opening balance	41,093,380	-
Advance rent received during the year	5,927,040	45,871,680
	47,020,420	45,871,680
Advance rent adjusted during the year	(12,085,320)	(4,778,300)
	34,935,100	**41,093,380**

11 General Fund

	2014 Taka	2013 Taka
Opening balance	343,445,503	307,513,844
Prior year's adjustment	(1,959,473)	(4,906,077)
	341,486,030	302,607,767
Excess of income over expenditure for the year	57,551,881	40,837,736
	399,037,911	**343,445,503**

12 DCCI Relief and Social Welfare Fund

	2014 Taka	2013 Taka
Opening balance	14,160,875	12,935,606
Received from members during the year	1,583,500	1,651,900
Interest on R.S.W.F. FDR	765,336	1,457,968
	16,509,711	16,045,474
Paid during the year against Relief Fund	(1,175,295)	(1,884,599)
	15,334,416	**14,160,875**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

	2014 Taka	2013 Taka
13 DCCI Development Fund		
Opening balance	23,556,529	17,181,408
Collections during the year	3,680,000	4,350,000
Interest on Development Fund FDR	1,202,752	2,025,121
	28,439,281	**23,556,529**
14 Deferred Liability - Gratuity		
Opening balance	14,141,864	12,477,520
Provision made during the year	5,100,000	7,300,000
	19,241,864	19,777,520
Paid during the year	(1,652,319)	(5,635,656)
	17,589,545	**14,141,864**
15 Grant received		
a) Custom Automation		
Received from IFC & interest	19,414,168	19,182,512
Loan given to Datasoft	(15,000,000)	(15,000,000)
Custom automation expenses	(1,508,288)	(1,508,288)
Advance tax paid	(48,343)	(23,236)
	2,857,537	2,650,988
b) BUILD Project		
Received from IFC & interest	16,343,087	16,334,347
FDR interest -BUILD fund	1,857,358	1,857,358
DCCI -BUILD Project STD a/c	(157,097)	-
Expenses -BUILD	(17,941,846)	(17,670,824)
VAT /Tax deducted at sources (parties)	-	16,072
Advance tax paid	(101,502)	(100,036)
Advance agaist expenses	-	(67,806)
	-	369,111
	2,857,537	**3,020,099**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2014 Taka	2013 Taka
16	**Subscriptions**		
	New	3,661,750	3,942,500
	Renewal	24,347,750	23,789,300
	Arrear	2,407,300	2,113,000
	Advance adjustment	21,000	14,200
		30,437,800	29,859,000
	Portion attributable to the period from October 2014 to December 2014 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(5,196,750)	(5,483,500)
		25,241,050	**24,375,500**
17	**Admission fee**		
	Admission fee	3,661,750	3,942,500
	Re-admission fee	1,277,500	1,689,100
		4,939,250	5,631,600
	Portion attributable to the period from October 2014 to December 2014 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(765,088)	(996,900)
		4,174,162	**4,634,700**
18	**Bulletin fee**		
	Current	1,265,950	1,318,800
	Arrear	133,450	114,200
	Advance adjustment	1,050	-
		1,400,450	1,433,000
	Portion attributable to the period from October 2014 to December 2014 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(234,762)	(248,850)
		1,165,688	**1,184,150**
19	**Rent**		
	Building rent	33,702,845	23,541,699
	Auditorium rent	100,000	220,000
		33,802,845	**23,761,699**
20	**Income from Investment - interest**		
	Interest from Fixed Deposits (Note 20.1)	40,305,610	36,439,563
	Interest from STD and savings account	219,168	369,942
		40,524,778	**36,809,505**
20.1	**Interest from Fixed Deposits**		
	DCCI Fund	35,567,268	31,462,258
	DCCI Scholarship Fund	395,319	406,072
	DCCI Retirement Benefit Fund	1,309,228	1,439,819
	DCCI Research Fund	3,033,795	3,131,414
		40,305,610	**36,439,563**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2014 Taka	2013 Taka
21	**Miscellaneous income**		
	Membership forms fee	101,800	101,600
	Photocopy charge realized	5,609	2,580
	Advertisement income	-	346,471
	Service charge from Modhumoti Bank	365,764	-
	Commercial History book sale	38,300	-
	Other Income -misc	314,057	166,362
	Projects	-	1,223,293
	Custom automation fee	102,226	105,706
		927,756	**1,946,012**
22	**Pay and allowances**		
	Pay and allowances	28,119,847	27,221,022
	Gratuity	5,100,000	7,300,000
	Provision for annual leave	300,000	300,000
	Employees insurance premium (Pension)	113,000	224,000
		33,632,847	**35,045,022**
23	**Postage and telephone**		
	Postage and stamps	304,594	300,783
	Telephone	134,455	115,278
	Fax charges	13,260	13,871
	Internet connectivity	365,637	347,410
		817,946	**777,342**
24	**Newspapers, bulletin and publications**		
	Newspapers and periodicals	132,972	121,268
	Bulletin	2,390,730	2,377,989
	Publication	87,788	497,900
		2,611,490	**2,997,157**
25	**Repairs and maintenance**		
	Car	211,549	155,669
	Computer	92,510	25,235
	Lift	201,800	286,110
	AC	63,652	172,500
	Generator	95,087	53,270
	Building	166,142	391,887
	Others	497,342	405,058
		1,328,082	**1,489,729**
26	**Audit and Legal fees**		
	Statutory audit	74,750	69,000
	Internal audit	45,000	180,000
	Legal expenses	-	25,000
		119,750	**274,000**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

	2014 Taka	2013 Taka

27 Seminar, symposium, conference and delegation

	2014 Taka	2013 Taka
Seminar and symposium	592,223	1,073,316
Conference and delegation	290,987	2,265,276
	883,210	**3,338,592**

28 Utility charges

	2014 Taka	2013 Taka
Electricity	4,034,743	2,900,270
WASA	412,013	556,525
Gas	11,036	12,667
Utility reimbursement from tenants (Note-28.1)	(2,649,584)	(1,417,016)
	1,808,208	**2,052,446**

28.1 Utility reimbursement from tenants

	2014 Taka	2013 Taka
Electricity	2,379,164	1,089,441
WASA	270,420	327,575
	2,649,584	**1,417,016**

29 Miscellaneous expenses

	2014 Taka	2013 Taka
Liveries and uniform	97,580	-
Celebration of bengali new year	-	255,285
Festival / national day expenses	11,475	68,074
Washing expenses	19,520	16,523
Photocopy	173	160
Photography	11,000	15,885
Bank charge	18,962	20,319
Training expenses	29,460	830
Insurance	110,257	126,950
Advertisement expenses	210,205	140,164
Fair	77,772	23,943
ISO 9001 certification expenses	112,800	62,200
Custom automation expenses	1,215	1,230
Loss on sale of assets	126,043	-
Contribution to BUILD project	100,000	-
Project expenses	-	4,745
Pot plant rent & garden maintenance	34,000	46,000
Others	48,885	56,800
	1,009,347	**839,108**

30 Subsequent events

There was no non-adjusting post balance sheet event of such importance, non-disclosure of which would affect the ability of the users of the financial statements to make proper evaluations and decisions.

31 Comparative statement of operating activities

Comparative statement of operating activities is shown in Annexure-2.

Annexure-1

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Schedule of Property, plant and equipment
As at 30 September 2014

Particulars	Cost				Dep.	Depreciation				Written Down Value (WDV)	
	As at 01 October 2013	Additions during the year	Disposals/ adjustment	As at 30 September 2014	Rate	As at 01 October 2013	Charged during the year	Disposals/ adj.	Accumulated as at 30 September 2014	As at 30 September 2014	As at 30 September 2013
	Taka	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka
Land	29,157			29,157						29,157	29,157
Building	52,108,050	632,300	(389,800)	52,350,550	5%	31,420,610	1,059,570	(261,466)	32,218,714	20,131,836	20,687,440
Mach. & equipment	9,171,020	51,816	(1,477,277)	7,745,559	15%	5,510,616	540,555	(1,368,756)	4,682,415	3,063,144	3,660,404
Furniture & fixtures	6,954,719	65,500	(239,324)	6,780,895	10%	3,978,299	298,259	(179,991)	4,096,567	2,684,328	2,976,420
Books	1,062,526	3,860		1,066,386	10%	839,450	22,693		862,143	204,243	223,076
Electrical inst.	2,284,285	30,000	(68,500)	2,245,785	10%	1,460,033	84,825	(62,495)	1,482,363	763,422	824,252
Sanitary fittings & renov.	877,893		(94,000)	783,893	10%	540,252	33,227	(88,629)	484,850	299,043	337,641
Air cooler	9,340,516		(386,000)	8,954,516	15%	8,130,900	173,791	(334,994)	7,969,697	984,819	1,209,616
Wall clock	9,715		(7,665)	2,050	15%	4,955	229	(4,431)	753	1,297	4,760
Franking machine	17,500			17,500	15%	17,430	10		17,440	60	70
Sundry assets	573,790	88,700	(60,100)	602,390	12.50%	437,209	26,852	(49,636)	414,425	187,965	136,581
Water installation	118,766		(19,500)	99,266	2.50%	41,390	1,866	(16,762)	26,494	72,772	77,376
Crockery & cutleries	257,906	4,000	(6,680)	255,226	10%	126,059	13,318	(4,013)	135,364	119,862	131,847
Telephone inst.	1,380,491	850	(26,980)	1,354,361	10%	1,102,865	26,833	(16,831)	1,112,867	241,494	277,626
Lift	10,738,148			10,738,148	10%	8,417,375	232,077		8,649,452	2,088,696	2,320,773
Auditorium	6,411,030			6,411,030	5%	3,001,063	170,498		3,171,561	3,239,469	3,409,967
Transformer	1,359,181			1,359,181	15%	1,114,162	36,753		1,150,915	208,266	245,019
E-mail /internet inst.	476,877			476,877	10%	289,285	18,759		308,044	168,833	187,592
DCCI car	3,910,227			3,910,227	15%	1,666,568	336,549		2,003,117	1,907,110	2,243,659
Diesel generator	1,418,090			1,418,090	15%	1,307,177	16,637		1,323,814	94,276	110,913
MIS & Software	729,750			729,750	20%	322,468	81,457		403,925	325,825	407,282
Island Development	1,445,498			1,445,498	5%	206,164	61,967		268,131	1,177,367	1,239,334
Gift assets	508,346		(77,066)	431,280		260,988	27,949	(36,075)	252,862	178,418	247,358
Total	**111,183,481**	**877,026**	**(2,852,892)**	**109,207,615**		**70,195,318**	**3,264,674**	**(2,424,079)**	**71,035,913**	**38,171,702**	**40,988,163**

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Annexure-2

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)
Comparative Statement of Operating Activities
For the year ended 30 September 2014

Particulars	2014 Taka	2013 Taka
Subscription income	25,241,050	24,375,500
Admission fee	4,174,162	4,634,700
Bulletin fee	1,165,688	1,184,150
	30,580,900	**30,194,350**
Less: Pay & allowances	33,632,847	35,045,022
Surplus / (deficit)	**(3,051,947)**	**(4,850,672)**
Less: Utilities- net	1,808,208	2,052,446
Printing & stationery	970,829	1,027,746
Postage and telephone	817,946	777,342
Subscription & donation	122,498	255,000
News paper, bulletin & publications	2,611,490	2,997,157
Rates & taxes	1,322,898	1,207,089
Entertainment	519,070	505,318
Seminar & symposi, conf. & delegation	883,210	3,338,592
Travelling & Conveyance	223,333	304,272
AGM, EGM & election expenses	1,153,530	1,125,540
Gift & presentation	61,788	168,840
Audit & legal fee	119,750	274,000
Repairs & maintenance	1,328,082	1,489,729
Fuel & lubricants	208,386	589,118
Iftar Party expenses	391,027	267,346
Reception & Dinner	900,645	557,546
Estate expenses	493,196	570,087
Miscellaneous expenses	1,009,347	839,108
Depreciation	3,264,674	3,622,600
Deferred revenue expenses - written off	266,446	1,012,298
	18,476,353	**22,981,174**
(Deficit)	**(21,528,300)**	**(27,831,846)**
Add: Income		
Certificate of Origin	1,454,000	1,578,150
Certification & attestation fee	1,421,586	1,006,926
Positioning BD. - Branding (net)	-	657,716
Miscellaneous income	927,756	1,946,012
	3,803,342	**5,188,804**
(Deficit)	**(17,724,958)**	**(22,643,042)**
Add : Interest income	40,524,778	36,809,505
DBI (DCCI Business Institute) -net	949,216	2,909,574
	41,473,994	**39,719,079**
Surplus	**23,749,036**	**17,076,037**
Add : Rent	33,802,845	23,761,699
Excess of Income over Expenditure for the year	**57,551,881**	**40,837,736**

Corporate :
Dhaka Chamber of Commerce & Industry
65-66 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh.
Phone : +88-02-955 2562, Fax: 88-02-956 0830
E-mail : info@dhakachamber.com
Web : www.dhakachamber.com

ISO 9001
The first ISO certified
Chamber in Bangladesh